ভ্যাট বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

(VAT FAQ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ভ্যাট সংক্রান্ত বিষয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন রয়েছে। তাছাড়া, ভ্যাট সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত নানাবিধ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া বেশ কঠিন হয়। তাই, সকলে যেন সহজে ভ্যাট সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব পেতে পারেন সে উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত সূচী অনুসারে বিষয়ভিত্তিক ভ্যাট সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর পেশ করা হয়েছে। পাঠকদের প্রশ্ন অনুসারে সূচী দেখে জবাব খুঁজে বের করার জন্য অনুরোধ করা হলো। কিছু প্রশ্ন একাধিক বিষয়ের আওতায় পড়ে। যেমন: কোনো একটি প্রশ্ন "ট্যারিফ মূল্য" এবং "রেয়াত" এই দুটি বিষয়ের আওতায় পড়তে পারে। আবার, কোনো একটি প্রশ্ন "উৎসে কর্তন" এবং "ভ্যাট ক্যালকুলেশন" এই দুটি বিষয়ের আওতায় পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে ওই একাধিক বিষয়ের সূচী দেখার জন্য অনুরোধ করা হলো। কোনো একটা বিষয়ের মধ্যে জবাব পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। যদি কোনো প্রশ্ন দুটি বিষয়ের আওতায় পড়ে, তাহলে যে বিষয়ের আওতায় অধিক পড়ে সে বিষয়ের আওতায় রাখা হয়েছে। আর যদি কোনো প্রশ্ন তিনটি বিষয়ের আওতায় পড়ে, তাহলে তা "বিবিধ" বিষয়ের আওতায় রাখা হয়েছে। কতিপয় সেবা নিয়ে বেশ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তাই, ওই সেবা সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর আলাদা পেশ করা হয়েছে। যেমন: যোগানদার, আসবাবপত্র, বাড়িভাড়া ইত্যাদি। এখানে যে প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়া আছে, তা থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠক সরাসরি তার প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবেন। অথবা তার প্রশ্নের কাছাকাছি জবাব খুঁজে পাবেন। যদি এখানে কোনো প্রশ্নের জবাব পাওয়া না যায়, অনুগ্রহ করে তা আমাকে জানাতে অনুরোধ করছি। বর্তমান ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেটে বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। এসব পরিবর্তনের ফলেও পূর্বে দেয়া জবাবের কোনো কোনো অংশ পরিবর্তন করার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। আমি যথাসম্ভব এসব পরিবর্তনগুলো বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান বিধি-বিধানের আলোকে পূর্বের জবাব সংশোধন করার চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কোনো জবাবে হালনাগাদ বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে, তাহলে তা আমার নজরে আনার জন্য সম্মানিত পাঠকদের বিনীত অনুরোধ করছি (roufvat@gmail.com)।

ড. মোঃ আব্দুর রউফ
প্রথম সচিব (ভ্যাট)

ক্রম.	বিষয়
০১.	ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন
০২.	উৎসে ভ্যাট কর্তন
০৩.	নির্মাণ সংস্থা সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন
০৪.	সেবা আমদানির ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন
০৫.	সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন
০৬.	শ্রমিকের মজুরির ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন
০৭.	একাধিক উপাদানবিশিষ্ট সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন
০৮.	যোগানদার সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন
০৯.	মেলা, বাণিজ্য মেলায় পণ্য বিক্রয়
১০.	মূল্য ঘোষণা
১১.	মূল্য ঘোষণা, মূসক-৭, এটিভি, রেয়াত
১২.	ট্যারিফ মূল্য
১৩.	ভ্যাট ক্যালকুলেশন
১৪.	ভ্যাট অব্যাহতি
১৫.	উপকরণ কর রেয়াত
১৬.	রিফান্ড
১৭.	সমন্বয়

১৮.	রপ্তানি, প্রত্যর্পণ ও বন্ড
১৯.	কুটির শিল্প
২০.	চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন
২১.	হিসাবরক্ষণ এবং ভ্যাট জমা প্রদান
২২.	চলতি হিসাব পুস্তক (মূসক-১৮)
২৩.	পুরস্কার, উপহার, গিফট ভাউচর, ডিসকাউন্ট সেল, ওয়ারেন্টি রিপ্লেসমেন্ট
২৪.	সার্ভিস চার্জ, টেস্টিং ফি
২৫.	ফি, রয়্যালটি, চার্জ, কমিশন (বিধি ১৮ঙ)
২৬.	মজুরী, সম্মানী ইত্যাদি
২৭.	বর্জ্য নিষ্পত্তি
২৮.	ক্রেডিট নোট
২৯.	ডেবিট নোট
৩০.	ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট
৩১.	তল্লাশী ও আটক
৩২.	বিচার
৩৩.	আপীল
৩৪.	বকেয়া আদায়
৩৫.	টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট সেবা
৩৬.	বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবা, স্পন্সরশীপ সেবা
৩৭.	ভূমি উন্নয়ন সংস্থা ও ভবন নির্মাণ সংস্থা
৩৮.	ছাপাখানা সেবা
৩৯.	সিএন্ডএফ সেবা
৪০.	আসবাবপত্র
৪১.	ব্যাংকিং সেবা, মোবাইল ব্যাংকিং সেবা
৪২.	ক্লাবের ওপর ভ্যাট
৪৩.	বাড়ি, স্থাপনা ভাড়ার ওপর ভ্যাট
৪৪.	মানবসম্পদ সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা সেবা
৪৫.	তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা
৪৬.	উপকরণ ও পণ্য অন্যত্র সংরক্ষণ
৪৭.	রিইমবার্সমেন্ট (পূনর্ভরণ)
৪৮.	বিবিধ বিষয়
৪৯.	আবগারী শুল্ক

০১. ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন

প্রশ্ন-০১: ***ভ্যাটের আওতায় রেজিস্ট্রেশন নিতে হলে কী কী দলিলাদির প্রয়োজন হয়?***

উত্তর: বর্তমানে ভ্যাটের আওতায় রেজিস্ট্রেশন নেয়া খুব সহজ। বর্তমানে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন নেয়া যায়। দয়া করে ভ্যাট কল সেন্টারে ১৬৫৫৫ এ ফোন করুন। সরকারি অফিস সময়ে সকাল ৯ ঘটিকা হতে বিকাল ৫ ঘটিকা পর্যন্ত ভ্যাট কল সেন্টার খোলা থাকে। ভ্যাট কল সেন্টার থেকে আপনার সব করণীয় বলে দেবে।

ইতোপূর্বে ম্যানুয়্যাল পদ্ধতিতে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে 'মূসক-৬' ফরমে আবেদন করতে হতো। 'মূসক-৭' ফরমে ঘোষণা দাখিল করতে হতো। চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বত্বাধিকারী/Authorized Signatory এর দুই কপি ছবি দাখিল করতে হতো। ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন সার্টিফিকেট এবং জাতীয়তা পরিচয়পত্র দাখিল করতে হতো। ব্যাংক এ্যাকাউন্ট নম্বরের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হতো। আমদানিকারক হিসেবে ভ্যাট নিবন্ধন নিতে হলে Import Registration Certificate (IRC) দাখিল করতে হতো। রপ্তানিকারক হিসেবে ভ্যাট নিবন্ধন নিতে হলে Export Registration Certificate (ERC) দাখিল করতে হতো। নিবন্ধনযোগ্য প্রাঙ্গনের বর্ণনাসূচক নীলনকশা (Blue Print) দাখিল করতে হতো। জমির/বাড়ির/ ভবনের/প্রাঙ্গনের মালিকানা বা ভাড়া সংক্রান্ত দলিলাদি দাখিল করতে হতো। লিমিটেড কোম্পানি হলে আর্টিকেল এবং মেমোরেন্ডাম দাখিল করতে হতো। পার্টনারশিপ ব্যবসা হলে পার্টনারশিপ দলিল দাখিল করতে হতো।

নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করার জন্যে অটোমেডেট ভ্যাট সিস্টেমের অংশ হিসেবে অনলাইন ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন চালু করা হয়েছিল। নতুন ভ্যাট আইন ১ জুলাই, ২০১৭ তারিখ থেকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করার কথা ছিল। কিন্তু নানা কারণে তা স্থগিত করা হয়েছে। তবে, অনলাইন ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন চালু রাখা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে ১৬৫৫৫ এ ফোন করুন এবং www.vat.gov.bd ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

প্রশ্ন-০২: আমাদের একটি আর্কিটেক্ট প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি এস০৫০.০০ কোডের আওতায় আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার ও ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর হিসেবে নিবন্ধিত। আমরা মূলতঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর এবং ডিজাইনের কাজ করি। ওই সব প্রতিষ্ঠান নানাবিধ সরবরাহ নিয়ে থাকে। তাই, আমরা এখন 'যোগানদার' হিসেবেও কাজ করতে আগ্রহী। এমতাবস্থায়, আমাদের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে পরিবর্তন করার জন্য আবেদন করি। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পরিবর্তন করে "আপনার ব্যবসার প্রকৃতি" এর স্থলে "Supplier (Trader) and Service Renderer" উল্লেখ করা হয়। কিন্তু আমাদের সরবরাহ গ্রহণকারীর মতে, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে S037: Procurement Provider লেখা না থাকলে আমরা 'যোগানদার' হিসেবে সরবরাহ দিতে পারবো না। সরবরাহ গ্রহীতা এস০৫০.০০ কোডের আওতায় আমাদের নিকট থেকে ভ্যাট কর্তন করতে চায়। এ পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কী সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। *[এ.কে.এম. বেলায়েত হোসেন, এ্যাডভাইজার, প্র্যাক্সিস আর্কিটেক্টস, ২৪-২৫, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, সাধারণ বীমা সদন, ঢাকা।]*

উত্তর: আপনাদের বর্তমানে যে সংশোধিত ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (মূসক-৮) রয়েছে, তা দিয়ে আপনারা 'যোগানদার' সেবা প্রদান করতে পারবেন। 'যোগানদার' সেবা প্রদান করতে হলে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে "ব্যবসার কার্যক্রম" এর বিপরীতে "S037: Procurement Provider" উল্লেখ থাকা জরুরি নয়। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নেয়ার সময় 'মূসক-৬' ফরমে আবেদন করতে হয়। 'মূসক-৬' ফরমের ক্রমিক নং-১৫ এর বর্ণনা হলো "Item(s) to be produced and/or traded/Service(s) to be rendered"। এই ক্রমিকে আবেদনকারী কী কী পণ্য উৎপাদন করতে চায় বা ব্যবসা করতে চায় বা আমদানি/রপ্তানি করতে চায় বা কী কী সেবা প্রদান করতে চায় তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে হয়। প্রয়োজনে অতিরিক্ত শীট ব্যবহার করতে হয়। যে পণ্য বা সেবার কার্যক্রম বেশি করা হবে, সেটি প্রথমে উল্লেখ করতে হয়। এই ক্রমিকে যেসব পণ্য বা সেবার উল্লেখ থাকে তা ভ্যাট বিভাগের ডাটাবেইজে ধারণ করে রাখা হয়। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে "ব্যবসার কার্যক্রম" এর বিপরীতে 'মূসক-৬' ফরমের ক্রমিক নং-১৫ এ উল্লেখিত প্রথম পণ্য বা সেবাটি উল্লেখ করা হয়। কারণ, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের এই স্থানে একাধিক সেবার কোড বা বর্ণনা উল্লেখ করার স্থান নেই। আর তা উল্লেখ করার প্রয়োজনও নেই। 'মূসক-৬' ফরমে যেসব পণ্য বা সেবার উল্লেখ আছে প্রতিষ্ঠানটি সেসব কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নেয়ার সময় 'মূসক-৬' ফরমে উল্লেখ করা হয়নি এমন কোন কার্যক্রম যদি কোন প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করতে চায়, তাহলে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরে 'মূসক-৯' ফরমের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। সাথে সংশোধিত 'মূসক-৬' ফরম দাখিল করতে হবে।

ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেটে "আপনার ব্যবসার প্রকৃতি" এর বিপরীতে 'মূসক-৬' এর ভিত্তিতে আবেদনকারীর ব্যবসায়ের প্রকৃতি উল্লেখ থাকে। ব্যবসায়ের প্রকৃতি পাঁচ প্রকারের হতে পারে, যথা: Supplier (Manufacturer) অর্থাৎ উৎপাদনকারী, Supplier (Trader) অর্থাৎ ব্যবসায়ী, Service Renderer অর্থাৎ সেবা প্রদানকারী, Importer অর্থাৎ আমদানিকারক এবং Exporter অর্থাৎ রপ্তানিকারক। একই ব্যক্তির একাধিক ব্যবসায়ের প্রকৃতি থাকতে পারে। তাও ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেটে উল্লেখ থাকতে হবে। যেমন: কোন ব্যক্তি একই সাথে উৎপাদনকারী এবং আমদানিকারক হতে পারে। সেক্ষেত্রে তার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেটে "আপনার ব্যবসার প্রকৃতি" এর বিপরীতে Supplier (Manufacturer) and Importer লেখা থাকবে। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেটে "ব্যবসার কার্যক্রম" এর বিপরীতে একটি পণ্য বা সেবার কোড এবং বর্ণনা উল্লেখ থাকবে, যেটি আবেদনকারী 'মূসক-৬' ফরমের ক্রমিক নং-১৫ এর বিপরীতে প্রথমে উল্লেখ করেছেন । কোন ব্যক্তির যদি 'যোগানদার' সেবাটি একমাত্র বা মূল কাজ হয় তাহলে তিনি 'মূসক-৬' ফরমের ক্রমিক নং-১৫ এর বিপরীতে প্রথমে S037: Procurement Provider উল্লেখ করেছেন এবং তা তার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেটে "ব্যবসার কার্যক্রম" এর বিপরীতে উল্লেখ আছে। কিন্তু যদি 'যোগানদার' সেবা প্রদান তার একমাত্র বা মূল কাজ না হয়ে গৌণ কাজ হয়, তাহলে 'মূসক-৬' ফরমের ক্রমিক নং-১৫ এর বিপরীতে তা তিনি প্রথমে উল্লেখ করেননি, নিচে উল্লেখ করেছেন। তাই, তার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেটে "ব্যবসার কার্যক্রম"-এর বিপরীতে তা উল্লেখ থাকবে না। তবে, ভ্যাট রেজিস্টেশান সার্টিফিকেটে "আপনার ব্যবসার প্রকৃতি" এর বিপরীতে Service Renderer উল্লেখ থাকবে। তাহলেই, তিনি 'যোগানদার' সেবা প্রদান করতে পারবেন।

এখন প্রশ্ন হলো, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেটে "ব্যবসার কার্যক্রম" এর বিপরীতে যদি S037: Procurement Provider উল্লেখ না থাকে তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কিভাবে বুঝবেন যে সরবরাহকারী 'যোগানদার'। উৎসে কর্তনকারীর দায়িত্ব হলো সরবরাহকারীর ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেটের কপি গ্রহণ করা। পূর্বে আলোচনা করেছি যে, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেটে কোন্ পরিস্থিতিতে কী উল্লেখ থাকে। উৎসে কর্তনকারীকে সরবরাহকারীর স্ট্যাটাস বুঝতে হবে। অর্থাৎ সরবরাহকারী উৎপাদক নাকি ব্যবসায়ী নাকি সেবা প্রদানকারী নাকি আমদানিকারক তা বুঝতে হবে। এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য দলিলাদি দেখার পাশাপাশি প্রয়োজনে নিবন্ধিত অঙ্গন পরিদর্শন করা যায়। উৎপাদক এবং ব্যবসায়ী ভ্যাট চালানপত্রসহ সরবরাহ দিলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং-৩(ক) অনুসারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। সরবরাহকারী যদি সেবা প্রদানকারী হয়, তাহলে সেবাটি কোন কোড এবং বর্ণনার আওতাভুক্ত তা দেখতে হবে। ওই আদেশে বর্ণিত ৩৮টি সেবার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। সরবরাহকারী যদি উৎপাদক না হন, ব্যবসায়ী না হন, সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত কোন সেবাপ্রদানকারী না হন, আমদানি করে সরবরাহকারী না হন;

বরং সরবরাহকারী যদি ক্রয় করে সরবরাহ দিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি 'যোগানদার'। উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীকে এভাবে সরবরাহকারীর স্ট্যাটাস নিশ্চিত হয়ে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-০৩: ***ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধন নিতে হলে ব্যাংক এ্যাকাউন্ট উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক কি?***

উত্তর: হ্যাঁ বাধ্যতামূলক। বর্তমানে অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ফরমে ব্যাংক এ্যাকাউন্ট উল্লেখ করার বক্স রয়েছে। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতেও ভ্যাট নিবন্ধনের আবেদনপত্রের (মূসক-৬ ফরম) ক্রমিক নং-৮ এ ব্যাংক এ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হতো। একাধিক ব্যাংক এ্যাকাউন্ট থাকলে তা এখানে উল্লেখ করতে হতো। ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধন গ্রহণ করার পর যদি নতুন করে কোনো ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খোলা হয়, তাহলে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে তা ভ্যাট বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হতো। এরূপে অবহিত না করলে তা হবে আইনের লঙ্ঘন।

প্রশ্ন-০৪: ***একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মূসক নিবন্ধনপত্রে যে পণ্য উল্লেখ আছে সে পণ্য ছাড়া অন্য কোনো পণ্য উৎপাদন করা যাবে কিনা? মাঠ পর্যায়ে দেখা যায়, কোনো পণ্যের প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল উৎপাদন করতে গেলে আলাদা ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান নিয়ে ইউনিট-২ স্থাপন করার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।*** *[ইমরান খান, কমার্শিয়াল ম্যানেজার, বসুমতি গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ৪৭ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।]*

উত্তর: ভ্যাট ব্যবস্থার একটি সাধারণ রীতি হলো, কোনো একটি স্থানে একটি মাত্র ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান থাকবে এবং একটি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশানের আওতায় সব কার্যক্রম যেমন: উৎপাদন, ব্যবসা, সেবা প্রদান, আমদানি ও রপ্তানি ইত্যাদি পরিচালন করা যাবে। এই হলো ভ্যাট রেজিস্ট্রেশানের মূলনীতি। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-৯ এর উপ-বিধি (৪) নিম্নরূপ:

> "কোনো করযোগ্য পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনস্থল বা সরবরাহস্থল বা করযোগ্য সেবা প্রদানের স্থান বা আমদানি বা রপ্তানির ব্যবসায়স্থল হইতে একাধিক করযোগ্য পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের বা আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে একটি মাত্র নিবন্ধনের প্রয়োজন হইবে।"

ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেটে "ব্যবসার কার্যক্রম" এর বিপরীতে একটি মাত্র পণ্য বা সেবার Activity Code এবং বর্ণনা উল্লেখ থাকে। এর অর্থ এই নয় যে, ওই প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র ওই একটিমাত্র পণ্য উৎপাদন করতে পারবে বা একটিমাত্র সেবা প্রদান করতে পারবে। নিবন্ধিত ব্যক্তি যখন ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিয়েছে, তখন নিবন্ধনের আবেদনপত্র 'মূসক-৬' পূরণ করেছে। 'মূসক-৬' ফরমের ক্রমিক নং-১৫ হলো "Item(s) to be produced and/or traded/service(s) to be rendered"। রেজিষ্ট্রেশানের আবেদনপত্রের এই স্থানে উল্লেখ করতে হয় যে, আবেদনকারী কী কী পণ্য উৎপাদন করতে চায়, বা কী কী সেবা প্রদান করতে চায় বা কী কী পণ্যের ব্যবসা করতে চায় ইত্যাদি। পণ্য বা সেবার বর্ণনা দিতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত শীট ব্যবহার করতে হয়। 'মূসক-৬' ফরমের ক্রমিক নং ১৫-তে যেসব পণ্য বা সেবার উল্লেখ থাকবে প্রতিষ্ঠানটি সেসব পণ্য বা সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারবে। আবেদনের ভিত্তিতে এ তথ্যসমূহ VAT Management Information System-এ এন্ট্রি দেয়া থাকে। এখানে যে পণ্য বা সেবা উল্লেখ আছে তার অতিরিক্ত যদি কোন পণ্য বা সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, তাহলে 'মূসক-৯' ফরমে আবেদন করে ভ্যাট অফিসকে অবহিত করতে হয়। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশানের আবেদনপত্রে ক্রমিক নং-১৫ তে যেসব পণ্য বা সেবার উল্লেখ করা হয়, সে পণ্য বা সেবার সবগুলো ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেটে (মূসক-৮) উল্লেখ করার স্থান নেই। তাই, "মূসক-৮" ফরমে "ব্যবসার কার্যক্রম" এর স্থানে একটিমাত্র পণ্য বা সেবার Activity Code এবং বর্ণনা উল্লেখ থাকে। কারণ হলো, VAT Managemnet Information System (VMIS) সফটওয়্যারের মাধ্যমে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রিন্ট করা হয়। এখানে একাধিক পণ্য বা সেবা অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ নেই। আসলে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে একাধিক পণ্য বা সেবা উল্লেখ করার প্রয়োজনও নেই। কারণ, 'মূসক-৬' ফরম এর ভিত্তিতে সব তথ্য VAT Managemnet Information System (VMIS) এ এন্ট্রি দেয়া থাকে। তাই, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে নিবন্ধিত ব্যক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পণ্য বা সেবাটি উল্লেখ করা শ্রেয়।

প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল পণ্যের একটি অংশ। পণ্য উৎপাদনকারী প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল অন্য কোন উৎপাদকের নিকট থেকে কিনে আনতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি ওই উপকরণের ওপর রেয়াত পাবেন। আবার, প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল তিনি তার উৎপাদনস্থলে প্রস্তুত করতে পারেন। তার মূল পণ্যের মূল্য ঘোষণায় প্যাকিং ম্যাটেরিয়ালের উপকরণসমূহ উল্লেখ থাকতে হবে। ধরুন, একটি প্রতিষ্ঠান সাবান উৎপাদন করে। সাবানের জন্য প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল প্রয়োজন হয়। প্রতিষ্ঠানটি যখন সাবানের মূল্য ঘোষণা প্রদান করবে, তখন মূল্য ঘোষণা ফরমে সব উপকরণ উল্লেখ করবে, যার মধ্যে প্যাকিং ম্যাটেরিয়ালের উপকরণও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল প্রতিষ্ঠানটি প্রস্তুত করবে। সাবানের অংশ হিসেবে ব্যবহার করবে। এখানে কোন জটিলতা নেই। ধরুন, একটি বাই-সাইকেল প্রস্তুতকারীর বাই-সাইকেল প্রস্তুত করতে সর্বমোট ২০টি আইটেম প্রয়োজন হয়। বাই-সাইকেল প্রস্তুতকারী কিছু আইটেম ক্রয় করেন এবং কিছু আইটেম উৎপাদন করেন। অতঃপর সব আইটেম একত্রিত করে বাই-সাইকেল প্রস্তুত করেন। বাই-সাইকেল প্রস্তুতকারকের একটিমাত্র ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান থাকবে। তার প্রস্তুতকৃত পণ্য হলো বাই-সাইকেল। একই স্থানে তিনি মোটর সাইকেল প্রস্তুত করতে পারেন। আবার, একই স্থানে তিনি ফ্রিজার প্রস্তুত করতে পারেন। এবং এসব পণ্যের প্যাকিং ম্যাটেরিয়ালও প্রস্তুত করতে পারেন। তার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট থাকবে একটি। প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল প্রস্তুত করতে হলে আলাদা ইউনিট-২ হিসেবে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে, এরূপ মন্তব্য অবান্তর।

প্রশ্ন-০৫: ***আমরা শুধুমাত্র উৎসে ভ্যাট কর্তন করি। আমাদের অন্য কোনো ভ্যাটযোগ্য কার্যক্রম নেই। আমাদের অফিসটি ভাড়া বাসায় পরিচালিত। আমরা বাড়ি ভাড়ার ওপর যথারীতি ভ্যাট পরিশোধ করি এবং সার্কেল অফিসে ট্রেজারি চালান দাখিল করি। সম্প্রতি ভ্যাট অফিস থেকে আমাদেরকে জোরপূর্বক নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে এবং আমাদেরকে মাসিক দাখিলপত্র দাখিল করতে বলা হচ্ছে। শুধুমাত্র উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী হিসেবে আমাদের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন আছে কিনা এবং দাখিলপত্র দাখিল করতে হবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোঃ রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র এ্যাকাউন্টস অফিসার, কারিতাস বাংলাদেশ, ২ আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ ঢাকা।]*

উত্তর: আপনাদের ভ্যাটের আওতায় রেজিস্ট্রেশন নেয়ার প্রয়োজন নেই। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখ আছে যে, করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারী বা যে কোন পণ্যের আমদানিকারক বা যে কোন পণ্য বা সেবার রফতানিকারককে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধিত হতে হবে। এখানে সেবা প্রদানকারীকে নিবন্ধিত হতে বলা হয়েছে। আপনারা সেবা গ্রহণকারী। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৯ এ নিবন্ধন গ্রহণের পদ্ধতি বর্ণিত আছে। বিধি ৯ এর উপ-বিধি (১) উল্লেখ আছে যে, করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারীকে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে। বাড়ি ভাড়া যিনি গ্রহণ করেছেন তিনি করযোগ্য সেবা প্রদানকারী নন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৮৩-আইন/২০১২/৬৪১-মূসক, তারিখ: ০৭ জুন, ২০১২ এর মাধ্যমে সেবার কোড নং এস০৭৪.০০ এর বিপরীতে বর্ণিত "স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী" সেবাকে বাধ্যতামূলক ভ্যাটের আওতায় আনা হয়েছে, অর্থাৎ বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে ৩ শতাংশ হারে টার্নওভার কর প্রদান করা যাবে না, বর্তমানে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রদান করতে হবে। একই এসআরও-এর দফা 'খ'-তে উল্লেখ আছে যে, টেবিলে বর্ণিত সেবা প্রদানকারীকে নিবন্ধিত হতে হবে এবং ভ্যাট প্রদান করতে হবে। এখানে 'সেবা প্রদানকারী'কে নিবন্ধিত হতে বলা হয়েছে। সেবা গ্রহণকারীকে নিবন্ধিত হতে বলা হয়নি। তাই, স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারীর জন্য ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। সাধারণতঃ যিনি সেবা প্রদান করেন তিনি ভ্যাটের আওতায় রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করেন, ভ্যাট প্রদান করেন এবং দাখিলপত্র পেশসহ যাবতীয় পরিপালন (compliance) করেন। সেবা প্রদানকারী সেবা গ্রহণকারীর নিকট থেকে সেবার মূল্য এবং ভ্যাট আদায় করে নেন। সে হিসেবে বাড়ি ভাড়া প্রদানকারী কর্তৃক ভ্যাট পরিশোধিত হওয়ার কথা। কিন্তু একটি বিশেষ কারণে এক্ষেত্রে বাড়ি ভাড়া গ্রহণকারীর ওপর ভ্যাটের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। এই হলো "স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী" সংক্রান্ত আইনগত বিধান। তবে, আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাজস্ব নীতির উদ্দেশ্য হলো, সরকারী রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড উৎসাহিত করা, সহজভাবে রাজস্ব প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার জন্যে রেজিস্ট্রেশন নেয়া, হিসাবপত্র রাখা, দাখিলপত্র পেশ করা ইত্যাদি বিধান করা হয়েছে। যদি রাজস্ব আদায় নিশ্চিত হয়ে যায়, তাহলে আর এসব আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন থাকে না। বাড়ি ভাড়ার ওপর ভ্যাট একটি বিশেষ ধরনের কার্যক্রমের ওপর ভ্যাট। আমরা বিশেষ বিশেষ কার্যক্রমের ওপর থেকে ভ্যাট আদায় করার জন্যে অনেক বিশেষ বিশেষ বিধান করেছি। বাড়ি ভাড়ার ওপর থেকে ভ্যাট আদায় করার জন্যে এরূপ বিশেষ বিধান করার আবশ্যকতা রয়েছে বলে আমি মনে করি। তাছাড়া, আইন-কানুন বাস্তবায়নের মধ্যেও সুবিবেচনা প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এ দায়িত্ব মাঠ পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ওপর বর্তায়। বাড়ি ভাড়ার ওপর যারা ভ্যাট পরিশোধ করছেন এবং যাদের অন্য কোন ধরনের ভ্যাটযোগ্য কার্যক্রম নেই, তাদেরকে ভ্যাটের আওতায় জোরপূর্বক রেজিস্ট্রেশন দেয়া এবং দাখিলপত্র দাখিল করতে বলার মধ্যে আমি কোন আইনগত, বাস্তবানুগ এবং সুবিবেচনাপ্রসুত চেতনা দেখি না। আমাদের দেশে এমন অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে ভ্যাট ফাঁকি হচ্ছে। ওইসব ক্ষেত্রে অধিকতর প্রচেষ্টা দেয়া সমীচীন হবে বলে আমি মনে করি। তবে, মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন আরো সহজ করার জন্যে যাদের স্বাভাবিক কার্যক্রমের ওপর ভ্যাট আরোপিত নেই কিন্তু বাড়ি ভাড়ার ওপর ভ্যাট রয়েছে, তাদের বাড়ি ভাড়ার ওপর ভ্যাট আদায় বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে একটি ব্যাখ্যাপত্র জারি করার আবশকতা ছিল, যা ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেটের সময় জারি করা হয়েছে। ব্যাখ্যাপত্র নং-০১/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪।

একইভাবে যে সব প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র ভ্যাট উৎসে কর্তন করে কিন্তু অন্য কোন ভ্যাটযোগ্য কার্যক্রম করে না তাদেরকে ভ্যাটের আওতায় রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে না। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪কক) অনুসারে, সেবা গ্রহণকারী বা ক্ষেত্রমত সেবার মূল্য বা কমিশন পরিশোধকারীকে সেবার মূল্য বা কমিশন পরিশোধকালে প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে আদায় ও কর্তনপূর্বক সরকারী ট্রেজারীতে জমা প্রদান করতে বলা হয়েছে। এখানে উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীকে ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত হতে বলা হয়নি। উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান করা হয়েছে যাতে সেবা প্রদানকারীগণকে নিবন্ধিত করা যায় সেই উদ্দেশ্যে, উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীকে নিবন্ধিত করার উদ্দেশ্যে নয়। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং-৪ এ উৎসে ভ্যাট কর্তনের পর করণীয় কী তা উল্লেখ আছে। উৎসে ভ্যাট কর্তনের পর সরকারী ট্রেজারীতে জমা দেয়ার সময় জমাকারীর ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বরের প্রয়োজন নেই। উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর যদি স্বাভাবিকভাবে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকে, তাহলে তা উল্লেখ করা যায়। তার যদি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর না থাকে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। ট্রেজারী চালানে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখতে হবে না। শুধুমাত্র উৎসে কর্তিত ভ্যাট জমা দেয়ার প্রয়োজনে ভ্যাটের আওতায় রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ব্যাখ্যাপত্র নং-০১/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন-০৬: ***ভ্যাটের আওতায় অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ক্রয় করলে কি হবে?***

উত্তর: ভ্যাট আইন অনুসারে, ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ক্রয় করতে হবে। ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত নয় এমন প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ক্রয় করলে উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে না। তাছাড়া, মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৩৭(২)(কক) ও ৩৭(২)(ট) অনুযায়ী অপরাধ সংঘটিত হবে। সে মোতাবেক ক্রেতার বিরুদ্ধেও ভ্যাট আইনে মামলা দায়ের করা যাবে। তাই, ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত নয় এমন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ক্রয় না করাই শ্রেয়।

প্রশ্ন-০৭: ***ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন ছাড়া প্রাথমিকভাবে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদান কাজ শুরু করে কিছুদিন পর ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিলে কোন অসুবিধা হবে কী?***

উত্তর: ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান নেয়ার পর পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের কাজ শুরু করতে হবে। কাজ শুরু করার পর ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান নেয়া আইনসম্মত হয়। রেজিস্ট্রেশন নেয়ার পর কাজ শুরু করতে না পারলে বা শুরু করার পর আবার বন্ধ করতে চাইলে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন বাতিল

করতে হবে। তবে, কোনক্রমেই রেজিস্ট্রেশন না নিয়ে কাজ শুরু করা যাবে না। রেজিস্ট্রেশন নেয়ার পর যদি কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়, তাহলে শূন্য দাখিলপত্র দাখিল করতে হবে। যখন কাজ শুরু হবে তখন থেকে নিয়মিত দাখিলপত্র দাখিল করতে হবে।

প্রশ্ন-০৮: ***একটি প্রতিষ্ঠান আমদানিকারক। বর্তমানে কয়েকমাস আমদানি নেই। এখন শূন্য দাখিলপত্র দিয়ে যাচ্ছে। কতদিন পর্যন্ত শূন্য দাখিলপত্র দিতে পারবে? কখন তার নিবন্ধন বাতিল করার প্রয়োজন হবে?***

উত্তর: কোনো প্রতিষ্ঠানের যদি ব্যবসায়ীক কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে তাহলে প্রতিষ্ঠানটি শূন্য দাখিলপত্র পেশ করবে। কতদিন পর্যন্ত শূন্য দাখিলপত্র পেশ করতে পারবে তা আইন ও বিধিতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। প্রতিষ্ঠানটি যদি পরবর্তীতে আবার ব্যবসা করার ইচ্ছা রাখে তাহলে নিয়মিতভাবে শূন্য দাখিলপত্র পেশ করবে। তা যতদিনই সাময়িক বন্ধ থাকুক না কেন। প্রতিষ্ঠানটি আবার যখন ব্যবসায়ীক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে শুরু করবে তখন তার নিয়মিত দাখিলপত্র প্রদান করবে। এমত পরিস্থিতিতে নিবন্ধন বাতিল করতে হবে কি-না সে সিদ্ধান্ত নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক গ্রহণ করাই শ্রেয়। নিবন্ধিত ব্যক্তি যদি মনে করেন যে, তার অদূর ভবিষ্যতে আর ব্যবসায় কার্যক্রম চালু করার সম্ভাবনা নেই, তাহলে তিনি নিবন্ধন বাতিলের আবেদন করবেন। আর যদি নিবন্ধিত ব্যক্তি মনে করেন যে, ভবিষ্যতে তিনি আবারও ব্যবসার কার্যক্রম শুরু করবেন, তাহলে তিনি শূন্য দাখিলপত্র দাখিল করে যাবেন, তা যতদিন পরেই তিনি আবার ব্যবসা চালু করুন না কেন। তিনি তার নিজ প্রয়োজনেই নিবন্ধন বাতিলের আবেদন করবেন। যদি ব্যবসা আর না করেন। মোটকথা, শূন্য দাখিলপত্র কতদিন পর্যন্ত দাখিল করা যাবে তা সুনির্দিষ্ট নেই। নিবন্ধিত ব্যক্তি তার নিজ প্রয়োজনে যতদিন পর্যন্ত শূন্য দাখিলপত্র দাখিল করতে চান, ততদিন পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন।

প্রশ্ন-০৯: ***ভ্যাট নিবন্ধন নিতে গেলে আইআরসি চায়। আইআরসি নিতে গেলে ভ্যাট নিবন্ধন চায়। করণীয় কি?***

উত্তর: ভ্যাট নিবন্ধন আগে নিতে হবে। বিধিতে তা বলা আছে। অনুগ্রহ করে বিধি **১১** এর উপ-বিধি (২) দেখুন। ভ্যাট দপ্তরে এই মর্মে অঙ্গীকারনামা দিতে হবে যে, আমি এত দিনের মধ্যে আইআরসি এনে দাখিল করবো। অতঃপর ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনপত্র নিয়ে যেয়ে চীফ কন্ট্রোলার অব ইমপোর্ট এ্যান্ড এক্সপোর্ট এর দপ্তরে দাখিল করে আইআরসি ইস্যু করাতে হবে। অতঃপর আইআরসি'র কপি ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরে দিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন-১০: ***কেন্দ্রীয় নিবন্ধন এবং অভিন্ন মূল্য কি?***

উত্তর: কেন্দ্রীয় নিবন্ধন: কোনো প্রতিষ্ঠানের একাধিক কেন্দ্র থেকে পণ্য বিক্রি বা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একস্থান (সদর দপ্তর) থেকে ভ্যাট পরিশোধ করার পদ্ধতিকে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন বলে। এ যাবৎ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন প্রদান করা হতো। বর্তমানে এই ক্ষমতা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় নিবন্ধন নেয়ার জন্য সব বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্যাদিসহ আবেদন করতে হয়। মূল্য সংযোজন কর এর আওতায় কেন্দ্রীয় নিবন্ধন ও কর পরিশোধ পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১২ অনুসারে বর্তমানে তিন ধরনের প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় নিবন্ধন পেতে পারে। (১) উৎপাদক প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্রসহ; (২) ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্রসহ; এবং (৩) সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান তার সেবা প্রদানকেন্দ্রসহ।

অভিন্ন মূল্য: কোন পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধার জন্য এবং পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ভ্যাট না দিয়ে প্রথমেই সব ভ্যাট পরিশোধ করার জন্য অনেক সময় ব্যবসায়ীগণ অনুরোধ করেন। এ সব পণ্য নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র বা পরিবেশক বা ডিলারের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। সে প্রেক্ষিতে সারাদেশে একই মূল্যে ভ্যাট পরিশোধিত পণ্য বিক্রির নিয়ম করা হয়েছে। এ পদ্ধতিকে অভিন্ন মূল্যে বিক্রয় বলে। অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদন নিতে হয়। বোর্ড অনুমতি দিলে, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হয়। মূল্য ঘোষণায় পাইকারী ও খুচরা পর্যায় পর্যন্ত মূল্য অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। পণ্যের গায়ে বা প্যাকেটে "মূসক পরিশোধিত" লিখে সারা দেশে কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একই মূল্যে পণ্য সরবরাহ করার এই পদ্ধতিকে অভিন্ন মূল্য বলে। উৎপাদনকারী কর্তৃক উৎপাদন পর্যায়ে এবং আমদানিকারক কর্তৃক সরবরাহ পর্যায়ে বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে সমুদয় ভ্যাট পরিশোধ করে (খুচরা পর্যায় পর্যন্ত) অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা যায়।

প্রশ্ন-১১: কেন্দ্রীয় নিবন্ধন এবং অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর: কেন্দ্রীয় নিবন্ধন দেয়া হয় উৎপাদককে, পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ের বিক্রেতাকে এবং সেবা প্রদানকারীকে। কোন পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা যদি অনেকগুলো বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করেন, তাহলে একস্থান থেকে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধের জন্য তার ব্যবসার সদর দপ্তরকে কেন্দ্রীয় রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয় [ধারা-১৫(২)]। অপরদিকে, অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহের সুবিধা দেয়া হয় উৎপাদনকারী এবং বাণিজ্যক আমদানিকারককে। এই ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী বা বাণিজ্যিক আমদানিকারক খুচরা পর্যায় পর্যন্ত সব ভ্যাট পরিশোধ করে দেন।

অভিন্ন মূল্যে উৎপাদনকারী বা আমদানিকারক কর্তৃক পণ্য সরবরাহ পদ্ধতি [বিধি-৩(খ)]: কোন উৎপাদনকারী কর্তৃক উৎপাদন পর্যায়ে বা আমদানিকারক কর্তৃক সরবরাহ পর্যায়ে পণ্যের গায়ে বা ধারকে বা প্যাকেটে মুদ্রিত আকারে কোন পণ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, যথা:-

(ক) করযোগ্য পণ্য সরবরাহের পূর্বে উৎপাদনকারী বা আমদানিকারক উৎপাদিত বা সরবরাহযোগ্য পণ্যের ওপর প্রদেয় ভ্যাট বা সম্পূরক শুল্ক ধার্যের উদ্দেশ্যে বিধি-৩ মোতাবেক মূল্য ঘোষণা দাখিল করবে। উক্ত ঘোষণার মধ্যে উৎপাদন পর্যায়ের ঘোষণা এবং পণ্যের চূড়ান্ত সরবরাহ পর্যায়ের যাবতীয় ব্যয়, মুনাফা ও কমিশন পৃথকভাবে ফরম 'মূসক-১' বা 'মূসক-১খ' এ প্রদর্শন করতে হবে।

(খ) উৎপাদনকারী বা আমদানিকারক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে এই মর্মে অঙ্গীকারনামা দাখিল করবে যে, ঘোষিত অভিন্ন মূল্য পণ্যের গায়ে বা ধারকে বা প্যাকেটের দৃশ্যমান স্থানে অনপনীয় কালিতে মুদ্রিত থাকবে এবং দেশের সর্বত্র উক্ত অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা হবে।

(গ) উক্তরূপ অঙ্গীকারনামা বোর্ডে দাখিলের সময় অঙ্গীকারনামার সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।

(ঘ) উক্ত কাগজপত্র দাখিলের সময় পণ্যের গায়ে বা ধারকে বা প্যাকেটে মুদ্রিত মূল্যের পাশে বা নীচে বা উপরে 'মূসক পরিশোধিত' বা 'VAT Paid'মুদ্রণ সংবলিত পণ্যের নমুনা দাখিল করতে হবে।

(ঙ) বোর্ডের অনুমোদন প্রাপ্তির পর বিভাগীয় কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী বা আমদানিকারককে উহা অবহিত করবেন এবং বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত তারিখ হতে উল্লিখিত পণ্য সরবরাহ করা যাবে।

(চ) নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র বা পরিবেশক বা ডিলার বা এজেন্ট কর্তৃক পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয়কালে 'মূসক-১১' চালানে 'উৎসে সমুদয় মূসক পরিশোধিত' মর্মে সীল প্রদান করে পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয় করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ভ্যাট আরোপিত হবে না। মূল্য অনুমোদনের ক্ষেত্রে এখানে ১৫ কার্যদিবসের বাধ্যবাধকতা এবং আবেদনের তারিখ হতে তা কার্যকার করার বাধ্যবাধকতা নেই। বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ থেকে অনুমোদিত মূল্য কার্যকর হবে।

০২. উৎসে ভ্যাট কর্তন

প্রশ্ন-১২: ***আমরা চাঁদপুরে একটি চক্ষু হাসপাতাল পরিচালনা করি। হাসপাতালটি বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত। বাস ভাড়া করে দূর থেকে রোগী আনা-নেয়া করা হয়। বাস ভাড়ার বিলের ওপর থেকে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন?*** *[সঞ্জয় কুমার অধিকারী, এ্যাকাউন্টস অফিসার, মাজহারুল হক বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতাল, চাঁদপুর।]*

উত্তর: আপনার প্রশ্নটির পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়ার জন্যে চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে হবে। প্রথমত, সেবার কোড এস০৩৬.১০ (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল বাস সার্ভিস)-এর ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল বাস সার্ভিস যিনি পরিচালনা করেন, তাকে ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত হতে হবে এবং তিনি ভ্যাট পরিশোধ করবেন। তিনি টিকিটের মূল্যের সাথে ভ্যাট যোগ করে তা যাত্রীর নিকট থেকে আদায় করে নেবেন। আপনারা যদি এরূপ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল বাসের টিকিট ক্রয় করে রোগী আনা-নেয়া করে থাকেন, তাহলে ভ্যাট উৎসে কর্তন করার দায়িত্ব আপনাদের নেই। আপনারা টিকিটের মূল্য পরিশোধ করবেন, যার মধ্যে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বাস ভাড়া প্রদানকারী ভ্যাট সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবে। দ্বিতীয়ত, আপনারা যদি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল বাস সম্পূর্ণরূপে ভাড়া নিয়ে থাকেন, তাহলে এই সেবার কোড হবে এস০৪৯ (যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী)। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। এমন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল বাস সম্পূর্ণরূপে ভাড়া নিয়ে থাকলে বিল পরিশোধের সময় ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। তৃতীয়ত, আপনারা যদি সাধারণ বাসের টিকিট ক্রয় করে থাকেন, তাহলে টিকিটের মূল্যের ওপর কোন ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না এবং এই টিকিটের মূল্যের মধ্যে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। কারণ, মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিল অনুসারে যাত্রী পরিবহন সেবা ভ্যাটমুক্ত। চতুর্থত, আপনারা যদি সাধারণ বাস সম্পূর্ণরূপে ভাড়া নিয়ে থাকেন, তাহলে সেবাটি হবে যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। এমন বাস ভাড়া নিয়ে থাকলে বিল পরিশোধের সময় ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-১৩: ***একটি সফটওয়্যার কোম্পানী অন্য একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠানের ২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিল দাখিল করেছে। এই বিল থেকে উৎসে মূসক কর্তন করতে হবে কি-না?***

উত্তর: মূসক আইনের দ্বিতীয় তফসীল অনুযায়ী সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত। তাই, বেসরকারী প্রশিক্ষণের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। সেবার কোনো কোডে যেহেতু প্রশিক্ষণ সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, সেহেতু এস০৯৯.২০ (অন্যান্য বিবিধ সেবা) কোডে প্রশিক্ষণ সেবা অন্তর্ভুক্ত হবে। এই সেবার ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। এই সেবার ওপর এযাবৎ উৎসে ভ্যাট কর্তন বাধ্যতামূলক ছিল না। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেটে ০৬ জুন, ২০১৩ তারিখ থেকে এই সেবার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন প্রযোজ্য হয়েছে। বাধ্যতামূলকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তনের যে ৩৮টি সেবা রয়েছে 'অন্যান্য বিবিধ সেবা' তার অন্তর্ভুক্ত। তাই, এক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-১৪: ***একটি গার্মেন্টস-এ শ্রমিকদের খাবার দেয়া হয়। খাবার সরবরাহের জন্য একজনকে কন্ট্রাক্ট দেয়া হয়েছে। কন্ট্রাক্টর ৩০ (ত্রিশ) টাকা meal হিসেবে খাবার সরবরাহ করেন। কন্ট্রাক্টর চাল, ডাল ইত্যাদি কিনে এনে গার্মেন্টসের ভিতরে রান্না করে খাবার সরবরাহ করেন। কন্ট্রাক্টরকে বিল পরিশোধ করার সময় উৎসে কত পার্সেন্ট হারে ভ্যাট কর্তন করতে হবে?***

উত্তর: বর্ণিত সেবাটি বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ক্যাটারার্স সেবার আওতাভুক্ত। উল্লেখ্য, কোথাও যেয়ে খাবার ক্রয় করে খেলে এ ধরনের সেবা 'রেস্তোরাঁ' হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু খাবার যদি কেউ সরবরাহ দিয়ে যায়, তাহলে এ ধরনের সেবা 'ক্যাটারার্স' সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। ক্যাটারার্স সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫%। সেবাটি আবার উৎসে ভ্যাট কর্তনের তালিকায় রয়েছে। অর্থাৎ ক্যাটারার্স সেবা গ্রহণ করলে উৎসে ১৫ শতাংশ ভ্যাট কর্তন করতে হবে। ক্যাটারার্স খাদ্য সরবরাহ দেয়ার সময় তার মূল্যের সাথে ১৫ শতাংশ ভ্যাট যোগ করে বিল দাখিল করবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে ৩০ টাকার মধ্যে ১৫ শতাংশ ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত আছে বলে বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ ৩০ টাকা ভ্যাট-ইনক্লুসিভ (ভ্যাট-অন্তর্ভুক্ত) মূল্য। উক্ত মূল্যকে ৭.৬৬৬৬ দিয়ে ভাগ করলে ১৫ শতাংশ ভ্যাট পাওয়া যাবে। ৩০ টাকার মধ্যে ভ্যাটের পরিমাণ হবে ৩.৯১ টাকা। খাবার সরবরাহকারীকে ২৬.০৯ টাকা হিসেবে বিল পরিশোধ করতে হবে। ৩.৯১ টাকা ভ্যাট হিসেবে উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-১৫: ***আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বাস/রিক্সা/সিএনজি ভাড়ার প্রকৃত পরিমাণ অর্থ নগদে পরিশোধ করে দেই। বাস ভাড়ার ক্ষেত্রে সাধারণত টিকিট থাকে। টিকিটের ভিত্তিতে প্রকৃত খরচ প্রদান করা হয়। কিন্তু রিক্সা বা সিএনজি ভাড়ার ক্ষেত্রে টিকিট থাকে না। তাই, কর্মচারী তার নিজের প্রস্তুত ও স্বাক্ষর করা ভাউচার দাখিল করে। সে মোতাবেক তাকে নগদে ভাড়ার অর্থ প্রদান করা হয়। এরূপভাবে পরিশোধকৃত বাস/রিক্সা/সিএনজি ভাড়ার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধান কি তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।*** *[মোঃ নজরুল ইসলাম, আইটিপি, এক্সিকিউটিভ অফিসার, ফাইনান্সিয়াল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন, সদর দপ্তর, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ, ঢাকা।]*

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিল অনুযায়ী যাত্রী পরিবহন সেবা ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবা। যাত্রী পরিবহন সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। তবে, একই তফসিল অনুসারে, পরিবহন সংক্রান্ত কতিপয় সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য রয়েছে। ওই সেবাগুলো হলো: শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল বাস সার্ভিস, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল লঞ্চ সার্ভিস, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল রেলওয়ে সার্ভিস, যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী, শিপিং এজেন্ট, ফ্রেইট ফরোয়াডার্স, পরিবহন ঠিকাদার, কুরিয়ার সার্ভিস এবং চার্টার্ড বিমান ও হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী। এই সেবাগুলো ছাড়া পরিবহন সংক্রান্ত আর কোন সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। আপনারা আপনাদের কর্মচারীদের বাসের ভাড়া প্রদান করেন। যদি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসের ভাড়া হয় এবং যদি বাসের টিকিট থাকে তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। টিকিটের মূল্যের পরিমাণ অর্থ কর্মচারীকে পরিশোধ করতে হবে। এই সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য আছে, তবে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান নেই। এই সেবার কোড এস০৩৬.১০। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল বাস সার্ভিস যিনি পরিচালনা করেন তাকে ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত হতে হবে এবং তিনি ভ্যাট পরিশোধ করবেন। তিনি টিকিটের মূল্যের সাথে ভ্যাট যোগ করে তা যাত্রীর নিকট থেকে আদায় করে নেবেন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল বাসের টিকিট জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-১৭৭-আইন/২০০৪/৪২৩-মূসক, তারিখ: ১০ জুন, ২০০৪ অনুসারে ভ্যাট চালান হিসেবে বিবেচিত। তাই, যেহেতু এই সেবার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান নেই এবং যদি আপনাদের কর্মচারীরা বাসের টিকিট দাখিল করে তাহলে শুধু মূল্য পরিশোধ করে দিতে হবে। উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসে ভ্রমণ করে যদি টিকিট দাখিল না করে তাহলে অর্থ পরিশোধের সময় ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। রিক্সা ভাড়া এবং সিএনজি ভাড়ার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য নেই। অর্থাৎ যাত্রী পরিবহন সেবার আওতায় রিক্সা ভাড়া এবং সিএনজি ভাড়া ভ্যাট অব্যাবহতিপ্রাপ্ত সেবা। তাই, আপনাদের কর্মচারীদেরকে হাতে লেখা ভাউচারের মাধ্যমে রিক্সা ভাড়া বা সিএনজি ভাড়ার অর্থ প্রদান করার সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। প্রকৃত ভাড়ার পরিমাণ তাদেরকে পরিশোধ করতে হবে। সার্বিক পর্যালোচনায় এসি বাসের ক্ষেত্রে টিকিট থাকলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। রিক্সা ও সিএনজি ভাড়ার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-১৬: ***মূসকের আওতায় অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহ দিলে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কী?***

উত্তর: মূসক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে পণ্য/সেবা সরবরাহ নিতে হবে। টেন্ডার, কোটেশন ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রয়ের ক্ষেত্রে টেন্ডারদাতার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনপত্রের ফটোকপি নিতে হবে। ইহা আইনের বাধ্যবাধকতা। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৯ক-তে এরূপ বিধান আছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অনেক প্রতিষ্ঠান অনিবন্ধিত রয়ে গেছে এবং তাদের কাছ থেকে ক্রয় করার প্রয়োজন হয়। এভাবে যদি অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে সরবরাহ নেয়া হয়, স্বাভাবিক নিয়মে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানটির স্ট্যাটাস বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানটির যেহারে ভ্যাট পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতা ছিল সেহারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। আইনের ধারা ৩৭(২)(কক) অনুসারে নিবন্ধিত ব্যক্তি ভ্যাট চালান ছাড়া ক্রয় করতে পারবে না, করলে এই ধারার অধীন অপরাধ সংঘটিত হবে।

প্রশ্ন-১৭: ***টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত এবং কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহ করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি?***

উত্তর: টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত বা কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমেমো ইস্যু করে পণ্য সরবরাহ করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭এর অনুচ্ছেদ ৩(ক)-তে এ বিষয়টি উল্লেখ আছে। প্রতিষ্ঠানটি টার্নওভার কর বা কুটির শিল্পের আওতাভুক্ত কি-না তা জানার উপায় হলো প্রতিষ্ঠানটির তালিকাভুক্তপত্রে ১১ (এগার) ডিজিটের তালিকাভুক্তি নম্বর। ১১ ডিজিটের ৫ম ডিজিট যদি ১ হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানটি ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত। যদি ২ হয় তাহলে টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত। আর যদি ৩ হয় তাহলে কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত। তবে, অনলাইনে ৯ডিজিটবিশিষ্ট যেসব ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়েছে তা দেখে এধরনের শ্রেণীবিন্যাস করার কোনো পদ্ধতি নেই।

প্রশ্ন-১৮: ***প্রেস থেকে ভিজিটিং কার্ড ছাপানো হয়েছে। উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি?***

উত্তর: প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনকারী হিসেবে নিবন্ধিত হলে এবং 'মূসক-১১' চালানপত্র ইস্যু করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। আমরা জানি যে, কোন উৎপাদক যদি 'মূসক-১১' চালানসহ পণ্য সরবরাহ দেয়, তাহলে উক্ত উৎপাদক যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং সেক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং ৩ এর উপানুচ্ছেদ নং ক-তে এ বিধান বর্ণিত আছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি যদি সেবা প্রদানকারী হিসেবে নিবন্ধিত হয়ে সেবা প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। কারণ, উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য ৩৮টি সেবার তালিকায় ছাপাখানা অন্তর্ভুক্ত আছে। মূসক চালানপত্র ইস্যু করা সব ভ্যাটযোগ্য পণ্য সরবরাহকারী বা ভ্যাটযোগ্য সেবা প্রদানকারীর আইনী দায়িত্ব। তবে, বাস্তবে অনেকে ভ্যাট চালানপত্র ছাড়া সেবা প্রদান করে থাকে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এভাবে ভ্যাট ফাঁকির প্রবণতা রয়েছে। তাই,

এসব ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান করা হয়েছে। ওই ৩৮টি সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট চালান থাকুক বা না থাকুন প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। সাধারণতঃ ভিজিটিং কার্ড ছাপানো প্রতিষ্ঠান ছাপাখানা হিসেবে নিবন্ধিত। তাই, ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-১৯: ***আমরা একটি বেসরকারী এতিমখানা পরিচালনা করি। সরকার আমাদের এতিমদেরকে মাথাপিছু সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে ১০০০/- (এক হাজার টাকা মাত্র) বরাদ্দ প্রদান করে। ওই টাকার চেক ইস্যু করার সময় এজি অফিস ৪ শতাংশ ভ্যাট কেটে রাখে। এই ভ্যাট কেটে রাখা সঠিক আছে কিনা তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।*** *[মাওলানা আব্দুল আলীম ফরিদী, প্রিন্সিপ্যাল, মাদ্রাসা আশ্রাফীয়া, বারিধারা, ব্লক-জে, ঢাকা-১২১২।]*

উত্তর: না, এই অর্থের ওপর এজি অফিস কর্তৃক ভ্যাট কেটে রাখা সঠিক নয়। অর্থ বরাদ্দ দেয়ার সময় ভ্যাট কেটে রাখার কোন বিধান নেই। অর্থ খরচ করার সময় ভ্যাট কেটে রাখার বিধান আছে, যদি ওই ক্রয়ের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন প্রযোজ্য হয়ে থাকে। এ বিষয়টি বুঝতে হলে কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। প্রথমত, উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব কোন্ কোন্ কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত করা আছে তা জানা দরকার। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালার বিধি ১৮ক অনুসারে সরকারী প্রতিষ্ঠান, আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানী, ১(এক) কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বেসরকারী এতিমখানা ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোনটির আওতায় পড়ে না। তাই বেসরকারী এতিমখানার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব নেই। উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হয় পণ্য বা সেবা ক্রয়ের মূল্য পরিশোধের সময়। যে কর্তৃপক্ষ পণ্য ক্রয় করে বা সেবা গ্রহণ করে সে কর্তৃপক্ষ উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে, যদি উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসারে ওই ক্রয়ের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করা প্রযোজ্য হয়ে থাকে। আলোচ্য ক্ষেত্রে এমন কোন পণ্য বা সেবা ক্রয়ের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করা হচ্ছে না। তাই, এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার আবশ্যকতা নেই। তাছাড়া, বর্তমান বিধি-বিধান অনুসারে, সব পণ্য বা সেবার ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। বর্তমানে সর্বমোট ৩৮টি সেবার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান রয়েছে। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখঃ ০১ জুলাই, ২০১৭ এ ওই সেবাসমূহ উল্লেখ আছে। এজি অফিস কর্তৃক চেক ইস্যু করা বা সরকার কর্তৃক কোন এতিমখানায় এতিমদেরকে অর্থ প্রদান করা, এই সেবাগুলো কোন ভ্যাটযোগ্য সেবা নয়, তাই উৎসে ভ্যাট কর্তন করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। এজি অফিস সরকারী দপ্তরসমূহের নানা কর্মকাণ্ডের মূল্য পরিশোধ করে থাকে। বিভিন্ন সরকারী অফিস নানাভাবে পণ্য ও সেবা ক্রয় করে। সেই অফিসের আর্থিক বরাদ্দ থেকে এজি অফিস ওই ক্রয়ের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করে। মূল্য চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্রয়ের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান আছে। তাই, ক্রয়কারী অফিসের পক্ষে যেহেতু এজি অফিস মূল্য পরিশোধ করে, সেহেতু মূল্য পরিশোধের সময় ভ্যাট আইনের বিধি-বিধান অনুসারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হয়। ভ্যাট কর্তন করার মূল দায়িত্ব ক্রয়কারী অফিসের। ক্রয়কারী অফিসের পক্ষে এজি অফিস এই দায়িত্ব পালন করে থাকে। সরকার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যখন অর্থ বরাদ্দ প্রদান করে তখন উৎসে ভ্যাট কর্তন করে না, তা করার প্রয়োজনও নেই। তাই, আলোচ্য ক্ষেত্রেও অর্থ বরাদ্দ করার সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। অর্থ ব্যয়কারী কর্তৃপক্ষ ক্রয়ের বিপরীতে মূল্য পরিশোধের সময় প্রয়োজন হলে ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে। সর্বোপরি, অর্থ আইন, ২০১৫ এর মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি এতিমখানাকে ভ্যাটের আওতামুক্ত করা হয়েছে। তাই, এক্ষেত্রে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-২০: ***আমরা একটি এনজিও। আমরা জনকল্যাণে কাজ করি। চর অঞ্চলের কৃষকরা যেন বাজারে অধিগম্যতা (market access) পায় সেজন্যে আমরা একটি প্রকল্প প্রস্তুত করেছি। প্রকল্পের সর্বমোট ব্যয় ৩,৪১,১৭,৮০৩ (তিন কোটি একচল্লিশ লক্ষ সতের হাজার আটশত তিন টাকা মাত্র)। আমরা একটি কনসালট্যান্ট ফার্মকে প্রকল্পের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছি। কনসালট্যান্ট ফার্মটি লিমিটেড কোম্পানী। প্রতি তিন মাস পর পর ওই ফার্ম প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করার জন্য আমাদের কাছে রিকুইজিশন পাঠায়। আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ প্রদান করি। ফার্মটি আমাদের নির্ধারিত খাত অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করে। অর্থ ব্যয়ের খাতগুলো হলোঃ প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, সদর দপ্তরের কয়েকজন কর্মকর্তার এ্যাডভাইজরী ব্যয়, ভ্রমণ, হোটেল ভাড়া, অফিস সজ্জা, মাইকিং, বিজ্ঞাপন, ট্রেনিং ইত্যাদি। কনসালট্যান্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থ ব্যয় করা সঠিক আছে কিনা তা মাঝে মাঝে আমাদের প্রতিষ্ঠানের অডিটরগণ অডিট করেন। এক্ষেত্রে ভ্যাটের বিধান কি অনুগ্রহ করে জানাবেন।*** *[লিটন মাইকেল ক্রুশ, ফাইনান্স অফিসার, সুইচকনটাক্ট, হাউস-১৯, রোড-১১, বারিধারা, ঢাকা।]*

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় উৎসে ভ্যাট কর্তন কে করবে তা নির্দিষ্ট করা আছে। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ১৮ক অনুসারে, সরকারী প্রতিষ্ঠান, আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানী, ১(এক) কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে পণ্য বা সেবা ক্রয়ের মূল্য পরিশোধ করার সময়। আলোচ্য ক্ষেত্রে আপনাদের প্রতিষ্ঠান একটি এনজিও। এনজিও হিসেবে ওই প্রতিষ্ঠানের উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব আছে, যদি পণ্য বা সেবা ক্রয়ের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করা হয়। এক্ষেত্রে সুইচকনটাক্ট পণ্য বা সেবা ক্রয়ের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করছে না। সুইচকনটাক্ট অন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে অর্থ প্রদান করছে খরচ করার জন্য। কোন্ কোন্ খাতে অর্থ খরচ করতে হবে তাও সুইচকনটাক্ট ওই প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে। তাই, সুইচকনটাক্ট যখন অর্থ প্রদান করবে তখন কোন ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। সুইচকনটাক্ট প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে, কোন্ কোন্ খাতে কত টাকা খরচ করতে হবে। অর্থাৎ প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ৩,৪১,১৭,৮০৩ টাকা বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান খরচ করবে। খরচ করার সময় পণ্য বা সেবা ক্রয়ের বিপরীতে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। কারণ, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানটি একটি লিমিটেড কোম্পানী, যার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব আছে। বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান যখন ওই অর্থ খরচ করে পণ্য বা সেবা ক্রয় করার বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করবে,তখন উৎসে

ভ্যাট কর্তন করতে হবে কিনা তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। উৎসে ভ্যাট কর্তন করার যাবতীয় নিয়মকানুন তখন বিবেচনায় আনতে হবে। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বর্তমান বিধি-বিধান জানতে হলে www.vatbd.com ওয়েবসাইটের VAT Contents মেন্যুর সিরিয়াল নং-৫৭ দেখুন। বর্তমানে ৩৮টি সেবার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান আছে।

আপনার প্রশ্ন অনুসারে, সুইচকনটাক্ট বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে কোন কমিশন, চার্জ বা ফি পরিশোধ করছে না। অনেকক্ষেত্রে এরূপ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে কমিশন, চার্জ বা ফি প্রদান করা হয়। এরূপভাবে কমিশন, চার্জ বা ফি প্রদান করা হলে তার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। ভ্যাটের হার হবে ১৫ শতাংশ এবং তা উৎসে কর্তন করতে হবে। কারণ, এধরনের সেবা পরামর্শ সেবা বা অন্যান্য বিবিধ সেবার আওতায় পড়বে। এদুটি সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ এবং দুটি সেবার ক্ষেত্রেই উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান রয়েছে। তাই, কমিশন, চার্জ বা ফি প্রদান করা হলে, যদি তা ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য হয়, তাহলে ওই পরিমাণ হতে ভ্যাটের অংশ বিয়োগ করে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। সর্বমোট প্রদেয়কে ৭.৬৬৬৬ দিয়ে ভাগ করলে ১৫ শতাংশ ভ্যাটের পরিমাণ পাওয়া যাবে। অথবা কমিশন, চার্জ বা ফি'র ওপর ১৫ শতাংশ পরিমাণ হিসাব করে, নিজস্ব ফান্ড থেকে ওই অর্থ প্রদান করে, সে পরিমাণ অর্থ ভ্যাট হিসেবে উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-২১: ***গ্যাস, টেলিফোন, বিদ্যুৎ, ওয়াসার বিল থেকে ভ্যাট উৎসে কর্তন হবে কি-না?***

উত্তর: এসব পরিসেবার (utilities) বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। তা উৎসে কর্তনের আদেশে বলা আছে। অনুগ্রহ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখঃ ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং ৩ এর উপানুচ্ছেদ (খ) দেখুন।

প্রশ্ন-২২: ***ইপিজেড-এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে কি-না?***

উত্তর: ইপিজেড-এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠান যদি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে অবশ্যই উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান হলোঃ সরকারী দপ্তর, আধা-সরকারী দপ্তর, স্বায়ত্বশাসিত দপ্তর, এনজিও, ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানী, ১(এক) কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইপিজিড নন-ট্যারিফ এলাকা। এর অর্থ হলো, ইপিজেডে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান রপ্তানিকাজে কোন শুল্ক-কর পরিশোধ করবে না। রপ্তানিকাজে শুল্ক-কর পরিশোধ না করার জন্য তিনটি ব্যবস্থা রয়েছে, যথাঃ বন্ড লাইসেন্স, অব্যাহতি ও প্রত্যর্পণ। উৎসে ভ্যাট কর্তন একটি ভিন্ন বিষয়। ইপিজেড-এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠান উৎসে কর্তনকারীর আওতাভুক্ত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-২৩: ***ম্যাংগো টেলিসার্ভিসেস-এর নিকট থেকে বাংলালায়ন ব্যান্ডউইথ ক্রয় করে। ম্যাংগো টেলিসার্ভিস ১৫ শতাংশ মূসক আরোপ করে 'মূসক-১১' চালানপত্র প্রদান করে। উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।***

উত্তর: এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উৎসে ভ্যাট কর্তনের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখঃ ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং-৩ এর উপানুচ্ছেদ নং-(খ) অনুগ্রহ করে দেখুন। এই সেবাটিকে সেবার কোড নং এস০১২ এর আওতায় (টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার, টেলেক্স, ফ্যাক্স বা ইন্টারনেট সংস্থা ও সিম কার্ড সরবরাহকারী) সেবা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাধ্যতামূলকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে এমন ৩৮টি সেবার মধ্যে এই সেবাটি অন্তর্ভুক্ত নেই। তবে, ভ্যাট প্রদানের প্রমাণ থাকতে হবে। যেমনঃ মূসক-১১ চালান থাকতে হবে। আপনার বর্ণনামতে, এখানে বিক্রেতা ভ্যাট চালানপত্র প্রদান করেছে। তাই, উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-২৪: ***হোটেল বা রেস্তোরাঁ যদি ইসিআর মেশিনে প্রস্তুতকৃত চালান ইস্যু করে, তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি?*** *[আশিক মাহমুদ, একাউন্টস অফিসার, Helpage International Bangladesh, ৩৫/ডি, বনানী, ঢাকা।]*

উত্তর: হোটেল বা রেস্তোরাঁর ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান নেই। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখঃ ০১ জুলাই, ২০১৭ অনুসারে সর্বমোট ৩৮টি সেবার ওপর ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। উক্ত তালিকার মধ্যে হোটেল-রেস্তোরাঁ অন্তর্ভুক্ত নেই। তাই, হোটেল-রেস্তোরাঁ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। হোটেল-রেস্তোরাঁ সেবা প্রদানকারী নিজে যথাযথ নিয়মে তার নিজস্ব সেবা প্রদানের বিপরীতে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করবে। তবে, উৎসে কর্তনকারী কোনো কর্তৃপক্ষ হোটেল-রেস্তোরাঁর সেবা গ্রহণ করলে, উক্ত কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হবে যে, প্রদত্ত সেবার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। যথাযথ ভ্যাট চালান থাকলে এটা ধরে নেয়া যাবে যে, প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। ইসিআর দ্বারা প্রস্তুতকৃত চালান ভ্যাট চালান হিসেবে বিবেচিত। এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ আছে। সেক্ষেত্রে চালানে সেবাদাতার নাম, ঠিকানা, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর, পণ্য/সেবার নাম, মূল্য, ভ্যাটের পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হয়। এরূপ ইসিআর দ্বারা ইস্যুকৃত যথাযথ ভ্যাট চালান থাকলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। তবে, ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণ যদি না থাকে তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-২৫: ***উৎসে ভ্যাট কর্তন করে জমা দেয়ার সময় কোন কমিশনারেটের কোড ব্যবহার করতে হবে?***

উত্তর: উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী যে কমিশনারেটের আওতাধীন সে কমিশনারেটের কোড ব্যবহার করতে হবে। কারণ, উৎসে কর্তিত ভ্যাট উৎসে কর্তনকারী জমা দিবেন। তিনি তার ভ্যাট সার্কেলে ট্রেজারি চালান এবং 'মূসক-১২খ' ফরমে প্রত্যয়নপত্র পাঠিয়ে দেবেন। তিনি ভ্যাট নিবন্ধিত হলে, তার দাখিলপত্রে উৎসে কর্তিত ভ্যাট প্রদর্শন করবেন। উৎসে কর্তিত ভ্যাট উৎসে কর্তনকারী যে কমিশনারেটের আওতাধীন সে কমিশনারেটের রাজস্ব বিবরণীতে প্রদর্শিত হবে।

প্রশ্ন-২৬: ***সিগারেট শিল্প-প্রতিষ্ঠান কৃষকদের নিকট থেকে টেন্ডার ছাড়া সরাসরি তামাক পাতা ক্রয় করে থাকে। এই ক্রয়ের ওপর 'যোগানদার' হিসেবে ভ্যাট উৎসে কর্তন করার জন্য কোন কোন স্থানীয় ভ্যাট অফিস থেকে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে আপনার মতামত দিন।***

উত্তর: সিগারেট শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে তামাক পাতা ক্রয় করে থাকে। যদি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হয় (সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানী, ১(এক) কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান), তাহলে যোগানদার সেবা হিসেবে ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। যোগানদার সেবার বর্তমান সংজ্ঞা অনুসারে, কোটেশান বা দরপত্র বা অন্যবিধভাবে সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানী, ১(এক) কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট কোন করযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহ করে এমন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে যোগানদার বলা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং ২ এর উপানুচ্ছেদ (২) অনুসারে, করযোগ্য পণ্য বা সেবা বলতে ভ্যাট আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় তফসিলে যে পণ্য বা সেবা অন্তর্ভুক্ত নেই, সেসব পণ্য বা সেবাকে বুঝাবে। অর্থাৎ এস,আর,ও এর মাধ্যমে যেসব পণ্য বা সেবাকে ভ্যাটমুক্ত করা হয়েছে সেসব পণ্য বা সেবা সরবরাহ দিলে ওই সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। অপ্রক্রিয়াজাত তামাক যেহেতু এস,আর,ও দ্বারা ভ্যাটমুক্ত করা হয়েছে, সেহেতু পূর্বোক্ত আদেশ অনুসারে এই পণ্যটি করযোগ্য বিধায় এই পণ্য ক্রয়ের সময় ক্রেতা যদি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে, তাহলে যোগানদার হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। ০৬.০৬.২০১৩ তারিখের পূর্বে যোগানদার সেবার সংজ্ঞায় উল্লেখ ছিল যে, যেকোন পণ্য বা সেবার সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই, তখন আরো প্রবলভাবে অপ্রক্রিয়াজাত তামাক ক্রয়ের ওপর যোগানদার হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার আবশ্যকতা ছিল।

তবে, উৎপাদন পর্যায়ে অপ্রক্রিয়াজাত তামাকের মধ্যে কোন কোনটি ভ্যাটমুক্ত এ বিষয় নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। হারমোনাইজড কমোডিটি ডেসক্রিপশান এ্যান্ড কোডিং সিস্টেম (এইচ এস সিস্টেম) অনুসারে, অপ্রক্রিয়াজাত তামাক এর শিরোনাম হলো ২৪.০১। এই শিরোনামার অধীন তিনটি এইসএস কোড রয়েছে। যথা: এক. ২৪০১.১০.০০ (অপ্রক্রিয়াজাত তামাক); দুই. ২৪০১.২০.০০ (আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে প্রক্রিয়াজাত তামাক); এবং তিন. ২৪০১.৩০.০০ (তামাক বর্জ্য)। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং -আইন/২০১৭/৭৭৪-মূসক, তাং ০১ জুলাই, ২০১৭ এর টেবিল-৩ অনুসারে ২৪.০১ শিরোনামার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোডের ওপর উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এখানে সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড বলতে ওপরের তিনটি এইচ এস কোডের মধ্যে কোন কোনটি বুঝায় তা স্পষ্ট নয়। Explanatory Notes to the Harmonized Commodity Description and Coding System এর ব্যাখ্যা অনুসারে অপ্রক্রিয়াজাত তামাক হলো 'unmanufactured tobacco in the form of whole plant or leaves in the natural state or as cured or fermented leaves, whole or stemmed/stripped, trimmed or untrimmed, broken or cut (including pieces, cut to shape but not tobacco ready for smoking.' এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত ধুমপানের উপযোগী সিগারেট/বিড়ি ইত্যাদি ব্যতীত আর সব ধরনের তামাক ২৪.০১ শিরোনামার আওতাভুক্ত হবে। সে অনুযায়ী উপরোল্লিখিত এসআরও অনুসারে প্রক্রিয়াতজাত বা অপ্রক্রিয়াজাত সব ধরনের তামাক বা বর্জ্য ভ্যাটমুক্ত। কিন্তু উপরে বর্ণিত এসআরও অনুসারে স্পষ্টভাবে শুধুমাত্র অপ্রক্রিয়াজাত তামাককে ভ্যাটমুক্ত করা হয়েছে। যদিও এখানে ইংরেজি 'unmanufactured' শব্দের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে 'অপ্রক্রিয়াজাত'। তাই, উৎপাদন পর্যায়ে এই তিনটি এইচ এস কোডের মধ্যে কোন কোন কোডের বিপরীতের পণ্যের ওপর ভ্যাট আরোপিত হবে না সে বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত নেয়া যায়।

প্রশ্ন-২৭: ***একটি ব্যাংক তাদের নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য একটি স্কুল কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব দিয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা নিয়ে, রেজাল্ট দিয়ে ব্যাংক বরাবরে বিল দাখিল করেছে। বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন?*** *[মোঃ শামীউল ইসলাম, সহকারী কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট, ঢাকা (পশ্চিম) কমিশনারেট, ঢাকা।]*

উত্তর: এখানে প্রথমে দেখতে হবে যে, স্কুল কর্তৃপক্ষ ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে যে সেবাটি প্রদান করলো সে সেবাটির শিরোনাম কি। সেবাটি হলো নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠান করা, খাতা পরীক্ষা করা এবং রেজাল্ট প্রদান করা। ভ্যাটের আওতায় সেবাসমূহের যে সংজ্ঞা দেয়া আছে সেখানে এই সেবাকে সরাসরি কোন সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। সেবাটি কনসালট্যান্সী সেবা এবং অন্যান্য বিবিধ সেবা এ দুটি সেবার সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেবার সংজ্ঞা দুটি অধিকতর বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সেবাটি কনসালট্যান্সী সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না। কারণ, কনসালট্যান্সী সেবার সংজ্ঞা অনুসারে, কোন সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন বা পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদানকে কনসালট্যান্সী সেবা বলা হয়। আলোচ্য সেবাটি এ ধরনের সেবা নয়। তাই, সেবাটি অন্যান্য বিবিধ সেবা (কোড নং এস০৯৯.২০) হিসেবে বিবেচনা করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। অন্যান্য বিবিধ সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। ০৬.০৬.২০১৩ তারিখ থেকে এই সেবার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান করা হয়েছে। সেবা প্রদানকারী অর্থাৎ স্কুল কর্তৃপক্ষ সেবা গ্রহণকারী অর্থাৎ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বরাবরে বিল দাখিল করবে। সেবা গ্রহণকারী বিল পরিশোধের সময় ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে।

প্রশ্ন-২৮: ***লিফট আমদানি করে একটি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ এবং স্থাপন করে দেয়া হয়েছে। কয়েক বছর সার্ভিসিং করে দেয়া হবে। এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধান কি?*** *[মোঃ শরিফুল ইসলাম, আর্টিকেল স্টুডেন্ট, এ. কে. আজাদ এ্যান্ড কোং, সিএ ফার্ম, বিজয়নগর, ঢাকা।]*

উত্তর: টেন্ডারের বিপরীতে সরবরাহ দেয়ার জন্য যদি কোন আমদানি করা হয়, তাহলে আমদানি পর্যায়ে শুল্কায়নের সময় টেন্ডার দলিলাদি দাখিল করতে হয়। তাহলে আমদানি পর্যায়ে এ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) আরোপ করা হয় না। এভাবে এটিভিমুক্তভাবে আমদানিকৃত লিফ্‌ট সরবরাহ এবং স্থাপন করার পর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার প্রশ্ন আসে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবার সংজ্ঞা অনুসারে কোন অবকাঠামোর সাথে সংযুক্ত হয় বা অবকাঠামোর অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এরূপ যেকোন ধরনের স্থায়ী বা অস্থায়ী সংস্থাপন, যেমন: শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ফলস সিলিং, লিফট ইত্যাদি 'নির্মাণ সংস্থা' সেবা হিসেবে বিবেচিত। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ৫.৫ শতাংশ - যা উৎসে কর্তনযোগ্য। কয়েক বছর লিফ্‌ট সার্ভিসিং করা হবে। সার্ভিসিং একটি ভ্যাটযোগ্য সেবা। সেবাটি আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় দুটি সেবার আওতায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। প্রথমত, সেবার কোড নং এস০৩১ (পণের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা) এবং দ্বিতীয়ত, কোড নং এস০৯৯.২০ (অন্যান্য বিবিধ সেবা)। দুটি সেবার ক্ষেত্রেই ভ্যাটের হার **১৫** শতাংশ এবং দুটি সেবার ক্ষেত্রেই উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান আছে। অন্যান্য বিবিধ সেবার ক্ষেত্রে বিগত ০৬.০৬.২০১৩ তারিখ থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে **১৫** শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। যদি টেন্ডার পাওয়ার পর লিফট আমদানি করা হয়, তাহলে ওপরের ব্যবস্থা। আর যদি পূর্বে আমদানিকৃত লিফ্‌ট সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়, তাহলে যেহেতু আমদানিস্তরে এটিভি পরিশোধ করা আছে, সেহেতু সরবরাহের সময় ব্যবসায়ী হিসেবে ভ্যাট চালান ইস্যু করা যায়। লিফ্‌ট সরবরাহ মূল্য এবং লিফ্‌ট স্থাপন মূল্য আলাদাভাবে বিলে প্রদর্শন করা যায়। তাহলে ব্যবসায়ী কর্তৃক ভ্যাট চালানসহ লিফ্‌ট সরবরাহ হিসেবে সরবরাহের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য হবে না। লিফ্‌ট স্থাপন মূল্যের ওপর 'নির্মাণ সংস্থা' সেবা হিসেবে বর্তমানে ৬ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তনযোগ্য হবে। সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত নিয়ম বহাল থাকবে। আর যদি লিফ্‌ট সরবরাহের সময় ব্যবসায়ী হিসেবে ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করা না হয়, তাহলে সর্বমোট সরবরাহ ও স্থাপন মূল্যের ওপর 'নির্মাণ সংস্থা' হিসেবে বর্তমানে ৬ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত নিয়ম বহাল থাকবে।

প্রশ্ন-২৯: ***আমাদের প্রতিষ্ঠান টি. কে. শীপইয়ার্ড লি: পিএফএ আনলোডার প্রস্তুত করে হোলসীম বাংলাদেশ লিঃ-কে সরবরাহ করেছে। হোলসীম বাংলাদেশ লি: কয়েক কিস্তিতে আমাদের বিল পরিশোধ করেছে। কিন্তু বিল পরিশোধের সময় 'নির্মাণ সংস্থা' হিসেবে ভ্যাট উৎসে কর্তন করেছে। আমরা মনে করি, এখানে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। অনুগ্রহ করে আইনসম্মত মতামত দিন।*** *[মো: আরমিয়া ফকির, ব্যবস্থাপক, স্টোর এ্যান্ড সোর্সিং, টি. কে. শীপইয়ার্ড লি:, মেঘনাঘাট, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।]*

উত্তর: আপনার সাথে আলোচনাক্রমে যা জানা গেছে তাতে এই পণ্যটির বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। তবে, সঠিক মতামত দিতে হলে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিনামা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আপাতত মনে হয়, উৎসে ভ্যাট কর্তন করা সঠিক হয়নি। এখানে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রথমত, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থার একটি বিধান হলো এই যে, কোন প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক যদি ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করে সরাসরি কোন পণ্য সরবরাহ করে, তাহলে এরূপ সরবরাহের ওপর থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। কারণ, এরূপ সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না। আর একটি দৃষ্টিকোণ হলো এই যে, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় একটি সেবা হলো 'নির্মাণ সংস্থা'। নির্মাণ সংস্থা সেবার ওপর বর্তমানে ভ্যাটের হার ৬ শতাংশ। 'নির্মাণ সংস্থা' সেবার সংজ্ঞা হলোঃ "নির্মাণ সংস্থা অর্থ এমন কোনো প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা ব্যক্তি যাহা বা যিনি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভবন, যোগাযোগ মাধ্যম, পরিবহন, সড়ক, মহাসড়ক, সেতু বা অন্য যে কোনো ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে বা থাকেন; এবং অন্য কোনো অবকাঠামোর সহিত সংযুক্ত হয় বা উহার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এইরূপ যে কোনো ধরনের স্থায়ী বা অস্থায়ী সংস্থাপনও (যেমনঃ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ফলস সিলিং, লিফট ইত্যাদি) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে"। এই সংজ্ঞাটি মূলত অবকাঠামো সংক্রান্ত। কোন অবকাঠামো নির্মাণ বা কোন অবকাঠামোর সাথে সংযুক্ত করার জন্য কোন অংশ নির্মাণ করা হলে তা 'নির্মাণ সংস্থা' সেবার আওতাভুক্ত হবে।

এখন দেখা যাক, আপনাদের কাজটি প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদন হিসেবে বিবেচিত হবে নাকি 'নির্মাণ সংস্থা' সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। পিএফএ আনলোডার একটি যন্ত্র। এই যন্ত্রটি স্বাধীনভাবে কাজ করে। হারমোনাইজড কমোডিটি ডেসক্রিপশান এন্ড কোডিং সিস্টেম অনুসারে, এই যন্ত্রটির এইচএস কোড হবে ৮৪.২৮ শিরোনামার অধীন। পণ্যটির বর্ণনা হবে Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics)। আপনারা যদি পণ্যটির মূল্য ঘোষণা প্রদান করে থাকেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধ করে ভ্যাট চালানপত্রসহ যদি পণ্যটি সরবরাহ দিয়ে থাকেন, তাহলে বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করার প্রয়োজনীয়তা নেই। আপনার সাথে আলোচনায় যা জানা গেছে তাতে আলোচ্য সরবরাহটি অবকাঠামো নির্মাণ বা অবকাঠামোর সাথে সংযুক্ত হয় এমন কোন অংশ নির্মাণ নয়, বরং ইহা একটি পণ্য সরবরাহ। তাই, সরবরাহটি 'নির্মাণ সংস্থা' সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না।

প্রশ্ন-৩০: ***আমরা একটি প্রতিষ্ঠানে হার্ডওয়্যার এবং সফ্‌টওয়্যার সরবরাহ এবং স্থাপন করে দিয়েছি। উল্লেখ্য, সফ্‌টওয়্যারটি আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত করেছি। হার্ডওয়্যার ক্রয় করে সরবরাহ দিয়েছি। সেবা গ্রহণকারী আমাদের সর্বমোট বিলের ওপর থেকে 'নির্মাণ সংস্থা' সেবা হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে চায়। আমাদের মতে, এক্ষেত্রে 'তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা' হিসেবে ভ্যাট কর্তনযোগ্য। অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোঃ সিরাজুল ইসলাম, জেনারেল ম্যানেজার, গ্লোবাল বিডি নেশানওয়াইড লিঃ, স্যুট নং ৩/এ, বাড়ি নং ৯২, সড়ক- নং ২৩/এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।]*

উত্তর: আলোচ্য কার্যক্রমটি সেবার কোড এস০৯৯.১০ এর বিপরীতে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সেবার (Information Technogoy Enabled Services) আওতাভুক্ত হবে না। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাসমূহের কোড এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আছে। কোন্ সেবা কোন্ কোড এবং সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে তা নির্ধারণ করার জন্য ওই কার্যক্রমের বিবরণ কোন্ সেবার বিবরণের সাথে সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ তা মিলিয়ে দেখতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনো একটি সেবার কার্যক্রম একাধিক সেবার সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমন হলে

কার্যক্রমটি যে সংজ্ঞার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ সে সংজ্ঞার আওতাভুক্ত করতে হয়। আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় কয়েকটি সংজ্ঞা আছে সেক্ষেত্রে এমন দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সেবা এমন একটি সেবা। আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সেবার সংজ্ঞা নিম্নরূপঃ

"তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technogoy Enabled Services) অর্থ Digital Content Development and Management, Animation (both 2D and 3D), Geographic Information Services (GIS), IT Support and Software Maintenance Services, Website Services, Business Process Outsourcing, Data Entry, Data Processing, Call Center, Graphics Design (digital service), Search Engine Optimization, Web Hosting, E-Commerce and Online Shopping, document conversion, imaging and archiving, Any automated services rendered by Internet or Electronic Network, E-Procurement and E-Auction"।

কোন অফিসে সফ্টওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার সরবরাহ করা এবং তা স্থাপন করে চালু করে দিয়ে আসার কার্যক্রম এ বর্ণনার কোন অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ওপরের সংজ্ঞার মধ্যে যদি "software and hardware supply and installation" অন্তর্ভুক্ত থাকতো, তাহলে আলোচ্য কার্যক্রমটি 'তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা'র আওতায় সংজ্ঞায়িত করা যেত। তাহলে এখন করণীয় কি? টেন্ডারের বর্ণনার ভিত্তিতে আলোচ্য কার্যক্রমের ওপর ভ্যাট সংক্রান্ত করণীয় এখন দুই দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পন্ন করা যায়। প্রথমত, যদি টেন্ডারে তিনটি কার্যক্রম আলাদা আলাদা উল্লেখ থাকে, তাহলে সফ্টওয়্যার সরবরাহের ওপর 'যোগানদার' সেবা হিসেবে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। কারণ, সফ্টওয়্যার শুধুমাত্র উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাটমুক্ত। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সফ্টওয়্যার একটি পণ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে সফটওয়্যার সরবরাহ 'যোগানদার' সেবার আওতাভুক্ত বিধায় সফ্টওয়্যার সরবরাহটুকু 'যোগানদার' হিসেবে বিবেচ্য। হার্ডওয়্যার সরবরাহ অংশটুকু ব্যাসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট সংক্রান্ত বিধি-বিধানের আওতায় পড়ে। আপনার প্রতিষ্ঠানটি হার্ডওয়্যার কিনে সরবরাহ দিয়েছে। ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ভ্যাট সংক্রান্ত বিষয় বিস্তারিত জানতে www.vatbd.com ওয়েবসাইট ক্লিক করুন। অতঃপর VAT Contents ক্লিক করুন। এখন একটি বড় তালিকা পাবেন। এই তালিকার ক্রমিক নং-৬২ (VAT on Traders) পাঠ করুন। আপনার প্রতিষ্ঠান যদি ব্যবসায়ী হিসেবে বিধি-বিধান পরিপালনকরতঃ ভ্যাট চালান ইস্যু করে হার্ডওয়্যার সরবরাহ দিয়ে থাকে, তাহলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখঃ ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ ৩(ক) অনুসারে এই অংশের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। যদি তা না থাকে তাহলে 'যোগানদার' হিসেবে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। স্থাপন বাবদ যে মূল্য নির্ধারিত আছে সে মূল্যের ওপর 'নির্মাণ সংস্থা' হিসেবে বর্তমানে ৬ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, যদি টেন্ডারে তিনটি কার্যক্রম আলাদা করা না থাকে, তাহলে সর্বমোট মূল্যের ওপর 'নির্মাণ সংস্থা' হিসেবে বর্তমানে ৬ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তনযোগ্য হবে।

প্রশ্ন-৩১: ***সফটওয়্যার আমদানি করে সরবরাহ দেয়া হয়েছে এবং ইনস্টল করে দেয়া হয়েছে। সর্বমোট মূল্যের ওপর 'নির্মাণ সংস্থা' হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। সঠিক আছে কি-না অনুগ্রহ করে জানাবেন।*** *[মোঃ সিরাজুল ইসলাম, জিএম, গ্লোবাল বিডি নেশানওয়াইড লিঃ, হাউস নং- ৯২, রোড নং- ২৩, ব্লক- এ, বনানী, ঢাকা।]*

উত্তর: উৎসে কর্তন সঠিক হয়নি। এখানে বেশি ভ্যাট উৎসে কর্তন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বমোট মূল্য দুইভাগে ভাগ করার প্রয়োজন ছিল, যথা:- সরবরাহমূল্য এবং ইন্সটলেশান মূল্য। সরবরাহ মূল্যের ওপর যোগানদার হিসেবে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তনযোগ্য ছিল। ইন্সটলেশান মূল্যের ওপর নির্মাণ সংস্থা হিসেবে বর্তমানে ৬ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তনযোগ্য। সফটওয়্যার উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাটমুক্ত। কিন্তু সফটওয়্যার সরবরাহ দিলে সরবরাহকারী যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হয় বিধায় সরবরাহ মূল্যের ওপর যোগানদার হিসেবে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হয়। টেন্ডারের বিপরীতে কোন পণ্য আমদানি করে সরবরাহ দেয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, আমদানি পর্যায়ে শুল্কায়নের সময় টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে। তাহলে আমদানি পর্যায়ে এ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) আরোপ করা হবে না। সরবরাহ পর্যায়ে যোগানদার হিসেবে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে দুটি কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। যোগানদার কর্তৃক সরবরাহ এবং নির্মাণ সংস্থা কর্তৃক ইনস্টলেশন। তাই, সরবরাহের ক্ষেত্রে যোগানদার হিসেবে ৫ শতাংশ এবং ইনস্টলেশান এর ক্ষেত্রে নির্মাণ সংস্থা হিসেবে বর্তমানে ৬ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তনযোগ্য। বিলে দুটি মূল্য আলাদাভাবে প্রদর্শন করা যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন-৩২: ***আমাদের প্রতিষ্ঠানে ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত উভয় ধরনের পণ্য উৎপাদন করা হয়। ভ্যাটযোগ্য পণ্য স্বাভাবিকভাবে ভ্যাট চালানসহ সরবরাহ দেয়া হয়। ভ্যাট হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যও ভ্যাট চালানসহ (ভ্যাট প্রদান ব্যতিরেকে) সরবরাহ দেয়া হয়। এরূপ একটি ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের চালান একটি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ দেয়া হয়েছে। এই সরবরাহের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোঃ খায়রুজ্জামান, এ্যাকাউন্টস অফিসার, মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ট্রেনিং স্কুল (মট্‌স), মিরপুর, ঢাকা।]*

উত্তর: ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য বিক্রয় করতে হলে ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে না। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ১৬ এবং বিধি ১৭ অনুসারে করযোগ্য পণ্যের সরবরাহ, করযোগ্য পণ্যের রফতানি, করযোগ্য সেবা প্রদান এবং সেবা রফতানির ক্ষেত্রে ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হয়। ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য বা সেবা সরবরাহের সময় ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে না। একই স্থান থেকে যদি ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত উভয় প্রকারের পণ্যের সরবরাহ প্রদান করা হয় বা সেবা প্রদান করা হয়, তাহলে ভ্যাটযোগ্য পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করতে হবে, ভ্যাট অব্যাহতিপ্রপ্ত পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করতে হবে না। একই স্থান থেকে ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহ করলে উভয় ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে হয়। ভ্যাটযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে 'মূসক-১' ফরমে মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে হয়। ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের ক্ষেত্রে 'মূসক-১গ' ফরমে মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে হয়। এই ঘোষণাটি

মূলতঃ উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক (input-output coefficient)। অর্থাৎ প্রতি ইউনিট পণ্য উৎপাদন করতে কতটুকু পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করা হয় তার হিসাব। এই হিসাব রাখার প্রয়োজনীয়তা হলো উপকরণ কর রেয়াত নেয়া সংক্রান্ত। ভ্যাটযোগ্য পণ্যের উপকরণের ওপর প্রদত্ত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে, কিন্তু ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে না। তাই, কতটুকু উপকরণ ব্যবহার করে ভ্যাটযোগ্য পণ্য উৎপাদন করা হয়েছে আর কতটুকু উপকরণ ব্যবহার করে ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদন করা হয়েছে তা জানার প্রয়োজন হয়। ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে আপনারা কেন ভ্যাট চালান ইস্যু করেছেন তা বোধগম্য হচ্ছে না। ক্রেতা যেন উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে না পারে তা যদি কারণ হয়, তাহলে তাও ভুল হয়েছে। কারণ, ভ্যাট আইনের প্রথম তফসিলের মাধ্যমে ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহ প্রদান করলে বর্তমানে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার প্রয়োজন নেই। ০৬ জুন, ২০১৩ তারিখ থেকে এ বিধান চালু হয়েছে। ইতোপূর্বে যে কোন পণ্য বা সেবার সরবরাহের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হতো। যোগানদার সেবার সংজ্ঞায় সংশোধনী এনে এ বিষয়টি কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে শুধুমাত্র করযোগ্য পণ্যের সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হয়। করযোগ্য পণ্য বলতে প্রথম তফসিল দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত নয় এমন পণ্যকে বুঝায়। এসআরও দ্বারা ভ্যাট অব্যাহতি প্রদত্ত পণ্যকে করযোগ্য পণ্য বলা হয়। তাই, ওই সব পণ্যের সরবরাহের ওপর ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর প্রথম তফসিল দ্বারা ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে না এবং বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-৩৩: ***আমরা একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। আমরা সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকি। সাধারণতঃ কমিউনিটি সভা, সংগীতানুষ্ঠান, উঠান বৈঠক, ওরিয়েন্টশান কর্মশালা, র‌্যালী ইত্যাদি বিষয়ক সভা/অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে আমরা জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করি। উক্ত কাজ করতে গিয়ে আমাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যানার ব্যবহার করতে হয়। ব্যানার লিখে এমন কোন ব্যক্তিকে কাপড়ের মূল্য ও ব্যানার লেখার মজুরী বাবদ আমরা বিল পরিশোধ করে থাকি। এমতাবস্থায়, এরূপ বিল থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কি?*** *[মোঃ কুদরত-ই-খুদা, সিনিয়র তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, জামালপুর।]*

উত্তর: এক্ষেত্রে 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' সেবা হিসেবে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ভ্যাটযোগ্য সব সেবাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' সেবার সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

(ক) বিজ্ঞাপনী সংস্থা অর্থ কোন পণ্যের বা সেবার প্রচারণার বা অন্যকোন প্রচারণার উদ্দেশ্যে, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যেকোন নামের বা ধরনের বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকরণে বা উক্ত উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত কোন বিজ্ঞাপন যেকোন মাধ্যমে বা অন্যকোন পন্থায় প্রচারকরণে বা প্রচারকার্যে সহায়তাকরণে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা।

(খ) কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ওয়েবসাইট বা কোন পত্রিকা, সাময়িকী, ম্যাগাজিন ইত্যাদি এর অনলাইন সংস্করণে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইলে উহাও বিজ্ঞাপনী সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

এই সংজ্ঞা অনুসারে আপনার বর্ণিত কার্যক্রমটি 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' সেবার আওতায় পড়ে। কারণ, এখানে কোন প্রচারণার উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যানার প্রস্তুত করা হচ্ছে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' সেবার ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য। এই সেবার ওপর ৩ শতাংশ হারে টার্নওভার কর প্রদানের সুবিধা পাওয়া যাবে না। এই সেবার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান একটু ভিন্ন ধরনের। তা হলো, সেবা প্রদানকারী 'মূসক-১১' চালানপত্র ইস্যু করবে। 'মূসক-১১' চালানপত্র তার স্থানীয় ভ্যাট অফিসের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা বা রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। বিলের সাথে যদি এরূপভাবে সত্যায়িত 'মূসক-১১' চালান থাকে তাহলে ওই বিল থেকে কোন ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। আর যদি বিলের সাথে যথাযথভাবে সত্যায়িত 'মূসক-১১' চালানপত্র না থাকে তাহলে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। যারা ব্যানার লিখে এরূপ অনেক ছোট-খাটো প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এরূপ ছোট-খাটো প্রতিষ্ঠান অনেকে বাস্তবে ভ্যাট প্রদান করে না বিধায় তারা 'মূসক-১১' চালানপত্র ইস্যু করে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে আপনারা যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ব্যানার সরবরাহ নেন তারা যথাযথ ভ্যাট কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত 'মূসক-১১' চালানপত্র ইস্যু করেছেন কিনা তা উল্লেখ করেননি। আমার মনে হয় এরূপ সত্যায়িত ভ্যাট চালান বিলের সাথে নেই। তাই, এক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-৩৪: ***আমরা ডোনার ফান্ডেড প্রকল্প বাস্তবায়ন করি। এই প্রকল্পে কনসালট্যান্সী সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়। কনসালট্যান্ট অনেক সময় সাব-কনসালট্যান্ট নিয়োগ করেন। সাব-কনসালট্যান্ট-এর বিলের ওপর থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয় না। আমাদের পদ্ধতি সঠিক আছে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন?*** *[মোঃ জসিম উদ্দিন, সিএফও এ্যান্ড কোম্পানী সেক্রেটারী, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশান কোম্পানী (আইআইএফসি), আইডিবি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।]*

উত্তর: আপনাদের পদ্ধতি সঠিক আছে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪কক) এর শর্তাংশে এ সংক্রান্ত বিধান বর্ণিত আছে। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট কোন প্রকল্পে যদি কোন কন্ট্রাক্টর সেবা প্রদান করেন এবং কন্ট্রাক্টর যদি উক্ত সেবা প্রদানের জন্য কোন সাব-কন্ট্রাক্টর নিয়োগ করেন, তাহলে সাব-কন্ট্রাক্টরের বিল থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না, যদি কন্ট্রাক্টরের বিল থেকে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ উৎসে ভ্যাট কর্তন করে থাকে এবং কর্তনের স্বপক্ষে দলিলাদি সাব-কন্ট্রাক্টরের দখলে থাকে। সাধারণতঃ এরূপ প্রকল্পে কোন কন্ট্রাক্টর কাজ পান। কন্ট্রাক্টর উক্ত কাজ এক বা একাধিক সাব-কন্ট্রাক্টরকে সাব-কন্ট্রাক্ট প্রদান করেন। সাব-কন্ট্রাক্টর কাজ সম্পাদন করেন। কাজ সম্পাদন করার পর সাব-কন্ট্রাক্টর, কন্ট্রাক্টরের কাছে তার বিল দাখিল করেন। কিন্তু কন্ট্রাক্টর তখন সাব-কন্ট্রাক্টরের বিল পরিশোধ করেন না। কারণ, কন্ট্রাক্টর তখনও প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তার বিল পাননি। কন্ট্রাক্টর এবার প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বরাবরে তার বিল দাখিল করেন। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কন্ট্রাক্টরকে বিল পরিশোধ করে। বিল পরিশোধ করার সময় প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করে। উৎসে কর্তিত ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে। জমার

স্বপক্ষে ট্রেজারী চালানের কপি এবং এবং উৎসে কর্তনের স্বপক্ষে 'মূসক-১২খ' ফরমে প্রত্যয়নপত্র কন্ট্রাক্টরকে প্রদান করে। কন্ট্রাক্টর উক্ত ট্রেজারী চালানের কপি এবং 'মূসক-১২খ' ফরমে প্রত্যয়নপত্রের কপি সাব-কন্ট্রাক্টরকে প্রদান করবে। সাব-কন্ট্রাক্টরের বিল থেকে কন্ট্রাক্টর উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে না। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪কক) এর শর্তাংশ সহজবোধ্য নয়। তাই, এবিষয়ে প্রায়শঃই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ব্যাখ্যা চেয়ে মাঠ পর্যায় থেকে পত্র দেয়া হয়। সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-৬(১৯)মূসক প্রকল্প ও পরি:/২০১০/০৭ তারিখ: ০৩.০১.২০১৩ এর মাধ্যমে এ সংক্রান্ত একটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ব্যাখ্যার মর্মার্থ উপরের বিবরণের অনুরূপ।

প্রশ্ন-৩৫: ***একটি প্রতিষ্ঠান C007.71 কোডের আওতায় প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল তৈরী করে। 'মূসক-১১' চালানপত্রসহ সরবরাহ প্রদান করে। এখানে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার প্রয়োজন আছে কি?***

উত্তর: C007.71 বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় একটি Activity Code. উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ভ্যাটযোগ্য সব পণ্যকে Activity Code এবং ভ্যাটযোগ্য সব সেবাকে Service Code প্রদান করা হয়েছে। Activity Code C007.71 এর পণ্যের বিবরণ হলো: Packaging Material/Products. অর্থাৎ কোনো প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল/প্রোডাক্ট তৈরী করলে তা পণ্য হিসেবে গণ্য হবে। যেমন: ফয়েল, প্যাকেট, কার্টন ইত্যাদি। অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা তাদের পণ্য প্যাকিং করার জন্য ফয়েল, প্যাকেট, কার্টন ইত্যাদি নিজেরা প্রস্তুত না করে, অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে উহা ক্রয় করে। যে সব প্রতিষ্ঠান ফয়েল, কার্টন, প্যাকেট ইত্যাদি প্রস্তুত করে বিক্রি করে, তারা উৎপাদক হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু কেউ কেউ ভুল করে এই কাজকে ছাপাখানা বলে মনে করে। উল্লেখ্য, ছাপাখানা অর্থ হলো পুস্তক, পত্রিকা বা অন্যকিছু ছাপার কাজ করা। এখানে ছাপার কাজটি মুখ্য। ছাপার কাজ বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবা হিসেবে বিবেচিত এবং সংজ্ঞায়িত আছে। আরো উল্লেখ্য যে, ছাপার পর বাঁধাই করার কাজ ভ্যাটমুক্ত। যাহোক, ফয়েল, প্যাকেট, কার্টন ইত্যাদিতে কিছু ছাপার অংশ থাকতে পারে। যেমন: ফয়েলের ওপর উৎপাদকের নাম, ঠিকানা, ব্র্যান্ড ইত্যাদি ছাপানো থাকে। এখানে ছাপার কাজটি মূখ্য নয়। এখানে ফয়েলটি প্রস্তুত করা মূখ্য বিষয়। তাই, ইহাকে সেবার কোডের আওতায় না রেখে পণ্যের Activity Code এর আওতায় রাখা হয়েছে।

এখন উৎসে ভ্যাট কর্তনের কথায় আসি। আইনের বিধান হলো যে, কোনো উৎপাদনকারী যদি 'মূসক-১১' চালান বা 'মূসক-১১' চালান হিসেবে বিবেচিত কোনো চালানসহ কোন পণ্য সরবরাহ করে, তাহলে উক্ত সরবরাহ 'যোগানদার' হিসেবে বিবেচিত হবে না। অর্থাৎ উক্ত সরবরাহটি সেবা সরবরাহ নয় বরং পণ্য সরবরাহ। পণ্য যদি কেউ উৎপাদকের নিকট থেকে ক্রয় করে কোথাও সরবরাহ প্রদান করে, তাহলে তার এই সরবরাহ যোগানদার' হিসেবে বিবেচিত হবে এবং ৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে যেহেতু উৎপাদক সরাসরি 'মূসক-১১' চালানপত্রসহ পণ্য সরবরাহ করেছে, সেহেতু এই সরবরাহ 'যোগানদার' সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না। তাই, এই সরবরাহের ওপর ভ্যাট উৎসে কর্তনের আবশ্যকতা নেই।

প্রশ্ন-৩৬: ***একজন ফ্রিল্যান্সার ফটোগ্রাফার আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ছবি তোলে। তার দাখিল করা বিলের ভিত্তিতে তাকে মূল্য পরিশোধ করা হয়। এক্ষেত্রে ভ্যাটের বিধান কী?*** *[মোহাম্মদ ওয়াজিউর রহমান, সিনিয়র এ্যাসিসট্যান্ট ডাইরেক্টর-ফাইন্যান্স এ্যান্ড এ্যাকাউন্টস, ডি-নেট, ৬/৮, হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।]*

উত্তর: এক্ষেত্রে 'যোগানদার' হিসেবে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। সেবাটি 'যোগানদার' সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে- 'ফটো নির্মাতা' সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না। কারণ, ফটোনির্মাতার সংজ্ঞায় বলা আছে যে, ফটো প্রস্তুতকরণ বা ফিল্ম প্রক্রিয়াকরণে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা। আলোচ্য ক্ষেত্রে যিনি ফটো তুলেন তার কোন ফটো প্রস্তুতকরণ বা প্রক্রিয়াকরণের স্টুডিও বা ল্যাবরেটরি নেই। তিনি অন্য কোন ল্যাবরেটরি থেকে ফটো প্রস্তুত বা প্রক্রিয়াকরণ করে সরবরাহ দিচ্ছেন। তাই, এক্ষেত্রে সরবরাহকারীর সেবাটি 'যোগানদার' সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ, 'যোগানদার' সেবার সংজ্ঞায় উল্লেখ আছে যে, কোটেশন বা দরপত্র বা অন্যবিধভাবে করযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহ করলে সরবরাহকারী 'যোগানদার' হিসেবে বিবেচিত হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে যোগানদার সেবা হিসেবে বিল থেকে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। অবশ্য আপনার প্রতিষ্ঠানটি যদি সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংস্থা (এনজিও), ব্যাংক, বীমা বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিডেট কোম্পানী, ১ (এক) কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভার সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন একটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলেই প্রদত্ত সেবাটি 'যোগানদার' সেবা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে।

প্রশ্ন-৩৭: ***উৎপাদনস্থল হতে ভ্যাট চালানসহ ফার্ণিচার সরবরাহ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার নিয়ম কী?***

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ফার্ণিচার একটি সেবা হিসেবে বিবেচিত। এভাবে বিবেচনা করার জন্য আইনে বিধান আছে। ফার্ণিচার সেবার ওপর উৎপাদনস্তরে ভ্যাটের হার ৬ শতাংশ এবং বিপণনস্তরে অর্থাৎ শো-রুমে ভ্যাটের হার ৪ শতাংশ। তবে, শো-রুমে ৪ শতাংশ ভ্যাট দিতে হলে এই ফার্ণিচারের ওপর উৎপাদন পর্যায়ে ৬ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করার প্রমাণস্বরূপ 'মূসক-১১' চালানপত্র প্রদর্শন করতে হবে। প্রয়োজনে উৎপাদনস্তরে প্রযোজ্য ভ্যাটের অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালান উপস্থাপন করা যেতে পারে। শো-রুম থেকে ফার্ণিচার সরবরাহের ক্ষেত্রে যদি উৎপাদনস্তরে ৬ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণ উপস্থপন করা না হয়, তাহলে ৬%+৪% সর্বমোট ১০ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

উৎপাদনস্থল হতে যদি সরাসরি ফার্ণিচার সরবরাহ করা হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার হবে ৬ শতাংশ। তবে, সব দলিলাদি উৎপাদনস্থলের ঠিকানায় হতে হবে। যেমন: মূল্য সংযোজন করের আওতায় নিবন্ধন, ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনাক্তকরণ সংখ্যা ইত্যাদি। তাছাড়া, টেন্ডার

দাখিলের সময় কোটেশান এবং অন্য সব দলিলাদিতে উৎপাদনস্থলের ঠিকানা থাকলে এই সরবরাহ উৎপাদনস্থল হতে করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। সরবরাহ যখন উৎপাদনস্থল থেকে করা হয়েছে এবং এর সমর্থনে সব দলিলাদি আছে তখন এখানে ৬ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। উল্লেখ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখঃ ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং ২(১) অনুসারে যে ৩৮টি সেবার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে, তার মধ্যে ফার্ণিচার রয়েছে। তাই, এক্ষেত্রে ভ্যাট চালানপত্র থাকলেও উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-৩৮: ***শো-রুম থেকে ভ্যাট চালানপত্র ব্যতীত উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর নিকট ফার্ণিচার সরবরাহ করা হয়েছে। এখানে কিভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে?***

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ফার্ণিচার একটি সেবা হিসেবে বিবেচিত। এভাবে সেবা হিসেবে বিবেচনা করার জন্য আইনে বিধান রয়েছে। ফার্ণিচার সেবার ওপর উৎপাদনস্তরে ভ্যাটের হার ৬ শতাংশ এবং বিপণনস্তরে অর্থাৎ শো-রুমে ভ্যাটের হার ৪ শতাংশ। তবে, শো-রুমে ৪ শতাংশ ভ্যাট দিতে হলে এই ফার্ণিচারের ওপর উৎপাদন পর্যায়ে ৬ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করার প্রমাণস্বরূপ 'মূসক-১১' চালানপত্র প্রদর্শন করতে হয়। প্রয়োজনে উৎপাদনস্তরে পরিশোধিত ভ্যাটের অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালান উপস্থাপন করা যেতে পারে। শো-রুমে যদি উৎপাদন স্তরে ৬ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণ উপস্থাপন করা না হয়, তাহলে শো-রুমে ১০ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদনস্তরের ৬ শতাংশ ভ্যাট এবং শো-রুমের ৪ শতাংশ ভ্যাট একত্রে পরিশোধ করতে হবে।

আলোচ্য ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর নিকট শো-রুম থেকে ফার্ণিচার সরবরাহ করা হয়েছে। কোনো ভ্যাট চালানপত্র প্রদান করা হয়নি। তার অর্থ হলো, এই ফার্ণিচারের ওপর উৎপাদন পর্যায়ের ৬ শতাংশ ভ্যাট এবং শো-রুমের ৪ শতাংশ ভ্যাট অপরিশোধিত রয়েছে। তাই, উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী বিল পরিশোধের সময় সর্বমোট ১০ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে।

প্রশ্ন-৩৯: ***একটি প্রতিষ্ঠান টেন্ডার পাওয়ার পর গাড়ি আমদানি করে একটি সরকারী অফিসে সরবরাহ দিয়েছে। বিল পরিশোধের সময় কিভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে?***

উত্তর: কোনো প্রতিষ্ঠান যদি টেন্ডারের কার্যাদেশ পাওয়ার পর, ওই কার্যাদেশের বিপরীতে পণ্য সরবরাহ দেয়ার জন্য পণ্য আমদানি করে, তবে আমদানি পর্যায়ে অগ্রীম ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) প্রদান করতে হবে না। আমদানি পর্যায়ে পণ্য শুল্কায়নের সময় টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করলে এটিভি আদায় করা হবে না। ওই পণ্য আমদানির পর কোনোরূপ পরিবর্তন বা সংযোজন না করে সরাসরি কার্যাদেশ দানকারী দপ্তরে সরবরাহ প্রদান করতে হবে। সরবরাহ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান বিল পরিশোধের সময় 'যোগানদার' হিসেবে ৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, অনেক প্রতিষ্ঠান আমদানির সময় অজ্ঞতার কারণে অথবা দ্রুত শুল্কায়ন সম্পন্ন করার প্রয়োজনে আমদানিস্তরে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল না করে এটিভি পরিশোধ করে পণ্য খালাস নিয়ে আসে। সরবরাহ পর্যায়ে ভ্যাট উৎসে কর্তনের সময় তারা এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করে যে, আমদানি পর্যায়ে তারা এটিভি পরিশোধ করেছে। এখানে আইনের বিধান হলো, এটিভি যেহেতু ভুলক্রমে পরিশোধ করা হয়েছে, সেহেতু উহা আইনের বিধান পরিপালন করে ফেরৎ নেয়ার জন্য আবেদন করতে হবে। সরবরাহ পর্যায়ে বিল পরিশোধের সময় 'যোগানদার' হিসেবে ৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-৪০: ***একটি সরকারী হাসপাতাল টেন্ডারের বিপরীতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছে। টেন্ডারের শর্ত অনুসারে যন্ত্রপাতি স্থাপন করে দিতে হবে এবং যন্ত্রপাতি এক বছর রক্ষণাক্ষেণ করতে হবে। এর জন্য আলাদা কোনো অর্থ প্রদান করা হবে না। টেন্ডার মূল্যে সব অন্তর্ভুক্ত আছে। এখানে কিভাবে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে?***

উত্তর: কোনো পণ্য টেন্ডারের বিপরীতে সরবরাহ দিলে সাধারণতঃ এ ধরনের সরবরাহ 'যোগানদার' হিসেবে বিবেচিত হয়। যোগানদার সেবার ওপর ভ্যাটের হার ৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনের বিধান আছে। যোগানদার অর্থ হলো শুধুমাত্র পণ্যটি সরবরাহ দেয়া। সরবরাহ দেয়ার পর যদি স্থাপন করা হয়, তাহলে স্থাপনের কাজটি বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'নির্মাণ সংস্থা' সেবা হিসেবে সংজ্ঞায়িত। এই সেবার ওপর বর্তমানে ভ্যাটের হার ৬ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'অন্যান্য বিবিধ সেবা' হিসেবে বিবেচিত। অন্যান্য বিবিধ সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। টেন্ডার আহ্বানের সময় এভাবে Break-up দিয়ে মূল্য উল্লেখ করতে হয়। মূল্য পরিশোধের সময় সংশ্লিষ্ট সেবার বিপরীতে উল্লিখিত হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হয়। কিন্তু টেন্ডার আহ্বানের সময় এভাবে Break-up না দেয়ায় সাধারণতঃ মূল্য পরিশোধের সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়। যাহোক, মূল্য পরিশোধের সময় Break-up দেখিয়ে মূল্য পরিশোধ এবং উৎসে ভ্যাট কর্তন করা যেতে পারে।

প্রশ্ন-৪১: ***একটি প্রতিষ্ঠান ছাপাখানার সেবা গ্রহণ করেছে। বিল পরিশোধের সময় ভ্যাট উৎসে কর্তন করেনি। সমুদয় বিল পরিশোধ করেছে। সেবাদাতার (ছাপাখানা) করণীয় কি?***

উত্তর: ভ্যাট উৎসে কর্তন না করার জন্য সেবা গ্রহীতা এবং সেবা দাতা উভয়ে সমানভাবে দায়ী হবেন। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৬ এর উপ-ধারা (৪ঙ) অনুসারে "উৎসে কর্তনকারী এবং পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী, মূল্য সংযোজন করের উৎসে কর্তনযোগ্য পরিমাণের জন্য, যৌথভাবে দায়ী থাকিবেন।" আইনে এরূপ যৌথ দায়িত্ব দেয়ার কারণ হলো, উৎসে কর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি ভুল করে উৎসে কর্তন না করে, তাহলে সেবা সরবরাহকারী যেন কর্তন করতে বলে। আলোচ্য ক্ষেত্রে যদি উৎসে কর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভ্যাট উৎসে কর্তন না করে

সমুদয় বিল সেবা সরবরাহকারীকে প্রদান করে থাকে, তাহলে সেবা প্রদানকারী ভ্যাটের অর্থ সেবা গ্রহণকারীকে ফেরৎ দেবে এবং সেবা গ্রহণকারী উক্ত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবে।

প্রশ্ন-৪২: ***র‌্যাংগ্স লিঃ এর নিকট থেকে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিঃ দুটি গাড়ি ক্রয় করেছে। র‌্যাংগ্স লিঃ 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করেছে। এখানে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোঃ হাবিবুর রহমান, ডেপুটি ম্যানেজার, এ্যাকাউন্টস বিভাগ, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোঃ লিঃ, সদর দপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।]*

উত্তর: এক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। ভ্যাট উৎসে কর্তন সম্পর্কিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং-৩(ক)-তে উল্লেখ আছে যে, 'মূসক-১১' চালানপত্র বা 'মূসক-১১' চালানপত্র হিসেবে বিবেচিত কোনো চালানপত্রমূলে উৎপাদক/প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ীর নিকট থেকে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, এবং টার্নওভার কর বা কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমেমোমূলে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, উক্ত সরবরাহ 'যোগানদার' সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না বিধায় এরূপ ক্ষেত্রে মূসক উৎসে কর্তনের আবশ্যকতা নেই। এ ক্ষেত্রে র‌্যাংগ্স লিঃ উৎপাদক বা ব্যবসায়ী এবং 'মূসক-১১' চালানপত্র ইস্যু করেছে। তাই, উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-৪৩: ***সফ্টওয়্যার আমদানি করে একটি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের নিয়ম কি?*** *[পল রুয়েল হালদার, উত্তরা, ঢাকা।]*

উত্তর: টেন্ডারের বিপরীতে সরবরাহ দেয়ার জন্য কোনো পণ্য যদি আমদানি করা হয়, তাহলে নিয়ম হলো, আমদানিস্তরে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে। আমদানিস্তরে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করা হলে ৪ শতাংশ অগ্রীম ভ্যাট (এটিভি) আদায় করা হবে না। এই পণ্য সরবরাহ প্রদান করা হলে বিল পরিশোধের সময় 'যোগানদার' হিসাবে ৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করা হবে। অনেকে আমদানি পর্যায়ে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল না করার ফলে ৪ শতাংশ এটিভি আদায় করা হয়। পরবর্তীতে সরবরাহ পর্যায়ে 'যোগানদার' হিসাবে ৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে গেলে আপত্তি উত্থাপন করে। এরূপ ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত ৪ শতাংশ এটিভি রিফান্ড নেয়ার জন্য আবেদন করতে হবে। সরবরাহ পর্যায়ে 'যোগানদার' হিসাবে ৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, সফটওয়্যার উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাটমুক্ত। আমদানি পর্যায়, ব্যবসায়ী পর্যায় এবং সরবরাহ পর্যায়ে (যোগানদার) ভ্যাট আরোপিত হবে।

প্রশ্ন-৪৪: ***সর্বমোট কত টাকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হয় না?***

উত্তর: ভ্যাটের ক্ষেত্রে এরূপ কোন সর্বনিম্ন স্ল্যাব এযাবৎ ছিল না। তবে, ১ জুলাই, ২০১৭ তারিখ থেকে বিধান করা হয়েছে যে, এক হাজার টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের একক ক্রয়ের কেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ ৩(ঘ)-তে তা উল্লেখ আছে।

প্রশ্ন-৪৫: ***যিনি ভ্যাট উৎসে কর্তন করেন, তিনি কিভাবে দাখিলপত্রে উহা প্রদর্শন করবেন?***

উত্তর: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং-৪ এ উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর করণীয় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী যদি দাখিলপত্র জমা দিয়ে থাকেন, তাহলে তার দাখিলপত্রের ৫ এবং ১৬ নং ক্রমিকে উৎসে কর্তিত অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করবেন।

প্রশ্ন-৪৬: ***স্থানীয় বাজার থেকে উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।***

উত্তর: কোন ক্রয়ের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না তা নির্ধারণের জন্য উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন বিবেচনায় আনতে হবে। উপকরণ ক্রয় করা হয়েছে কি-না, স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করা হয়েছে কি-না, তা ভ্যাট উৎসে কর্তন সংক্রান্ত প্রধান বিবেচনার বিষয় নয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং-২ এ বর্ণিত তালিকায় উল্লিখিত ৩৮টি সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারী যদি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হয়, তাহলে উক্ত তালিকায় বর্ণিত হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ তা উক্ত আদেশের প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে। কোন্ কোন্ ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না, তা উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ নং-৩ এ বর্ণিত আছে। উক্ত বর্ণনা অনুসারে 'মূসক-১১' চালানপত্র বা 'মূসক-১১' চালানপত্র হিসেবে বিবেচিত কোনো চালানপত্রমূলে উৎপাদক/প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ীর নিকট থেকে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, এবং টার্নওভার কর বা কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমেমো-মূলে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, ওই সরবরাহ 'যোগানদার' হিসাবে বিবেচিত হবে না বিধায় এরূপ ক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি উৎসে ভ্যাট কর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলেও যদি ক্রয়ের বিপরীতে 'মূসক-১১' চালানপত্র থাকে, তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-৪৭: ***একটি প্রতিষ্ঠান ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদন করে। প্রতিষ্ঠানটি যদি টেন্ডারের বিপরীতে কোনো উৎসে ভ্যাট কর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তরে ওই পণ্য সরবরাহ প্রদান করে, তাহলে ওই সরবরাহের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন?***

উত্তর: আলোচ্য ক্ষেত্রে যে পণ্যটি সরবরাহ দেয়া হয়েছে তা ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত। প্রতিষ্ঠানটি ভ্যাট চালান প্রদান করেছে কি-না তা উল্লেখ করা হয়নি। এখানে স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, যদি কোনো উৎপাদনকারী একই অঙ্গনে ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাটমুক্ত উভয় প্রকারের পণ্য উৎপাদন করে,

তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাটমুক্ত উভয় প্রকার পণ্যের জন্য ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে। ভ্যাট চালান ইস্যু করে কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পণ্য সরবরাহ দিলে ওই সরবরাহ 'যোগানদার' হিসেবে বিবেচিত হবে না তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখঃ ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং-৩(ক)-এ উল্লেখ আছে। আবার, কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যদি কোনো অঙ্গনে শুধু ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদন করে, তাহলে তার ভ্যাট সংক্রান্ত কোনো নিয়ম-কানুন পালন করতে হয় না। অর্থাৎ তার ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করার প্রয়োজন নেই। বর্তমান বিধান হলো, যে পণ্যকে মূল্য সংযোজন কর আইনের প্রথম তফসিলের মাধ্যমে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, সে পণ্য সরবরাহ দিলে ওই সরবারহ যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না বিধায় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখঃ ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং-২(২) এর শেষাংশ দেখুন। আলোচ্য পণ্যটি যদি ভ্যাট আইনের প্রথম তফসিল দ্বারা ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। আর যদি কোন এস,আর,ও দ্বারা ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে যোগানদার হিসেবে ৫ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-৪৮: ***একটি সেবা গ্রহণের বিপরীতে আংশিক মূল্য পাওয়া গেছে। এখানে ভ্যাট উৎসে কর্তনের বিধান কী?***

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা-৬ এর উপ-ধারা (৩) অনুসারে আংশিক মূল্য পাওয়া গেলে পূর্ণ মূল্যের উপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়। আইনে এরূপ বিধান থাকলেও বাস্তবে যেটুকু মূল্য পাওয়া যায়, সেটুকু মূল্যের ওপর ভ্যাট উৎসে কর্তন করা হয়। যেমন: নির্মাণ কাজের বেলায় বিল আংশিক দাখিল করা হয়। আংশিক বিল পরিশোধের সময় ওই আংশিক বিলের উপর যে ভ্যাট প্রদেয় হবে, তা উৎসে কর্তন করা হয়।

প্রশ্ন-৪৯: ***উৎসে ভ্যাট কর্তন করার ক্ষেত্রে সব সরবরাহকারী 'মূসক-১২খ' ফরমে প্রত্যয়নপত্র চায় না। কারণ কী?***

উত্তর: প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করা উৎসে কর্তনকারীর দায়িত্ব। সরবরাহ প্রদানকারী প্রত্যয়নপত্র না চাইলেও সরবরাহগ্রহীতা প্রত্যয়নপত্র ইস্যু ও জারী করবে। প্রত্যয়নপত্র না থাকলে সেবা প্রদানকারী উৎসে কর্তিত অর্থ তার দাখিলপত্রে সমন্বয় করতে পারে না। অনেকে এ বিধান জানা না থাকার কারণে দাখিলপত্রে সমন্বয় করে না। তাই, তারা প্রত্যয়নপত্র চায় না।

প্রশ্ন-৫০: ***খাবার সরবরাহ নিলে কত পার্সেন্ট ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে?***

উত্তর: ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। খাবার সরবরাহ নেয়া অর্থ ক্যাটারিং-এর সেবা নেয়া। অনেকে ভুল করে এই সেবাকে রেস্তোরাঁ সেবা হিসেবে মনে করে থাকে। আবার, অনেকে যোগানদার হিসেবে ৫ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করে থাকে। ইহা সঠিক নয়। কোথাও যেয়ে খাবার খেয়ে আসলে বা খাবার কিনে আনলে ওই সেবা রেস্তোরাঁ সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। বর্তমানে আমাদের দেশে এসি রেস্তোরাঁর ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ, আর নন-এসি রেস্তোরাঁর ওপর বর্তমানে ভ্যাটের হার ৭.৫ শতাংশ। এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান নেই। কিন্তু কেউ খাবার সরবরাহ দিয়ে গেলে এই সেবা ক্যাটারিং সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। ক্যাটারিং সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য।

প্রশ্ন-৫১: ***শো-রুম থেকে গাড়ী বিক্রি করলে বর্তমানে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কী?***

উত্তর: শো-রুম থেকে গাড়ি বিক্রির কাজটি আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ট্রেডিং হিসেবে বিবেচিত। তাই, বিক্রেতাকে ট্রেড ভ্যাট-এর যে কোন একটি পদ্ধতিতে থাকতে হবে। ট্রেড ভ্যাট এর ক্ষেত্রে বর্তমানে তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। ১. স্ট্যান্ডার্ড ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতি; ২. চার শতাংশ (৪%) হারে ট্রেড ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি; এবং ৩. প্যাকেজ ভ্যাট পদ্ধতি। ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট প্রদান সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গাড়ি বিক্রেতা প্যাকেজ ভ্যাট প্রদানের সুবিধা পাবে না। কারণ, প্যাকেজ ভ্যাট সুবিধা পায় ছোট ছোট দোকানদার। তাই, গাড়ি বিক্রেতাকে প্রথম দুটি পদ্ধতির মধ্যে যে কোন একটি পদ্ধতি বেছে নিতে হবে। প্রথম দুটি পদ্ধতিতেই গাড়ি বিক্রেতা 'মূসক-১১' চালানপত্র ইস্যু করে গাড়ি সরবরাহ করবে। সরবরাহ গ্রহীতা উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে না। উৎপাদক এবং ব্যবসায়ী 'মূসক-১১' চালানপত্রসহ পণ্য সরবরাহ প্রদান করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হয় না।

প্রশ্ন-৫২: ***একটি প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে ক্রয় করে। তবে, নিজে মূল্য পরিশোধ করে না। প্রতিষ্ঠানটি বিক্রেতাকে লোকাল এলসি প্রদান করে। বিক্রেতা পণ্য সরবরাহের পর এলসি'র নিয়ম অনুসারে ব্যাংকের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা হয়। এখানে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান কী?***

উত্তর: ব্যাংক মূল্য পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ ০২ এর উপানুচ্ছেদ (৬)-এ উহা বর্ণিত আছে।

প্রশ্ন-৫৩: ***বাণিজ্যিক পণ্য (মডেম) 'মূসক-১১' চালানসহ কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করা হয়েছে। সরবরাহ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান যোগানদার হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে চায়। এক্ষেত্রে সঠিক বিধান কী?***

উত্তর: এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী কর্তৃক 'মূসক-১১' চালানপত্র ইস্যু করে মডেম বিক্রি করা হয়েছে। আমরা জানি যে, উৎপাদক বা ব্যবসায়ী ভ্যাট চালানসহ পণ্য বিক্রি করলে ওই সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হয় না। তাই, আলোচ্য ক্ষেত্রে সরবরাহগ্রহীতা উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে না।

প্রশ্ন-৫৪: ***কোন প্রতিষ্ঠানে আনসার বা ভিডিপি নিয়োগ করা হলে বিল পরিশোধের সময় ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে কি?***

উত্তর: আনসার ও ভিডিপি যে প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করে সে প্রতিষ্ঠান 'সিকিউরিটি সার্ভিস' বা 'মানবসম্পদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান' হিসেবে নিবন্ধিত নয়। ইহা একটি সম্পূর্ণ সরকারী, আধা-সামরিক সংস্থা। তবে, ভ্যাট আইনের বিধান অনুসারে, সেবাটি উক্ত যে কোন একটি সেবার ব্যাখ্যার আওতায় পড়বে। উক্ত দুটির সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। দুটি সেবার ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান রয়েছে। তাই, এক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-৫৫: ***পণ্য আমদানি হয়েছে বিদেশ থেকে। রপ্তানিকারক ডকুমেন্ট প্রেরণ করেছেন। ডকুমেন্টে ডিসক্রিপ্যান্সি আছে। এলসিতে শর্ত ছিল যে, ডকুমেন্টে ডিসক্রিপ্যান্সি থাকলে ৩০ মাঃডঃ কর্তন করা হবে। এখন ৩০ মাঃডঃ কর্তন করা হয়েছে। এই কর্তনের নাম ডিসক্রিপ্যান্সি ফি। প্রশ্ন হলো এই ডিসক্রিপ্যান্সি ফি'র ওপর ভ্যাট প্রদান করতে হবে কি-না? প্রদান করতে হলে কে প্রদান করবে?***

উত্তর: সেবার কোড এস০৫৬.০০ (ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী) অনুসারে ডিসক্রিপ্যান্সি ফি'র ওপর ভ্যাট প্রদান করতে হবে। কারণ, এই ফি আদায় ও গ্রহণ করেছে ব্যাংক। ভ্যাট আইন অনুসারে যিনি ফি প্রদান করবেন তিনিই ভ্যাট প্রদান করবেন। এখানে সেবা প্রদানকারী হলো ব্যাংক। আর সেবা গ্রহণকারী ও সেবার মূল্য বা ফি পরিশোধকারী হলো রপ্তানিকারক। তাই, ভ্যাট প্রদান করার দায়িত্ব রপ্তানিকারকের ওপর বর্তায়। ফি'র সাথে ভ্যাট কর্তন করে রাখা যায়। অথবা ফি যদি ভ্যাট-অন্তর্ভুক্ত (VAT-Inclusive) হয়ে থাকে, তাহলে ফি'র পরিমাণকে ৭.৬৬৬৬ দিয়ে ভাগ করলে ১৫ শতাংশ ভ্যাটের পরিমাণ পাওয়া যাবে। ফি থেকে ভ্যাটের পরিমাণ বিয়োগ করে ভ্যাট সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া যায়। আর ফি ব্যাংক গ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্ন-৫৬: ***একটি প্রতিষ্ঠান বিএসআরএম থেকে রড কিনে 'মূসক-১১' চালানসহ সরাসরি যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার নির্মাণকারী কন্ট্রাক্টরকে সরবরাহ করে। কন্ট্রাক্টর প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।***

উত্তর: বিএসআরএম 'মূসক-১১' চালান দিবে। রড ক্রেতা একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রদানের যে কোন পদ্ধতিতে তিনি ভ্যাট প্রদান করতে পারেন। ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রদানের পদ্ধতিগুলো জানতে অনুগ্রহ করে। তবে, আলোচ্য ক্রেতার জন্য স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাট পদ্ধতি সুবিধাজনক। তিনি ক্রয়কৃত রডের ওপর মূল্য সংযোজন করে, মূল্য ঘোষণা দিয়ে, ঘোষিত মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করবেন। পূর্বে প্রদত্ত ভ্যাট রেয়াত নেবেন। তিনি 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করে কন্ট্রাক্টরকে রড সরবরাহ করবেন। কন্ট্রাক্টর উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে না। অথবা তিনি ৪ শতাংশ হারে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট প্রদান করে 'মূসক-১১' চালানসহ কন্ট্রাক্টরকে রড সরবরাহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রেও কন্ট্রাক্টর উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে না। তবে, এক্ষেত্রে রড সরবরাহকারী উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করতে পারবেন না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ ৩ এর উপানুচ্ছেদ (ক) অনুসারে কোন ব্যবসায়ী 'মূসক-১১' চালানপত্রসহ পণ্য সরবরাহ প্রদান করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-৫৭: ***কোন প্রতিষ্ঠানে 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান কী?***

উত্তর: যদি কোন অঙ্গনে শুধুমাত্র ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদন করা হয়, তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট সংক্রান্ত কোন নিয়ম-কানুন পরিপালন করতে হবে না। এরূপ প্রতিষ্ঠান 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করবে না। যদি পণ্যটি ভ্যাট আইনের প্রথম তফসিল দ্বারা ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়, তাহলে যোগানদার হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। আর যদি এস,আর,ও দ্বারা ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়, তাহলে যোগানদার হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। যদি কোন অঙ্গনে ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত উভয় পণ্য প্রস্তুত করা হয়, তাহলে দু ধরনের পণ্যই 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করে সরবরাহ করতে হবে। সেক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং ৩ এর উপানুচ্ছেদ নং (ক) অনুসারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-৫৮: ***টেন্ডারের মাধ্যমে সিমেন্ট বিক্রি হচ্ছে ২৫০ টাকা ব্যাগ। এর মূল্য অনুমোদন আছে ২৩৫ টাকা ব্যাগ। কোন মূল্যের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে?***

উত্তর: 'মূসক-১১' চালানপত্র ইস্যু করা হলে এখানে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার প্রয়োজন নেই। কারণ, উৎপাদনকারী 'মূসক-১১' চালানপত্রের মাধ্যমে বিক্রি করলে তিনি যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবেন না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং ৩(ক)-তে ইহা উল্লেখ আছে। তবে, অনুমোদিত মূল্যের চেয়ে কম বা বেশি মূল্যে যদি টেন্ডার পাওয়া যায় তাহলে তা ভ্যাটের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে এবং টেন্ডারে উল্লিখিত পরিমাণ পণ্য টেন্ডার মূল্যে ভ্যাট চালান ইস্যু করে সরবরাহ দিতে হবে। ওপরের বিধান অনুসারে সেক্ষেত্রেও উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-৫৯: ***আমাদের প্রতিষ্ঠান সিরামিক সামগ্রী প্রস্তুত করে। 'মূসক-১১' চালানপত্রসহ একটি প্রতিষ্ঠানে সিরামিক সামগ্রী সরবরাহ দেয়া হয়েছে। উক্ত সরবরাহের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন হবে কি-না এবং যদি কর্তন হয়, তাহলে রেয়াত পাওয়া যাবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন?*** *[আশরাফুল হক, এ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার (ভ্যাট), শাইনপুকুর সিরামিকস লিঃ, বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, কাশিমপুর, গাজীপুর।]*

উত্তর: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং-৩ এর উপানুচ্ছেদ নং-(ক) তে উল্লেখ আছে যে, 'মূসক-১১' চালানপত্র বা 'মূসক-১১' চালানপত্র হিসেবে বিবেচিত কোনো চালানপত্রমূলে উৎপাদক/প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ীর নিকট থেকে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, এবং টার্নওভার কর বা কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমেমোমূলে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, উক্ত সরবরাহ 'যোগানদার' হিসেবে বিবেচিত হবে না বিধায় এরূপ ক্ষেত্রে মূসক

উৎসে কর্তনের আবশ্যকতা নেই। যেহেতু আপনার প্রতিষ্ঠান একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং 'মূসক-১১' চালানপত্রসহ পণ্য সরবরাহ করেছে, সেহেতু এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উৎসে ভ্যাট কর্তন এবং রেয়াত দুটি আলাদা বিষয়। রেয়াতের সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। এখানে রেয়াত বলতে আপনি যদি উৎসে কর্তিত অর্থ সমন্বয় করাকে বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে আমার অভিমত হলো, যেহেতু এখানে উৎসে কর্তনের সুযোগ নেই; সেহেতু সমন্বয় করারও কোনো সুযোগ নেই। যদি উৎসে কর্তন করা হয়ে থাকে, তাহলে তা ভুল হয়েছে। ভুলক্রমে সরকারী খাতে অর্থ জমা হলে রিফান্ড নেয়ার বিধান রয়েছে।

প্রশ্ন-৬০: ***একটি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার মেরামত করা হয়েছে। ৫০০ টাকার স্পেয়ার পার্টস এবং ৫০০ টাকা সার্ভিস চার্জ সর্বমোট ১০০০ টাকার বিল দাখিল করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কি?*** *[রাকিবুল হোসেন, এক্সিকিউটিভ, ডেল্টা-ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিঃ, গুলশান-২, ঢাকা।]*

উত্তর: এক্ষেত্রে স্পেয়ার পার্টস-এর বিলের ওপর থেকে "যোগানদার" হিসেবে ৫ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে এবং সার্ভিস চার্জের বিলের ওপর থেকে "তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা" হিসেবে ৪.৫ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। এখানে দুটি বিষয় রয়েছে। একটি হলো স্পেয়ার পার্টস সরবরাহ; আর একটি হলো কম্পিউটার মেরামত বা সার্ভিস প্রদান। ভ্যাট চালান বা বিলে এ দুটি বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করতে হয়। স্পেয়ার পার্টস সরবরাহ করার বিষয়টি ট্রেড ভ্যাটের আওতাধীন। ট্রেড ভ্যাট সংক্রান্ত বিধিবিধান বিস্তারিতভাবে জানতে ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট প্রদান সংক্রান্ত অধ্যায়টি দেখুন। এরূপক্ষেত্রে অর্থাৎ কোন স্পেয়ার পার্টস আমদানি বা ক্রয় করে সরবরাহ দেয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত যোগাদার হিসেবে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তনের আবশ্যকতা থাকে। অন্যদিকে, কম্পিউটার মেরামত বা সার্ভিসিং এর কাজ "তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা"র আওতায় সংজ্ঞায়ীত হবে। উক্ত সেবার সংজ্ঞার মধ্যে একটি Clause আছে যা হলো - IT Support and Software Maintenance Serviceকম্পিউটার মেরামত করা বা কম্পিউটার সার্ভিসিং করানো IT Support Serviceএর আওতায় পড়ে। উক্ত সেবার ক্ষেত্রে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে ভ্যাটের হার ৪.৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। অতএব এক্ষেত্রে ৪.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-৬১: ***বার্ষিক এক কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। আমরা জানি যে, বাজেট ঘোষণার তারিখ থেকে অর্থাৎ ০৪ জুন, ২০১৫ তারিখ থেকে এই বিধান কার্যকর হয়েছে। প্রশ্ন হলো, টার্নওভার কি ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। পূর্বের বছরের ভিত্তিতে, নাকি বর্তমান বছরের অনুমানের ভিত্তিতে, নাকি বর্তমান বছরে যখন এক কোটি টাকা টার্নওভার অতিক্রম করবে তখন থেকে নির্ধারিত হবে।***

উত্তর: এস. আর. ও নং-১১৮-আইন/২০১৫/৭২৪-মূসক, তারিখঃ ০৪ জুন, ২০১৫ এর বিধান অনুসারে, বার্ষিক এক কোটি টাকার অধিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। উক্ত এস. আর. ও এর বিধান ০৪ জুন, ২০১৫ তারিখ থেকেই কার্যকর হয়েছে। বার্ষিক টার্নওভার বলতে এক বছরে সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবা থেকে প্রাপ্য বা প্রাপ্ত সমুদয় অর্থকে বুঝায়। বছর বলতে আমরা অর্থবছর অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে শুরু করে পরবর্তী বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত বুঝিয়ে থাকি। প্রশ্ন হলো, ০৪ জুন তারিখ থেকে কোন প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তনের যোগ্য কি-না তা বিবেচনার জন্য প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক টার্নওভার কিভাবে নির্ধারণ করতে হবে। যেসব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভার এক কোটি টাকার চেয়ে অনেক বেশি সেসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই। যেসব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভার এক কোটি টাকার কাছাকাছি সেসব প্রতিষ্ঠান বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবকাশ রয়েছে।

কয়েকভাবে বিষয়টি নিষ্পন্ন করার অবকাশ রয়েছে, যেমনঃ পূর্বের বছরের টার্নওভার, বর্তমান বছরের টার্নওভার, আগামী বছরের অনুমিত টার্নওভার ইত্যাদি। তবে, আমার মতে বর্তমান বছরের টার্নওভারের ভিত্তিতে বিষয়টি নিষ্পত্তি করাই শ্রেয়। কারণ হলো, ৪ জুন, ২০১৫ তারিখে বর্তমান অর্থবছরের ১১ মাসের বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। এক কোটি টাকার ১২ ভাগের ১১ ভাগ হলো ৯১ লাখ ৬৬ হাজার ৬৬৬ টাকা মাত্র। ৩ দিনের টার্নওভার দাঁড়ায় ৮২ হাজার ১ শত ৯১ টাকা মাত্র। অর্থাৎ বছরে এক কোটি টাকা হিসেবে জুন মাসের ৩ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট টার্নওভার দাঁড়ায় ৯২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৪ শত ৫৭ টাকা মাত্র।

তাই, আমার মতে যেসব প্রতিষ্ঠানের টার্নওভার বর্তমান অর্থবছরের ৩ জুন তারিখ পর্যন্ত ৯২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৪ শত ৫৭ টাকার বেশি হয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানকে ৪ জুন তারিখ থেকেই উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

০৩. নির্মাণ সংস্থা সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন

প্রশ্ন-৬২: ***আমরা প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড স্টীল বিল্ডিং প্রস্তুত ও স্থাপনের কাজ করি। সাধারণতঃ আমরা ওয়ার্ক অর্ডার বা চুক্তির মাধ্যমে কাজ নিয়ে থাকি। প্রি-ফ্যাব্রিকেডেট স্টীল বিল্ডিং প্রস্তুত করতে সাধারণতঃ এমএস প্লেট, পার্লিন, প্যানেল, নাট-বোল্ট-স্ক্রু, ইনসুলেশন, স্কাই লাইট, ওয়াল লাইট ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। আমরা এগুলো প্রস্তুত করি। প্রস্তুত করার পর আমরা নির্ধারিত স্থানে নিয়ে বিল্ডিং তৈরি করে দিই। ওয়ার্ক অর্ডারে শুধু সর্বমোট মূল্য উল্লেখ থাকে। আমাদের কাজের অংশ হলো বিল্ডিং এর ড্রয়িং করা, উপাদানগুলো পরিবহন ও সরবরাহ করা এবং বিল্ডিং প্রস্তুত করা (ইরেকশন)। আমাদের ওই পণ্যগুলোর মূল্য ঘোষণা দেয়া আছে। ঘোষণা অনুযায়ী আমরা ভ্যাট চালান ইস্যু করে, চলতি হিসাব রেজিস্টারে ভ্যাট বিয়োগ করে পণ্যগুলো পরিবহন করে নিয়ে যায়। ধরা যাক, আমাদের সরবরাহ মূল্য ৫০ লাখ টাকা। এর ওপর আমরা উৎপাদন পর্যায়ে***

অনুমোদিত মূল্য ঘোষণা অনুযায়ী ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করি। কিন্তু আমাদের ওয়ার্ক অর্ডারে সর্বমোট মূল্য ৮০ লক্ষ টাকা। কারণ, ওয়ার্ক অর্ডারে নির্মিত বিল্ডিং-এর সর্বমোট মূল্য ধরা হয়। আমাদের পেমেন্ট দেয়ার সময় ক্লায়েন্টরা ৫.৫ শতাংশ হারে অবশিষ্ট মূল্যের ওপর ভ্যাট কর্তন করে। এভাবেই আমরা কাজ করে আসছি। সম্প্রতি ভ্যাট সার্কেল থেকে বলা হয়েছে যে, আমাদের সর্বমোট ওয়ার্ক অর্ডার মূল্যের ওপর উৎপাদন পর্যায়ে ১৫ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। প্রতিটি ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরীতে আলাদা আলাদা মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে। অনুগ্রহ করে এ বিষয়ে আইনসঙ্গত মতামত দিন। *[জাহিদুল ইসলাম, এ্যাসিসট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (ভ্যাট এ্যান্ড ট্যাক্স), পিইবি স্টীল এ্যালাইয়েন্স লিঃ, প্রিয় প্রাঙ্গন টাওয়ার, ১৯ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা।]*

উত্তর: বর্ণিত বিষয়টি কয়েকভাবে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। বিষয়গুলো নির্ভর করে সরবরাহকারী এবং সরবরাহ গ্রহীতার মধ্যে কিভাবে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তার ওপর। প্রথমত, যদি সরবরাহকারীর সাথে এভাবে চুক্তি সম্পাদিত হয় যে, সরবরাহকারী সব উপাদান সরবরাহ করে বিল্ডিং স্থাপন করে দেবে এবং সরবরাহকারীকে সর্বমোট মূল্য প্রদান করা হবে, তাহলে কার্যক্রমটি হবে নির্মাণ সংস্থা সেবা। যেমন একজন কন্ট্রাক্টর ইট, রড, সিমেন্ট, বালি ইত্যাদি নিজে ক্রয় করে রাস্তা নির্মাণ করে দেয়। তিনি 'নির্মাণ সংস্থা'র সেবা প্রদান করেন। তার সর্বমোট বিল থেকে বর্তমানে ৬ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়। তিনি উপাদানের ওপর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধ করেন। তাই, সব উপাদান সরবরাহ দিয়ে বিল্ডিং স্থাপন করে দিলে সর্বমোট মূল্যের ওপর বর্তমানে ৬ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। সেক্ষেত্রে সরবরাহকারী নিজস্ব প্লান্ট থেকে উপাদানসমূহ সরবরাহ দিয়েছেন নাকি অন্য কোন প্লান্ট থেকে ক্রয় করে সরবরাহ দিয়েছেন তা সরবরাহগ্রহীতার বিবেচনার বিষয় নয়। সরবরাহকারী নিজস্ব প্লান্ট থেকে সরবরাহ দিলেও উৎপাদনস্তরের প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করে ভ্যাট চালানসহ সরবরাহ দিতে হবে। আবার, সরবরাহকারী অন্য কোন প্লান্ট থেকে উপাদানসমূহ ক্রয় করে সরবরাহ দিলেও ক্রয়ের সময় উৎপাদন পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ করে তা ক্রয় করতে হবে। সরবরাহগ্রহীতা চুক্তিমূল্যের ওপর নির্মাণ সংস্থা হিসেবে ভ্যাট উৎসে কর্তন করবেন। দ্বিতীয়ত, যদি চুক্তি এভাবে হয় যে, সরবরাহকারী উপাদানসমূহ (এমএস প্লেট, পার্লিন, প্যানেল, নাট-বোল্ট-স্ক্রু, ইনসুলেশন, স্কাই লাইট, ওয়াল লাইট ইত্যাদি) সরবরাহ করবে। অর্থাৎ সরবরাহ গ্রহীতা উপাদানসমূহ ক্রয় করবে। তাহলে উপাদানসমূহের সরবরাহ পণ্যের সরবরাহ হিসেবে বিবেচিত হবে। উপাদানসমূহের ঘোষিত মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করে ভ্যাট চালানসহ উপাদানসমূহ সরবরাহ দিতে হবে। উৎপাদক ভ্যাট চালানসহ সরাসরি সরবরাহ দিয়েছে বিধায় উৎসে ভ্যাট কর্তনের বর্তমান বিধান অনুসারে এই সরবরাহের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। এর পর আসবে স্থাপনের কাজ। স্থাপনের কাজ হলো একটি আলাদা সেবার সরবরাহ। স্থাপনের কাজ উপাদান সরবরাহকারী সম্পাদন করেছেন নাকি অন্য কেউ সম্পাদন করেছেন তা মূল বিষয় নয়। মূল বিষয় হলো স্থাপনের কাজটি হলো সেবার সরবরাহ। সেবাটির শিরোনাম হলো 'ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম'। আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম' সেবার সংজ্ঞা হলো, 'ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম অর্থ এমন কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যিনি অথবা যারা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে, নির্দিষ্ট চার্জ, ফি বা পণের বিনিময়ে ভবন, রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট, স্মৃতিসৌধ, ভাস্কর্য, ওভারব্রীজ, ফ্লাইওভারসহ যে কোন ধরনের অবকাঠামোগত ডিজাইন ও কষ্ট এস্টিমেট প্রণয়ন করেন অথবা উক্ত অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ তদারকী বা বাস্তবায়ন করেন।' এই সংজ্ঞা অনুসারে, প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড বিল্ডিং স্থাপন করে দেয়ার কাজ 'ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম' সেবার আওতায় পড়বে। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ যা উৎসে কর্তনযোগ্য। এক্ষেত্রে উপাদানের মূল্য নয়, শুধুমাত্র স্থাপন বাবদ যে মূল্য পরিশোধ করা হবে সে মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। তৃতীয়ত, সার্কেলের কর্মকর্তাগণ যেরূপ বলেছেন সেভাবে প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড স্টীল বিল্ডিং একটি পণ্য হিসেবেও সরবরাহ দেয়া যায়। কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর প্রথম তফসিল অনুসারে প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড বিল্ডিং ৯৪.০৬ হেডিংভুক্ত পণ্য। তাই, সরবরাহকারী এবং সরবরাহগ্রহীতার মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের পর চুক্তি অনুযায়ী বিল্ডিংটির মূল্য ঘোষণা দিতে হবে। ভ্যাট এর বিভাগীয় কর্মকর্তা ঘোষিত মূল্য অনুমোদন করবেন। ভ্যাট চালান ইস্যু করে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করে বিল্ডিংটি সরবরাহ দিতে হবে। ভ্যাট চালান আছে বিধায় এরূপক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। এ ধরনের সরবরাহ সাধারণত বড় সরবরাহ হয়ে থাকে। তাই, একবারে সরবরাহ দেয়া হয় না বা একবারে মূল্য পরিশোধ করা হয় না। তাই, এরূপক্ষেত্রে চুক্তি অনুযায়ী আংশিক মূল্য পরিশোধের সময় আংশিক হিসেবে ভ্যাট চালান ইস্যু করা যায় এবং ওই অংশের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা যায়। তবে, বিল্ডিং এর ড্রয়িং করে দেয়ার কাজটুকু আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হবে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় "আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার বা ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর" একটি আলাদা সেবা। এই সেবার কোড এস০৫০.১০। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ যা উৎসে কর্তনযোগ্য। তাই, চুক্তিতে বিল্ডিং এর ড্রয়িং করার কাজটুকু আলাদা উল্লেখ করতে হবে। এর মূল্যও আলাদা উল্লেখ করতে হবে। এই মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। "

প্রশ্ন-৬৩: ***আমরা একটি বীমা কোম্পানী। আমাদের বগুড়া অফিসে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য টেন্ডারের মাধ্যমে সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপনকারী বিল দাখিল করেছেন। এই বিল থেকে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[দেবাশীষ কুমার কুণ্ডু, এক্সিকিউটিভ অফিসার, ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ, উত্তরা ব্যাংক ভবন, ৯০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।]*

উত্তর: কাস্টমস এবং ভ্যাট ব্যবস্থায় ব্যবহৃত পণ্যের শ্রেণীবিন্যাসের বিধান অনুসারে সোলার প্যানেলের বর্ণনা হলো photovoltaic cells, whether or not assembled in modules or made up into panels এই পণ্যের এইচ.এস কোড নং- ৮৫৪১.৪০.১০। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং -আইন/২০১৭/৭৭৪-মূসক, তাং ০১ জুলাই, ২০১৭ অনুসারে আলোচ্য পণ্যটি আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাটমুক্ত। আমরা সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে solar panel ব্যবহার করি তা photovoltaic cells ছাড়াও আরো কতিপয় উপাদানের সমষ্টি। উপাদানগুলো হলো: ইনভার্টার, ব্যাটারি, কেবল, স্ট্যান্ড ইত্যাদি। photovoltaic cells এর ক্ষেত্রে আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি থাকলেও ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট আরোপিত রয়েছে। সোলার সিস্টেমের অন্যান্য আইটেমগুলো ভ্যাটযোগ্য পণ্য। তবে, কোন অর্থনৈতিক

কার্যক্রম কিভাবে সম্পাদিত হচ্ছে তা বিবেচনায় নিয়ে ভ্যাটের বিধান প্রয়োগ করতে হয়। ভ্যাট আরোপিত হয় পণ্য ও সেবার ওপর। তাই, প্রথমেই বুঝা প্রয়োজন যে, বিবেচনাধীন অর্থনৈতিক কার্যক্রমটি পণ্য নাকি সেবা। পণ্যের ক্ষেত্রে ভ্যাট আরোপিত হয় আমদানি, উৎপাদন এবং ব্যবসায়ী পর্যায়ে। আলোচ্য অর্থনৈতিক কার্যক্রমটি ব্যবসায়ী কর্তৃক পণ্যের সরবরাহ হিসেবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি সেবার সরবরাহ। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাসমূহ সংজ্ঞায়িত করা আছে। সেবাসমূহের মধ্যে একটি সেবার শিরোনাম হলো "নির্মাণ সংস্থা"। এই সেবার সংজ্ঞা হলো: "নির্মাণ সংস্থা অর্থ এমন কোন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা ব্যক্তি যাহা বা যিনি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভবন, যোগাযোগ মাধ্যম, পরিবহণ, সড়ক, মহাসড়ক, সেতু বা অন্য যে কোন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে বা থাকেন এবং কোন অবকাঠামোর সহিত সংযুক্ত হয় বা উহার অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এইরূপ যে কোন ধরনের স্থায়ী বা অস্থায়ী সংস্থাপনও (যেমন: শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ফল্‌স সিলিং, লিফট ইত্যাদি) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে"। এই সংজ্ঞার মর্মার্থ হলো মূলতঃ ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত সেবা। সেবা প্রদানটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হতে হবে। সেবাটি হতে হবে কোন অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করার সেবা। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ফল্‌স সিলিং, লিফট ইত্যাদিও অবকাঠামেরা আওতায় পড়বে। সোলার সিস্টেম স্থাপন এ ধরনের একটি অবকাঠামো। কারণ, ইহা অবকাঠামোর সাথে সংযুক্ত হয়। আপনার বর্ণিত ক্ষেত্রে টেন্ডারের মাধ্যমে আপনাদের অফিসে সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এই কাযক্রমটি আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় "নির্মাণ সংস্থা" সেবার আওতাভুক্ত। নির্মাণ সংস্থা সেবার ক্ষেত্রে বর্তমানে ভ্যাটের হার ৬ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। টেন্ডারে এবং বিলে যদি ভ্যাট আলাদা উল্লেখ না থাকে তাহলে সর্বমোট মূল্য থেকে ৬ শতাংশ ভ্যাট বের করে তা কর্তন করে রাখতে হবে। সর্বমোট মূল্য থেকে ৬ শতাংশ ভ্যাট বের করার নিয়ম হলো সর্বমোট মূল্যকে ১০৬ দিয়ে ভাগ করে, ভাগফলকে ৬ দিয়ে গুণ করতে হবে। ধারা যাক, সর্বমোট বিল দাখিল করা হয়েছে ১০,০০,০০০ (দশ লাখ টাকা মাত্র)। ১০,০০,০০০ টাকাকে ১০৬ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় ৯,৪৩৩.৯৬ টাকা। এই ভাগফলকে ৬ দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় ৫৬,৬০৩.৭৭ টাকা, যা হলো ৬ শতাংশ ভ্যাট। ভ্যাটের বিষয়টি কার্যাদেশে উল্লেখ করতে হয়। কোন কার্যক্রমের ওপর ভ্যাটের হার কত হবে তা পূর্বেই বিচার-বিশ্লেষণ করলে পরবর্তীতে বিল পরিশোধের সময় জটিলতা সৃষ্টি হয় না। পূর্বে ভ্যাটের হার নিশ্চিত হওয়া না গেলে কার্যাদেশে লিখতে হবে যে, সরকারী বিধি-বিধান মোতাবেক বিল থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হবে। তাহলে পরবর্তীতে জটিলতা হয় না। কার্যাদেশে যদি ভ্যাটের বিষয় উল্লেখ না থাকে তাহলে বিল থেকে ভ্যাট কর্তন করতে চাইলে সরবরাহকারী আপত্তি করতে পারেন। এবিষয়টি সরবরাহদাতা এবং সরবরাহগ্রহীতার মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। যথাযথ পরিমাণ ভ্যাট সরকারকে পরিশোধ করতে হবে। ভ্যাট পরিশোধ করবেন সর্বশেষ ভোক্তা। আলোচ্য ক্ষেত্রে সেবার ভোক্তা হলো আপনার অফিস। তাই, বিল থেকে যদি ভ্যাট কর্তন করা সম্ভব না হয়, তাহলে আপনাদের অফিসের নিজস্ব তহবিল থেকে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-৬৪: ***একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী লিফট সরবরাহ নিয়ে স্থাপন করিয়েছে। সরবরাহ ও স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান 'মূসক-১১' চালানপত্র প্রদান করেনি। এখানে ভ্যাট উৎসে কর্তনের বিধান কী?*** *[মোঃ জিল্লুর রহমান, গাজীপুর, ঢাকা।]*

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাসমূহ সংজ্ঞায়িত করা আছে। তন্মধ্যে কোন কোন সেবা ভ্যাটযোগ্য তা নির্দিষ্ট করা আছে। এমন একটি ভ্যাটযোগ্য সেবার শিরোনাম হলো 'নির্মাণ সংস্থা'। এই সেবার সংজ্ঞা হলো 'নির্মাণ সংস্থা অর্থ এমন কোন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা ব্যক্তি যাহা বা যিনি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভবন, যোগাযোগ মাধ্যম, পরিবহন, সড়ক, মহাসড়ক, সেতু বা অন্য যেকোন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে বা থাকেন এবং কোন অবকাঠামোর সহিত সংযুক্ত হয় বা উহার অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এইরূপ যেকোন ধরনের স্থায়ী বা অস্থায়ী সংস্থাপনও (যেমন: শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ফল্‌স সিলিং, লিফট ইত্যাদি) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।' এই সংজ্ঞার মধ্যে তিনটি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে, যথা: (১) নির্মাণ; (২) মেরামত; এবং (৩) রক্ষণাবেক্ষণ। এই তিনটি কাজই 'নির্মাণ সংস্থা' সেবার আওতাভুক্ত হবে। কোন কাঠামোর সাথে সংযুক্ত কোন অস্থায়ী বা স্থায়ী সংস্থাপনও নির্মাণ সংস্থা সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। লিফট 'নির্মাণ সংস্থা' হিসেবে বিবেচিত হবে তা সংজ্ঞাতেই উল্লেখ আছে। লিফট কোন স্থাপনার সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত থাকে, অর্থাৎ লিফট ওই স্থাপনার অংশ। তাই, লিফট স্থাপন, লিফট মেরামত বা লিফট রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম 'নির্মাণ সংস্থা' সেবার আওতাভুক্ত হবে। একই প্রতিষ্ঠান যদি লিফট সরবরাহ দিয়ে স্থাপন করে দেয়, তাহলে এই কাজ 'নির্মাণ সংস্থা' সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি এক প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র লিফট সরবরাহ করে, আর অন্য কোন প্রতিষ্ঠান লিফট স্থাপন করে দেয়, তাহলে লিফট সরবরাহের কাজটি আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হবে। সরবরাহটি যদি টেন্ডারের বিপরীতে হয়ে থাকে, আর টেন্ডার পাওয়ার পর যদি লিফটি আমদানি করা হয়ে থাকে, আর সরবরাহ গ্রহণকারী যদি সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, ব্যাংক, বীমা ও এনজিও প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে, তাহলে আমদানি পর্যায়ে শুল্কায়নের সময় টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করলে শুল্ক কর্তৃপক্ষ ৪ শতাংশ এ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) আদায় করবে না। সরবরাহ পর্যায়ে 'যোগানদার' হিসেবে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। লিফট সরবরাহকারী যদি উৎপাদনকারী হন, এবং যদি ভ্যাট চালানসহ লিফট সরবরাহ দেন, তাহলে সরবরাহের বিলের ওপর থেকে কোন ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। সরবরাহকারী যদি ব্যবসায়ী হন এবং যদি ভ্যাট চালানসহ লিফটি সরবরাহ দিয়ে থাকেন,তাহলে কোন ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। স্থাপন বাবদ যে বিল পরিশোধ করা হবে, তার ওপর 'নির্মাণ সংস্থা' সেবা হিসেবে বর্তমানে ৬ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। তবে, লিফট সরবরাহ এবং স্থাপন সাধারণতঃ পৃথকভাবে করা হয় না। সাধারণতঃ একই প্রতিষ্ঠান লিফট সরবরাহ, স্থাপন এবং কয়েক বছর সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে থাকে। তাই, লিফট সরবরাহ, স্থাপন, সার্ভিসিং, রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 'নির্মাণ সংস্থা' সেবার আওতায় পড়বে। 'নির্মাণ সংস্থা' সেবার ওপর ভ্যাটের হার বর্তমানে সংকূচিত মূল্যের ভিত্তিতে ৬ শতাংশ। এই সেবার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তনের বিধান রয়েছে। তাই, লিফট সরবরাহ নিয়ে স্থাপন করালে 'নির্মাণ সংস্থা' সেবা হিসেবে বর্তমানে ৬ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

০৪. সেবা আমদানির ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন

প্রশ্ন-৬৫: ***বন্দরে ডুবে যাওয়া জাহাজ স্যালভেজ করার জন্য বিদেশ থেকে ইকুইপমেন্টসসহ ইঞ্জিনিয়ার আসবেন। বৈদেশিক মুদ্রায় তাদের সেবামূল্য পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি-না জানাবেন।*** *[তানভির ইবনে মাজেদ, স্বত্বাধিকারী, প্রিস্টাইন মেশিনারীজ, কর্ণেলহাট, চট্টগ্রাম।]*

উত্তর: এক্ষেত্রে বিদেশ থেকে সেবাদাতা এসে সেবা প্রদান করবেন। অর্থাৎ সেবা আমদানি করা হবে। এই সেবাটি 'অন্যান্য বিবিধ সেবা' হিসেবে বিবেচিত হবে। সেবার কোড নং- এস০৯৯.২০। এই সেবার ওপর ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা নেই। অর্থাৎ ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে ভ্যাটের হার হবে ১৫ শতাংশ। সেবা আমদানির ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের বিধান রয়েছে। এবং ব্যাংকের মাধ্যমে সেবার মূল্য পরিশোধের সময় ব্যাংকের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু 'অন্যান্য বিবিধ সেবা' উৎসে ভ্যাট কর্তনের তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। অর্থাৎ বর্ণিত সেবাটি ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাটযোগ্য এবং ব্যাংক কর্তৃক প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তনযোগ্য।

প্রশ্ন-৬৬: ***আমরা একটি ফ্রেইট ফরোয়ার্ডিং কোম্পানী। শ্রীলংকার সাথে আমাদের জয়েন্ট ভেঞ্চার। আমরা শ্রীলংকার কোম্পানীর ওয়েববেইজড সফটওয়্যার ব্যবহার করবো। সেজন্যে ওই কোম্পানীকে সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে। সার্ভিস চার্জের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[ফয়েজ মুহাম্মদ কবীর, ম্যানেজার (ফাইন্যান্স), এক্সপো ফ্রেইট লিঃ বাংলাদেশ, ২০৬/এ, তেজগাও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা, ঢাকা।]*

উত্তর: কোন সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি-না তা নির্ণয়ের জন্য প্রথমে ওই সেবাটি কোন কোডের আওতায় পড়েছে তা নির্ধারণ করতে হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ভ্যাটযোগ্য সব সেবার কোড এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আছে। যেসব সেবার কোড এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ করা নেই, সেসব সেবা এস ০৯৯.২০ 'অন্যান্য বিবিধ সেবা'-র আওতায় পড়বে। আপনাদের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় সংজ্ঞায়িত 'তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা'-র আওতাভুক্ত হবে। "তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Services) অর্থ Digital Content Development and Management, Amination (both 2D and 3D), Geographic Information Services (GIS), IT Support and Software Maintenance Services, Web Site Services, Business Process Outsourcing, Data entry, Data Processing, Call Centre, Graphics Design (digital service), Search Engine Optimization, Web Hosting, E-commerce and Online Shopping, document conversion, imaging and archiving, Any automated services rendered by Internet or Electronic Net-work, E-Procurement and E-Auction." এই সংজ্ঞার মধ্যে ১৯টি বিষয় রয়েছে, যা 'তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা'-র আওতায় সংজ্ঞায়িত। আপনার কার্যক্রমটি Any automated services rendered by Internet or Electronic Network অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই, আপনার গৃহীত সেবাটির কোড হলো: এস ০৯৯.১০ এবং সেবার শিরোনাম হলো: 'তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Services)'। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ৪.৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। তাছাড়া, সব সেবা আমদানির ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান আছে। অর্থাৎ আপনার প্রতিষ্ঠান যখন ব্যাংকের মাধ্যমে সার্ভিস চার্জ প্রেরণ করবে, তখন ব্যাংক ৪.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে।

প্রশ্ন-৬৭: ***আমরা পাটের গবেষণা করার জন্য নমুনা (পাট, ডিএনএ) বিদেশে পাঠায়। বিদেশের ল্যাবরেটরীতে তা টেস্ট করা হয়। টেস্ট রিপোর্ট আসার পর আমরা ব্যাংকের মাধ্যমে ডলারে মূল্য পরিশোধ করি। মূল্য পরিশোধের সময় ব্যাংক উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোঃ আব্দুল আলীম, ফিনান্সিয়াল স্পেশালিস্ট, পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা প্রকল্প, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।]*

উত্তর: বর্ণিত ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের সময় ব্যাংক কর্তৃক পনের শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় পর্যালোচনার দাবি রাখে। তা হলো, বর্ণিত কার্যক্রমটি সেবা আমদানির আওতায় পড়বে কিনা, বর্ণিত কার্যক্রম ভ্যাটযোগ্য কিনা এবং ভ্যাটযোগ্য হলে বর্ণিত ক্ষেত্রে ভ্যাট আদায়ের পদ্ধতি কি?

পণ্য আমদানির বিষয় সহজভাবে বোধগম্য হয়। কারণ, পণ্য আমদানি একটি দৃশ্যমান বিষয়। কিন্তু সেবা আমদানি দৃশ্যমান বিষয় নয় বিধায় তা সহজে বোধগম্য হয় না। সেবা আমদানির একটি উদাহরণ হলো, বিদেশ থেকে পরামর্শক এসে কোন একটি প্রতিষ্ঠানে পরামর্শ সেবা প্রদান করে। অতঃপর ব্যাংকের মাধ্যমে সচরাচর বৈদেশিক মুদ্রায় তার মূল্য পরিশোধ করা হয়। আর একটি উদাহরণ হলো, বিদেশের কোন ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় এবং ব্যাংকের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা হয়। আমাদের আলোচ্য কার্যক্রমটি এ দুটি উদাহরণের তুলনায় একটু ভিন্ন ধরনের। আলোচ্য ক্ষেত্রে সেবাটি বিদেশে প্রদান করা হয়েছে। তাই, কার্যক্রমটি সেবা আমদানির আওতায় পড়বে কিনা তা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন আঙ্গিকের বিশ্লেষণে আলোচ্য কার্যক্রমটি সেবা আমদানির আওতায় পড়বে। প্রথমত, ভ্যাট হলো একটি পরোক্ষ কর (indirect tax)। পরোক্ষ করের প্রভাব (impact of tax) এবং করভার (tax incidence) দুই স্থানে পড়ে। অর্থাৎ পরোক্ষ কর যিনি পরিশোধ করেন তার ওপর করের প্রভাব পড়ে কিন্তু করভার তিনি পরবর্তী স্তরে স্থানান্তর করে দেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে যদি সেবা প্রদানকারী ভ্যাট পরিশোধ করেও থাকেন, তিনি ভ্যাটের ভার সেবা গ্রহণকারীর ওপর স্থানান্তর করে দেবেন। দ্বিতীয়ত, ভ্যাট হলো একটি ভোগ কর (consumption tax)। সর্বশেষ ভোক্তা ভ্যাট পরিশোধ করেন। পণ্য বা সেবার উৎস হতে সর্বশেষ ভোক্তা পর্যন্ত পণ্য বা সেবাটি পৌঁছাতে মাঝখানের স্তরগুলোতে যে ভ্যাট প্রদান করা হয় তা ক্রমান্বয়ে পরবর্তী স্তরে স্থানান্তর করা হয়। তাই, আসলে ভ্যাট পরিশোধ করেন সর্বশেষ ভোক্তা। আলোচ্য ক্ষেত্রে সর্বশেষ ভোক্তা অর্থাৎ যিনি সেবা গ্রহণকারী তিনি বাংলাদেশে অবস্থান

করছেন। তাই, কার্যক্রমটি সেবা আমদানি। তৃতীয়ত, ভ্যাটের দুটি মূলনীতি রয়েছে, যথা: (১) উৎস নীতি (origin principle); এবং (২) গন্তব্য নীতি (destination principle)। উৎস নীতি অনুসারে, যেদেশে পণ্য বা সেবার উৎস সেদেশে ভ্যাট আরোপ করা হয়। আর গন্তব্য নীতি অনুসারে পণ্য বা সেবার গন্তব্য যে দেশে অর্থাৎ যেদেশে পণ্য বা সেবা ভোগ করা হবে সেই দেশে ভ্যাট আরোপ করা হয়। বর্তমানে যে সব দেশে ভ্যাট প্রচলিত হয়েছে তার প্রায় সব দেশেই গন্তব্য নীতি অনুসারে ভ্যাট আরোপ করা হয়। আমাদের দেশেও গন্তব্য নীতি অনুসারে ভ্যাট আরোপিত হয়। তাই, বর্ণিত কার্যক্রমটি সেবা আমদানি। এই সেবার ক্ষেত্রে যেদেশে সেবাটি প্রদান করা হয়েছে সেদেশের জন্য কার্যক্রমটি হবে সেবা রফতানি। সেদেশে সেবা রফতানির ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। প্রকৃত অর্থে সেবাটি গ্রহণ করেছে বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান। ওই প্রতিষ্ঠানের জন্য সেবা আমদানি করা হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় কার্যক্রমটি সেবা আমদানি।

এখন আমরা দেখবো যে, এই সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য আছে কিনা। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে, একই আইনের দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত সেবাসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশে আমদানিকৃত বা বাংলাদেশে প্রদত্ত সব সেবার ওপর ভ্যাট ধার্য ও প্রদেয় হবে। আইনের দ্বিতীয় তফসিলে আলোচ্য কার্যক্রমটি সরাসরি ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া নেই। দ্বিতীয় তফসিল-এর অনুচ্ছেদ ২(জ) অনুসারে, কনসালট্যান্সি ফার্ম, সুপারভাইজরি ফার্ম এবং জরিপ সংস্থা সেবা ব্যতীত সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রম ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত। আপনাদের বর্ণিত কার্যক্রম সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত কিন্তু কার্যক্রমটি জরিপ সংস্থা সেবার আওতায় পড়েছে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় জরিপ সংস্থা সেবার যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আছে তন্মধ্যে রয়েছে যেকোন ধরনের ভৌত ও রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পাদন। তাই আপনাদের আলোচ্য কার্যক্রম আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় জরিপ সংস্থা সেবার আওতায় অন্তর্ভুক্ত হবে যা একটি ভ্যাটযোগ্য সেবা। একই তফসিলের অনুচ্ছেদ ৭(গ) অনুসারে, জনস্বার্থে প্রদত্ত সকল প্রকার দাতব্য ও বৈজ্ঞানিক সেবা ভ্যাটমুক্ত। এই বিষয়টি সেবা প্রদানকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, সেবা গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে নয়। আপনাদের বর্ণিত সেবার ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী জনস্বার্থে সেবা প্রদান করেনি, বরং অর্থের বিনিময়ে সেবা প্রদান করেছে। তাই, এই বিধান অনুসারেও কার্যক্রমটি ভ্যাটমুক্ত নয়।

সার্বিক বিবেচনায় আপনাদের বর্ণিত কার্যক্রমটি সেবা আমদানি। সেবাটি জরিপ সংস্থা সেবা। সেবার কোড এস০২০.০০। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ যা উৎসে কর্তনযোগ্য। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ১৮ক এর উপ-বিধি (৩) অনুসারে, সেবা আমদানির ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের সময় ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। একই বিধান আপনাদের বর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

প্রশ্ন-৬৮: ***টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী বিদেশ থেকে এক্সপার্ট এনে মেশিনারীজ ইনস্টল করছে, তাদের পেমেন্ট দিচ্ছে। ইহা কোন ধরনের সেবা। ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি?***

উত্তর: এই সেবাটিকে দুটি সেবার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। একটি হলো কনসালট্যান্সী সেবা (কোড নং- এস০৩২.০০), অপরটি হলো ইঞ্জিনিয়ারিং সেবা (কোড নং- এস০৫১.০০)। এ দুটি সেবার ক্ষেত্রে বর্তমানে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ এবং দুটি সেবার ক্ষেত্রেই উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান রয়েছে। তাছাড়া, এক্ষেত্রে সেবাটি আমদানি করা হয়েছে। আমদানিকৃত সব ভ্যাটযোগ্য সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তনযোগ্য। সেবা আমদানির ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। মূল্য পরিশোধের সময় ব্যাংক প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে।

প্রশ্ন-৬৯: ***প্যাক্সার দুবাই ক্রয়াদেশ প্রেরণ করেছে। ক্রেতা সুইডেনে। সরবরাহ দিবে প্যাক্সার বাংলাদেশ। প্যাক্সার দুবাইকে বিক্রয় কমিশন দিতে হবে। কমিশনের ওপর সাধারণভাবে ভ্যাট আরোপিত আছে। এক্ষেত্রে ইপিজেড-এ অবস্থিত কোম্পানি রপ্তানি করেছে বিধায় ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।*** *[জাহেদুর রহমান, এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার, কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স, প্যাক্সার বাংলাদেশ লিঃ, ঢাকা ইপিজেড।]*

উত্তর: ইপিজেড এলাকার মধ্যে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বন্ড লাইসেন্স দেয়া আছে। বন্ড লাইসেন্সে উল্লেখ থাকে যে, তারা কী কী উপকরণ শুল্ক-করাদিমুক্তভাবে আমদানি বা ক্রয় করতে পারবেন। বন্ড লাইসেন্সে উল্লিখিত উক্ত উপকরণসমূহ তারা শুল্ক-করাদিমুক্তভাবে আমদানি করে, তা ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানি করবে। যেহেতু এসব উপকরণ শুল্ক-করাদিমুক্ত, সেহেতু রপ্তানি করার পর আর রেয়াত বা প্রত্যর্পণ নেয়ার কোন প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু যেসব উপকরণ রপ্তানিকারকের বন্ড লাইসেন্সে উল্লেখ নেই সেসব উপকরণ আমদানি বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে শুল্ক-করাদি ইত্যাদি পরিশোধ করতে হবে। উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির পর উপকরণের ওপর ইতোপূর্বে পরিশোধিত শুল্ক-করাদি রেয়াত বা প্রত্যর্পণ নেয়া যাবে। এক্ষেত্রে ইপিজেড এলাকায় অবস্থিত রপ্তানিকারক প্যাক্সার, দুবাই-কে কমিশন প্রদান করছে। অর্থাৎ রপ্তানিকারক প্যাক্সার, দুবাই-এর সেবা গ্রহণ করছে। ওই সেবা তার রপ্তানির উপকরণ। ওই সেবা তার বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত আছে কি-না তা দেখতে হবে। অন্তর্ভুক্ত থাকলে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না এবং ব্যাংক ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে না। সাধারণত এমন সেবা বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত থাকে না। বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত না থাকলে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। ব্যাংক উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে। তবে, ওই পণ্য রপ্তানির পর ব্যাংক কর্তৃক উৎসে কর্তিত ভ্যাট রপ্তানিকারক রেয়াত বা প্রত্যর্পণ নিতে পারবেন।

প্রশ্ন-৭০: ***ইপিজেড-এ অবস্থিত একটি বিদেশী কোম্পানী সেবা আমদানি করে। সাধারণ ক্ষেত্রে সেবা আমদানি করা হলে ব্যাংক উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে। এক্ষেত্রে ইপিজেড-এ অবস্থিত কোম্পানী কর্তৃক সেবা আমদানির ক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[জাহেদুর রহমান, এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার, কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স, প্যাক্সার বাংলাদেশ লিঃ, ঢাকা ইপিজেড।]*

উত্তর: বর্তমান অর্থ বছরের বাজেটের সময় এসআরও নং-১১০-আইন/২০১৪/৭০৫-মূসক, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ দ্বারা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ইতোপূর্বের এসআরও নং-১৫৪-আইন/২০০৫/৪৪৫-মূসক, তারিখ: ০৯ জুন, ২০০৫ সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধন মতে শতভাগ

রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান, শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এবং ইপিজেড-এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠান কোন সেবা আমদানি করলে ওই সেবার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত হবে। তাই, আপনার বর্ণিত ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না বিধায় উৎসে ভ্যাট কর্তনের আবশ্যকতা নেই।

প্রশ্ন-৭১: ***একটি ব্যাংক নিউইয়র্কের একটি ব্যাংকের সাথে নস্ট্রো এ্যাকাউন্ট মেইনটেইন করার জন্য নিউইয়র্কে এজেন্ট নিয়োগ করেছে। উক্ত এজেন্টকে বিল পরিশোধের সময় ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে কি-না অনুগ্রহ করে জানাবেন।***

উত্তর: আলোচ্য ক্ষেত্রে বিদেশে সেবা গ্রহণ করা হয়েছে। সেবা গ্রহণ করেছে বাংলাদেশে অবস্থিত একটি ব্যাংক। যদিও এই সেবাটি দেশের অভ্যান্তরে প্রবেশ করেনি কিন্তু সেবাটি ভোগ করেছে বাংলাদেশের অভ্যান্তরে অবস্থিত একটি ব্যাংক। এই সেবার বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। তাই, এই কর্মকাণ্ডটি সেবা আমদানি হিসেবে বিবেচিত হবে। সেবা আমদানির ক্ষেত্রে সেবার মূল্য পরিশোধের সময় ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। সেবার মূল্য পরিশোধিত হবে ব্যাংকের মাধ্যমে। ব্যাংক প্রযোজ্য ভ্যাটের অর্থ উৎসে কর্তন করে যথানিয়মে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবে। এখানে সেবাটি 'অন্যান্য বিবিধ সেবা' হিসেবে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-৭২: ***ব্যাংক বিদেশের বিজনেস ডাইরেক্টরীতে ব্যাংকের তথ্যাদি ছাপায় এবং সে বাবদ ফি প্রদান করে। এই ফি'র ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি-না অনুগ্রহ করে জানাবেন।***

উত্তর: বিষয়টি সেবা আমদানি। ভ্যাট প্রযোজ্য হবে এবং ফি পরিশোধের সময় 'অন্যান্য বিবিধ সেবা' হিসেবে ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। পূর্বের প্রশ্নের জবাবে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন-৭৩: ***হোটেল রূপসী বাংলা ইন্টারকন্টিনেন্টাল গ্রুপের লোগো ব্যবহার করার জন্যে চুক্তি করেছে। চুক্তির আওতায় হোটেল রূপসী বাংলা প্রতি মাসে ৩০ হাজার মাঃ ডলার ইন্টারকন্টিনেন্টাল গ্রুপকে প্রেরণ করে। ডলার প্রেরণ করার সময় ব্যাংক আয়কর উৎসে কর্তন করে। ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে কি?*** *[মোঃ ফজলে রাব্বী, একাউন্টস অফিসার, হোটেল রূপসী বাংলা, ঢাকা।]*

উত্তর: ইন্টারকন্টিনেন্টাল গ্রুপের সুনাম ব্যবহার করার অর্থ হলো ইন্টারকন্টিনেন্টাল গ্রুপের সেবা গ্রহণ করা। কার্যক্রমটি সেবা আমদানির আওতাভুক্ত। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৩ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঘ) অনুসারে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার বাহির হতে সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারী ভ্যাট প্রদান করবেন। একই আইনের ধারা-৬ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঘ) অনুসারে, বাংলাদেশের বাহির হতে সেবা সরবরাহ গ্রহণ করা হলে যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হয়, তখন ভ্যাট প্রদেয় হবে। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-১৮ক এর উপ-বিধি (৩) অনুসারে, সেবা আমদানির ক্ষেত্রে সেবার মূল্য পরিশোধের সময় প্রদেয় ভ্যাট ব্যাংক বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান উৎসে কর্তন করবে। এক্ষেত্রে সেবাটির কোড হবে এস০৯৯.২০ (অন্যান্য বিবিধ সেবা), প্রযোজ্য ভ্যাটের হার হবে

১৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-১৮ঙ এর বর্ণনায় যে কমিশন উল্লেখ আছে, আলোচ্য কমিশন উক্ত কমিশনের আওতায় পড়ে না। বিধি-১৮ঙ অনুসারে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, পারমিট ইত্যাদি প্রদান করা হলে উক্তরূপ লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন বা পারমিটে উল্লেখিত শর্তের আওতায় রয়্যালটি, কমিশন, চার্জ, ফি গ্রহণ করা হলে তা ভ্যাটযোগ্য। এ বিষয়গুলো আমদানি সংক্রান্ত নয়, স্থানীয় কার্যক্রম সংক্রান্ত। যাহোক, এক্ষেত্রেও ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তনের বিধান রয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে ইন্টারকন্টিনেন্টাল গ্রুপকে মূল্য পরিশোধ করার সময় ব্যাংক ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে।

প্রশ্ন-৭৪: ***আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাসমূহের কোড, শিরোনাম এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আছে। সে অনুযায়ী আমরা সেবাসমূহের শ্রেণীবিন্যাস করে থাকি। দেশের অভ্যন্তরে সরবরাহকৃত কোন কোন সেবার ওপর সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে ভ্যাটের হার প্রযোজ্য হয়। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে ওই সব সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ নয়, বরং আরো কম। আমদানিকৃত সেবার ক্ষেত্রে সংকুচিত ভিত্তিমূল্য প্রযোজ্য হবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোহাম্মদ মুতাসীম হোসেন, সিনিয়র এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার, একনাবীন চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট, ১২ কারওয়ানবাজার, ঢাকা-১২১৫।]*

উত্তর: হ্যাঁ, যেসব সেবার ওপর সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে ভ্যাটের হার প্রযোজ্য আছে, সেসব সেবার ওপর স্থানীয় এবং আমদানি উভয় পর্যায়েই সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে ভ্যাটের হার প্রযোজ্য হবে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী সেবার ক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর ভ্যাট আরোপিত হয়। এখানে স্থানীয় সেবা বা আমদানিকৃত সেবা পৃথক করা হয়নি। অর্থাৎ স্থানীয় ও আমদানিকৃত উভয় সেবার ক্ষেত্রেই এই বিধান প্রযোজ্য। ওই উপ-ধারার প্রথম শর্ত অনুসারে, কোন নির্দিষ্ট সেবার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মূল্য সংযোজনের নির্ধারিত হারের ভিত্তিতে মূল্য সংযোজন কর ধার্য করতে পারবে। তবে, সেক্ষেত্রে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন (এসআরও) জারী করতে হবে। মূলতঃ এই বিধান অনুসারে, সেবার ক্ষেত্রে সংকুচিত ভিত্তিমূল্য প্রয়োগ করা হয়েছে। এখানেও স্থানীয় সেবা বা আমদানিকৃত সেবার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা হয়নি। তাই, উভয় সেবার ক্ষেত্রেই সংকুচিত ভিত্তিমূল্য প্রযোজ্য হবে। এই শর্ত অনুসারে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৮২-আইন/২০১২/৬৪০-মূসক, তারিখঃ ০৭ জুন, ২০১২ এর মাধ্যমে সর্বমোট ১৫টি সেবার ওপর সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে ভ্যাট আরোপ করা আছে। বর্তমানে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে ভ্যাটের ৮টি হার হলো ১.৫%, ৩%, ৪%, ৪.৫%, ৫%, ৬%, ৭.৫%, এবং ১০%। এই আদেশে স্থানীয় ও আমদানিকৃত সেবাকে পৃথক করা হয়নি। অর্থাৎ সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের এই হারগুলো স্থানীয় এবং আমদানিকৃত উভয় সেবার ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য হবে।

০৫. সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন

প্রশ্ন-৭৫: ***একটি প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে একটি কেমিক্যাল আমদানি করে। উক্ত কেমিক্যাল ব্যবহারের বিশেষ নিয়ম-কানুন রয়েছে যা উক্ত বিদেশী কোম্পানির টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞগণ জানেন। বিদেশ থেকে উক্ত কোম্পানির টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ আনতে হলে অনেক খরচ হয়। তাই, আমাদের দেশের একজন বিশেষজ্ঞ বিদেশে অবস্থিত উক্ত কোম্পানিতে গিয়ে উক্ত কেমিক্যাল ব্যবহারের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান শিখে এসেছেন। আমাদের দেশের উক্ত ব্যক্তি বর্তমানে এই সেবা প্রদান করেন। তাকে বিদেশের প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের মাধ্যমে টেকনিক্যাল সার্ভিস ফি বাবদ মূল্য পরিশোধ করে। ব্যাংক ১০ শতাংশ অগ্রীম আয়কর এবং ১৫ শতাংশ ভ্যাট কর্তন করে। ভ্যাট কর্তন করা সঠিক আছে কি?*** *[মোঃ হাফিজুর রহমান, জিএম (ট্যাক্স, ইন্সুরেন্স এন্ড ভ্যাট), নোমান গ্রুপ, ১১৪-১১৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।]*

উত্তর: এক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করা সঠিক আছে। আলোচ্য সেবাটি 'অন্যান্য বিবিধ সেবা' হিসেবে বিবেচিত হবে। এই সেবার ওপর ভ্যাট অব্যাহতি নেই। সেবাটি দেশে প্রদান করা হচ্ছে। দেশি বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সেবাটি প্রদান করা হচ্ছে। সেবার মূল্য বিদেশ থেকে প্রদান করা হচ্ছে বিধায় ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি না তা মনে হতে পারে। কোন সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কিনা তা বিচার করতে হলে প্রথমে দেখতে হবে যে ওই সেবাটির ওপর ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা আছে কিনা। তারপর দেখতে হবে যে, সেবা প্রদানটি রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হয় কিনা। আলোচ্য সেবাটির ওপর মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিল অনুযায়ী ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়নি। তাছাড়া, ভ্যাট অব্যাহতি সংক্রান্ত মূল প্রজ্ঞাপন নং ২২৪-আইন/২০১৭/৭৭৪-মূসক, তাং ০১ জুলাই, ২০১৭ এর "টেবিল-৪" এর মাধ্যমে আলোচ্য সেবাটির ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়নি। আলোচ্য সেবাটি রপ্তানি করা হচ্ছে না। সেবাটি দেশের অভ্যন্তরে প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া, কার্যক্রমটি প্রচ্ছন্ন রপ্তানি (deemed export) হিসেবেও বিবেচিত হবে না। তাই, এক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে, যা উৎসে কর্তনযোগ্য।

০৬. শ্রমিকের মজুরির ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন

প্রশ্ন-৭৬: ***আমি একটি ইউনিয়ন পরিষদে কর্মরত আছি। আমাদের প্রতি বছর ছোট ছোট প্রকল্প (যেমনঃ মাটি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, ইট বিছানো ইত্যাদি যার ব্যয় সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা মাত্র) বাস্তবায়ন করে থাকি। ওই প্রকল্পগুলো Project Implementation Committee (PIC) গঠন করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা মেম্বারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। আমার প্রশ্ন হলো, এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে কিনা। যদি কর্তন করতে হয়, তাহলে কত শতাংশ হারে কর্তন করতে হবে? আমরা সাধারণতঃ 'নির্মাণ সংস্থা' হিসেবে ভ্যাট উৎসে কর্তন করে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দিয়ে থাকি। তবে, আমার জানামতে, ইট বিছানো প্রকল্পের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন প্রযোজ্য হলেও শ্রমঘন মজুরী পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ শ্রমিকদের মজুরী পরিশোধের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে (যেমনঃ মাটি দ্বারা রাস্তা পুনঃনির্মাণ) উৎসে ভ্যাট কর্তন প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু কতিপয় অডিট কর্মকর্তা বিষয়টি মানতে নারাজ। তারা সব প্রকল্পের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে মর্মে আমাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করছেন। এ বিষয়ে সঠিক আইনগত নির্দেশনা কি তা জানালে ভীষণ উপকৃত হবো।*** *[মোঃ আবু সাঈদ, সচিব, বৈদ্যের বাজার ইউনিয়ন পরিষদ, সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ।]*

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হয় মূলতঃ কিছু সেবার ওপর। এরূপ উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য একটি সেবার শিরোনাম হলো 'নির্মাণ সংস্থা' সেবা। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'নির্মাণ সংস্থা' সেবা সংজ্ঞায়িত করা আছে। ওই সংজ্ঞা অনুসারে, সহজ কথায় 'নির্মাণ সংস্থা' অর্থ হলো কন্ট্রাক্টর। কোন কন্ট্রাক্টর যদি কোন সড়ক, মহাসড়ক, সেতু, কালভার্ট বা কোন অবকাঠামো ইত্যাদি নির্মাণ করে বিল দাখিল করে, তাহলে বিল থেকে বর্তমানে ৬ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদের অল্প বাজেটের কাজগুলো কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে করানো হয় কিনা তা আপনার প্রশ্নে স্পষ্ট নয়। কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ করানো হলো কন্ট্রাক্টরের বিল থেকে 'নির্মাণ সংস্থা' হিসেবে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। সেক্ষেত্রে কন্ট্রাক্টর তার নিজ দায়িত্বে ইট, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদি ক্রয় করবে, শ্রমিক নিয়োগ করবে। এসব ক্রয়ের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের কোন দায়িত্ব নেই। যদি কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে কাজ না করিয়ে Project Implementation Committee (PIC)গঠন করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা মেম্বারের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়, অর্থাৎ PIC ইট, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদি ক্রয় করে, শ্রমিক নিয়োগ করে, তাহলে এসব ক্রয়ের বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে।

বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কিনা তা নির্ধারণের জন্য ইট কোথা থেকে কেনা হয়েছে তাও বিবেচনায় আনতে হবে। ইটের ভাটা থেকে ইট বিক্রির সময় 'মূসক-১১ক' চালানপত্র ইস্যু করার নিয়ম রয়েছে। ধরা যাক, PIC ইটভাটা থেকে ইট ক্রয় করেছে। যদি 'মূসক-১১ক' চালানপত্রসহ ইট কেনা হয়, তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। 'মূসক-১১ক' চালানপত্র না থাকলে পনের শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। ভাটা থেকে ইট না কিনে যদি কোন সাপ্লায়ারের নিকট থেকে ইট কেনা হয়, তাহলে যোগানদার সেবা হিসেবে ৫% হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। কারণ, এ পর্যায়ে ইট সরবরাহের ওপর ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট প্রযোজ্য রয়েছে। তবে, গ্রামে-গঞ্জের এসব ইট সাপ্লায়ার সাধারণত: ভ্যাট সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন করে না। তাই, ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। তবে, যদি এসব প্রতিষ্ঠান ভ্যাট চালান ইস্যু করে এবং ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ করে তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। ফ্যাক্টরী থেকে সিমেন্ট কেনা হয়েছে নাকি বড় দোকান থেকে কেনা হয়েছে নাকি ছোট দোকান থেকে কেনা হয়েছে তা বিবেচনায় আনতে হবে। ফ্যাক্টরী থেকে সিমেন্ট কেনা হলে 'মূসক-১১' চালানপত্র ইস্যু করার নিয়ম রয়েছে। যদি 'মূসক-১১' চালানপত্রসহ সিমেন্ট কেনা হয়, তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন

করতে হবে না। ‘মূসক-১১’ চালানপত্র না থাকলে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। যদি এমন বড় দোকান থেকে সিমেন্ট কেনা হয় যে দোকান ভ্যাট চালান ইস্যু করে এবং ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট প্রদান করে তাহলে বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। যদি এমন কোন ছোট দোকান থেকে সিমেন্ট কেনা হয়, যে দোকান প্যাকেজ ভ্যাটের আওতায় রয়েছে, তাহলে বিল পরিশোধের সময় যোগানদার সেবা হিসেবে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ছোট ছোট দোকান অঞ্চলভেদে বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ (২৮,০০০/-, ২০,০০০/-, ১৪,০০০/- এবং ৭,০০০/- টাকা মাত্র) ভ্যাট পরিশোধ করে থাকে যা প্যাকেজ ভ্যাট হিসেবে পরিচিত। প্রাকৃতিক বালি (এইচএস কোড নং-২৫০৫.১০.০০) মূল্য সংযোজন কর আইনের প্রথম তফসিলের আওতায় ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত। তাই, বালির বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। যদি PIC সরাসরি শ্রমিক নিয়োগ করে, তাহলে শ্রমিকের মজুরি পরিশোধের বিল থেকে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিলের অনুচ্ছেদ নং-৬ এ ব্যক্তিগত সেবার আওতায় প্লাম্বার, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, ইলেক্ট্রিক্যাল মিস্ত্রিকে ভ্যাট থেকে অব্যাহতি দেয়া হলেও সরাসরি দিনমজুরকে ভ্যাট হতে অব্যাহতি দেয়া হয়নি, যদিও তা আইনের স্পিরিট নয় মর্মে অনুমেয়। তাই, রাস্তা নির্মাণের কাজ করা দিন মজুরকে রাজমিস্ত্রি হিসেবে বিবেচনা করে ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত ধরে নেয়া যায়। তাছাড়া, শ্রমিকের মজুরী ভ্যাটযোগ্য প্রতিষ্ঠানে মূল্য সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হয়। শ্রমিকের মজুরী প্রদান করার সময় ভ্যাট পরিশোধ করা হয় না। উৎপাদিত পণ্য বা প্রদত্ত সেবার ওপর যখন ভ্যাট প্রদান করা হয় তখন প্রকারান্তরে মূল্য সংযোজন অর্থাৎ ওই মজুরীর ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা হয়। সে অনুযায়ী শ্রমিকের মজুরী থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য নয়। তবে, সরাসরি শ্রমিক নিয়োগ না করে যদি কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মাধ্যমে শ্রমিক সরবরাহ নেয়া হয়, তাহলে বিল পরিশোধের সময় ‘মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান’ সেবা হিসেবে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

মূল্য সংযোজন কর আইনের দ্বিতীয় তফসিল-এর অনুচ্ছেদ নং-২ এর দফা (ঙ) অনুসারে, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত নয় এমন পুণর্বাসনমূলক কার্যক্রম ভ্যাট হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। একই অনুচ্ছেদের দফা (চ) অনুসারে, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত নয় এমন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ভ্যাট হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। ইউনিয়ন পরিষদের আওতায় যেসব কাজ করা হয় যেমনঃ কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচী বা কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচী প্রকৃতপ্রস্তাবে পুণর্বাসনমূলক কার্যক্রম বা সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম। এসব ক্ষেত্রে ওই কাজ সম্পাদন করা মূল উদ্দেশ্য নয়, মূল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে খাদ্য বা টাকা প্রদান করা। তাই, কন্ট্রাক্টর নয়, বরং দরিদ্র জনগোষ্ঠী দ্বারা ‘কাবিখা’ বা ‘কাবিটা’ এরূপ কর্মসূচীর আওতায় রাস্তা নির্মান, পুনঃনির্মাণ করা হলে তাদের অর্থ পরিশোধের সময় সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ বা পুনর্বাসনমূলক কাজ হিসেবে ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত হবে। তাই, তাদের অর্থ প্রদান করার সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

অর্থ আইন, ২০১৪ এর দফা ৬৪ অনুসারে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিলে সংযোজনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচী এবং কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচী-কে ভ্যাট থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তাই, কাবিখা এবং কাবিটা কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নে আর ভ্যাট পরিশোধ/কর্তন করতে হবে না।

০৭. একাধিক উপাদানবিশিষ্ট সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন

প্রশ্ন-৭৭: ***একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী লিফট সরবরাহ নিয়ে স্থাপন করিয়েছে। সরবরাহ ও স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান ‘মূসক-১১’ চালানপত্র প্রদান করেনি। এখানে ভ্যাট উৎসে কর্তনের বিধান কি?*** *[মোঃ জিল্লুর রহমান, গাজীপুর, ঢাকা।]*

উত্তর: লিফট সরবরাহ নেয়া, এই কাজটুকু ‘যোগানদার’ সেবার আওতায় পড়বে। এখানে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে ৫%। আর লিফট স্থাপন করার কাজটুকু ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবার আওতায় পড়বে। এখানে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে বর্তমানে ৬%। আবার যদি লিফটটি কয়েক বছরের জন্য মেইনটেন্যান্স করার চুক্তি করা হয়, তাহলে এই সেবাটি ‘অন্যান্য বিবিধ সেবা’র আওতায় পড়বে। এখানে ভ্যাটের হার ১৫%। অনেক সময় চুক্তিতে এরূপ আলাদাভাবে মূল্য উল্লেখ থাকে না। চুক্তিতে আলাদাভাবে মূল্য উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন-৭৮: ***আমাদের অফিসের জেনারেটর সার্ভিসিং করানো হয়েছে। সার্ভিসিং করার সময় খুচরা যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয়েছে। সার্ভিসিং এবং খুচরা যন্ত্রাংশ বাবদ বিল দাখিল করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কি অনুগ্রহ করে জানাবেন।*** *[রোকশানা আক্তার, সিনিয়র অফিসার, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, মোহাম্মদপুর শাখা, ঢাকা।]*

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাসমূহ সংজ্ঞায়িত করা আছে। উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হয় মূলতঃ সেবার ওপর। বর্তমানে ৩৮টি সেবার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করা বাধ্যতামূলক। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং-২ এর উপানুচ্ছেদ নং-(১) এ ওই সেবাসমূহ বর্ণিত আছে। একই আদেশের অনুচ্ছেদ নং-০৭ এর দফা (চ)-তে উল্লেখ আছে যে, কোন একটি সরবরাহের একাধিক উপাদান থাকলে টেন্ডার, কোটেশন বা বিলে সরবরাহের উপাদানসমূহ ও প্রতিটি উপাদানের বিপরীতে মূল্য আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং প্রতিটি উপাদানের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধানাবলী আলাদাভাবে প্রয়োগ করতে হবে। আলোচ্য সরবরাহটি এমন একটি সরবরাহ যেখানে দুটি উপাদান রয়েছে। একটি হলো জেনারেটরের খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ; আর একটি হলো জেনারেটর সার্ভিসিং করা। এখানে আরো একটি বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে, তা হলো জেনারেটরটি কোন প্রকৃতির। অর্থাৎ কোন বড় ধরনের জেনারেটর হতে পারে, যা নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করা হয় এবং ওই নির্দিষ্ট স্থান থেকে কোন ভবন, কারখানা ইত্যাদিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ দেয়া হয়। আবার, কোন ছোট জেনারেটর হতে পারে, যা নির্দিষ্ট স্থানে থাকে না, যা সহজেই স্থানান্তর করা যায়।

আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় একটি সেবার কোড হলো এস০০৪.০০, সেবার শিরোনাম হলো 'নির্মাণ সংস্থা'। এই সেবার সংজ্ঞায় উল্লেখ আছে যে, কোন অবকাঠামোর সাথে সংযুক্ত হয় বা উহার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এরূপ যেকোন ধরনের স্থায়ী বা অস্থায়ী সংস্থাপন, যেমনঃ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ফল্‌স সিলিং, লিফট ইত্যাদিও নির্মাণ সংস্থা সেবার আওতাভুক্ত হবে। তাই, জেনারেটরটি যদি কোন ভবন বা স্থাপনার সাথে সংযুক্ত হয়, তাহলে ওই জেনারেটর সার্ভিসিং করালে খুচরা যন্ত্রাংশ এবং সার্ভিসিং বাবদ যে মূল্য পরিশোধ করা হবে সে মূল্যের ওপর বর্তমানে ৬ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। কারণ, এই সেবাটি নির্মাণ সংস্থা সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। আবার, যদি জেনারেটরটি ছোট আকারের হয় এবং স্থানান্তর করা যায়, অর্থাৎ কোন অবকাঠামোর সাথে সংযুক্ত না থাকে বা তার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় না, তাহলে সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখঃ ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং-০৭ এর দফা (চ) অনুসারে, খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ এবং সেবা প্রদান আলাদা আলাদাভাবে বিচেনায় আনতে হবে। খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহের বিপরীতে যদি ভ্যাট চালান ইস্যু করা হয়, তাহলে একই আদেশের অনুচ্ছেদ নং-০২ এর উপানুচ্ছেদ নং-(২) এর দফা (খ) অনুসারে, উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। অন্যথায়, যোগানদার হিসেবে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। সাধারণতঃ এরূপক্ষেত্রে ভ্যাট চালান ইস্যু করা হয় না। তাই, ৫ শতাংশ ভ্যাট কর্তন করতে হবে। আর সার্ভিসিং বিলের ওপর সেবার কোড নং-এস০৩১.০০ অনুসারে, ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

০৮. যোগানদার সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন

প্রশ্ন-৭৯: ***জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের দপ্তরে অনেক অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে। এসব যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ টেন্ডার আহ্বান করে। টেন্ডারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বার্ষিক নির্দিষ্ট মূল্যে যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব নেয়। মেরামতের সময় প্রয়োজনে যন্ত্রাংশ সংযোজন করে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক প্রদত্ত এই সেবার শিরোনাম কি এবং টেন্ডারদাতা প্রতিষ্ঠানকে মূল্য পরিশোধ করার সময় কত শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোঃ নুরুল ইসলাম, রাজস্ব কর্মকর্তা, কাফরুল সার্কেল, মিরপুর বিভাগ, ঢাকা (পশ্চিম) কমিশনারেট, ঢাকা।]*

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাসমূহ সংজ্ঞায়িত করা আছে। তাই, কোন একটি কার্যক্রম কোন্ সেবার সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে প্রথমে তা নির্ধারণ করতে হয়। তারপর ওই সেবার ওপর ভ্যাটের হার কত তা নির্ধারণ করতে হয়। আলোচ্য কার্যক্রমটি ৩টি সেবার সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হতে পারে মর্মে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। যথা:- (১) পণের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা, সেবার কোড-এস০৩১.০০, ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ; (২) যোগানদার, সেবার কোড এস০৩৭.০০, ভ্যাটের হার ৫ শতাংশ; এবং (৩) অন্যান্য বিবিধ সেবা, সেবার কোড এস০৯৯.২০, ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। যোগানদারের ওপর ভ্যাটের হার ৫ শতাংশ। তাই, এখানে মূলতঃ বিবেচনার বিষয় হলো আলোচ্য সেবাটি যোগানদার সেবার আওতাভুক্ত হবে কিনা। আলোচ্য সেবাটি যোগানদার সেবার আওতাভুক্ত হবে না। যে সেবার সুনির্দিষ্ট কোড ও শিরোনাম রয়েছে সে সেবা যোগানদার সেবার আওতাভুক্ত হবে না। এই সেবাটির সুনির্দিষ্ট শিরোনাম ও কোড হলো 'পণের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা', সেবার কোড-এস০৩১.০০। কারণ, এখানে সেবাদাতা নিজস্ব প্ল্যান্ট, মেশিনারী বা যন্ত্রপাতি দ্বারা অন্যের মালিকানাধীন করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং করে দিচ্ছে। এ পর্যায়ে অনেকে বিতর্ক করে থাকেন যে, টেন্ডারের মাধ্যমে যেহেতু সেবা সরবরাহ দেয়া হচ্ছে, সেহেতু সরবরাহকৃত সেবা যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে। এ ধরনের বক্তব্য মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, যা সুকৌশলে সরকারী রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার নামান্তর। মাঠ পর্যায়ে এভাবে অনেক ক্ষেত্রে টেন্ডারের বিপরীতে যেকোন সেবার সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তাহলে টেন্ডারের মাধ্যমে কেউ যদি পরামর্শক সেবা প্রদান করে থাকে, তাহলে এই সেবা কি যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে? উত্তর হলো 'না'। কারণ, পরামর্শক সেবার সুনির্দিষ্ট শিরোনাম, কোড ও সংজ্ঞা রয়েছে। যোগানদার সেবার সংজ্ঞায় 'করযোগ্য পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ' উল্লেখ থাকলেও কার্যক্ষেত্রে সুক্ষ্ম বিবেচনায় যোগানদারের সংজ্ঞায় মূলতঃ কতিপয় সুনির্দিষ্ট প্রকারের পণ্যের সরবরাহ অন্তর্ভুক্ত হয়, সেবার সরবরাহ অন্তর্ভুক্ত হয় না। এর বহুবিধ কারণ রয়েছে। তাই, কোন কার্যক্রম যদি সুনির্দিষ্টভাবে কোন সেবার সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হয়, তাহলে কার্যক্রমটিকে 'যোগানদার' সেবা গণ্য করার কোন অবকাশ নেই। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখঃ ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ ২(২)(গ)-তে তা উল্লেখ আছে। একই আদেশের অনুচ্ছেদ ৭ এর উপানুচ্ছেদ (চ)-তে উল্লেখ আছে যে, একটি সরবরাহের একাধিক উপাদান থাকলে টেন্ডার, কোটেশন বা বিলে সরবরাহের উপাদানসমূহ এবং প্রতিটি উপাদানের বিপরীতে মূল্য আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং প্রতিটি উপাদানের উপর উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রয়োগ করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে সরবরাহটির মধ্যে দুটি উপাদান রয়েছে। একটি হলো সেবার সরবরাহ। সেবাটি হলো পণের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সেবা। এক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। অপর উপাদানটি হলো যন্ত্রাংশ সরবরাহ। যন্ত্রাংশ সরবরাহ ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট বা 'যোগানদার' সেবার আওতায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাটের কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। তন্মধ্যে একটি পদ্ধতি হলো ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি। আবার, যোগানদারের ওপর ভ্যাটের হারও ৫ শতাংশ। তাই, যন্ত্রাংশ সরবরাহের ওপর ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করা যায়। বিলে অবশ্যই সেবার মূল্য এবং যন্ত্রাংশ সরবরাহের মূল্য আলাদা উল্লেখ করতে হবে।

প্রশ্ন-৮০: ***যোগানদার সেবার মধ্যে ছোট ছোট ক্রয় অন্তর্ভুক্ত হবে কি?***

উত্তর: হ্যাঁ, অন্তর্ভুক্ত হবে। যোগানদার সেবার সংজ্ঞায় বলা আছে যে, টেন্ডার, কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে ক্রয়। এই 'অন্যবিধভাবে' শব্দের অর্থ হলো নগদে ক্রয়, ছোট ছোট ক্রয় ইত্যাদি। নগদে বা ছোট ছোট ক্রয়ের ক্ষেত্রে যেখানে ভ্যাট উল্লেখ থাকবে না সেখানে ক্রয়মূল্যের সাথে ৫ শতাংশ যোগ করে নিজস্ব তহবিল থেকে বিল অনুমোদন করতে হবে। অতঃপর ওই ৫ শতাংশ অর্থ যোগানদার সেবার ওপর ভ্যাট হিসেবে সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে। তবে, ১ জুলাই, ২০১৭ তারিখ থেকে বিধান করা হয়েছে যে, এক হাজার টাকা পর্যন্ত একক ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-৮১: *মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর প্রথম তফসিল অনুযায়ী আমাদের উৎপাদিত পণ্য ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত। আমাদের ক্রয়কৃত উপকরণও ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত। ভুট্টা আমাদের একটি অন্যতম উপকরণ। আমরা সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে ভুট্টা ক্রয় করি। উত্তর বঙ্গের একটি ভ্যাট বিভাগীয় অফিসের বিভাগীয় কর্মকর্তা আমাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, কৃষকদের নিকট থেকে সরাসরি ভুট্টা ক্রয় করার সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। অনুগ্রহ করে বিষয়টির সঠিক আইনগত ব্যাখ্যা জানালে কৃতার্থ হবো। [নাসির উদ্দিন, এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার-ভ্যাট এ্যান্ড এ্যাকাউন্টস, কাজী ফার্মস লিমিটেড, সাভার, ঢাকা।]*

উত্তর: বর্তমানে এরূপ ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'যোগানদার' একটি সেবা। এই সেবার বর্তমান সংজ্ঞা হলো, "'যোগানদার' অর্থ কোটেশন বা দরপত্র বা অন্যবিধভাবে বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংস্থা (এনজিও), ব্যাংক, বীমা বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানী, ১(এক) কোটি টাকা অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর নিকট পণের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করেন এমন কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা।" এই সংজ্ঞাটি ০৬ জুন, ২০১৩ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে। ইতোপূর্বের সংজ্ঞায় উল্লেখ ছিল, 'পণের বিনিময়ে যেকোন পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করেন এমন কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা'। তখন এ ধরনের জটিলতা ছিল। এসব কারণেই সংজ্ঞাটিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। পরিবর্তন এনে শুধুমাত্র করযোগ্য পণ্য ও সেবার সরবরাহ যোগানদার সেবার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কোন পণ্য বা সেবা করযোগ্য কি-না তা শুধুমাত্র আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ এসআরও দ্বারা কোন পণ্য বা সেবার ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হলে ওই পণ্য বা সেবা করযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে এবং ওই পণ্য বা সেবার সরবরাহ যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ, আইনের প্রথম তফসিল দ্বারা যেসব পণ্যের ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়, সেসব পণ্যের ওপর কোন পর্যায়েই ভ্যাট আরোপিত থাকে না। অপরপক্ষে, এসআরও দ্বারা কোন কোন স্তরে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়, সব স্তরে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয় না। এজন্য এসআরও দ্বারা যেসব পণ্যের ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, সেসব পণ্যকে করযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই, যেসব পণ্য মূল্য সংযোজন কর আইনের প্রথম তফসিল দ্বারা ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেসব পণ্যের ওপর কোন পর্যায়েই ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না বিধায়, এরূপক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখঃ ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং-২ এর উপানুচ্ছেদ নং-(২) এ বিস্তারিতরূপে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ওই ব্যাখ্যা অনুসারে, কোন পণ্য বা সেবার করযোগ্যতা আইনের প্রথম তফসিল এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা নিরূপিত হবে, এসআরও দ্বারা নিরূপিত হবে না। তাই, এসআরও দ্বারা ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহ দেয়া হলে ওই সরবরাহ করযোগ্য বিধায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যোগানদার হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। উল্লেখ্য, ভ্যাট একটি বহুস্তরবিশিষ্ট কর ব্যবস্থা (multiple-stage taxation system)। আমদানি পর্যায়, উৎপাদন পর্যায় এবং ব্যাসায়ী পর্যায় অর্থাৎ খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে পণ্যের ওপর ভ্যাট আরোপিত হয়। আপনাদের পণ্য ভুট্টা যেহেতু প্রথম তফসিলের মাধ্যমে ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত তাই, এই আইটেমের ওপর কোন পর্যায়েই ভ্যাট আরোপিত নেই। তাই, এই আইটেম ক্রয়ের ক্ষেত্রে এখন আর যোগানদার সেবা হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-৮২: *আমরা একটি লিমিটেড কোম্পানী। আমরা আমাদের শ্রমিকদের জন্য ইউনিফর্ম সাপ্লাই নেই। একটি নন-এসি টেইলারিং সপ ইউনিফর্ম সাপ্লাই দেই। এক্ষেত্রে বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না অনুগ্রহ করে জানাবেন।*

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাসমূহের কোড দেয়া হয়েছে এবং সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। টেইলারিং সপ ও টেইলার্স সেবার কোড হলো এস০৬৩.০০। এই সেবার সংজ্ঞা হলো "টেইলারিং সপ ও টেইলার্স অর্থ এমন কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যিনি অর্থের বিনিময়ে যে কোন ধরনের পরিধেয় পোষাক বা সাজ-সজ্জার জন্য কাপড় বা প্রক্রিয়াজাত চামড়া বা অনুরূপ দ্রব্যাদি কাটিং, ডিজাইন ও সেলাই করেন।" সাধারণতঃ আমরা টেইলার্স বলতে যা বুঝি তা এই সংজ্ঞা অনুসারে ভ্যাটযোগ্য সেবা। তবে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-১১৯-আইন/২০১৫/৭২৫-মূসক, তারিখঃ ০৪ জুন, ২০১৫ এর 'টেবিল-4' অনুসারে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত টেইলারিং সপ ও টেইলার্স ব্যতীত অন্যান্য টেইলারিং সপ ভ্যাটমুক্ত। অর্থাৎ নন-এসি টেইলারিং সপ ভ্যাটমুক্ত। এই ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে এসআরও এর মাধ্যমে। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারাণ আদেশ নং-১৪/মূসক/২০১৭, তারিখঃ ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ ২(২) অনুসারে, পণ্য বা সেবার মূল্য থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হলে ওই পণ্য বা সেবা করযোগ্য হতে হবে। তবে, পণ্য বা সেবার করযোগ্যতা আইনের প্রথম তফসিল এবং দ্বিতীয় তফসিলের ভিত্তিতে নিরূপিত হবে। প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রদত্ত অব্যাহতি কেবাল করযোগ্য পণ্য বা সেবার বিভিন্ন পর্যায়ের অব্যাহতি হিসেবে গণ্য বিধায় উক্ত পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

আমাদের আলোচ্য সেবাটি নন-এসি টেইলার্স প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে বিধায় ওপরের বর্ণনা অনুসারে এক্ষেত্রে যোগানদার সেবা হিসেবে ৫ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

০৯. মেলা, বাণিজ্য মেলায় পণ্য বিক্রয়

প্রশ্ন-৮৩: ***আমরা আইসক্রীম উৎপাদন করি। আমাদের ওয়্যারহাউজের কাছে একটু দুরে মাঝে মাঝে মেলা বসে। মেলায় অনেক লোকজনের সমাগম হয়। সেখানে আইসক্রীম নিয়ে গেলে অনেক আইসক্রীম বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমরা ওয়্যারহাউস থেকে কি পদ্ধতিতে মেলায় আইসক্রীম নিয়ে যাবো? আমাদেরকে কি ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে? ইস্যু করলে কার নামে ইস্যু করতে হবে? তাছাড়া, মেলায় কত পরিমাণ আইসক্রীম বিক্রি হতে পারে তা আমাদের জানা নেই। তাই, যে পরিমাণ আইসক্রীম নিয়ে যাবো তা যদি সব বিক্রি না হয়, তাহলে ফেরৎ আনার পর করণীয় কি? অনুগ্রহ করে এ বিষয়সমূহের ওপর আলোকপাত করুন।*** *[মো: এমদাদুল হক, কাজী ফার্মস গ্রুপ, বাড়ি নং- ৮৪, রোড নং-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।]*

উত্তর: মেলায় আপনাদের কোন নির্দিষ্ট স্থান থাকলে, সে স্থানের অনুকূলে আপনারা ভ্যাট চালান ইস্যু করে আইসক্রীম মেলায় নিয়ে যেতে পারবেন। নির্দিষ্ট স্থান না থাকলে মেলার স্থানের নামে ভ্যাট চালান ইস্যু করে আইসক্রীম মেলায় নিয়ে যেতে পারবেন। আইসক্রীম বিক্রি করার পর যদি অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তা দিনের শেষে ফেরৎ এনে ক্রেডিট নোট ইস্যু করে আইসক্রীম বিক্রয় রেজিস্টারে (মূসক-১৭) জমা করে নেবেন এবং পূর্বে পরিশোধিত ভ্যাট চলতি হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৮) জমা করে নেবেন। এ ধরনের মার্জিনাল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিষয়ে আমাদের দেশের ভ্যাট আইনে স্পষ্ট বিধি-বিধান প্রণীত নেই। ভ্যাট ব্যবস্থার স্বাভাবিক বিধি-বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করতে হয়। তাছাড়া, দীর্ঘদিন ধরে মাঠ পর্যায়ে কিছু কনভেনশন সৃষ্টি হয়েছে। সেসব কনভেনশন অনুযায়ী এ ধরনের বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করতে হয়। আমাদের দেশে মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক মেলা হয়। মেলায় দেশী-বিদেশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্টল স্থাপন করে। দেশী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের উৎপাদনস্থল থেকে স্টলে এভাবে স্টলের নামে ভ্যাট চালান ইস্যু করে পণ্য নিয়ে যায়। স্টলে তারা উৎপাদনস্থলের ঘোষিত মূল্যে পণ্য বিক্রি করলে তাদের আর অতিরিক্ত ভ্যাট পরিশোধ করতে হয় না। কিন্তু তারা যদি উৎপাদনস্থলের ঘোষিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে মেলায় ওই পণ্য বিক্রি করে, তাহলে সর্বমোট বিক্রয় মূল্যের ওপর তারা ৪ শতাংশ হারে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ করে। মেলা শেষে যদি কোন পণ্য অবিক্রিত থাকে, তাহলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করে 'মূসক-১৭' রেজিস্টারে জমা করে নেয় এবং পূর্বে পরিশোধিত ভ্যাট 'মূসক-১৮' রেজিস্টারে যোগ করে নেয়। আবার, কিছু কিছু কনস্যুমার প্রডাক্ট বর্তমানে ভ্যানে করে বিক্রি করা হয়। উৎপাদনস্থল থেকে ভ্যানের নামে ভ্যাট চালান ইস্যু করে পণ্য ভ্যানে তুলে দেয়া হয়। সারাদিন ভ্যানে ঘুরে ঘুরে পণ্য বিক্রি করা হয়। দিন শেষে যদি পণ্য অবশিষ্ট থাকে, তাহলে উৎপাদনস্থলে ফেৎ দেয়া হয়, যা ক্রেডিট নোটের মাধ্যমে বিক্রয় রেজিস্টার এবং চলতি হিসাব রেজিস্টারে সমন্বয় করা হয়। আপনাদের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। তবে, আপনাদের ক্ষেত্রে যেহেতু মেলা বসে মাঝে মাঝে, সেখানে হয়তোবা আপনাদের নির্দিষ্ট স্থান নেই, সেহেতু উৎপাদনস্থলের ঘোষিত মূল্যে আইসক্রীম বিক্রি করা সুবিধাজনক। অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করলে আবার ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ করার প্রশ্ন আসে। আশা করি আপনার সমস্যার সমাধান পেয়েছেন।

১০. মূল্য ঘোষণা

প্রশ্ন-৮৪: ***একটি পণ্যের মূল্য ঘোষণা দেয়া আছে। উপকরণের মূল্য পরিবর্তিত হয়নি। কিন্তু উৎপাদক বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধি করতে আগ্রহী। এক্ষেত্রে করণীয় কি?*** *[মোঃ মাইনুদ্দীন, এক্সিকিউটিভ (ভ্যাট এন্ড ট্যাক্স), বায়োফার্মা লিঃ, ৭/১৬ লালমাটিয়া, ঢাকা।]*

উত্তর: এক্ষেত্রে নতুন করে মূল্য ঘোষণা দিতে হবে। যেহেতু উপকরণের মূল্য পরিবর্তিত হয়নি, সেহেতু নতুন মূল্য ঘোষণায় উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি করা যাবে না। মূল্য সংযোজনের কোন কোন খাতে সংযোজনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে পণ্যের মোট মূল্য বৃদ্ধি করতে হবে। মূল্য সংযোজনে সাধারণত থাকে বেতন-ভাতা, বিক্রয় কমিশন, পরিবহন, ব্যাংক সুদ, অবচয়, উপহার, অন্যান্য ব্যয় ও মুনাফা। প্রয়োজনমত এগুলো বাড়িয়ে পণ্যের সর্বমোট ভ্যাটযোগ্য মূল্য বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তবে, মুনাফা এবং অন্যান্য ব্যয় বৃদ্ধি করা উত্তম।

প্রশ্ন-৮৫: ***সদর দপ্তরের খরচাদি কি উৎপাদনের মধ্যে অর্থাৎ মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত হবে?***
উত্তর: হ্যাঁ। মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

প্রশ্ন-৮৬: ***কয়েকটি বিল-অব-এন্ট্রি একত্রে গড়ে মূল্য ঘোষণা দেয়া যায় কি?***
উত্তর: উপকরণের মূল্যের ক্ষেত্রে গড় করার কোন বিধান নেই। মূল্য স্পেসিফিক হতে হবে। তাই, গড় করে মূল্য ঘোষণা দেয়া যাবে না। উপকরণের মূল্য পরিবর্তন হলেই মূল্য ঘোষণা দিতে হবে। তবে, উপকরণের মোট মূল্য ৭.৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেলে মূল্য ঘোষণা দিতে হবে না। এই বিধান ৩০ জুন, ২০১৩ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে।

প্রশ্ন-৮৭: ***একটি প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত পণ্য স্থানীয়ভাবে বিক্রয় করে। উক্ত পণ্যের মূল্য ঘোষণা দেয়া আছে ১০ টাকা প্রতি পিস। এখন এই পণ্য রপ্তানি করবে। প্রতি পিসের রপ্তানি মূল্য ২০ টাকা। রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০ টাকার ওপর মূল্য ঘোষণা দিতে হবে কি-না জানাবেন?*** *[মোঃ রফিকুল ইসলাম, সিয়াম বাংলা ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, বাংলামোটর, ঢাকা।]*

উত্তর: শতভাগ রপ্তানিকারক বা শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের জন্য মূল্য ঘোষণা প্রদানের বিধান রহিত করা হয়েছে। তবে, যেসব প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে পণ্য বিক্রয় করে, আবার কিছু অংশ রপ্তানি করে অর্থাৎ যেসব প্রতিষ্ঠান আংশিক রপ্তানিকারক সেসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উৎপাদিত

পণ্যের মূল্য ঘোষণা দেয়ার বিধান আছে। উল্লেখ্য, এ বিধান বেশ সহজ। আংশিক রপ্তানিকারকের জন্য মূল্য ঘোষণা প্রদানের ফরম হলো 'মূসক-১গ'। এ ফরমে মোট ৭টি কলাম রয়েছে। ফরমটি www.vatbd.com ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে। অনুগ্রহ করে দেখা যেতে পারে। এখানে মূলত উৎপাদিত পণ্যে উপকরণ ব্যবহারের পরিমাণ, অবচয়ের পরিমাণ, ব্যবহৃত উপকরণের মূল্য ইত্যাদি প্রদর্শন করতে হয়। পণ্যটির রপ্তানি মূল্য কত তা প্রদর্শন করতে হয় না।

প্রশ্ন-৮৮: ***টেক্সটাইল বা ডেনিম কাপড়ের ক্ষেত্রে নতুন নতুন মডেলের কাপড় তৈরী করতে হয়। তাই, প্রতিটির ইয়ার্ন এবং কেমিক্যাল কম্পোজিশন আলাদা। পৃথক মূল্য ঘোষণা দেয়া কঠিন। এ অবস্থায় করণীয় কি?***

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর আইন অনুসারে প্রতিটি পণ্যের জন্য আলাদা আলাদা মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে। পণ্যের উপকরণে কোনো পরিবর্তন হলে, মূল্য সংযোজনে কোনো পরিবর্তন হলে বা পণ্যের বিক্রয়মূল্যে কোনো পরিবর্তন হলে, নতুন করে উক্ত পণ্যের মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে। কোনো পণ্যের মডেল বা কম্পোজিশন যদি পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে নতুন পণ্যটি আর পূর্বের পণ্য থাকে না। নতুন একটি পণ্যে রূপান্তরিত হয়। তাই, নতুন পণ্যের মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে। পণ্যের কম্পোজিশন পরিবর্তন না হয়ে যদি শুধু মূল্য পরিবর্তন হয় তাহলে কিছু শর্ত সাপেক্ষে মূল্য ঘোষণা না দেয়ার বিধান আছে - যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তবে, পণ্যের কম্পোজিশন যদি পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে। এ ধরনের পণ্য খুব বেশী নেই। তাই, এই অসুবিধা দূর করার জন্যে এখনও কোন বিধি-বিধান প্রণীত হয়নি।

প্রশ্ন-৮৯: ***যেসব সেবার ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়ার সুযোগ আছে; সেসব সেবাকে ফরম 'মূসক-১' এর কোনো নির্দিষ্ট পার্শ্বে (উপকরণ খাতে বা সংযোজনের খাতে) প্রদর্শন করার বিধান আছে কি?***

উত্তর: মূলতঃ ফরম 'মূসক-১' এর মাধ্যমে কোনো পণ্যের মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হয়। 'মূসক-১' ফরমে মোট ১৬টি কলাম রয়েছে। এর মধ্যে কলাম ৫, ৬ ও ৭ উপকরণ সংশ্লিষ্ট এবং কলাম ৮ ও ৯ মূল্য সংযোজন সংশ্লিষ্ট। কলাম ৫ এ উপকরণের বিবরণ লিখতে হয়, কলাম ৬ এ উপকরণ ব্যবহারের পরিমাণ লিখতে হয় এবং কলাম ৭ এ ব্যবহার্য উপকরণের ক্রয়মূল্য লিখতে হয়। ভ্যাট ব্যবস্থায় 'উপকরণ' শব্দটির বিশেষ অর্থ এবং তাৎপর্য রয়েছে যা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় যে যে উপাদানগুলো 'উপকরণ' হিসেবে বিবেচিত হয়, কেবলমাত্র সেগুলো ৫, ৬ ও ৭ নং কলামে লিখতে হবে। ৮ নং কলামে লিখতে হবে মূল্য সংযোজনের খাত বা আইটেমের নাম এবং ৯ নং কলামে উক্ত আইটেমের পরিমাণ টাকায় লিখতে হবে। যে সব উপকরণ আংশিক (৮০ শতাংশ) রেয়াত নেয়া যায়, যেমনঃ টেলিফোন, বীমা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সেসব উপকরণের ৮০ শতাংশ 'মূসক-১' ফরমের ৫, ৬, ৭ নং কলামে লিখতে হবে। অবশিষ্ট ২০ শতাংশ ৮ ও ৯ নং কলামে লিখতে হবে। উপকরণ ক্রয়ের স্বপক্ষে যদি মূসক চালান বা বিল-অব-এন্ট্রি না থাকে, তাহলে রেয়াত পাওয়া যায় না। রেয়াত পাওয়া না গেলেও এই উপাদানগুলো কলাম ৫, ৬ ও ৭ এ লিখতে হবে। তবে, কিছু কিছু বিষয় এভাবে পার্থক্য করা যাবে না। সেগুলো যেকোন একদিকে লিখতে হবে।

প্রশ্ন-৯০: ***একটি প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরীতে মূল্য ঘোষণা প্রদান করে। সাধারণতঃ মূল্যে পরিবর্তন হয় না। অনেক ওয়ার্ক অর্ডার পায়। বার বার মূল্য ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজন আছে কি?***

উত্তর: প্রতিটি টেন্ডার বা ওয়ার্কঅর্ডারের জন্য আলাদা আলাদা মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে। মূল্য পরিবর্তন না হলেও মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে। তবে, অনুমোদন নিতে হবে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থায়ী আদেশ নং ৬/মূসক/৯২, তারিখঃ ২১/০১/১৯৯২ অনুসারে টেন্ডারমূল্য প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে দাখিল করতে হবে। অনুমোদন নিতে হবে না। তাই, টেন্ডার বা ওয়ার্ক অর্ডার পেলে তা বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অবহিত করে উক্ত টেন্ডার বা ওয়ার্ক অর্ডারে উল্লিখিত পরিমাণ পণ্য উক্ত মূল্যে সরবরাহ করা যাবে।

প্রশ্ন-৯১: ***বর্তমানে গ্যাসের প্রেসার লো হওয়ার কারণে উৎপাদিত টাইলস বেশি নষ্ট হচ্ছে, যার কারণে ওয়েস্টেজের পরিমাণ বেশি হচ্ছে। কাজেই, ওয়েস্টেজ ১০% হতে ৩০% এ বর্ধিত করার নিয়ম কি?***

উত্তর: উৎপাদিত পণ্য বিনষ্ট হলে বিধি-৪১ অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা যায়। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিনষ্ট হলে বিধি-৪১ক অনুযায়ী উপকরণ নিষ্পত্তি করা য়ায়। গ্যাসের প্রেসারের বিষয়টি যেহেতু স্থায়ী ব্যাপার নয়, তাই ওয়েস্টেজের হার বর্ধিত করে অনুমোদন না করাই শ্রেয়। তবে, আপনি চাইলে আপনার বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট নতুন মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে পারেন। সরেজমিনে পরীক্ষা করে যদি তিনি নিশ্চিত হন যে, আপনার আসলে ওয়েস্টেজের হার ৩০ শতাংশ, তাহলে তা অনুমোদন দেয়া তার দায়িত্ব। সেক্ষেত্রে গ্যাসের প্রেসার স্বাভাবিক হয়ে গেলে পুনরায় মূল্য ঘোষণা দিয়ে ওয়েস্টেজের পরিমাণ কমাতে হবে।

প্রশ্ন-৯২: ***ট্যারিফ মূল্যের উপকরণ ক্রয় করা হয়েছে। ধরা যাক, প্রকি কেজি উপকরণের ট্যারিফ মূল্য ১০০ টাকা কিন্তু উহার প্রকৃত ক্রয় মূল্য ৩০০ টাকা। ১০০ টাকা ট্যারিফ মূল্যের উপর ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে ১৫ টাকা। এই ১৫ টাকা রেয়াত নেয়া হবে। কিন্তু মূল্য ঘোষণায় উপকরণ মূল্য ১০০ টাকা লিখতে হবে না-কি ৩০০ টাকা লিখতে হবে? উল্লেখ্য, উৎপাদিত পণ্যটি ট্যারিফ মূল্যযুক্ত পণ্য নয়, স্বাভাবিকভাবে মূল্য ঘোষণা অনুমোদনযোগ্য পণ্য।***

উত্তর: আলোচ্য ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণায় উপকরণ মূল্য ৩০০ টাকা লিখতে হবে, ১০০ টাকা নয়। মূল্য ঘোষণায় উপকরণের প্রকৃত ক্রয়মূল্য উল্লেখ না করলে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় মূল্য সঠিক হবে না যা কস্টিং-এ মিলবে না। ট্যারিফ মূল্যের কোন পণ্যের জন্য যখন ভ্যাট চালান ইস্যু করা হয়, তখন ভ্যাট চালানে ট্যারিফ মূল্য এবং প্রকৃত বিক্রয় মূল্য উভয়ই উল্লেখ থাকে। ট্যারিফ মূল্যের উপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু

প্রকৃত মূল্য প্রদান করতে হয়। এই উপকরণ যখন অন্য কোন পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হবে তখন সে পণ্যের মূল্য ঘোষণা দেয়ার সময় উপকরণের প্রকৃত ক্রয়মূল্য উল্লেখ করতে হবে। কারণ, মূল্য ঘোষণায় সব উপকরণের মূল্য এবং মূল্য সংযোজন একত্রে যোগ করে ভ্যাটযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করতে হয়। উপকরণের প্রকৃত ক্রয়মূল্য উল্লেখ না করলে উৎপাদিত পণ্যের ভ্যাটযোগ্য মূল্য সঠিক হবে না। ভ্যাটযোগ্য মূল্য হলো সেই মূল্য যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে সব ধরনের উপকরণ ব্যয়, মূল্য সংযোজন এবং লাভ ইত্যাদি। উপকরণের প্রকৃত ব্যয় যদি কিছু উল্লেখ করা না হয়, তাহলে এগুলো মেলানো সম্ভব হবে না। উৎপাদনকারী পণ্য উৎপাদন করেন তা বিক্রী করে লাভ করার জন্য। তাই, তার বিক্রয়মূল্য সেরূপ হতে হবে।

১১. মূল্য ঘোষণা, মূসক-৭, এটিভি, রেয়াত

প্রশ্ন-৯৩: ***একটি নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এখনো 'মূসক-১' ফরমে মূল্য ঘোষণা দেয়া হয়নি। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের সময় 'মূসক-৭' ফরম দাখিল করা আছে। 'মূসক-৭' ফরমে উপকরণের ঘোষণা দেয়া থাকলে এটিভি মওকুফ পাবে কিনা অনুগ্রহ করে জানাবেন।*** *[আকবর হোসেন, কমার্শিয়াল ম্যানেজার, বসুমতি গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ৪৭, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।]*

উত্তর: হ্যাঁ, এমন প্রতিষ্ঠান এটিভিমুক্তভাবে উপকরণ আমদানি করতে পারবে। তবে, প্রশ্ন হলো এবিষয়টি বাস্তবায়ন করা একটু জটিল। সাধারণতঃ কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ঘোষণায় উপকরণ অন্তর্ভুক্ত থাকে। মূল্য ঘোষণা ভ্যাটের বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত থাকে। অনুমোদিত মূল্য ঘোষণার কপি আমদানি পর্যায়ে শুল্কায়নের সময় অন্যান্য দলিলাদির সাথে দাখিল করলে আমদানি স্তরে উপকরণের ওপর এটিভি আরোপ করা হয় না। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠান নতুন স্থাপিত হলে সাথে সাথেই উৎপাদিতব্য পণ্যের মূল্য ঘোষণা দিতে পারে না। কারণ, একটি পণ্যের মধ্যে কী কী উপকরণ কতটুকু পরিমাণ ব্যবহৃত হবে তা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নির্ধারণ করতে হয়। তাছাড়া, মূল্য ঘোষণা দেয়ার সময়সীমা হলো উৎপাদিত পণ্য সরবরাহের পূর্ব পর্যন্ত। তাই, কোন প্রতিষ্ঠান যখন সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানটি উপকরণ আমদানি করছে তখন প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত মূল্য ঘোষণা থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। অনুমোদিত মূল্য ঘোষণা না থাকলে আমদানি পর্যায়ে এবিষয়টি নিশ্চিত হওয়া কঠিন যে, ওই উপকরণ দিয়ে পণ্য উৎপাদন করা হবে। যদি ওই উপকরণ দিয়ে পণ্য উৎপাদন করা হয়, তাহলে উপকরণের ওপর আমদানি পর্যায়ে এটিভি আরোপ হবে না। কারণ, ওই উপকরণ হলো শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল। আর যদি ওই উপকরণ বাজারে বিক্রী করার অভিপ্রায়ে আমদানি করা হয়, তাহলে আমদানি পর্যায়ে শুল্কায়নের সময় এটিভি আদায়যোগ্য হয়। তাই, এবিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে যে, আমদানিকারক ওই আমদানিকৃত উপকরণ তার পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করবেন। তাহলে আমদানিস্তরে এটিভি

আদায়যোগ্য হবে না। এবিষয়টি কিভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়? কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হলে ভ্যাটের রেজিস্ট্রেশন নেয়ার পূর্বে বিনিয়োগ বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন নিতে হয়। বিনিয়োগ বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন নেয়ার সময় উল্লেখ করতে হয় যে, প্রতিষ্ঠানে কী কী মেশিনারী এবং স্পেয়ার পার্টস ব্যবহার হবে, কী কী কাঁচামাল ব্যবহার হবে এবং কী কী পণ্য উৎপাদন করা হবে। বিনিয়োগ বোর্ডের দেয়া অনুমোদনে এগুলো উল্লেখ থাকে। এরপর ভ্যাটের আওতায় রেজিস্ট্রেশন নিতে হয়। ভ্যাটের আওতায় রেজিস্ট্রেশন নেয়ার সময় 'মূসক-৬' এবং 'মূসক-৭' ফরম দাখিল করতে হয়। 'মূসক-৬' ফরম হলো রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন। আর 'মূসক-৭' ফরম হলো প্রতিষ্ঠানের অঙ্গন, প্লান্ট, মুলধনী যন্ত্রপাতি, ফিটিংস, উৎপাদিতব্য পণ্য, প্রদেয় সেবা ও উপকরণের বিবরণ। অর্থাৎ 'মূসক-৭' ফরমে উপকরণের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। যদি কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি এখনও মূল্য ঘোষণা না দিয়ে থাকে, তাহলে আমদানিস্তরে উপকরণ শুল্কায়নের সময় বিনিয়োগ বোর্ড প্রদত্ত অনুমোদন যেখানে উপকরণ উল্লেখ আছে এবং 'মূসক-৭' ফরম দাখিল করতে হবে। 'মূসক-৭' ফরমেও উপকরণ উল্লেখ আছে। এ দুটি ডকুমেন্ট দেখে আমদানি পর্যায়ে শুল্কায়ন কর্মকর্তা নিশ্চিত হবেন যে আমদানিকৃত উপকরণ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হবে। তাই, ওই উপকরণের ওপর এটিভি আরোপিত হবে না। মোটকথা, শুল্কায়ন কর্মকর্তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, আমদানিকৃত উপকরণ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পণ্য উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তাহলে এটিভি আরোপিত হবে না। পদ্ধতিতে অনেক সময় কোন কোন বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত থাকে না, তা থাকা সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে আইনের মূল চেতনা ঠিক রেখে সুবিবেচনা প্রয়োগ করে তাৎক্ষণিক কাজ সম্পাদন করতে হয়। এমন ধূসর বিষয়ের (gray area) সিদ্ধান্ত দ্রুত দেয়ার জন্য আইনের আওতায় উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের কিছু স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (discretionary power) দেয়া থাকে। আইনের মূল চেতনা বাস্তবায়নের জন্য এরূপ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা সুবিবেচনার সাথে প্রয়োগ করতে হয়। তাহলেই সুশাসন (good governance)প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন-৯৪: ***একটি প্রতিষ্ঠান পোল্ট্রি ইনকিউবেটর আমদানি করেছে। পোল্ট্রি ইনকিউবেটর আমদানি করার জন্য প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে বোর্ড অব ইনভেস্টমেন্ট-এর অনুমতি রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ভ্যাট বিভাগীয় দফতরে ফরম 'মূসক-৭' (অঙ্গন, প্ল্যান্ট, মূলধনী যন্ত্রপাতি, ফিটিংস, উৎপাদিতব্য পণ্য, প্রদেয় সেবা ও উপকরণের বিবরণ সম্বলিত ঘোষণাপত্র) দাখিল করেছে যেন আমদানি পর্যায়ে এ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) আরোপিত না হয়। এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত 'মূসক-৭' ফরম অনুমোদন করা যাবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোমিনুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, বাগেরহাট।]*

উত্তর: আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের 'মূসক-৭' ফরম অনুমোদন করা যাবে। ভ্যাট আদায় করা হয় পণ্য ও সেবার ওপর। পণ্যের ওপর ভ্যাট আদায় করা হয় তিনটি পর্যায়ে, যথা: (১) আমদানি পর্যায়; (২) উৎপাদন পর্যায়; এবং (৩) ব্যবসায়ী পর্যায়। পণ্য আমদানি বা উৎপাদন করার পর কয়েকটি হাত ঘুরে তা সর্বশেষ ভোক্তার হাতে পৌঁছায়। পণ্য আমদানি বা উৎপাদন থেকে শুরু করে সর্বশেষ ভোক্তা পর্যন্ত মাঝামাঝি যে বিক্রয় স্তরগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমরা ব্যবসায়ী স্তর বলি। এর মধ্যে ডিপো, ডিস্ট্রিবিউটর, কমিশন এজেন্ট, পাইকারী বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা,

ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, জেনারেল স্টোর, সুপার শপ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়। যে পণ্য আমদানি বা উৎপাদন করার পর বিক্রি করা হয়, সে পণ্যের ওপর বিক্রির সময় ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট আদায় করা হয়, যদি ওই পণ্যের ওপর ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট প্রযোজ্য থাকে। যে পণ্য আমদানি বা উৎপাদন করার পর বিক্রি করা হবে না, সে পণ্যের ওপর ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট প্রযোজ্য নয়।

ব্যবসায়ী পর্যায়ে পণ্য আসে দুটি উৎসে থেকে, যথা: (১) আমদানি; এবং (২) উৎপাদন। আমদানি করার পর যে পণ্য বিক্রি করা হবে সে পণ্যের ওপর ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট আমদানি পর্যায়ে আদায় করা হয়। এই ভ্যাটকে এ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) বলে। ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট আদায় সংক্রান্ত এসআরও নং-১২৪-আইন/২০১৫/৭৩০-মূসক, তারিখঃ ০৪ জুন, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৭ এ উল্লেখ আছে যে, কোন্ কোন্ পণ্যের ওপর আমদানি পর্যায়ে এটিভি আদায়যোগ্য হবে না। উক্ত এসআরও-এর অনুচ্ছেদ ৭(ক)-তে উল্লেখ আছে যে, নিবন্ধিত উৎপাদক যদি ফরম 'মূসক-৭' দাখিল করেন এবং যদি সেখানে আমদানিকৃত উপকরণ এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ উল্লেখ থাকুক বা না থাকুক তাহলে ওই সব উপকরণ, মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের ওপর আমদানি পর্যায়ে এটিভি আরোপিত হবে না। কারণ, ওইসব পণ্য আমদানির পর বিক্রি করা হবে না। এখানে বলা হয়েছে যে, 'নিবন্ধিত উৎপাদক' কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিধি-৫ এ বলা আছে যে, 'করযোগ্য' পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনে ব্যবহৃতব্য অঙ্গন, প্লান্ট, মূলধনী যন্ত্রপাতি ও ফিটিংস ইত্যাদির ঘোষণা 'মূসক-৭' ফরমে প্রদান করতে হবে। বিধিতে 'করযোগ্য' শব্দটি উল্লেখ থাকায় মনে হতে পারে যে, শুধুমাত্র করযোগ্য পণ্য প্রস্তুতে ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি 'মূসক-৭' ফরমে ঘোষণা দেয়া যাবে। এটিভি প্রচলিত হয়েছে ২০০৪ সাল থেকে। 'মূসক-৭' ফরম তার অনেক পূর্ব থেকে প্রচলিত রয়েছে। এটিভি আরোপ না করার অনেকগুলো মানদন্ডের মধ্যে একটি হলো 'মূসক-৭' ফরমে ঘোষণা থাকা। এর অর্থ হলো যে, আমদানির পর পণ্যটি বিক্রি হবে না। পোল্ট্রি ইনকিউবেটর আমদানিকারীর যদি বোর্ড অব ইনভেস্টমেন্ট-এর অনুমতি থাকে এবং যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইআরসি (ইমপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট) থাকে তাহলে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, পোল্ট্রি ইনকিউবেটর তিনি তার শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপন করবেন। অর্থাৎ বিক্রি করবেন না। তাই, তার 'মূসক-৭' ফরমে ঘোষণা অনুমোদন করা যাবে এবং এই আমদানির ওপর কোন এটিভি আরোপিত হবে না। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখ আছে যে, ভ্যাট আরোপিত হবে পণ্যের সরবরাহের ওপর। যদি কোন সরবরাহ কাজ সংঘটিত না হয়, তাহলে ভ্যাট আরোপিত হবে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে পোল্ট্রি ইনকিউবেটর সরবরাহ প্রদান করা হবে না। তাই, আমদানি পর্যায়ে এটিভি আদায়যোগ্য হবে না। তাই, 'মূসক-৭' ফরমে ঘোষণা অনুমোদন করা যাবে।

উল্লেখ্য, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেটের সময় "বাণিজ্যিক আমদানিকারক, ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র খুচরা ব্যবসায়ী কর্তৃক পণ্য সরবরাহের উপর আরোপনীয় মূল্য সংযোজন কর আদায় বিধিমালা, ২০১২" এ দফা (দ) সংযোজন করা হয়েছে। সে মোতাবেক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধন সনদপত্রে উল্লিখিত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ এটিভিমুক্ত হবে। তাই, বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধন সনদপত্রে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ উল্লেখ থাকলেই তা এটিভিমুক্ত হবে, 'মূসক-৭' ফরমে ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজন হবে না।

প্রশ্ন-৯৫: ***সেবা প্রদানকারী নিজে ব্যবহারের জন্য উপকরণ আমদানি করলে এটিভি আরোপিত হবে কি? যেমনঃ মিষ্টি উৎপাদনকারী যদি ফ্লেভার আমদানি করে।***

উত্তরঃ সেবা প্রদানকারীর ক্ষেত্রেও সম্প্রতি ফরম 'মূসক-৭' এ ঘোষণা প্রদানের বিধান করা হয়েছে। ইতোপূর্বে এরূপ বিধান ছিল না। ফরম 'মূসক-৭' এ ওই উপকরণ ঘোষিত থাকলে এটিভি প্রদান করতে হবে না। কারণ, উহা তার বাণিজ্যিকভাবে বিক্রির জন্য আমদানিকৃত পণ্য নয়, উহা তার সেবা প্রদানের উপকরণ।

প্রশ্ন-৯৬: ***হেলিকপ্টার আমদানি করে ভাড়া দেয়া হবে, অর্থাৎ হেলিকপ্টার সেবা প্রদান করা হবে। আমদানিকারক/সেবাপ্রদানকারী কর্তৃক ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরে 'মূসক-৭' দাখিল করা যাবে কিনা এবং দাখিল করা হলে আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম মূসক (এটিভি) মুক্তভাবে খালাস নেয়া যাবে কিনা অনুগ্রহ করে জানাবেন*** *[মোঃ আলমগীর হোসেন জর্দার, উপ-ব্যবস্থাপক, বিআরবি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, রোড নং- ৬, বাড়ি নং- ১০/বি, ধানমন্ডি, ঢাকা।]*

উত্তরঃ 'চার্টার্ড বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা' মূল্য সংযোজন কর আইনের আওতায় একটি সেবা হিসেবে বিবেচিত। সেবার কোড এস০৫৮.০০। এই সেবার ব্যাখ্যা হলো: "চার্টার্ড বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যিনি পণের বিনিময়ে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে চার্টারে বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদান করেন।" অর্থাৎ বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদান করা একটি ভ্যাটযোগ্য সেবা। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। অর্থাৎ ভাড়ার ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। এই সেবার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান আছে। অর্থাৎ এই সেবা যদি কোন সরকারি, আধাসরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যাংক, বীমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়, তাহলে সেবা গ্রহণকারী বিল পরিশোধের সময় প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে।

মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৯(৫) অনুসারে ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধন নিতে দায়বদ্ধ ব্যক্তিকে নিবন্ধনের আবেদনপত্রের সাথে ফরম 'মূসক-৭'-এ করযোগ্য পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদন বা সেবা প্রদান বা ক্রয়-বিক্রয় বা মজুদকরণে ব্যবহৃতব্য অঙ্গন, প্লান্ট, মূলধনী যন্ত্রপাতি ও ফিটিংস এবং উৎপাদিতব্য পণ্য বা প্রদেয় সেবা ও উহার প্রধান উপকরণসমূহের বিবরণ সংবলিত ঘোষণাপত্র প্রদান করতে হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১২৪-আইন/২০১৫/৭৩০-মূসক, তারিখঃ ০৪ জুন, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৭(ক) অনুসারে এরূপভাবে ঘোষিত উপকরণ ও মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের ওপর আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম ভ্যাট আদায়যোগ্য হবে না। মূলধনী যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত জাতীয়

রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৩৫-আইন/২০১৫/১৫/কাস্টমস, তারিখঃ ০৪ জুন, ২০১৫-তে হেলিকপ্টার অন্তর্ভুক্ত নেই। তাই, হেলিকপ্টার বর্তমান বিধিবিধান অনুসারে মূলধনী যন্ত্রপাতি হিসেবে বিবেচিত হবে না। তাই, সে অনুসারে হেলিকপ্টার আমদানি করলে আমদানি পর্যায়ে এটিভি প্রযোজ্য হয়। কিন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ২১/মূসক/২০০৪, তারিখঃ ২২/০৭/২০০৪ এর অনুচ্ছেদ নং ১(২)(খ) অনুসারে, সেবা প্রদানকারী কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যের ওপর এটিভি আদায়যোগ্য হবে না। উক্ত আদেশের অনেক অংশ বর্তমান বিধিবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও আদেশটি এখনও বহাল আছে। আরো উল্লেখ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৩৫-আইন/২০১৫/১৫/কাস্টমস, তারিখঃ ০৪ জুন, ২০১৫ এ বর্ণিত পণ্যসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ০৭/মূসক/২০০৬, তারিখঃ ০৮/০৬/২০০৬ অনুসারে কেবলমাত্র বাংলাদেশে প্রস্তুত বা উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূলধনী যন্ত্রপাতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেবা প্রদানের জন্য যখন কোন যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয় সেক্ষেত্রে বর্ণিত এসআরওটি সংশ্লিষ্ট নয়। তাই, হেলিকপ্টার ভাড়া সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে হেলিকপ্টার আমদানি করা হলে হেলিকপ্টার উক্ত এসআরওতে অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা তা বিবেচনার বিষয় নয়। এখানে হেলিকপ্টার মূলধনী যন্ত্রপাতি নয় বরং সেবা প্রদানের জন্য হেলিকপ্টারটি একটি উপকরণ। এই উপকরণ আমদানিকারকের সেবা প্রদানের কাজে ব্যবহৃত হবে। তাই, আমদানিকারক 'মূসক-৭' ফরমে হেলিকপ্টারের ঘোষণা প্রদান করতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রে এটিভি প্রযোজ্য হবে না মর্মে আমার অভিমত।

এটিভি সংক্রান্ত সকল বিধিবিধানের উদ্দেশ্য হলো, যেসব পণ্য আমদানি করার পর বিক্রি করা হবে, সেসব পণ্যের ওপর এটিভি আদায় নিশ্চিত করা। এটিভি শব্দের অর্থ হলো এ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট। অর্থাৎ ট্রেডিং পর্যায়ে যে ভ্যাট পরিশোধ করার প্রয়োজন হবে সে ট্রেড ভ্যাট অগ্রিম আমদানি পর্যায়ে আদায় করে নেয়া। এরূপ এ্যাডভান্স ভ্যাট নেয়ার অনেক কারণ আছে। যাহোক, যে পণ্য আমদানি করার পর বিক্রি করা হবে না, অর্থাৎ যে পণ্যের ওপর ট্রেডিং পর্যায়ে কোন ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না, সে পণ্যের ওপর এটিভি আদায় করা আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থার মূল নীতিমালার পরিপন্থী। সামগ্রিক বিবেচনায় যে পণ্য বিক্রির জন্য আমদানি করা হয়নি সে পণ্যের ওপর এটিভি আদায় করা সমীচীন নয়। হেলিকপ্টার আমদানি করে ভাড়া দেয়া হবে, অর্থাৎ হেলিকপ্টার ভাড়া সেবা প্রদান করা হবে। তাই, এক্ষেত্রে এটিভি প্রযোজ্য না হওয়াই সমীচীন।

প্রশ্ন-৯৭: ***আমরা গাড়ি আমদানি করি। আমরা গাড়ির মূল্য ঘোষণা দেই এবং ১৫ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রি করি। আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত ১৫ শতাংশ ভ্যাট এবং ৪ শতাংশ এটিভি আমরা রেয়াত নেই। এভাবেই আমরা কাজ করে আসছি। সম্প্রতি মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে গেলে বিভাগীয় কর্মকর্তা জানান যে, আমদানি পর্যায়ের এটিভির ভিত্তি ২৬.৬৭ শতাংশ ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য ঘোষণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা না হলে এটিভি রেয়াত দেয়া হবে না। এবিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোঃ ওবাইদুর রহমান, সিনিয়র এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার (ভ্যাট), নাভানা লিঃ, ২০৫-২০৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।]*

উত্তর: বিভাগীয় কর্মকর্তা যদি এমন কথা বলে থাকেন তাহলে তিনি সঠিক বলেননি। আমদানি করার পর যে ব্যবসায়ী মূল্য ঘোষণা প্রদান করেন, ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করেন এবং ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করে পণ্য বিক্রি করেন, তিনি আমদানি পর্যায়ে প্রদত্ত ১৫ শতাংশ ভ্যাট এবং ৪ শতাংশ এটিভি রেয়াত নেবেন। মূল্য ঘোষণা দেয়ার সময় তিনি প্রকৃত মূল্য সংযোজনের পরিমাণ উল্লেখ করবেন। প্রকৃত মূল্য সংযোজনসহ ঘোষিত সর্বমোট মূল্যের ওপর তিনি ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করে, ভ্যাট চালান ইস্যু করে পণ্য বিক্রি করবেন। মূল্য ঘোষণায় প্রকৃত মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ২৬.৬৭ শতাংশের কম বা বেশি হতে পারে। এখানে বিভাগীয় কর্মকর্তার দেখার বিষয় হলো, প্রকৃত মূল্য সংযোজনের পরিমাণ সঠিক আছে কিনা। ব্যবসায়ী কোন মূল্য সংযোজন গোপন করেছেন কিনা তা বিভাগীয় কর্মকর্তার অনুসন্ধানের বিষয়। বিভাগীয় কর্মকর্তা যদি নিশ্চিত হন যে, ব্যবসায়ী পর্যায়ে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ২৬.৬৭ শতাংশের কম, তাহলে উক্ত কম মূল্য সংযোজনসহ বিক্রয়মূল্য তিনি অনুমোদন করবেন। অনুমোদিত মূল্যের ভিত্তিতে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করে পণ্য বিক্রি করতে হবে। আমদানি পর্যায়ে প্রদত্ত ৪ শতাংশ এটিভি যা ইতোপূর্বে রেয়াত নেয়া হয়েছে তা যথার্থ আছে - তা আর কর্তন বা সমন্বয় করতে হবে না।

একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, এক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হওয়া উচিৎ ছিল এমন,- আমদানি পর্যায়ে শুধুমাত্র ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রদান করতে হবে - কোন এটিভি প্রদান করতে হবে না। আমদানি পর্যায়ে প্রদত্ত ১৫ শতাংশ ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে। আমদানি পরবর্তী বিক্রয় পর্যায়ে প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রদান করতে হবে। এই স্বাভাবিকতাকে কিছুটা বিকৃত করে নানা কারণে এ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) পদ্ধতি প্রচলন করা হয়েছে। এটিভি ব্যবস্থার অর্থ হলো ব্যবসায়ী পর্যায়ে পরিশোধযোগ্য ভ্যাট আমদানি পর্যায়ে অগ্রীম আদায় করে নেয়া। আমদানি পর্যায়ে অগ্রীম ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট আদায় করতে গিয়ে ব্যবসায়ী পর্যায়ে আনুমানিক মূল্য সংযোজন ধরা হয় ২৬.৬৭ শতাংশ। ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য ঘোষণা প্রদান করার সময় প্রকৃত মূল্য সংযোজনের পরিমাণ নিশ্চিত হওয়া গেলে আমদানি পর্যায়ের আনুমানিক মূল্য সংযোজন নিরর্থক হয়ে যায়। ব্যবসায়ী পর্যায়ে প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে ভ্যাট পরিশোধ করলে উপরে বর্ণিত স্বাভাবিকতা বজায় থাকে। আমদানি পর্যায়ের আনুমানিক মূল্য সংযোজনের পরিমাণকে ব্যবসায়ী পর্যায়ের প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ওপরে গুরুত্ব দেয়া অযৌক্তিক এবং ভ্যাট ব্যবস্থার মূল নীতিমালার পরিপন্থী।

ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট আদায় সংক্রান্ত বর্তমানে প্রচলিত এসআরও নং ১২৪-আইন/২০১৫/ ৭৩০-মূসক, তারিখঃ ০৪ জুন, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ নং-১৪ অনুসারে, "সরবররাহ পর্যায়ে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর অপেক্ষা গৃহীত রেয়াতের পরিমাণ বেশী হইলে তিনি আইনের ধারা ৬৭ ও মূসক বিধিমালার বিধি ৩৪ক ও বিধি ৩৪খ অনুসরণপূর্বক অতিরিক্ত পরিশোধিত কর ফেরত দাবী করিতে পারিবেন।" অর্থাৎ আমদানি পরবর্তী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কম হতে পারে। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত গৃহীত রেয়াত আমদানিকারক ফেরত দাবি করতে পারেন। তাই, আমদানি পর্যায়ের অনুমিত ২৬.৬৭ শতাংশ মূল্য সংযোজন ব্যবসায়ী পর্যায়ে না হলে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত এটিভি রেয়াত না দেয়া কোন মাপকাঠিতেই

যুক্তিযুক্ত নয়। ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন হতে হবে প্রকৃত হারে। বিভাগীয় কর্মকর্তাকে প্রকৃত মূল্য সংযোজনের হার বা পরিমাণ নিশ্চিত হতে হবে। এখানে কোন স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করা (যা আইনে নেই) সুশাসনের পরিপন্থী বলে আমার অভিমত।

প্রশ্ন-৯৮: ***'মূসক-৭' ফরমে উল্লেখ নেই এমন উপকরণ ক্রয় করা হয়েছে। পূর্বের মূল্য ঘোষণায় উল্লেখ নেই। রেয়াত পাবে কি-না?***
উত্তর: রেয়াত পাবে যদি উপকরণটি প্রথম আমদানি হয়। পরবর্তী মূল্য ঘোষণায় অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। 'মূসক-৭' এর সাথে আমদানি পর্যায়ে এটিভি সম্পর্কিত। রেয়াত সম্পর্কিত নয়। যে উপকরণ পূর্বে আমদানি করা হয়নি তা মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত না থাকাই স্বাভাবিক। তাই, পরবর্তী মূল্য ঘোষণায় উল্লেখ করতে হবে। তবে, দুই কর মেয়াদের মধ্যে মূল্য ঘোষণা প্রদান করে রেয়াত নেয়া উত্তম।

প্রশ্ন-৯৯: ***একটি প্রতিষ্ঠান রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটকে সফটওয়্যার সরবরাহ দিয়েছে। সফটওয়্যারটি আমদানিকৃত। আমদানির সময় এটিভি কর্তন করেছে। এরপর রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট সর্বমোট মূল্যের ওপর ভ্যাট কর্তন করেছে। ভ্যাট দুবার কেন দিতে হলো?***
উত্তর: টেন্ডারের বিপরীতে সরবরাহ দেয়ার জন্য যদি কেউ আমদানি করে তাহলে উক্ত পণ্য শুল্কায়ন করার সময় আমদানি পর্যায়ে অন্যান্য ডকুমেন্টের সাথে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে। টেন্ডার ডকুমেন্ট আমদানি পর্যায়ে দাখিল করলে এটিভি কর্তন করবে না। সরবরাহ পর্যায়ে যোগানদার হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন হবে। আমদানি পর্যায়ে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করেনি তাই, এটিভি কর্তন করেছে। আমদানি পর্যায়ে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করলে শুধুমাত্র একবার ভ্যাট কর্তন করা হতো। সরবরাহ গ্রহণকারী উৎসে ভ্যাট কর্তন করতো। এ বিষয়টি জানা না থাকার কারণে আবার অনেক সময় দ্রুত শুল্কায়ন করার প্রয়োজনে অনেকে আমদানি পর্যায়ে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করে না। ফলে, আমদানি পর্যায়ে এটিভি আদায় করা হয়। এভাবে দুবার ভ্যাট কর্তন হয়ে গেলে নিয়ম হলো আমদানি পর্যায়ে ভুলক্রমে পরিশোধিত এটিভি ফেরৎ নেয়ার জন্যে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে রিফান্ড আ্যাবেদন দাখিল করা।

প্রশ্ন-১০০: ***আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত অগ্রীম আয়কর মূল্য ঘোষণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে কি?***
উত্তর: আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত অগ্রীম আয়কর (এআইটি) পণ্যের মূল্য ঘোষণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে না। দু'টি কর মূল্য ঘোষণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে না। একটি হলো - উপকরণের ওপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট); এবং অন্যটি হলো - উপকরণের ওপর পরিশোধিত অগ্রীম আয়কর। ভ্যাট অর্থ এটিভিও। এর কারণ হলো, উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট উৎপাদক রেয়াত নিয়ে নেন। এই ভ্যাট তার উৎপাদন খরচ নয়। তিনি যখন পণ্য বিক্রি করেন তখন উক্ত পণ্যের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট পণ্য ক্রেতার নিকট থেকে আদায় করে নেন। তাই, এই পণ্যের মূল্যের মধ্যে উপকরণের ওপর প্রদত্ত ভ্যাট উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা-৫ এর উপধারা-২ এ ইহা উল্লেখ আছে। একই কারণে উপকরণের ওপর পরিশোধিত অগ্রীম আয়কর মূল্য ঘোষণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে না। কারণ, উক্ত

অগ্রীম আয়কর আমদানিকারক/ উৎপাদকের খরচ নয়। তিনি তার বার্ষিক আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সময় তার প্রদেয় আয়করের বিপরীতে অগ্রীম প্রদত্ত আয়কর রেয়াত/সমন্বয় করে নেবেন। তাই, উপকরণের ওপর প্রদত্ত অগ্রীম আয়কর তার উৎপাদন খরচ নয় বিধায় মূল্য ঘোষণায় উহা উল্লেখ করতে হবে না।

প্রশ্ন-১০১: ***আমরা বাণিজ্যিক আমদানিকারক। আমরা লুব্রিক্যান্টস আমদানি করে মূল্য ঘোষণা দিয়ে বিক্রী করি। আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত ১৫ শতাংশ মূসক এবং ৪ শতাংশ অগ্রীম মূসক (এটিভি) আমরা রেয়াত নেই। আমাদের পণ্যের মূল্য সংযোজনের হার ২৬.৬৭ শতাংশের চেয়ে কোন আইটেমে কম হয়, আবার কোন আইটেমে বেশি হয়। যে আইটেমে মূল্য সংযোজন বেশি হয় সে আইটেমে কোন সমস্যা হয় না। সেক্ষেত্রে আমরা অতিরিক্ত মূসক পরিশোধ করি। যে আইটেমে মূল্য সংযোজন ২৬.৬৭ শতাংশের চেয়ে কম হয় সে আইটেমের ক্ষেত্রে পার্থক্যজনিত মূসক আমরা পজিটিভ সমন্বয় পাবো, কারণ আমদানি পর্যায়ে আমরা ২৬.৬৭ শতাংশ অনুমিত মূল্য সংযোজনের ওপর এটিভি পরিশোধ করেছি। আমরা মূল্য ঘোষণা দেই আমদানি পর্যায়ে মূসকযোগ্য মূল্যের ভিত্তিতে। অর্থাৎ আমদানি পর্যায়ে মূসকযোগ্য মূল্যের ওপর আমরা মূল্য সংযোজন করি। কিন্তু মূসক বিভাগীয় দপ্তর থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, যেহেতু আমরা আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত ১৫ শতাংশ মূসক এবং ৪ শতাংশ এটিভি রেয়াত নেই, সেহেতু আমাদেরকে আমদানি পর্যায়ে এটিভি আরোপযোগ্য মূল্যের উপর আবার মূল্য সংযোজন করে মূল্য ঘোষণা দিতে হবে। আমার মতে, তাহলে একই পণ্যের ওপর দুবার মূল্য সংযোজন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আমাদের আইনসঙ্গত করণীয় কি অনুগ্রহ করে জানালে বাধিত হবো। [সঞ্জিত মন্ডল, সহকারী ম্যানেজার, সিগমা লুব্রিক্যান্টস, ৫৮/৬০ নর্থব্রুক হলরোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০]***
উত্তর: আপনাদের পদ্ধতি সঠিক আছে। আপনার বর্ণনামতে ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর থেকে যা বলা হয়েছে তা সঠিক নয়। আপনার বর্ণিত বিষয়ের কয়েকটি দিকে আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমত, কোন মূল্যের ভিত্তিতে আপনারা আদানিকৃত লুব্রিক্যান্টস এর মূল্য ঘোষণা প্রদান করবেন সেবিষয়ে আলোচনা করা দরকার। সাধারণতঃ আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট আরোপযোগ্য মূল্যকে ভিত্তিমূল্য বিবেচনা করে তার সাথে মূল্য সংযোজন করে মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হয়। তবে, আরো সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, আমদানি পর্যায়ে শুল্কায়নযোগ্য মূল্যের সাথে সকল প্রকার ডিপোজিট (কাস্টমস ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক, রেগুলেটরী ডিউটি, মূসক, এটিভি, এআইটি ইত্যাদি) যোগ করতে হবে। যোগফল থেকে রেয়াতযোগ্য ডিপোজিট (ভ্যাট, এটিভি, এআইটি ইত্যাদি) বিয়োগ করতে হবে। বিয়োগ করে যে মূল্য পাওয়া যাবে তা হলো পণ্যের আমদানিমূল্য। আমদানির পর মূল্য ঘোষণা দেয়ার সময়, এই মূল্যের সাথে মূল্য সংযোজন করতে হবে। আমদানি পর্যায়ে মূসক আরোপযোগ্য মূল্যের সাথে ২৬.৬৭ শতাংশ অনুমিত মূল্য সংযোজন যোগ করে তার ওপর এটিভি আরোপ করা হয়। এটিভি আরোপযোগ্য মূল্য কখনই মূল্য ঘোষণার ভিত্তিমূল্য নয়। দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যিক আমদানিকারক প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে মূল্য ঘোষণা প্রদান করে পণ্য বিক্রী করলে তিনি আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত মূসক এবং এটিভি রেয়াত পাবেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-২৪২-আইন/২০১২/৬৫৯-মূসক, তারিখ: ২৮ জুন,

২০১২ এর মূল চেতনা তাই। বর্তমান এসআরও নং-১২৪-আইন/২০১৫/৭৩০-মূসক, তারিখঃ ০৪ জুন, ২০১৫ তে একইরূপ। তৃতীয়ত, বাণিজ্যিক আমদানিকারক মূল্য ঘোষণা দেয়ার ক্ষেত্রে "মূসক-১খ" ফরমে মূল্য সংযোজন একবারে লিখবে নাকি ব্রেক-আপ দিয়ে লিখবে। এই ফরমে ব্রেক-আপ দেয়ার সংস্থান না থাকায় বিভাগীয় কর্মকর্তা আলাদাভাবে ব্রেক-আপ চাইতে পারেন।
ওপরে আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা দেয়ার জন্য ভিত্তিমূল্য কি হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে মূল্য ঘোষণা প্রদান করে পণ্য বিক্রী করলে বাণিজ্যিক আমদানিকারক আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত মূসক ও এটিভি রেয়াত পাবেন।

১২. ট্যারিফ মূল্য

প্রশ্ন-১০২: ***আমরা বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা) এর ভ্যাট পরামর্শক। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি টেন্ডারের বিপরীতে গুড়া দুধ সরবরাহ করে। গুড়া দুধের ট্যারিফ মূল্য রয়েছে ১০০ (একশত টাকা) কেজি। উক্ত মূল্যে তারা ভ্যাট পরিশোধ করে। কিন্তু একটি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে টেন্ডার মূল্য ছিল ২৩৭ টাকা কেজি। স্থানীয় ও রাজস্ব নিরীক্ষা অধিদপ্তর এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করেছে যে, টেন্ডার মূল্যের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। অনুগ্রহ করে এ বিষয়ে মতামত দিন।*** *[লাজিমা হাসানাৎ চৌধুরী, এ্যাডভোকেট, এম.আর. চৌধুরী ল' চেম্বার, ৮১/বি সেগুনবাগিচা, ঢাকা।]*

উত্তর: আলোচ্য ক্ষেত্রে ট্যারিফ মূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা সঠিক আছে। তাই, অডিট আপত্তিটি সঠিক নয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থায়ী আদেশ নং-৬/মূসক/৯২ তারিখঃ ২১/০১/১৯৯২ এর মাধ্যমে টেন্ডার মূল্যকে ভ্যাট প্রদানের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতে অনুরোধ করা হয়েছে সত্য। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উক্ত আদেশটি সকল ধরনের মূল্য অনুমোদনের সাথে একিভূত করে দেখা সঠিক নয়। উক্ত আদেশে বলা আছে যে, মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১) অনুসারে এ যাবৎ মূল্য অনুমোদন করা হতো। উক্তরূপে মূল্য অনুমোদিত থাকলেও যদি টেন্ডারের মাধ্যমে হ্রাসকৃত বা বর্ধিত মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা হয়, তাহলে টেন্ডারমূল্যের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। আইনের ধারা ৫ এ মূল্য নির্ধারণ বিষয়ে আরো কতিপয় পদ্ধতি রয়েছে। উক্ত পদ্ধতিসমূহের ক্ষেত্রে উক্ত আদেশটি প্রযোজ্য হবে না। যদি পণ্যের ঘোষিত মূল্যের চেয়ে হ্রাসকৃত বা বর্ধিত মূল্যে টেন্ডারের মাধ্যমে কোন পণ্য সরবরাহ করা হয়, তাহলে উক্ত সাধারণ আদেশের বিধান প্রযোজ্য হবে। ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৭) অনুসারে মূল্য অনুমোদন সংক্রান্ত ধারা ৫ এর অন্যান্য বিধানাবলীর অতিরিক্ত ট্যারিফ মূল্যের বিধান করা হয়েছে। ট্যারিফ মূল্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য হওয়ায় এই মূল্য অধিকতর গুরুত্ব বহন করে। বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট দাখিলকৃত মূল্য শুধুমাত্র নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। ট্যারিফ মূল্য সারাদেশের সমজাতীয় সব পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

তাছাড়া, ট্যারিফ মূল্যের পণ্য সরবরাহকারী কোন উপকরণ কর রেয়াত পান না। একারণেই ট্যারিফ মূল্য প্রকৃত বিক্রয় মূল্যের চেয়ে অনেক কম হয়। বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট ঘোষিত মূল্যের ক্ষেত্রে এবং টেন্ডার মূল্যে ভ্যাট পরিশোধের ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যায়। তাই, ট্যারিফ মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উক্ত আদেশটি প্রযোজ্য হবে না। ট্যারিফ মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে ট্যারিফ মূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। প্রকৃত বিক্রয় মূল্য যাই হোক না কেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-২(২)মূসক-বাস্ত:সেবা ও আব:/২০০৩/০৬ তারিখঃ ২৭/০১/২০০৭ এ বর্ণিত আছে যে, ট্যারিফ মূল্যের ড্রাইভিং লাইসেন্স এর জন্য ট্যারিফ মূল্যে ভ্যাট প্রদান করতে হবে। ট্যারিফ মূল্যের পণ্য যে মূল্যেই বিক্রি হোক না কেন ট্যারিফ মূল্যে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। যদি ট্যারিফ মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্যটি বিক্রি করা হয়, তাহলেও ট্যারিফ মূল্যে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-১০৩: ***মোশান অটোমোবাইলস লিঃ ট্রাকের চেসিস আমদানি করে। আমদানি করার পর বডি নির্মাণ করে, চেসিসের সাথে সংযুক্ত করে পূর্ণাঙ্গ ট্রাক নির্মাণ করে। ট্রাকের ক্ষেত্রে ট্যারিফ ভ্যালু রয়েছে। কিন্তু আমরা মূল্য ঘোষণা দিয়ে ভ্যাট প্রদান করছি। ট্যারিফ ভ্যালুতে ভ্যাট প্রদান করা যাবে কি-না অনুগ্রহ করে জানাবেন।*** *[মোঃ শহিদুল ইসলাম, এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার (ফাইন্যান্স এ্যান্ড এ্যাকাউনন্টস), মোশান অটোমোবাইলস লিঃ, হাউস-৪৩, সড়ক-১৪, ব্লক-জি, নিকেতন, ঢাকা।]*

উত্তর: আলোচ্য ক্ষেত্রে পণ্যটি অর্থাৎ ট্রাক ট্যারিফ মূল্যে সরবরাহ করতে হবে। ট্যারিফ মূল্যের ক্ষেত্রেও মূল্য ঘোষণা দিতে হয়। ট্যারিফ মূল্যের ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা দেয়ার ফরম হলো 'মূসক-১ক'। এই ফরমটি একটি সংক্ষিপ্ত ফরম। এখানে ৬টি মাত্র কলাম রয়েছে। এখানে শুধুমাত্র উপকরণ সংক্রান্ত ঘোষণা প্রদান করতে হয়। যেহেতু পণ্যটির ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা আছে, তাই মূল্য সংক্রান্ত কোন ঘোষণা প্রদান করতে হয় না। মূল্য ঘোষণা বলতে আপনি কি বুঝিয়েছেন তা আপনার প্রশ্নে স্পষ্ট নয়। মূল্য ঘোষণা বলতে যদি আপনি 'মূসক-১ক' ফরমে মূল্য ঘোষণা প্রদান বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে এখানে বিধি-বিধানের কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। আর মূল্য ঘোষণা বলতে আপনি যদি 'মূসক-১' ফরমে মূল্য ঘোষণা বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে এক্ষেত্রে বিধি-বিধানের ব্যত্যয় হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১২/মূসক/২০১৭, তারিখঃ ০১ জুলাই, ২০১৭ অনুসারে পণ্যের উৎপাদন পর্যায়ে ট্যারিফ ভ্যালু নির্ধারণ করা আছে। যে পণ্যের ট্যারিফ ভ্যালু নির্ধারণ করা আছে, সে পণ্য 'মূসক-১ক' ফরমে মূল্য ঘোষণা দিয়ে ট্যারিফ মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রী করতে হবে। এক্ষেত্রে উপকরণের ওপর পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে না। ট্যারিফ মূল্যের পণ্যের উৎপাদক যদি উপকরণ কর রেয়াত নিতে চান, তাহলে তিনি ট্যারিফ মূল্য ব্যতীত স্বাভাবিকভাবে মূল্য ঘোষণা দিয়ে পণ্য সরবরাহ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে তিনি উপকরণ কর রেয়াত পাবেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে কার্যক্রমটি উৎপাদন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-২ এর দফা (থ) অনুসারে বর্ণিত কার্যক্রমটি উৎপাদন কার্যক্রমের আওতাভুক্ত। উৎপাদন পর্যায়ে ট্রাকের ট্যারিফ মূল্য নির্ধারিত আছে। তাই, এক্ষেত্রে 'মূসক-১ক' ফরমে মূল্য ঘোষণা দিতে হবে এবং ট্যারিফ মূল্যে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-১০৪: ***ট্যারিফ মূল্যের পণ্য টার্নওভার কর দিতে পারবে কি-না?***

উত্তর: না, পারবে না। ট্যারিফ মূল্য সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ নং ১২/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর শর্ত (১) এ বলা আছে যে, ট্যারিফ মূল্য কেবল মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক নিরূপনের জন্য নির্ধারিত মূল্য। তাই, টার্নওভার কর নির্ধারণের জন্য ট্যারিফ মূল্য নয়।

প্রশ্ন-১০৫: ***বিভিন্ন ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব এর ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা আছে। উৎপাদন পর্যায়ে ট্যারিফ মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করা হয়। অনেকে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী টিউব লাইট উৎপাদন করে থাকে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী টিউব লাইটের ক্ষেত্রেও একইভাবে ট্যারিফ মূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা যাবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।***

উত্তর: হ্যাঁ, করা যাবে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব এর এইচএস কোড ৮৫৩৯.৩১.১০। ফ্লুরেসেন্ট হট ক্যাথোড প্রযুক্তি সম্পন্ন ল্যাম্প এই এইচএস কোডের আওতায় পড়বে। বাল্ব, ল্যাম্প, লাইট যাই হোক না কেন তা ফ্লুরেসেন্ট হট ক্যাথোড প্রযুক্তি সম্পন্ন হলে অর্থাৎ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হলে তা ৮৫৩৯.৩১.১০ এইচএস কোডের আওতায় পড়বে এবং ট্যারিফ মূল্যের ভিত্তিতে উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট প্রদান করা যাবে।

১৩. ভ্যাট ক্যালকুলেশন

প্রশ্ন-১০৬: ***আমরা একটি উৎপাদন ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। আমরা বিলে সর্বমোট মূল্য উল্লেখ করি। আমাদের বিল থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন নিয়ে প্রায়ই জটিলতা হয়। কোন কোন প্রতিষ্ঠান আমাদের সর্বমোট মূল্য থেকে ভ্যাট কর্তন করে নেয়। আবার, কোন কোন প্রতিষ্ঠান আমাদের বিলের সাথে নিজেরা ভ্যাট যোগ করে। অতঃপর ভ্যাট কর্তন করে আমাদের পেমেন্ট করে। অর্থাৎ আমাদের বিল এ্যামাউন্ট আমাদেরকে প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে আইনের সঠিক বিধান কি অনুগ্রহ করে জানাবেন।*** *[নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক পাঠক।]*

উত্তর: ভ্যাট চালান ইস্যু করার নিয়ম হলো পণ্যের মূল্য এবং ভ্যাট আলাদা করে লিখতে হবে, এরপর এদুটি যোগ করে সর্বমোট মূল্য লিখতে হবে। উৎপাদক-সরবরাহকারীর ক্ষেত্রে বর্তমান বিধান অনুসারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং-০২ এর উপানুচ্ছেদ (২) এর দফা (ক) অনুসারে, কোন উৎপাদক বা ব্যবসায়ী ভ্যাট চালানসহ পণ্য সরবরাহ দিলে ওই সরবরাহ যোগানদার কর্তৃক প্রদত্ত সরবরাহ হিসেবে বিবেচিত হবে না বিধায় এরূপ সরবরাহের ওপর থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। তাই, আপনারা যদি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকেন এবং যদি ভ্যাট চালান ইস্যু করে পণ্য সরবরাহ করে থাকেন, তাহলে ক্রেতা প্রতিষ্ঠান আপনাদের সরবরাহ মূল্য থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে না। তারা ভ্যাটসহ আপনাদের সমুদয় মূল্য পরিশোধ করবে।

ভ্যাট-অন্তর্ভুক্ত মূল্য থেকে ভ্যাট কর্তন করতে হবে, নাকি ভ্যাট-বহির্ভুত মূল্য থেকে ভ্যাট কর্তন করতে হবে এমন সমস্যা হয় সাধারণতঃ চুক্তির ভিত্তিতে কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে। চুক্তিতে সাধারণতঃ এবিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে না। তাই, চুক্তি অনুযায়ী পণ্য বা সেবা সরবরাহ দেয়ার পর বিল পরিশোধের সময় সমস্যা হয়। প্রথমত, সমস্যা হয় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না তা স্পষ্টভাবে না জানা বা চুক্তিতে উল্লেখ না থাকার কারণে। দ্বিতীয়ত, মূল্য ভ্যাট-অন্তর্ভুক্ত না ভ্যাট-বহির্ভুত তা উল্লেখ না থাকার কারণে। তাই, চুক্তিতে এ বিষয়সমূহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। চুক্তিমূল্য হতে ভ্যাট কর্তন করতে হবে নাকি চুক্তিমূল্যের অতিরিক্ত ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে তা চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে। যদি ভ্যাটের হার পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে পরিবর্তিত হার অনুসারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে তাও চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে। আয়কর কর্তন সংক্রান্ত বিষয়ও একইভাবে চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে। যদি চুক্তিতে উল্লেখ না থাকে, তাহলে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসারে উৎসে ভ্যাট কর্তন প্রযোজ্য হলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। সেক্ষেত্রে চুক্তিমূল্য থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে নাকি ভ্যাটের অর্থ অতিরিক্ত পরিশোধ করতে হবে তা ক্রেতা এবং বিক্রেতার সিদ্ধান্তের বিষয়। তবে, ভ্যাট পরিশোধ করবে পণ্য বা সেবার ভোক্তা এ বিষয়টি সবসময় স্মরণে রাখতে হবে।

প্রশ্ন-১০৭: ***একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাবীকৃত বিলের ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য ২,৭১,২৫০ টাকা। বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে (২,৭১,২৫০ × ১৫%) = ৪০,৬৮৮ টাকা। আয়কর কর্তন করা হয়েছে (২,৭১,২৫০ × ১%) = ২,৭১৩ টাকা। সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভ্যাট কর্তনের দাবী (২,৭১,২৫০ ÷ ১১৫ × ১০০) = ২,৩৫,৮৭০ × ১৫% = ৩৫,৩৮০ টাকা এবং আয়কর কর্তনের দাবী ২,৩৫,৮৭০ × ১% = ২,৩৫৮ টাকা। উপরের কোন হিসাবটি সঠিক?*** *[মোঃ শফিকুল ইসলাম, হিসাব রক্ষক, রুরাল পাওয়ার কোং লিঃ।]*

উত্তর: সঠিক হিসাব হলো ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য ২,৭১,২৫০ টাকাকে ভ্যাট ফ্যাক্টর (৭.৬৬৬৬) দিয়ে ভাগ করলে ১৫% ভ্যাট পাওয়া যাবে ৩৫,৩৮১ টাকা। ইহা উৎসে কর্তন করতে হবে। ২,৭১,২৫০ টাকার ১% হবে ২,৭১৩ টাকা। ইহা উৎসে আয়কর হিসেবে কর্তন করতে হবে। অর্থাৎ ভ্যাট এবং আয়কর কর্তনের জন্য হিসাব করতে হবে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত সর্বমোট মূল্যের ওপর। ভ্যাট কর্তন করার পর যে মূল্য অবশিষ্ট থাকে সে মূল্যের ওপর আয়কর কর্তন করতে হবে না। অনেকে এরূপ করে থাকেন, যা আয়কর আইনসম্মত নয় বলে জেনেছি। তবে, আমি ভ্যাট বিষয়ে প্রশ্নের জবাব প্রদান করে থাকি। আয়কর আমার পেশাগত বিষয় নয়। তাই, আয়কর বিষয়ে কোন আয়কর পেশাদারের পরামর্শ নেয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

প্রশ্ন-১০৮: ***নির্মাণ সংস্থার ক্ষেত্রে ২ জুনের পূর্বে কাজ শেষ হয়েছে। এখন বিল দিতে যেয়ে ৬ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে চায়। কত শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে? ৫.৫ শতাংশ না-কি ৬ শতাংশ?***

উত্তর: যখন সেবা প্রদান করা হয়, যখন সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট চালানপত্র প্রদান করা হয়, যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পাওয়া যায়। এই তিনটি কার্যক্রমের মধ্যে যা সর্বাগ্রে ঘটে সাধারণতঃ তখনকার করহার প্রযোজ্য হবে। তবে, উৎসে ভ্যাট কর্তনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪কক) অনুসারে, উৎসে ভ্যাট কর্তনের ক্ষেত্রে যখন মূল্য বা কমিশন পরিশোধ করা হয়, তখন ভ্যাটের যে হার প্রযোজ্য থাকবে সে হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। অর্থ আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে এই সংশোধনী আনা হয়েছে। এক্ষেত্রে সেবা প্রদান করার কাজটি ২ জুনের পূর্বে শেষ হলেও যেহেতু ২ জুন তারিখের পর মূল্য পরিশোধ করা হচ্ছে সেহেতু ভ্যাটের সংশোধিত হার ৬% উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-১০৯: ***সিকিউরিটি সার্ভিসের বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সেবার মূল্য ১০০ টাকা এবং ভ্যাট ১৫ টাকা। মোট বিল ১১৫ টাকা। ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন ১১৫ টাকার ওপর হবে, না-কি ১০০ টাকার ওপর হবে?***

উত্তর: সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর। এখানে সর্বমোট প্রাপ্তি ১০০ টাকা। ভ্যাট ১৫ টাকা। ইহা ভ্যাট চালানে আলাদাভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। উৎসে কর্তনকারী এই ভ্যাটের অংশটুকু অর্থাৎ ১৫ টাকা উৎসে কর্তন করবে। যদি মূল্য এবং ভ্যাট চালানপত্রে আলাদাভাবে উল্লেখ না থাকে, তাহলে সর্বমোট মূল্যকে ১১৫ দিয়ে ভাগ করতে হবে (যদি ভ্যাটের হার ১৫% হয়)। ভাগফলকে ১৫ দিয়ে গুণ করলে ভ্যাটের পরিমাণ পাওয়া যাবে। ওই ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-১১০: ***পণ্যের মূল্য ১০০ টাকা। ভ্যাট প্রদান করা হয়েছে ১৫ টাকা। ব্যবসায়ী পর্যায়ে ১০০ টাকার ওপর ২৬.৬৭ শতাংশ যোগ করতে হবে নাকি ১১৫ টাকার ওপর ২৬.৬৭ শতাংশ যোগ করতে হবে। ১০০ টাকার ওপর ২৬.৬৭ শতাংশ যোগ করলে বিক্রয়মূল্যের সাথে ১৫ টাকা পূর্বে প্রদত্ত ভ্যাট কিভাবে মূল্যের সাথে করতে হবে?***

উত্তর: আমদানিকৃত বা ক্রয়কৃত মূল্যের সাথে ২৬.৬৭ শতাংশ মূল্য সংযোজন করতে হবে। মূল্য সংযোজন করতে হবে ১০০ টাকার ওপর। অতঃপর পূর্বে প্রদত্ত ভ্যাট যোগ করতে হবে। সর্বমোট মূল্যের ওপর ৪ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করে পণ্য বিক্রয় করতে হবে। ট্রেড ভ্যাটের ক্ষেত্রে ৪ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করার চেয়ে রেয়াত নিয়ে মূল্য ঘোষণা দিয়ে ১৫ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করা শ্রেয়। তাহলে প্রকৃতঅর্থে কম ভ্যাট পরিশোধ করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে ট্রেডারগণকে হিসাবপত্র রাখার জটিলতা ইত্যাদি পরিহার করতে চাওয়ার কারণে রেয়াত নেয়ার পরিবর্তে ৪ শতাংশ ট্রেড ভ্যাট দেয়ার বিধান করা হয়েছে।

প্রশ্ন-১১১: ***ভ্যাট এবং আয়কর কর্তনের জন্য ক্যালকুলেশনের ভিত্তি কি?*** *[পংকজ, এনটিসি ম্যানেজার, বাজেট।]*

উত্তর: দুটিই সর্বমোট মূল্যের ওপর হিসাব করতে হবে। অর্থাৎ একটি কর্তন করার পর, উক্ত পরিমাণ অর্থ বিয়োগ করে অন্য আর একটি কর্তন করা যাবে না। ভ্যাট হিসাব করতে হবে সর্বমোট মূল্যের ওপর। আবার, আয়কর হিসাব করতে হবে সর্বমোট মূল্যের ওপর। এরপর ভ্যাট এবং আয়কর কর্তন করতে হবে। তবে, দুটি হিসাবের পদ্ধতিতে একটু ভিন্নতা রয়েছে। ভ্যাট এবং আয়কর কর্তনের পর যে মূল্য অবশিষ্ট থাকবে, সে মূল্য সরবরাহকারীকে প্রদান করতে হবে। ধরুন, একটি বিলের সর্বমোট পরিমাণ ৫০,০০০ টাকা। ধরুন, এখানে ৫% ভ্যাট এবং ২% আয়কর কর্তন করার বিধান রয়েছে। ৫০,০০০ টাকা থেকে ৫% ভ্যাট বের করার নিয়ম হলো, ৫০,০০০ কে ১০৫ দিয়ে ভাগ করে যা পাওয়া যাবে সেমূল্যকে ৫ দিয়ে গুণ করতে হবে। তাহলে পাওয়া যাবে ২,৩৮১ টাকা। ৫০,০০০ টাকার ওপর সরাসরি ৫% প্রয়োগ করলে পাওয়া যাবে ২,৫০০ টাকা। ভ্যাট নির্ণয়ের জন্য এই হিসাব পদ্ধতি সঠিক নয়। তবে, আমার জানামতে আয়কর এভাবে নির্ণয় করতে হয়। অর্থাৎ ৫০,০০০ টাকার ওপর ২% আয়কর হবে ১,০০০ টাকা। সর্বমোট মূল্য থেকে ২,৩৮১ টাকা ভ্যাট এবং ১,০০০ টাকা আয়কর কর্তন করে অবশিষ্ট ৪৬,৬১৯ টাকা সরবরাহকারীকে প্রদান করতে হবে। তবে, আয়কর আমার পেশাগত বিষয় নয়। আয়কর বিষয়ে কোন পরামর্শ প্রয়োজন হলে কোন আয়কর পেশাদারের সাথে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

প্রশ্ন-১১২: ***আমাদের প্রতিষ্ঠানটি নতুন। আমরা অন-লাইনে প্রধানতঃ এসএমএস সার্ভিস দিই। আমাদের দেশে এ ধরনের সেবা প্রদান মাত্র শুরু হয়েছে। আমরা এস০১২.১৪ (ইন্টারনেট সংস্থা) কোডের আওতায় নিবন্ধিত হয়েছি। আমরা প্রতি ৭০০ এসএমএস-এর জন্য ৭০০ টাকা চার্জ নিয়ে থাকি। কোন্ মূল্যের ওপর আমাদের ভ্যাট দিতে হবে?*** *[রাহাত হুসাইন, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, প্ল্যানেট গ্রুপ, কুড়িল বিশ্বরোড চৌরাস্তা, ঢাকা।]*

উত্তর: "ইন্টারনেট সংস্থা" সেবার ওপর বর্তমানে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। ভ্যাটের নিয়ম হলো, পণ্য বা সেবার মূল্যের ওপর ভ্যাটের হার প্রয়োগ করতে হবে। পণ্য বা সেবার মূল্যের মধ্যে সব উপকরণ মূল্য, চার্জ, ফি ইত্যাদি যাকিছু ক্রেতার নিকট থেকে গ্রহণ করা হয়, তা অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। আপনার সেবার ক্ষেত্রে আপনি প্রতি ৭০০ এসএমএস-এর জন্য ৭০০ টাকা গ্রহণ করেন। এই মূল্য যদি ভ্যাটসহ মূল্য হয়ে থাকে, তাহলে আপনি ৭০০ টাকাকে ভ্যাট ফ্যাক্টর (৭.৬৬৬৬) দিয়ে ভাগ করবেন। তাহলে ভ্যাটের পরিমাণ পেয়ে যাবেন। এখানে ভ্যাটের পরিমাণ হবে ৯১.৩১ টাকা। আর আপনার সেবার মূল্য হবে ৭০০.০০−৯১.৩১ = ৬০৮.৬৯ টাকা। অর্থাৎ আপনার গৃহীত ৭০০ টাকা থেকে ৯১.৩১ টাকা আপনি ভ্যাট হিসাবে সরকারকে দিয়ে দেবেন। ৬০৮.৬৯ টাকা আপনি গ্রহণ করবেন। আর, ৭০০ টাকা যদি আপনার সেবার মূল্য হয়, অর্থাৎ এর মধ্যে যদি ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত না থাকে, তাহলে ৭০০ টাকার ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট হিসাব করে ১০৫ টাকা ৭০০ টাকার সাথে যোগ করে বিল করবেন। আপনি ক্রেতার নিকট থেকে ৮০৫ টাকা গ্রহণ করবেন। ৭০০ টাকা আপনার সেবার মূল্য। এই টাকা আপনি গ্রহণ করবেন। অবশিষ্ট ১০৫ টাকা ভ্যাট, এই টাকা আপনি সরকারকে দিয়ে দেবেন।

প্রশ্ন-১১৩: ***আমদানিস্তরে কিভাবে Advance Trade VAT (ATV) হিসাব করা হয়?***

উত্তর: ATV: Assessable Value + CD + SD (যদি থাকে) + RD (যদি থাকে) = যা হয় এর ওপর 26.67% হিসাব করে পূর্বের এমাউন্টের সাথে যোগ করতে হবে। উক্ত যোগফলের ওপর 4% হবে ATV.

মনে করি,

10,000.00 (Assessable Value) + 2,000.00 (CD) + 3,600.00 (SD) + RD (নাই) = 15,600.00 × 26.67% = 4,160.52.

$\therefore$ ATV = 15,600.00 + 4,160.52 = 19,760.52 × 4% = 790.42

(বাণিজ্যিকভাবে আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যে পণ্য আমদানি করার পর কোনো রকম আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বা গুণগত পরিবর্তন না করে বিক্রি করা হবে সেরূপ পণ্যের ওপর ATV আদায়যোগ্য)।

প্রশ্ন-১১৪: ***অনুষ্ঠান আয়োজন করার সময় খাবারের বিল, মাইকের বিল ইত্যাদির ওপর ১৫% ভ্যাট পরিশোধ করেছে। সর্বমোট মূল্যের ওপর অনুষ্ঠান আয়োজক হিসাবে ১৫% ভ্যাট আরোপ করে বিল দাখিল করেছে। সঠিক আছে কি?***

উত্তর: সঠিক আছে। অনুষ্ঠান আয়োজক যাকে সেবা প্রদান করে তাকে বিল দিবে ১৫% ভ্যাটসহ। সেবা গ্রহীতা যদি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী হয়, তাহলে ১৫% ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে। অবশিষ্ট অর্থ অনুষ্ঠান আয়োজককে প্রদান করবে। অনুষ্ঠান আয়োজক তার সেবা প্রদানের জন্য আরো অনেক পণ্য বা সেবা ক্রয় করতে পারেন। সেখানে ভ্যাট প্রযোজ্য থাকলে পরিশোধ করতে হবে। অনুষ্ঠান আয়োজক যদি রেয়াত নেয়ার জন্য নিয়ম-কানুন পালন করেন, তাহলে রেয়াত নিতে পারবেন। অনুষ্ঠান আয়োজক যাকে সেবা দেন তার বিবেচনার বিষয় নয় যে, অনুষ্ঠান আয়োজক কী কী সেবা ক্রয় করেছেন এবং কোথায় কোথায় ভ্যাট পরিশোধ করেছেন। তবে, যদি অনুষ্ঠান আয়োজকের সাথে সেবা গ্রহীতার চুক্তি থাকে যে, অনুষ্ঠান আয়োজকের প্রকৃত খরচের সাথে একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ যোগ করে তাকে বিল দেয়া হবে। তাহলে অনুষ্ঠান আয়োজক সেভাবে বিল দাখিল করবেন। তার প্রকৃত খরচের প্রমাণস্বরূপ তার সব ক্রয়ের চালানপত্র, ক্যাশমেমো ইত্যাদি দাখিল করবেন। এর ওপর চুক্তিমত নির্দিষ্ট পরিমাণ পার্সেন্টেজ যোগ করে বিল দাখিল করবেন। মোট বিলের ওপর ভ্যাটের পরিমাণ উল্লেখ করবেন। সেবা গ্রহীতা মোট বিল, অতিরিক্ত পার্সেন্টেজ এবং ভ্যাট বাবাদ অর্থ তার ফান্ড থেকে বরাদ্দ করবেন। অতঃপর ভ্যাট উৎসে কর্তন করবেন। আর যদি এভাবে চুক্তি করা হয় যে, সর্বমোট নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অনুষ্ঠান আয়োজককে প্রদান করা হবে, তাহলে ওই অর্থ ভ্যাট-অন্তর্ভুক্ত মূল্য। সেক্ষেত্রে সর্বমোট মূল্যকে ৭.৬৬৬৬ দিয়ে ভাগ করলে ১৫ শতাংশ ভ্যাট পাওয়া যায়। ওই পরিমাণ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-১১৫: ***একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান কন্ট্রাক্টর এর মাধ্যমে নির্মাণ কাজ সম্পাদন করিয়েছে। নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে ডিসেম্বর, ২০০৯ মাসে। বিভিন্ন কারণে ফান্ড পেতে বিলম্ব হয়েছে। বর্তমানে ফান্ড পাওয়া গেছে। বিল পরিশোধ করতে হবে। ২০০৯ সালে 'নির্মাণ সংস্থা' সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার ছিল ৪% যা বর্তমানে ৫.৫%। এখন বিল পরিশোধের সময় কোন্ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে?*** *[মোঃ জিয়াউল হাসান, ধানমন্ডি, ঢাকা।]*

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৬(৩) অনুসারে, সাধারণতঃ সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার প্রযোজ্য হবে ৩ (তিন)টি কার্যক্রমের মধ্যে যা প্রথমে ঘটে তখনকার প্রযোজ্য হারে। কার্যক্রম ৩টি হলো: (১) যখন সেবা প্রদান করা হয়; (২) যখন সেবা প্রদান সংক্রান্ত চালানপত্র ইস্যু করা হয়; এবং (৩) যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পাওয়া যায়। আলোচ্য ক্ষেত্রে সেবা প্রদান করা সম্পন্ন হয়েছে ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। তাই, সঙ্গত কারণেই, বর্তমানে বিল পরিশোধের সময়, তখনকার প্রযোজ্য ভ্যাটের হারে ৪ শতাংশ উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। তবে, ২০১৩ সালের অর্থ আইনে এই বিধান পরিবর্তন করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪কক) এ সংশোধন এনে মূল্য বা কমিশন পরিশোধ করার তারিখে ভ্যাটের যে হার প্রযোজ্য থাকে সে হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান করা হয়েছে।

প্রশ্ন-১১৬: ***আমাদের নিজস্ব অঙ্গনে একটি ২০০ কেভিএ পাওয়ার সাব-স্টেশান নির্মাণ করে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মেসার্স বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স নামীয় একটি প্রতিষ্ঠানকে ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া হয়। মেসার্স বাংলাদেশ ইনিজিনিয়ার্স বিভিন্ন পার্টস নিয়ে এসে আমাদের অঙ্গনে পাওয়ার সাব-স্টেশান নির্মাণ করে বিল দাখিল করেছে ১৬,৯৮,০০০ (ষোল লক্ষ আটানব্বই হাজার টাকা) মাত্র। এই মূল্য ভ্যাট এক্সক্লুসিভ মূল্য। এক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধের বিধান কি?*** *[শফিকুল ইসলাম, উর্ধ্বতন হিসাব সহযোগী, বুরো বাংলাদেশ, হাউস নং- ১২/এ, রোড নং- ১০৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।]*

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাসমূহের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আছে। কোন সেবার ওপর ভ্যাট সংক্রান্ত বিধান কী হবে, তা জানতে হলে প্রথমে ওই সেবাটি কোন সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে, তা জানা দরকার। আর তা জানতে হলে সেবাটির কার্যক্রম ভালোভাবে বুঝতে হয়। আপনি যেটুকু বর্ণনা দিয়েছেন সে অনুসারে বর্ণিত সেবাটি আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'নির্মাণ সংস্থা' সেবার আওতাভুক্ত হবে। 'নির্মাণ সংস্থা' সেবার সংজ্ঞা হলো: "নির্মাণ সংস্থা" অর্থ এমন কোন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা ব্যক্তি যাহা বা যিনি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভবন, যোগাযোগ মাধ্যম, পরিবহণ, সড়ক, মহাসড়ক, সেতু বা অন্য যে কোন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে বা থাকেন এবং কোন অবকাঠামোর সহিত সংযুক্ত হয় বা উহার অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এইরূপ যে কোন ধরনের স্থায়ী বা অস্থায়ী সংস্থাপনও (যেমন: শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ফল্স সিলিং, লিফট ইত্যাদি) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।" আপনাদের অঙ্গনে পাওয়ার সাব-স্টেশান অর্থাৎ অবকাঠামো নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। আপনাদের ওই কার্যক্রম 'নির্মাণ সংস্থা' সেবার আওতাভুক্ত। নির্মাণ সংস্থা সেবার ওপর বর্তমানে ভ্যাটের হার ৬ শতাংশ। এই সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তনের বিধান রয়েছে। আপনাদের প্রতিষ্ঠানটি যদি উৎসে ভাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে, তাহলে প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। উল্লেখ্য, সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংস্থা (এনজিও), ব্যাংক, বীমা, লিমিটেড কোম্পানী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এক লক্ষ টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ওপর বর্তমানে ভ্যাট উৎসে কর্তন

করার দায়িত্ব দেয়া আছে। আপনার বর্ণনামতে ১৬,৯৮,০০০ টাকা বিল দাখিল করা হয়েছে, যা ভ্যাট এক্সক্লুসিভ অর্থাৎ ভ্যাট বহির্ভুত মূল্য। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে এই মূল্যের মধ্যে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত নেই। অর্থাৎ এই মূল্যের ওপরে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। ১৬,৯৮,০০০ টাকার ওপর ৬ শতাংশ হারে ভ্যাটের পরিমাণ হবে ১,০১,১৮০ টাকা। ভ্যাটসহ আপনাদেরকে সর্বমোট পরিশোধ করতে হবে ১৬,৯৮,০০০+১,০১,১৮০=১৭,৯৯,১৮০ টাকা। এর মধ্যে ভ্যাট ১,০১,১৮০ টাকা উৎসে কর্তন করে সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে এবং ১৬,৯৮,০০০ টাকা মেসার্স বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্সকে প্রদান করতে হবে।

প্রশ্ন-১১৭: ***Information Solutions Ltd. নামীয় একটি প্রতিষ্ঠান ইলেক্ট্রিক পণ্য সরবরাহ করে। প্রতিষ্ঠানটি খুচরা পণ্য বিক্রি করার পাশাপাশি টেন্ডারে অংশগ্রহণ করে থাকে। আমাদের অফিসে একটি কম্পিউটার সরবরাহ করার জন্য প্রতিষ্ঠানটি টেন্ডারে অংশগ্রহণ করে এবং কার্যাদেশ পায়। তারা পণ্য সরবরাহ করে কিন্তু কোন ভ্যাট চালান প্রদান করেনি। তারা ভ্যাটের অর্থ আলাদা প্রদর্শন না করে সর্বমোট ৮৭,০০০ (সাতাশি হাজার টাকা মাত্র) বিল দাখিল করেছে। এখন প্রশ্ন হলো Information Solutions Ltd. ব্যবসায়ী হিসেবে নাকি যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে? যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হলে ৮৭,০০০ টাকার ওপর ৪ শতাংশ ভ্যাট হিসাব করতে হবে, নাকি ৮৭,০০০ টাকার মধ্য থেকে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। আর যদি প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায়ী হয়ে থাকে, তাহলে ভ্যাট চালান না দিলে আমাদের প্রতিষ্ঠানের করণীয় কি?*** *[মোঃ রবিউল আলম, অফিসার (এ্যাকাউন্টিং) ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ঢাকা]*

উত্তর: উৎসে ভ্যাট কর্তন করার সময় প্রথমে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের স্ট্যাটাস নিশ্চিত হতে হয়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনকারী, নাকি ব্যবসায়ী, নাকি আমদানিকারক নাকি সেবা প্রদানকারী তা জানতে হয়। সেবা প্রদানকারী হলে প্রতিষ্ঠানটি যোগানদার কিনা তা নিশ্চিত হতে হয়। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনপত্র এবং অন্যান্য দলিলাদি দেখে এবং প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের অঙ্গন পরিদর্শন করে প্রতিষ্ঠানের স্ট্যাটাস নিশ্চিত হওয়া যায়। সরবরাহকারীর সব দলিলাদি যেমনঃ ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনপত্র, ট্যাক্সপেইয়ার্স আইডেনটিফিকেশন নম্বর সার্টিফিকেট (TIN) ভ্যাট চালান, বিল, টেন্ডার ইত্যাদিতে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা একরকম হতে হবে। উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে "আপনার ব্যবসার প্রকৃতি" এর বিপরীতে Supplier (Manufacturer) লেখা থাকে। ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে এস্থলে Supplier (Trader) লেখা থাকে। আমদানিকারকের ক্ষেত্রে এস্থলে Importer লেখা থাকে। সেবা প্রদানকারীর ক্ষেত্রে এস্থলে Service Rendererলেখা থাকে। "ব্যবসার কার্যক্রম" এর বিপরীতে ওই প্রতিষ্ঠান প্রধান যে পণ্য উৎপাদন করে বা সেবা প্রদান করে তার কোড এবং বিবরণ লেখা থাকে। এসব দেখে নিশ্চিত হতে হয় যে, সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের স্ট্যাটাস কি? যোগানদার একটি সেবা। তাই, যোগানদারের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে "আপনার ব্যবসরা প্রকৃতি" এর বিপরীতে Service Renderer লেখা থাকে। আর ব্যবসায় কার্যক্রম এর বিপরীতে সাধারণতঃ S037: Procurement Provider লেখা থাকে। উল্লেখ্য, এস্থলে অন্য কোন সেবার কোড এবং বিবরণ উল্লেখ করা থকলেও তিনি যোগানদার সেবা সরবরাহ দিতে পারবেন, যদি তার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের আবেদনে (মূসক-৬) ক্রমিক নম্বর ১৫ এর বিপরীতে যোগানদার সেবা উল্লেখ থাকে। এই হলো মূলতঃ সরবরাহ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্ট্যাটাস নিশ্চিত হওয়ার পদ্ধতি। সরবরাহকারী যদি উৎপাদক হন এবং যদি ভ্যাট চালানপত্র প্রদান করেন তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। সরবরাহকারী যদি ব্যবসায়ী হন (প্যাকেজ ভ্যাট ব্যতীত) এবং যদি ভ্যাট চালানপত্র প্রদান করেন তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। সরবরাহকারী যদি সেবা প্রদানকারী হন, এবং যদি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখঃ ০১ জুলাই, ২০১৭-তে বর্ণিত ৩৮টি সেবার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কোন সেবা প্রদান করেন, তাহলে ভ্যাট চালান থাকুক বা না থাকুক উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। ওই ৩৮টি সেবার বাইরের কোন সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট চালান থাকলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না, আর ভ্যাট চালান না থাকলে প্রযোজ্য হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায়ী নাকি যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে তা সংশ্লিষ্ট দলিলাদি না দেখে বলা সম্ভব নয়। ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে বিধি-বিধান এই স্বল্প পরিসরে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। অনুগ্রহ করে www.vatbd.com ওয়েবসাইটের VAT Contents মেন্যুর ক্রমিক নম্বর ৬২ (VAT on Traders) দেখুন। আপনার বর্ণিত পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানটি যোগানদার হলে ৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। আবার, ব্যবসায়ী হলে ৪ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে, যেহেতু যথাযথ ভ্যাট চালান প্রদান করেনি। যেহেতু বিলে ভ্যাট আলাদা উল্লেখ নেই, সেহেতু ৮৭,০০০ টাকা থেকে ৪ শতাংশ ভ্যাট বের করে নিতে হবে। ৮৭,০০০ কে ১০৪ দিয়ে ভাগ করে ভাগফলকে ৪ দিয়ে গুণ করলে ৪ শতাংশ ভ্যাটের পরিমাণ পাওয়া যাবে ৩,৩৪৬ টাকা। ৩,৩৪৬ টাকা উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। অবশিষ্ট ৮৩,৬৫৪ টাকা প্রতিষ্ঠানটিকে প্রদান করতে হবে। ৫ শতাংশ ভ্যাট একই পদ্ধতিতে বের করতে হবে।

প্রশ্ন-১১৮: ***আমরা গ্রামীণ ফোনের ফ্লেক্সী লোড কিনে বিক্রী করি। অর্থাৎ আমরা ফ্লেক্সি লোডের ডিলার বা ডিস্ট্রিবিউটর। আমরা ৭০০ ইউনিট ফ্লেক্সি লোড কিনলে ৬০,৮৭০ টাকা মূল্য এবং ১৫ শতাংশ ভ্যাট ৯,১৩০ টাকাসহ সর্বমোট প্রদেয় দাঁড়ায় ৭০,০০০ টাকা। ৭০,০০০ টাকা থেকে আমাদের প্রাপ্য কমিশন ২,১০০ টাকা বিয়োগ করা হয়। এবং ২,১০০ টাকা কমিশনের ওপর ১০ শতাংশ আয়কর ২১০ টাকা কর্তন করা হয়। আমাদের প্রাপ্য কমিশন ২,১০০ টাকা হতে উৎসে আয়কর ২১০ টাকা কেটে নেয়ার পর আমরা মোট প্রদান করি ৬৮,১১০ টাকা। আমার প্রশ্ন হলো কমিশনের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে কিনা?*** *[কাজী নজরুল হক (বাপ্পী), ইস্টকমপিস স্মার্টকার্ড (বিডি) লিমিটেড।]*

উত্তর: কমিশনের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। তবে, আপনাদের ক্ষেত্রে কমিশনের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। তাই, ২,১০০ টাকা কমিশনের ওপর ১০ শতাংশ আয়কর কর্তনের সময় আর ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫ অনুসারে, পণ্য ও সেবার মূল্য নিরূপণ করা হয়। ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৪) অনুসারে, সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ভ্যাট ধার্য হবে 'সর্বমোট প্রাপ্তি'র ওপর। সর্বমোট প্রাপ্তি বিষয়টি সংজ্ঞায়িত করা আছে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২ এর দফা (ভ) অনুসারে, 'সর্বমোট প্রাপ্তি অর্থ করযোগ্য সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে মূল্য সংযোজন কর ব্যতীত কমিশন বা চার্জসহ প্রাপ্য বা প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ'। অর্থাৎ

সেবার মূল্য নির্ধারণের সময় কমিশন বা চার্জ মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাটের হার প্রয়োগ করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে ৭০০ ইউনিট ফ্লেক্সি লোডের মূল্য ৬০,৮৭০ টাকা। এই মূল্যের মধ্যে কমিশন বা চার্জসহ সব উপকরণ ও মূল্য সংযোজন অন্তর্ভুক্ত আছে। ৬০,৮৭০ টাকার ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাটের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯,১৩০ টাকা। মূল্য এবং ভ্যাটসহ সর্বমোট প্রদেয় দাঁড়ায় ৭০,০০০ টাকা। ৭০,০০০ টাকার মধ্য থেকে ডিলার বা ডিস্টিবিউটরকে ৩ শতাংশ কমিশন দেয়া হচ্ছে। উপকরণ এবং মূল্য সংযোজন মিলে পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ধারিত হয়। কমিশন হলো মূল্য সংযোজন। এই মূল্যের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে উপকরণ এবং মূল্য সংযোজনসহ সেবার মূল্য দাঁড়িয়েছে ৬০,৮৭০ টাকা। এই মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপিত হয়েছে ৯,১৩০ টাকা। অর্থাৎ মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কমিশনের ওপর ভ্যাট আরোপিত হয়েছে। সেবা প্রদানকারী তার বিভিন্ন উপকরণ এবং মূল্য সংযোজনের মূল্য পরিশোধ করেছে। এখন সে কমিশন পরিশোধ করছে। কমিশন যেহেতু তার ডিলার বা ডিস্ট্রিবিউটরকে প্রদান করছে, আর যেহেতু তার ডিলার বা ডিস্ট্রিবিউটর তাকে মূল্য পরিশোধ করছে, সেহেতু প্রাপ্ত মূল্য থেকে কমিশন বাদ দিয়ে সেবা বিক্রেতা ডিলার বা ডিস্ট্রিবিউটরদের নিকট থেকে মূল্য গ্রহণ করছে। অন্যান্য উপকরণ এবং মূল্য সংযোজনের ওপর হয়তোবা সেবা প্রদানকারী ইতোমধ্যে মূল্য পরিশোধ করেছে; অথবা পরবর্তীতে মূল্য পরিশোধ করবে। মূল্য যখনই পরিশোধ করা হোক না কেন ওই মূল্যের ওপর ভ্যাট প্রয়োগ করা হয়েছে বা পরিশোধ করা হয়েছে। তাই, মূল্যের ওপর আর ভ্যাট প্রযোজ্য হওয়ার অবকাশ নেই। কমিশনের ওপর আয়কর পরিশোধ করা হচ্ছে আয়কর আইনের বিধান অনুসারে। আয়কর পরিশোধ করা হচ্ছে বলেই ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে এ ধরনের বক্তব্য যুক্তিযুক্ত বা আইনসঙ্গত নয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে ফ্লেক্সি লোডের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। ফ্লেক্সি লোডের মূল্যের মধ্যে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত আছে। তাই, ২,১০০ টাকা কমিশনের ওপর আর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না। আয়কর আইন অনুসারে যদি ২১০ টাকা আয়কর কর্তন করার বিধান থেকে থাকে, তাহলে ৭০,০০০ টাকা থেকে ২,১০০ টাকা কমিশন বিয়োগ করলে থাকবে ৬৭,৯০০ টাকা। ২,১০০ টাকার ওপর ২১০ টাকা আয়কর কর্তন করে ৬৭,৯০০ টাকার সাথে ২১০ টাকা আয়কর যোগ করলে দাঁড়াবে ৬৮,১১০ টাকা। ফ্লেক্সি লোডের ডিলার বা ডিস্ট্রিবিউটর ৭০০ ইউনিট ৭০,০০০ টাকার ফ্লেক্সি লোড কিনলে ৬৮,১১০ টাকা পরিশোধ করবে। আপনাদের কার্যক্রম সঠিক আছে।

প্রশ্ন-১১৯: ***ভ্যাট চালানে যদি পণ্য বা সেবার মূল্য এবং ভ্যাট একত্রে লেখা থাকে তাহলে কিভাবে ভ্যাটের পরিমাণ পৃথক করতে হবে অনুগ্রহ করে জানাবেন।*** *[ওমর ফারুক, আইটিপি ও ভ্যাট কনসালট্যান্ট, ১১ পুরানা পল্টন, ইব্রাহীম ম্যানশন (চতুর্থ তলা), কক্ষ নং-৪০১, ঢাকা।]*

উত্তর: এ বিষয়টি নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন। বিশেষ করে কোনো কোনো কাজের ক্ষেত্রে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে এই মর্মে চুক্তি স্বাক্ষিরিত হয় যে, কাজের বিনিময়ে সর্বমোট কত টাকা প্রদান করা হবে। ভ্যাট আলাদাভাবে চুক্তিতে উল্লেখ করা থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে এধরনের প্রশ্নের উদ্ভব হয়। সর্বমোট মূল্য থেকে কিভাবে ভ্যাটের পরিমাণ আলাদা করতে হবে এবিষয়টি নিয়ে তখন জটিলতার সৃষ্টি হয়।

প্রথমেই বলে নেয়া দরকার যে, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সর্বমোট মূল্য হতে পারে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য (VAT inclusive price) অথবা ভ্যাট বহির্ভুত মূল্য (VAT exclusive price)। তবে, অল্প কতিপয় ক্ষেত্রে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য ব্যবহারের বিধান রয়েছে। বিক্রিত পণ্য বা সেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত সর্বমোট মূল্যের মধ্যেই যদি ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে এরূপ মূল্যকে বলে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য। আর, যদি ভ্যাট চালানপত্রে বিক্রিত পণ্য বা সেবার মূল্য এবং ভ্যাট আলাদাভাবে লিখে যোগ করে সর্বমোট মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তাহলে এরূপ মূল্যকে ভ্যাট বহির্ভুত মূল্য বলে। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্যাট চালানপত্রে ভ্যাট বহির্ভুত পদ্ধতিতে মূল্য লিখতে হবে। শুধুমাত্র কতিপয় সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য লেখার জন্য ১৯৯১ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক একটি আদেশ জারি করা হয়েছিল। ওই আদেশের অনেকাংশ বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে।

যদি পণ্য বা সেবার মূল্য এবং ভ্যাট একত্রে লেখা হয় অর্থাৎ ভ্যাট চালানপত্রে মূল্য এবং ভ্যাট একত্রে লেখা থাকে, তাহলে কয়েকভাবে মূল্য এবং ভ্যাট আলাদা করা যায়। এখানে আমি শুধু একটি পদ্ধতি উল্লেখ করবো। প্রথমেই দেখতে হবে যে, ওই পণ্য বা সেবার ওপর ভ্যাটের হার কত শতাংশ। ১০০ এর সাথে ভ্যাটের হার যোগ করে, যোগফল দিয়ে সর্বমোট মূল্যকে ভাগ করতে হবে। অতঃপর ভাগফলকে ভ্যাটের হার দিয়ে গুণ করলে ভ্যাটের পরিমাণ পাওয়া যাবে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়। ধরা যাক, একটি ভ্যাট চালানপত্রে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত মূল্য উল্লেখ আছে ২৫ হাজার টাকা। এখানে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। ২৫ হাজারকে ১১৫ দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগফল পাওয়া যাবে ২১৭ দশমিক ৩৯ টাকা। এখন এই ভাগফলকে ভ্যাটের হার অর্থাৎ ১৫ দিয়ে গুণ করতে হবে। তাহলে পাওয়া যাবে ৩ হাজার ২ শত ৬১ টাকা। অর্থাৎ ২৫ হাজার টাকার মধ্যে ভ্যাটের পরিমাণ হলো ৩ হাজার ২ শত ৬১ টাকা। অবশিষ্ট ২১ হাজার ৭ শত ৪০ টাকা হলো পণ্য বা সেবার মূল্য।

১৪. ভ্যাট অব্যাহতি

প্রশ্ন-১২০: ***আমরা মার্চেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠান। আমরা ক্লায়েন্টের পক্ষে শেয়ার বেচা-কেনা করি। আমরা অন্য ব্রোকার হাউজের মাধ্যমে ক্লায়েন্টদের শেয়ার বেচা-কেনা কাজে সহায়তা করি। ক্লায়েন্ট আমাদের কাছে টাকা জমা করে রাখে। আমরা বাজারের গতিবিধি দেখে সুযোগমত ক্লায়েন্টের পক্ষে শেয়ার কিনি। অথবা ক্লায়েন্ট আমাদের কাছে শেয়ার জমা করে রাখে। আমরা বাজারের গতিবিধি দেখে সময়মত লাভ হলে বিক্রি করি। আমাদের এসব কাজ বাবদ আমরা ক্লায়েন্টদের নিকট থেকে ফী নেই। এই ফী'র ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি? প্রযোজ্য হলে কিভাবে পরিশোধ করতে হবে?*** *[মোঃ জসিম উদ্দিন, সিনিয়র অফিসার, আইসিবি ক্যাপিট্যাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ, ৮ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।]*

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাসমূহের কোড, শিরোনাম এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আছে। একটি সেবার কোড হলো এস০৭৫.০০ এবং শিরোনাম হলো 'স্টক ও সিকিউরিটি ব্রোকার'। এই সেবার সংজ্ঞা হলো: 'স্টক ও সিকিউরিটি ব্রোকার অর্থ কমিশনের বিনিময়ে কোন

বেনিফিসিয়ারী ওনারর্স একাউন্টধারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় কার্যে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা'। ব্রোকার হাউসগুলো মূলতঃ এসব কার্যক্রম করে থাকে। তাদের সিকিউরিটিজ এ্যান্ড এক্সজেঞ্জ কমিশন থেকে লাইসেন্স দেয়া হয়। ওপরে সংজ্ঞায়িত শেয়ার কেনা-বেচার কার্যক্রম বা সেবার ওপর বর্তমানে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া আছে, অর্থাৎ ভ্যাট আরোপিত নেই। আপনার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এই সেবার আওতায় পড়ে। আলোচনায় জানা গেছে যে, মার্চেন্ট ব্যাংকদেরকেও সিকিউরিটিজ এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন থেকে লাইসেন্স নিয়ে শেয়ার বেচা-কেনার কাজ করতে হয়। অর্থাৎ আমাদের দেশের ভ্যাট আইনের আওতায় 'স্টক ও সিকিউরিটি ব্রোকার' এর সংজ্ঞা অনুসারে মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোও স্টক ও সিকিউরিটি ব্রোকার। তাই, মার্চেন্ট ব্যাংক ক্লায়েন্টের পক্ষে শেয়ার বেচা-কেনা করে যে কমিশন অর্জন করে তার ওপর ভ্যাট আরোপিত হবে না। তবে, আলোচনায় আরো জানা গেছে যে, মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো শেয়ার বেচা-কেনা কাজ করার জন্য অনেক সময় ব্রোকার হাউস থেকে দক্ষ জনবল নিয়ে আসে। ব্রোকার হাউস কর্তৃক দক্ষ জনবল সরবরাহ দেয়ার এই কার্যক্রম আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'মানব সম্পদ সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান' সেবার আওতায় পড়বে। ওই সেবার সংজ্ঞা হলো: মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান অর্থ কোন সরকারী, বেসাকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বা লিমিটেড কোম্পানীতে সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে বা সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চুক্তির ভিত্তিতে পণের বিনিময়ে দক্ষ, অদক্ষ জনশক্তি সরবরাহ বা দাপ্তরিক সেবা প্রদানকারী কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা। শ্রম হ্যান্ডলিং বা শ্রকিম ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান বা শ্রমিক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।' 'মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান' সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। তাই, ব্রোকার হাউস থেকে যে জনবল নেয়া হয়, তার মূল্য পরিশোধের সময় ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। তাছাড়া, মার্চেন্ট ব্যাংক যদি ভ্যাটযোগ্য আরো কোন সেবা গ্রহণ করে থাকে, তাহলে সে সেবার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। শেয়ার বেচা-কেনা বাবদ প্রাপ্ত কমিশনের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না।

প্রশ্ন-১২১: ***ট্রাভেল এজেন্সীর ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি?*** *[আলফ্রেড চৌধুরী, এনজিওকর্মী।]*

উত্তর: ট্রাভেল এজেন্সীর ওপর আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ভ্যাট প্রযোজ্য ছিল না। এসআরও নং ২২৪-আইন/২০১৭/৭৭৪-মূসক, তাং ০১ জুলাই, ২০১৭ এর টেবিল-৪ এর মাধ্যমে ট্রাভেল এজেন্সীর ওপর ভ্যাট অব্যাহতি প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। তাই, বর্তমানে ট্রাভেল এজেন্সীর ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য আছে। উল্লেখ্য, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ট্রাভেল এজেন্সীর সংজ্ঞা হলো, "ট্রাভেল এজেন্সী অর্থ কমিশনভিত্তিতে কোনো যাত্রী পরিবহন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যাত্রী সাধারণের নিকট একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াতের জন্য টিকিট বিক্রয়কার্যে নিয়োজিত কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা"। অর্থাৎ ট্রাভেল এজেন্ট হলো যে প্রতিষ্ঠান কমিশনের ভিত্তিতে টিকিট বিক্রি করে। বর্তমানে এই কমিশনের ওপর ১৫% হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান নেই। উল্লেখ্য, বর্তমানে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় প্রকার বিমান টিকিটের ওপর আবগারী শুল্ক আরোপিত আছে। আবগারী শুল্ক বর্তমানে টিকিটের সাথে আদায় করে নেয়া হয়। পরবর্তীতে আবগারী শুল্ক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হয়।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, সমজাতীয় আরো একটা সেবা আছে যা হলো ট্যুর অপারেটর। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় বর্তমানে ট্যুর অপারেটর সেবাটির ওপরও ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া আছে। ট্যুর অপারেটর এর সংজ্ঞা হলো, "ট্যুর অপারেটর অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যিনি বা যাহারা, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অপর কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দেশে বা বিদেশে যেকোনো ধরনের ভ্রমণ আয়োজনে সহায়তা করে থাকেন।" অর্থাৎ কমিশনের বিনিময়ে টিকিট বিক্রয়কারী (ট্রাভেল এজেন্ট) এর ওপর বর্তমানে ভ্যাট প্রযোজ্য আছে এবং ভ্রমণকার্যে সহায়তাকারী (ট্যুর অপারেটর) এর ওপর ভ্যাট আরোপিত নেই। তাই, আপনি বা আপনার প্রতিষ্ঠান যদি ট্রাভেল এজেন্ট এর সেবা গ্রহণ করে, তাহলে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-১২২: ***অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য স্বেচ্ছানিবন্ধন নিতে পারবে কি?***

উত্তর: অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য এবং টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত কোন প্রতিষ্ঠান রেয়াত নেয়ার সুবিধার জন্য স্বেচ্ছায় ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত হতে পারবে।

প্রশ্ন-১২৩: ***ক্লিনিক, হাসপাতাল, প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ইত্যাদির ক্ষেত্রে বর্তমানে ভ্যাট সম্পর্কিত বিধান কী?***

উত্তর: এই সেবামসূহের ওপর ইতোপূর্বে ভ্যাট আরোপিত ছিল। এ বিষয়টি নিয়ে মামলা হয়। সুপ্রীম কোর্টের আপীলাত ডিভিশনের রায়ের প্রেক্ষিতে ক্লিনিক, হাসপাতাল, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাবের ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তাই, বর্তমানে এসব সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রদান করতে হবে না।

প্রশ্ন-১২৪: ***অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ভ্যাট চালান ইস্যু করার প্রয়োজন আছে কী?***

উত্তর: যে প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/সেবা সরবরাহ করে সে প্রতিষ্ঠানের জন্য ভ্যাট চালান ইস্যু করার প্রয়োজন নেই বা তার ভ্যাট সংক্রান্ত কোন বিধি-বিধান পরিপালন করার প্রয়োজন নেই। তবে, যে প্রতিষ্ঠান করযোগ্য এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত উভয় প্রকার পণ্য/সেবা সরবরাহ করে সে প্রতিষ্ঠানের জন্য উভয় পণ্য/সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে। এতে হিসাবে স্বচ্ছতা থাকবে, রেয়াত ও প্রদেয় হিসাব সঠিকভাবে নির্ণয় করা সহজ হবে। একইসাথে করযোগ্য এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উভয়বিধ পণ্যের মূল্য ঘোষণা দেয়ার বিধান আছে এবং ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে।

প্রশ্ন-১২৫: ***একটি প্রতিষ্ঠান সফটওয়্যার তৈরি করে রপ্তানি করে। বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকের মাধ্যমে পেমেন্ট আসে। সফটওয়্যার তৈরির কাজে নিযুক্ত বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞদের টাকায় পেমেন্ট দেয়া হয়। এখানে ভ্যাটের বিধান কী?*** *[মোঃ নজরুল ইসলাম, সাভার, ঢাকা।]*

উত্তর: এরূপ ক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না। সফটওয়্যার উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট মওকুফ করা আছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উৎপাদনের পর সফটওয়্যার বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বৈদেশিক মুদ্রায় পেমেন্ট পাওয়া যায়। আমাদের দেশ থেকে রপ্তানির ওপর কোনো শুল্ক-কর প্রযোজ্য নেই। শুধুমাত্র বার্লী তামাক পাতা রপ্তানির ওপর রপ্তানি শুল্ক আরোপিত আছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পেমেন্ট দেয়া হয়, সফটওয়্যার তৈরী করার জন্য। মূল্য সংযোজন কর আইন, **১৯৯১** এর দ্বিতীয় তফসিলের মাধ্যমে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ভ্যাট থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। তাই, বিশেষজ্ঞদের পেমেন্টের বেলায় ভ্যাটের প্রযোজ্যতা নেই।

প্রশ্ন-১২৬: ***আমাদের কোম্পানী এমন একটি পণ্য আমদানি করে যার ওপর আমদানিস্তরে ভ্যাট আরোপিত নেই। কিন্তু এলসি খোলার সময় ব্যাংক এলসি কমিশনের ওপর ভ্যাট আরোপ করে এবং বীমা করার সময় বীমা কোম্পানী বীমা প্রিমিয়ামের ওপর ভ্যাট আরোপ করে। এই ভ্যাট ফেরৎ নেয়ার বিধান কী?*** *[মোঃ সিরাজুল ইসলাম, জিএম, মেটাল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ।]*

উত্তর: কোনো পণ্যের ওপর আমদানিস্তরে ভ্যাট আরোপিত না থাকলে সেই পণ্য সংশ্লিষ্ট সব সেবার ওপর ভ্যাট আরোপিত হবে না, এমনটি নয়। ভ্যাটের কয়েকটি স্তর রয়েছে। যেমন: আমদানিস্তর, উৎপাদনস্তর, পাইকারী ও খুচরাস্তর এবং সেবাপ্রদান স্তর। কোনো পণ্যের ওপর আমদানিস্তরে ভ্যাট আরোপিত না থাকলে সে পণ্যের ওপর উৎপাদন বা পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ভ্যাট আরোপিত থাকতে পারে। সেই পণ্যটি আমদানি করার সময় এলসি করতে হয়। এলসি করার সময় ব্যাংককে চার্জ প্রদান করতে হয়। সেই চার্জের ওপর ভ্যাট আরোপিত আছে। এই ভ্যাট উক্ত পণ্যের ওপর ভ্যাট নয়। বরং ব্যাংক আপনাকে যে সেবা প্রদান করলো সেই সেবার ওপর ভ্যাট। এই ভ্যাট আপনার কোম্পানিকে পরিশোধ করতে হবে। একইভাবে বীমা প্রিমিয়ামের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। ইহা পণ্যের ওপর ভ্যাট নয়, বরং বীমা সেবা গ্রহণের ওপর ভ্যাট। কোনো পণ্য বা সেবার ওপর যদি ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা না থাকে, তাহলে উক্ত পণ্য বা সেবার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে আপনার কোম্পানি যে সেবা গ্রহণ করছে তা ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবা নয়। তাই, এখানে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। এখানে পরিশোধিত ভ্যাট ফেরৎ নেয়ার কোনো অবকাশ নেই।

প্রশ্ন-১২৭: ***প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানীর সব শুল্ক-কর সরকার মওকুফ করেছে। তাই, স্থানীয় প্রকিউরমেন্ট-এর ওপর ভ্যাট মওকুফ হবে কি?***

উত্তর: Small Power Plant (SPP)এবং Captive Power Plant (CPP)কর্তৃক উৎপাদিত বিদ্যুৎ একই মালিকানাধিন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিতরণ পর্যায়ে প্রযোজ্য ভ্যাট এসআরও নং ৩৫১-আইন/২০১০/৫৭৮-মূসক, তারিখ: ১২ অক্টোবর, ২০১০ এর মাধ্যমে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে এই সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার হলো ৫ (পাঁচ) শতাংশ। একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বলতে অন্যূন শতকরা ৭৫ ভাগ মালিকানা বিদ্যুৎ উৎপাদক/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের থাকতে হবে। উক্ত যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে শুল্ক-করাদি মওকুফ করা আছে। তবে, এসব প্রতিষ্ঠান অনেক সময় স্থানীয়ভাবে পণ্য/সেবা ক্রয় করে থাকে। উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী হিসেবে (যদি প্রযোজ্য হয়) ভ্যাট উৎসে কর্তনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, এসব প্রতিষ্ঠানের কোনো পর্যায়েই ভ্যাট সংক্রান্ত কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। এরূপ ধারণা সঠিক নয়। উৎসে কর্তনকারী হিসেবে প্রযোজ্য হলে ভ্যাট উৎসে কর্তন করা আবশ্যক।

প্রশ্ন-১২৮: ***ইপিজেড এ অবস্থিত ব্যাংক রপ্তানিকারককে সেবা দিয়ে যে কমিশন পায় তার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কী?***

উত্তর: হ্যাঁ। এরূপক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। উক্তরূপ কমিশনের ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়নি। সাধারণভাবে আমাদের মধ্যে কতিপয় ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। তার একটি হলো - রপ্তানির ওপর কোনো ভ্যাট নেই। এরূপ ধারণা সঠিক নয়। কোন্ কোন্ পণ্য বা সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য নেই তা আইনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। মূল্য সংযোজন কর আইনের প্রথম তফসিল, দ্বিতীয় তফসিল এবং অব্যাহতি প্রজ্ঞাপনসমূহে যেসব পণ্য বা সেবার উল্লেখ আছে, কেবলমাত্র সেসব পণ্য বা সেবা ভ্যাট হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। ইপিজেড এলাকায় যেসব প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদন করে, তারা বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্ত। তারা বন্ড লাইসেন্সের আওতায় শুল্কমুক্তভাবে উপকরণ আমদানি করে থাকে। উক্ত উপকরণ ব্যবহার করে, পণ্য উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করে। রপ্তানি পণ্যের ওপর কোনো শুল্ক-করা পরিশোধ করতে হয় না। আর তাদের উপকরণ যেহেতু শুল্ক-করামুক্তভাবে আমদানিকৃত, সেহেতু তাদের রপ্তানির বিপরীতে কোনো রেয়াত বা প্রত্যর্পণ নেয়ার প্রয়োজন হয় না। এভাবে রপ্তানি পণ্যে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর সরকার শুল্ক-করা মুক্ত করেছে। যেসব প্রতিষ্ঠান শতভাগ রপ্তানি করে, সেসব প্রতিষ্ঠান এ সুবিধা ভোগ করতে পারে। যেসব প্রতিষ্ঠান বন্ড লাইসেন্স পায়নি, তারা শুল্ক-কর পরিশোধ করে উপকরণ আমদানি/ক্রয় করে। উক্ত উপকরণ ব্যবহার করে পণ্য রপ্তানি করার পর উপকরণের ওপর ব্যবহৃত শুল্ক-করা রেয়াত/প্রত্যর্পণ নিতে পারে। তবে, রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু সেবার ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া আছে। যেমন: রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র প্রতিষ্ঠা করা। ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের কমিশনের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না। যেসব সেবার ওপর ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়নি, সেসব সেবার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-১২৯: ***ওয়েবসাইট নির্মাণের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কী?***

উত্তর: ওয়েবসাইট নির্মাণের ওপর আইনে ভ্যাট অব্যাহতি নেই। অর্থাৎ ওয়েবসাইট নির্মাণের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য রয়েছে। কিন্তু এখানে কতিপয় বাস্তবতার কারণে ভ্যাট আদায় হচ্ছে না। তা হলো যেসব প্রতিষ্ঠান ওয়েবসাইট নির্মাণ করে, তারা সফটওয়্যার নির্মাণ করে এবং তথ্যপ্রযুক্তি

সংক্রান্ত আরো কতিপয় কার্যসম্পাদন করে থাকে। সফটওয়্যার এর ওপর উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট মওকুফ করা আছে। তাছাড়া, কম্পিউটার এবং এর আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট মওকুফ করা আছে। তথ্যপ্রযুক্তি বর্তমানে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইহা সরকারের প্রাধিকার প্রাপ্ত একটি খাত। এসব কারণে ওয়েবসাইট নির্মাণের ওপর ভ্যাট মওকুফ না থাকলেও এ খাতে আমার জানা মতে ভ্যাট আদায় হচ্ছে না। অর্থাৎ যারা ওয়েবসাইট নির্মাণ করেন তারা ক্রেতার নিকট থেকে ভ্যাট গ্রহণ করছেন না এবং তারা সরকারকে ভ্যাট পরিশোধ করছেন না। তবে, ওয়েবসাইট নির্মাণ করে যদি কোনো দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয়, যে দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের উৎসে ভ্যাট কর্তনের দায়িত্ব রয়েছে, সে দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান যাদের মধ্যে ভ্যাট বিষয়ে সচেতনতা আছে, তারা উৎসে ভ্যাট কর্তন করছে। তবে, আশার কথা হলো, ২০১২ অর্থবছরের বাজেটে 'তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা'র সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে এবং কোড নির্ধারণ করা হয়েছে। সেবার কোড হলো এস০৯৯.১০ এবং সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ৪.৫ শতাংশ। তাই, অনেক তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বর্তমানে ভ্যাট প্রদানে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে।

১৫. উপকরণ কর রেয়াত

প্রশ্ন-১৩০: *কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যায় না?*

উত্তর: নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) উহা উল্লেখ আছে।

(ক) অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর। যেমনঃ Fire Extinguisher, Power Tiller, Wood Pencil, First Aid Box,হারিকেন বাতি, কেরোসিন চুলা, সকল প্রকার চেরাই কাঠ, রাসায়নিক সার, সকল প্রকার জন্মনিরোধক ও ইনসুলিন, পুস্তক পুস্তিকা, সংবাদপত্র, পত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদি। এসব ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদন করে সরবরাহ প্রদান করলে উৎপাদনকারী উপকরণের ওপর যে ভ্যাট পরিশোধ করেছেন তা রেয়াত পাবেন না।

(খ) পরিশোধিত টার্নওভার কর। টার্নওভার করদাতা প্রতিষ্ঠান কোন রেয়াত নিতে পারবে না। টার্নওভার কর পরিশোধকৃত উপকরণ ব্যবহার করে ভ্যাটযোগ্য পণ্য উৎপাদন করলেও রেয়াত নেয়া যাবে না [ধারা-৯ (খ)]।

(গ) উপকরণের ওপর পরিশোধিত সম্পূরক কর (SupplementaryDuty) রেয়াত নেয়া যাবে না।

(ঘ) একাধিকবার ব্যবহারযোগ্য মোড়কসামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রথমবার ব্যবহারের সময় উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে। পরে আবার ব্যবহার করা হলে রেয়াত নেয়া যাবে না। যেমনঃ কোকের বোতল, পানির জার ইত্যাদি।

(ঙ) করযোগ্য পণ্য বা সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত দালানকোঠা, অবকাঠামো, নির্মাণ বা মেরামতের সময় পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। করযোগ্য পণ্য বা সেবা উৎপাদনস্থলে ব্যবহৃত আসবাবপত্র, স্টেশনারী, এয়ারকন্ডিশনার, ফ্যান, আলোকসরঞ্জাম, জেনারেটর, ভাড়া বা লীজ গৃহীত গাড়ির ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না।

(চ) বিধি ১৯ এ বলা আছে যে, কতিপয় সেবার ক্ষেত্রে আংশিক ৮০% উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে। এর বেশি রেয়াত নেয়া যাবে না।

(ছ) ভ্রমণ, আপ্যায়ন, কর্মচারীর কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয়ের বিপরীতে পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না।

(ছছ) (অ) মূল্য ঘোষণা অর্থাৎ 'মূসক-১' ফরমে অন্তর্ভুক্ত নেই এমন উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। (আ) ৪% ব্যবসায়ী ভ্যাট প্রদানকারী এবং প্যাকেজ ভ্যাট প্রদানকারী রেয়াত নিতে পারবেন না।

(জ) সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের সেবাপ্রদানকারী উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নিতে পারবেন না।

(জজ) ব্যবসায়ী কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য সংযোজন বা হারের ভিত্তিতে ভ্যাট পরিশোধ করা হলে উক্ত পণ্যের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না [(ধারা-৯(ছছ)(আ)]।
যেমনঃ বর্তমানে ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের হার ২৬.৬৭% এবং ভ্যাট প্রদেয় হয় ৪%। এই পদ্ধতিতে ৪% ভ্যাট পরিশোধকারী ব্যবসায়ী রেয়াত নিতে পারবে না। তাছাড়া, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে বার্ষিক নির্ধারিত (১৪,০০০/-, ১০,০০০/, ৭,২০০/-, ৩,৬০০/-) টাকা পরিমাণ ভ্যাট আরোপিত আছে। এই পদ্ধতিকে প্যাকেজ ভ্যাট বলা হয়। এ ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী উপকরণ কর রেয়াত নিতে পারবেন না। [ধারা-৯(১)(জজ)]।

(ঝ) ট্যারিফ মূল্যের পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। ট্যারিফ মূল্যের উপকরণ দিয়ে নন-ট্যারিফ পণ্য উৎপাদন করলে উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে [নথি নং-১(৩৫)মূসক-বাস্তবায়ন:পণ্য/৯৫/৩০(৬), তারিখঃ ১৩/০১/১৯৯৮]।

(ঞ) পণ্যের সরবরাহকারী, ব্যবসায়ী বা সেবাপ্রদানকারীর নিবন্ধন সংখ্যা ব্যতীত অন্য কোনো নিবন্ধন সংখ্যা সংবলিত বিল-অব-এন্ট্রি বা চালানপত্রের মাধ্যমে ক্রয়কৃত উপকরণের বিপরীতে পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। অর্থাৎ একই গ্রুপ অব কোম্পানীজ-এর আওতাভুক্ত বা একই মালিকের অধীন অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নামে ক্রয়কৃত দলিলাদির বিপরীতে রেয়াত নেয়া যাবে না। যে প্রতিষ্ঠানের নামে ক্রয় করা হয়েছে, সে প্রতিষ্ঠানেই রেয়াত নিতে হবে।

(ট) অন্যের অধিকার, দখলে, তত্ত্বাবধানে রক্ষিত পণ্যের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। অর্থাৎ উপকরণ ব্যাংকের গুদামে থাকলে বা ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে থাকলে বা অন্য কোন পণ্যাগারে থাকলে রেয়াত নেয়া যাবে না।

(ঠ) ক্রয় হিসাব পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। অর্থাৎ উপকরণ ক্রয় করার পর ক্রয় হিসাব পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অতঃপর রেয়াত নিতে হবে।

(ড) ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে খালাসকৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। ব্যাংক গ্যারান্টি নিষ্পত্তি হওয়ার পর শুল্ক-করাদি জমা দিয়ে তারপর রেয়াত নিতে হবে।

(ঢ) উপকরণ মূল্য **১** (এক) লক্ষ টাকা বা তার বেশি হলে এবং তা নগদে ক্রয় করলে, সে ক্ষেত্রে রেয়াত নেয়া যাবে না। অর্থাৎ পণ্যমূল্য **১** লক্ষ টাকা বা তার বেশি হলে নন-ক্যাশ পেমেন্ট করতে হবে। তবে, ক্রেতা এবং বিক্রেতা যদি একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হয়, তাহলে নগদে যে কোন মূল্যের লেন-দেনের ক্ষেত্রে রেয়াত নেয়া যাবে। ৩০ জুন, ২০১৩ তারিখ থেকে এই বিধান কার্যকর হয়েছে।

বিঃদ্রঃ সেলুলার বা মোবাইল ফোনের বিপরীতে পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একটি আদেশে তা বলা আছে।

প্রশ্ন-১৩১: ***ক্রয়কৃত উপকরণ ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৬) এন্ট্রি দেয়ার পর দুই কর মেয়াদের মধ্যে অর্থাৎ পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে রেয়াত নেয়া যায়। ধরা যাক, মার্চ মাসের কোন এক তারিখে ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে উপকরণ এন্ট্রি দেয়া হয়েছে এবং মে মাসের কোন এক তারিখে রেয়াত নেয়া হয়েছে। ক্রয়ের পরিমাণ এবং রেয়াত কোন মাসের দাখিলপত্রে প্রদর্শন করতে হবে?*** *[মোঃ শফিকুল হক, ডেপুটি ম্যানেজার (ফিন্যান্স এ্যান্ড এ্যাকাউন্টস), এনার্জিপ্যাক ইলেক্ট্রনিক্স লিঃ, ২৭০ নভো টাওয়ার, তেজগাঁও, ঢাকা।]*

উত্তর : উপকরণ কর রেয়াত নেয়ার স্বাভাবিক সময় হলো সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ। অর্থাৎ যে কর মেয়াদে উপকরণ ক্রয় করে নিবন্ধিত স্থানে আনা হয়েছে সে কর মেয়াদেই ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৬) উপকরণ এন্ট্রি দিতে হবে এবং চলতি হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৮) এন্ট্রি দিয়ে উপকরণ কর রেয়াত নিতে হবে। উপকরণ এক মাসে ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দিয়ে যথেচ্ছভাবে অন্য মাসে রেয়াত নেয়া যায় না। মূল্য সংযোজন কর আইন, **১৯৯১** এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঢ) এর শর্তাংশ মোতাবেক পরবর্তী দুই কর মেয়াদ পর্যন্ত রেয়াত নেয়ার সময় থাকে। তবে, সেক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত রয়েছে। যথা: (১) সমুদয় উপকরণ যদি নিবন্ধিত স্থানে প্রবেশ না করে; এবং (২) যদি ভুলবশতঃ সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে রেয়াত নেয়া না হয়। এমন পরিস্থিতি হলে পরবর্তী দুই কর মেয়াদ পর্যন্ত রেয়াত নেয়া যায়। যথেচ্ছভাবে রেয়াত নেয়ার সময় বর্ধিত করা যায় না।

যদি সমুদয় উপকরণ নিবন্ধিত স্থানে প্রবেশ করানো সম্ভব না হয়, তাহলে ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দিতে হবে না। ফ্যাক্টরীতে উপকরণ প্রবেশ করার বিষয়ে ভ্যাট রেজিস্টার ছাড়াও ফ্যাক্টরীর নিজস্ব রেজিস্টার থাকে। উপকরণ আগমনের তথ্যাদি ওই নিজস্ব রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকে। তাই, সমুদয় উপকরণ যে মাসে নিবন্ধিত স্থানে প্রবেশ করবে সে মাসেই রেয়াত নিতে হবে। ভুলবশতঃ যদি রেয়াত নেয়া না হয়, এর অর্থ হলো উপকরণ নিবন্ধিত স্থানে প্রবেশ করার পরও ভুলবশতঃ ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দেয়া হয়নি এবং চলতি হিসাব রেজিস্টারে রেয়াত নেয়া হয়নি। এরূপক্ষেত্রে সমুদয় উপকরণ প্রবেশের দুই কর মেয়াদের মধ্যে ক্রয় হিসাব রেজিস্টার এবং চলতি হিসাব রেজিস্টারে লিখে রেয়াত নেয়া যাবে। যদি পরবর্তী দুই কর মেয়াদের মধ্যেও রেয়াত নেয়া না হয়, তাহলে ওই রেয়াত আর নেয়া যাবে না, তা তামাদি হয়ে যাবে। অর্থাৎ উপকরণ প্রবেশের মাসেই হোক আর দুই মাস পরেই হোক ক্রয় হিসাব রেজিস্টার এবং চলতি হিসাব রেজিস্টারে একইসাথে এন্ট্রি দিতে হবে। তবে, যদি কোন কারণে ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে উপকরণ উল্লেখ করার মাসে চলতি হিসাব রেজিস্টারে উল্লেখ করা না হয়, সেক্ষেত্রেও পরবর্তী দুই কর মেয়াদের মধ্যে চলতি হিসাব রেজিস্টারে উল্লেখ করে রেয়াত নিতে হবে। তবে, সাধারণতঃ এরূপ হওয়ার কথা নয়। কারণ, ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে ক্রয়ের পরিমাণ উল্লেখ করে যদি চলতি হিসাব রেজিস্টারে উল্লেখ করা না হয়, তাহলে ওই মাসের দাখিলপত্র মিলবে না। তাই, দাখিলপত্র প্রস্তুত করার সময় এরূপ ভুল উদ্ঘাটিত হবে। তখনই চলতি হিসাব রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে রেয়াত নেয়া যায়। তবে, মাঠ পর্যায়ে দেখা যায় যে, রেয়াতের স্থিতি বেড়ে যাবে এই আশংকায় অনেক সময় ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে উপকরণ এন্ট্রি দেয়ার পর স্বেচ্ছায় রেয়াত নেয়া হয় না। দুই কর মেয়াদের শেষদিকে রেয়াত নেয়া হয়। এরূপ প্র্যাকটিস আইনানুগ নয়। উপরে বর্ণিত দুটি কারণ ছাড়া অহেতুক রেয়াত নিতে বিলম্ব করা যাবে না।

প্রশ্ন-১৩২: ***আমরা বিভিন্ন সরবরাহকারীর নিকট থেকে উপকরণ ক্রয় করি। সাধারণতঃ ক্রয়ের পর সাথে সাথেই মূল্য পরিশোধ করা হয় না। ইতোমধ্যে রেয়াত নেয়ার প্রয়োজন হয়। কারণ, দুই করমেয়াদের মধ্যে রেয়াত নেয়ার বিধান রয়েছে। তাছাড়া, পরবর্তী মাসে দাখিলপত্র দাখিল করার প্রয়োজন হয়। ভ্যাট অফিসে দালিখপত্র দাখিল করতে গেলে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের প্রমাণ চাওয়া হয়। প্রমাণ দিতে না পারলে রেয়াত কর্তন করা হয়। কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠানে ক্রয়ের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করার সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। আমরা অধিকাংশ সময় বিলম্বে মূল্য পরিশোধ করি। কারণ, আমাদের অধিকাংশ সরবরাহকারী দীর্ঘদিনের পরিচিত এবং তাদের সাথে আমাদের দীর্ঘ ব্যবসায়ীক সম্পর্ক রয়েছে। অনেকের কাছ থেকে একটি ক্রয়াদেশের মাধ্যমে কয়েক মাস ধরে কিস্তিতে পণ্য সরবরাহ নেয়া হয়। শেষ কিস্তি সরবরাহ দেয়ার কয়েক মাস পর মূল্য পরিশোধ করা হয়। উল্লেখ্য, আমরা নগদে মূল্য পরিশোধ করি না। আমরা সব সময় ব্যাংকিং চ্যানেলে মূল্য পরিশোধ করে থাকি। কিন্তু ভ্যাট অফিসের সাথে প্রায়শঃই রেয়াত নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হচ্ছে। এ বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মেজবাউল মোর্শেদ, সিনিয়র ফাইনান্স এক্সিকিউটিভ, এসিআই লিমিটেড, ২৪৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।]*

উত্তর: উপকরণ ক্রয় করার পর ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৬) এন্ট্রি দিতে হবে। তার পরই চলতি হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৮) এন্ট্রি দিয়ে রেয়াত নিতে হবে। তবে, বিভিন্ন কারণে রেয়াত নেয়ার জন্য অতিরিক্ত দুই করমেয়াদ সময় দেয়া হয়েছে। কোন মাসের দাখিলপত্র দাখিল করতে হয় পরবর্তী মাসের **১৫** (পনের) তারিখের মধ্যে। গত মাসে যেসব ক্রয় করা হয়েছে তার বিপরীতে অনেক সময় মূল্য পরিশোধ করা

সম্পন্ন হয় না। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঢ) অনুসারে উপকরণের মূল্য যদি এক লাখ টাকার বেশি হয় আর সেই মূল্য যদি নগদে পরিশোধ করা হয়, তাহলে ওই ক্রয়ের ওপর রেয়াত পাওয়া যাবে না। কিন্তু অনেক সময় বিলম্বে মূল্য পরিশোধ করা হয়। ইহা ব্যবসায়ের একটি স্বাভাবিক রীতি। ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে অনেক সময় বিলম্বে মূল্য পরিশোধের সময়কাল বেশি হয়। কোন ক্রয়ের মূল্য কখন পরিশোধ করতে হবে সে বিষয়ে মূল্য সংযোজন কর আইনে কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়নি। মূল্য পরিশোধ না করলে রেয়াত পাওয়া যাবে না তাও ভ্যাট আইনে বলা নেই। অর্থাৎ মূল্য পরিশোধের সাথে রেয়াতের সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই। রেয়াত নিতে পারবে উপকরণ ক্রয়ের স্বপক্ষে ভ্যাট চালান বা আমদানির স্বপক্ষে বিল-অব-এন্ট্রির ভিত্তিতে। মূল্য পরিশোধিত হয়েছে কিনা তা এক্ষেত্রে মূল বিবেচনার বিষয় নয়। তাই, দাখিলপত্র দাখিল করার সময় বা রেয়াত নেয়ার সময় যদি ব্যাংকিং চ্যানেলে মূল্য পরিশোধের প্রমাণ না থাকে তাহলে রেয়াত কর্তন করা যাবে না। তবে, যেহেতু রেয়াত নেয়ার সময়সীমা দুই করমেয়াদ সেহেতু বিলম্বে মূল্য পরিশোধিত হলে দুই করমেয়াদের শেষের দিকে রেয়াত নেয়াত উত্তম। এরমধ্যে যদি মূল্য পরিশোধ করা হয়ে যায়, তাহলে আর কোন জটিলতা থাকে না। আর মূল্য পরিশোধ করতে খুব বেশি বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক ব্যবসায়ীক রীতি-নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ, যিনি বিক্রী করেছেন তার বিক্রয়মূল্য প্রয়োজন রয়েছে। তবে, দু একটি ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধ করতে বেশি বিলম্ব হতে পারে। মূল্য পরিশোধ করতে যদি বেশ বিলম্ব হয়, তাহলে রেয়াত নিয়ে নিতে হবে। পরবর্তীতে যখন ব্যাংকিং চ্যানেলে মূল্য পরিশোধ করা হয়, তখন পরিশোধের প্রমাণ ভ্যাট অফিসে দাখিল করতে হবে। বাস্তবে ভ্যাট অফিসের পক্ষে এ বিষয়টি অনুসরণ করা বেশ কঠিন। কোন প্রতিষ্ঠানের কোন ক্রয়ের মূল্য কখন পরিশোধিত হচ্ছে এ পর্যায় পর্যন্ত অনুসরণ করার মত লোকবল ইত্যাদি ভ্যাট অফিসে নেই। তাই, এই সুযোগে কোন অসৎ ব্যক্তি বিলম্বে মূল্য পরিশোধ করবে মর্মে রেয়াত নিয়ে পরবর্তীতে নগদে মূল্য পরিশোধ করতে পারে। তাহলে এই বিধানের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। তাই, দুই করমেয়াদের মধ্যে রেয়াত নিয়ে নিতে হবে। কোন কারণে বিলম্বে মূল্য পরিশোধিত হলে মূল্য পরিশোধের পর ব্যাংকিং চ্যানেলে পরিশোধের প্রমাণাদি ভ্যাট অফিসে দাখিল করতে হবে।

প্রশ্ন-১৩৩: ***আমরা নুডলস উৎপাদন করার জন্য নতুন একটি ফ্যাক্টরী স্থাপন করতে যাচ্ছি। ওই ফ্যাক্টরীতে স্থাপনের জন্য আমরা বি.আর.বি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর নিকট থেকে সর্বমোট ১,১৪,৬০,০০০ (এক কোটি চৌদ্দ লাখ ষাট হাজার) টাকা মূল্যের বৈদ্যুতিক তার ক্রয় করেছি। এই মূল্যের মধ্যে ভ্যাটের পরিমাণ ১৪,৯৪,৭৮২ (চৌদ্দ লাখ চুরানব্বই হাজার সাত শত বিরাশি) টাকা। বি.আর.বি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ আমাদেরকে "মূসক-১১" চালানপত্র প্রদান করেছে। আমরা ওই ভ্যাট রেয়াত নিতে পারবো কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মনির-উজ-জামান, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ-ফাইন্যান্স এ্যান্ড এ্যাকাউন্টস, নিউ জিল্যান্ড ডেইরী প্রোডাক্টস বাংলাদেশ লিঃ।]*

উত্তর : ফ্যাক্টরীতে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা বৈদ্যুতিক তারের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে না। উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যায়। উপকরণ কি তা আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা আছে। কি কি উপাদান উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং কি কি উপাদান উপকরণ হিসেবে হিসেবে বিবেচিত হবে না তা মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২ এর দফা (গ)-তে উল্লেখ আছে। একই আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখ আছে যে, কি কি উপাদান এর বিপরীতে পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ১৯ এ উল্লেখ আছে যে, কোন কোন উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাটের ৮০ শতাংশ রেয়াত নেয়া যাবে। সাধারণতঃ উপকরণ হলো সকল প্রকার কাঁচামাল, ল্যাবরেটরি রিএজেন্ট, ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট, ল্যাবরেটরি এক্সেসরিজ, যেকোন গ্যাস, জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত যেকোন পদার্থ, মোড়ক সামগ্রী, ভ্যাটযোগ্য সেবা, যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ (machenery and spare parts)। আর সাধারণতঃ যা উপকরণ নয় তা হলো শ্রম, ভূমি, ইমারত, অফিস যন্ত্রপাতি (offfice equipments) এবং যানবাহন। উপকরণ দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা: (১) ভ্যাটযোগ্য পণ্য উৎপাদন বা ভ্যাটযোগ্য সেবা প্রদানের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত উপাদান, যেমন: সাবানের ক্ষেত্রে সোপ নুডলস, কস্টিক সোডা, রং ইত্যাদি; এবং (২) ভ্যাটযোগ্য পণ্য উৎপাদন বা ভ্যাটযোগ্য সেবা প্রদানে ব্যবহৃত সহযোগী উপাদান, যেমন: সাবানের মোড়ক, ব্যবহৃত বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি। ভ্যাটযোগ্য পণ্য উৎপাদন বা ভ্যাটযোগ্য সেবা প্রদানের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হলেও কতিপয় ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত প্রযোজ্য নয়। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) ওই ক্ষেত্রসমূহ তালিকাভুক্ত করা আছে। ওই তালিকাকে সাধারণভাবে রেয়াতের নেগেটিভ লিস্ট বলা হয়। ওই লিস্ট অনুসারে, কোন দালান-কোঠা বা অবকাঠামো বা স্থাপনা নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবার ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। আপনার জিজ্ঞাস্য ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক তার কেনা হয়েছে ফ্যাক্টরীতে ব্যবহার করার জন্য। বৈদ্যুতিক তার দিয়ে ফ্যাক্টরীতে ওয়্যারিং করা হবে, যা সরাসরি স্থাপনা নির্মাণের আওতায় পড়ে। বৈদ্যুতিক তার আপনাদের ফ্যাক্টরীর পণ্য (নুডলস) উৎপাদনে সরাসরি সম্পৃক্ত কোন উপাদান নয়, আবার সহযোগী উপাদানও নয়। তাই, আপনাদের ফ্যাক্টরীর বৈদ্যুতিক তার ক্রয় করার ক্ষেত্রে পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন-১৩৪: ***আমরা আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলের জন্য মেশিনারিজ এবং ক্যামেরা আমদানি করেছি। মেশিনারিজ হলো ভিডিও ডিস্ক কনভার্টার, এইচএস কোড-৮৫২৮.৭১০০, আর্থ স্টেশান এন্টেনা (এক্সেল মডেম, টেলিফোনি/টেলিগ্রাফি), এইচএস কোড-৮৫১৭.৬২.৯০ এবং এক্সেল মডেম (টেলিফোনিক/টেলিগ্রাফিক) স্যুইচ এভিপি ২০০ কন্ট্রিবিউশন ইনকোডার, এইচএস কোড- ৮৫১৭.৬২.৯০। এই আইটেমগুলো মূলধনী যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত এসআরও নং ১৩৫-আইন/২০১৫/১৫/কাস্টমস, তারিখ: ০৪ জুন, ২০১৫ এ অন্তর্ভুক্ত নেই। এই আইটেমগুলোর ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট এবং ৪ শতাংশ অগ্রীম ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) প্রযোজ্য আছে। আমরা ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নেয়ার সময় 'মূসক-৭' ফরম (অঙ্গন, প্ল্যান্ট, মূলধনী যন্ত্রপাতি, ফিটিংস, উৎপাদিতব্য পণ্য, প্রদেয় সেবা ও উপকরণের বিবরণ সম্বলিত ঘোষণাপত্র) অনুমোদন নিয়েছি। তাই, আমদানি পর্যায়ে ৪ শতাংশ এটিভি পরিশোধ করতে হয়নি। আমদানি স্তরে আমরা ১৫ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করেছি। তাছাড়া, এই আমদানিকৃত***

চালানের বীমা সেবার ওপর আমরা ভ্যাট পরিশোধ করেছি। অধিকন্তু পণ্য চালান খালাস করার সময় সিএন্ডএফ কমিশনের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করেছি। এসব ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। *[মোঃ নাসির উদ্দিন, এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার-ভ্যাট এ্যান্ড এ্যাকাউন্টস, কাজী ফার্মস গ্রুপ, ঢাকা।]*

উত্তর: উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যায়। তাই, প্রথমে বিবেচনা করতে হয় যে, ক্রয়কৃত আইটেমটি উপকরণ কি না। মূল্য সংযোজন কর আইন, **১৯৯১** এর ধারা ২ এর দফা (গ) অনুসারে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ উপকরণ হিসেবে গণ্য। তাই, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা হলে তা রেয়াত নেয়া যাবে। তবে, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় রেয়াত সংক্রান্ত আরো বিধি-বিধান রয়েছে। সে সব বিধি-বিধানও পরিপালন করতে হবে। উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যায়। মূল্য সংযোজন কর আইন, **১৯৯১** এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, **১৯৯১** এর বিধি **১৯** এর উপ-বিধি (১ক) অনুসারে, উপকরণ হতে হলে আইটেমটি করযোগ্য পণ্য উৎপাদন বা করযোগ্য সেবা প্রদানের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হতে হবে। আপনাদের আমদানিকৃত মেশিনারিজ আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কিন্তু আমদানিকৃত ক্যামেরা সেবা প্রদানের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। তাই, ক্যামেরার ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। মেশিনারিজ এর ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, **১৯৯১** এর বিধি **১৯** এর উপ-বিধি (৩) অনুসারে, কোন স্থান হতে ভ্যাটযুক্ত এবং ভ্যাটমুক্ত উভয় প্রকার পণ্য সরবরাহ করা হলে শুধুমাত্র ভ্যাটযুক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে, ভ্যাটমুক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে না। কি পদ্ধতিতে শুধুমাত্র ভ্যাটযুক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর রেয়াত নেয়া যাবে তা এই উপ-বিধিতে বর্ণিত আছে। একই বিধির উপ-বিধি (৫ক)-তে উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তি ভ্যাটযুক্ত এবং ভ্যাটমুক্ত উভয় প্রকার সেবা প্রদান করলে শুধুমাত্র ভ্যাটযুক্ত সেবা প্রদানে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে। তবে, এই উপ-বিধিতে ভ্যাটযুক্ত সেবা প্রদানে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়ার পদ্ধতি বর্ণিত হয়নি। আপনাদের প্রতিষ্ঠান টেলিভিশন চ্যানেলের সেবা হলো সম্প্রচার কার্যক্রম। মূল্য সংযোজন কর আইন, **১৯৯১** এর দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা রেডিও ও টেলিভিশন সম্প্রচার সেবা ভ্যাটমুক্ত করা হয়েছে। তবে, আপনারা যে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন তা ভ্যাটযোগ্য সেবা। তাই, বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য যে উপকরণ ব্যবহার করা হয় তার ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে। ভ্যাটমুক্ত সেবা প্রদানে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। ভ্যাটযুক্ত এবং ভ্যাটমুক্ত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কিভাবে আনুপাতিক হারে উপকরণ কর রেয়াত নিতে হবে সে বিষয়ে কোন নির্দেশনা এখনও পর্যন্ত জারি হয়নি। এরূপক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, **১৯৯১** এর বিধি ৩৮ অনুসারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা সংশ্লিষ্ট কমিশনার আদেশ জারি করে রেয়াতের হার বা পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারেন। তবে, মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম থামিয়ে রাখার অবকাশ নেই। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য হলো, অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রথমে শুরু হয়ে যায়। তারপর, তা নীতি-নির্ধারকদের নজরে আসে। তারপর, সে বিষয়ে বিধি-বিধান প্রবর্তন করা হয়। যতদিন সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান জারি করা হয় না ততদিন প্রচলিত কনভেনশন অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যেমন: পণ্য উৎপাদনের সময় বিভিন্ন শিল্পে কি পরিমাণ বর্জ্য (wastage) হবে তা নির্ধারিত করে কোন সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান আজও জারি করা হয়নি। প্রচলিত কনভেনশন অনুযায়ী এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পণ্যের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে রেয়াত নেয়া সহজ। কিন্তু নানাবিধ কারণে সেবার ক্ষেত্রে তা সহজ নয়। তাই, নিজ নিজ ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য কনভেনশন গড়ে তুলে সে অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করা যায়। আপনারা টেলিভিশন সম্প্রচার সেবা প্রদান করেন। আপনাদের এয়ারটাইমের কতটুকু বিজ্ঞাপন প্রচারে ব্যবহৃত হয় এবং কতটুকু অন্যান্য প্রচারে ব্যবহৃত হয়,তা নির্ধারণ করা সহজ। কারণ, টেলিভিশন সম্প্রচারের ক্ষেত্রে এয়ারটাইমের সুস্পষ্ট হিসাব থাকে। সে অনুযায়ী আনুপাতিক হারে রেয়াত নেয়া যায়। মেশিনারিজ যেহেতু উপকরণ তাই উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট আনুপাতিক হারে রেয়াত নেয়া যাবে। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, **১৯৯১** এর বিধি **১৯** এর উপ-বিধি (১ক) অনুসারে কতিপয় সেবার ওপর ৮০ শতাংশ রেয়াত নেয়া যায়। এর মধ্যে বীমা এবং সিএন্ডএফ সেবা অন্তর্ভুক্ত আছে। তাই, বীমা এবং সিএন্ডএফ সেবার ওপর পরিশোধিত ভ্যাটের প্রথমে ৮০ শতাংশ হিসাব করে নিয়ে তা থেকে আনুপাতিক হারে রেয়াত নেয়া যায়। সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান না থাকার ফলে অনেক ক্ষেত্রে এরূপ পরিস্থিতিতে রেয়াত প্রদান করা হয় না, আবার অনেকক্ষেত্রে এরূপ পরিস্থিতিতে পূর্বে পরিশোধিত সম্পূর্ণ ভ্যাট রেয়াত দেয়া হয়। আমার মতে ভ্যাটযুক্ত এবং ভ্যাটমুক্ত প্রদেয় সেবার অনুপাত নির্ধারণ করে নিয়ে সে মোতাবেক আনুপাতিক হারে উপকরণ কর রেয়াত নিলে তা ভ্যাটের মূলনীতি এবং আমাদের ভ্যাট আইন ও বিধির সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

প্রশ্ন-১৩৫: ***মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২ এ উপকরণের সংজ্ঞায় যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ উল্লেখ আছে। আমরা আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলের জন্য মেশিনারিজ এবং ক্যামেরা আমদানি করেছি। আমদানি স্তরে মেশিনারিজ এবং ক্যামেরার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করেছি। তাছাড়া, এই আমদানিকৃত চালানের বীমা সেবার ওপর আমরা ভ্যাট পরিশোধ করেছি। অধিকন্তু পণ্য চালান খালাস করার সময় সিএন্ডএফ কমিশনের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করেছি। এসব ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোঃ নাসির উদ্দিন, এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার-ভ্যাট এ্যান্ড এ্যাকাউন্টস, কাজী ফার্মস গ্রুপ, ঢাকা।]*

উত্তর: উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যায়। কোন পণ্য উৎপাদন করতে যে উপকরণ ব্যবহার হয় সে উপকরণ ক্রয় করার সময় ভ্যাট পরিশোধ করা হয়। উপকরণের ওপর মূল্য সংযোজন করে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বর্ধিত করা হয়। উৎপাদিত পণ্য বিক্রী করার সময় বর্ধিত মূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা হয়। তাই, পূর্বে উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট সরকার রেয়াত প্রদান করে। অর্থাৎ পণ্য সরবরাহকারী উপকরণের ওপর পূর্বে পরিশোধিত ভ্যাট তার রেজিস্টারে (মূসক-১৮) জমা করে নেন। সেবার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। কিন্তু সেবার ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত নেয়ার পদ্ধতি একটু জটিল। কারণ, পণ্যের ক্ষেত্রে কতটুকু উপকরণ ব্যবহার করে কতটুকু পণ্য উৎপাদন করা হয়েছে

তা হিসাব করে বের করা সহজ। পক্ষান্তরে, সেবার ক্ষেত্রে কোন একটি সেবা প্রদানের সাথে কতটুকু পরিমাণ উপকরণ জড়িত তা হিসাব করে বের করা একটু জটিল। তাই, আমাদের দেশে সেবার ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি। অধিকাংশ সেবা প্রদানকারী উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করেন না। শুধুমাত্র বৃহৎ আকারের প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদানকারীগণ উপকরণ কর রেয়াত নিয়ে থাকেন। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে, প্রদেয় উৎপাদ করের (output tax) বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যায়। অর্থাৎ উৎপাদিত পণ্য বিক্রী করার সময় যে ভ্যাট পরিশোধ করা হয় বা সেবা প্রদান করার সময় যে ভ্যাট পরিশোধ করা হয় তার বিপরীতে উপকরণের ওপর পূর্বে পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যায়। অর্থাৎ উপকরণের সাথে মূল্য সংযোজন করে বেশি ভ্যাট প্রদান করতে হবে, তাহলে উপকরণের ওপর পূর্বে পরিশোধিত কম ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে।

একই স্থান থেকে ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাটমুক্ত পণ্য ও সেবা সরবরাহ/প্রদান করা হলে উপকরণ কর রেয়াত নেয়ার প্রয়োজনে কতটুকু উপকরণ ভ্যাটযোগ্য পণ্য বা সেবায় ব্যবহৃত হয়েছে আর কতটুকু উপকরণ ভ্যাটমুক্ত পণ্য বা সেবায় ব্যবহৃত হয়েছে তা নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়। শুধুমাত্র ভ্যাটযুক্ত পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানে যে উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে তা রেয়াত নেয়া যায়। আপনাদের ক্ষেত্রে টেলিভিশন চ্যানেলের জন্য মেশিনারী ও ক্যামেরা আমদানি করা হয়েছে। টেলিভিশন সম্প্রচার কাজে এসব মেশিনারী ও ক্যামেরা ব্যবহার করা হবে। রেডিও ও টেলিভিশন সম্প্রচার সেবার ওপর ভ্যাট আরোপিত নেই। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা রেডিও ও টেলিভিশন সম্প্রচার সেবা ভ্যাটমুক্ত করা হয়েছে। তবে বিজ্ঞাপন প্রচার ভ্যাটযোগ্য সেবা। তাই, বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য যে উপকরণ ব্যবহার হয় তার ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে। ভ্যাটমুক্ত সেবা প্রদানে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। তবে, সেবার ক্ষেত্রে এরূপ কোন নির্দেশনা এখনও পর্যন্ত জারি হয়নি। কারণ, পূর্বেই বলেছি যে, অধিকাংশ সেবা প্রদানকারীগণ উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করেন না। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ১৯ এর উপ-বিধি (৫ক) এ উল্লেখ আছে যে, কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি করযোগ্য এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত উভয় প্রকার সেবা প্রদান করলে তিনি শুধুমাত্র করযোগ্য সেবা প্রদানের জন্য যে পরিমাণ উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে সে পরিমাণ উপকরণের ওপর উপকরণ কর রেয়াত নিতে পারবেন। তাই, এরূপক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৩৮ অনুসারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা সংশ্লিষ্ট কমিশনার আদেশ জারি করে রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারেন।

প্রশ্ন-১৩৬: ***আমাদের প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান। আমাদের আইসক্রীম বাজারজাত করার সুবিধার্থে আমরা ফ্রিজ আমদানি করি এবং ফ্রিজগুলো আমাদের ডিস্ট্রিবিউটর ও খুচরা বিক্রেতাদের নিকট সরবরাহ করা হয়। ফ্রিজ আমদানি করার সময় আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। ওই ভ্যাট আমরা রেয়াত নিতে পারবো কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোঃ নাসির উদ্দিন, সহকারী ব্যবস্থাপক-ভ্যাট, কাজী ফার্মস গ্রুপ, ঢাকা।]*

উত্তর: উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যায়। তাই, প্রথমেই দেখতে হবে যে, ক্রয়কৃত আইটেমটি উপকরণ কি না। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২ এর দফা (গ) অনুসারে, উপকরণ হলো সকল প্রকার কাঁচামাল, ল্যাবরেটরি রিএজেন্ট, ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট, ল্যাবরেটরি এক্সেসরিজ, যে কোন গ্যাস, জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত যে কোন পদার্থ, মোড়ক সামগ্রী, সেবা এবং যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ। সাধারণ ফ্রিজ (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যতীত) যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের আওতায় পড়ে না। মূলধনী যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-১৩৫-আইন/২০১৫/১৫/কাস্টমস, তারিখঃ ০৪ জুন, ২০১৫ এ সাধারণ ফ্রিজ অন্তর্ভুক্ত নেই। সাধারণ ফ্রিজ (ডোমেস্টিক টাইপ) এর এইচএস কোড হলো ৮৪১৮.১০.০০। তাই, ফ্রিজ উপকরণ নয়। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এ কতিপয় আইটেম উল্লেখ আছে যেগুলোর ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে না। ওই উপ-ধারার দফা (ঙ)-তে উল্লেখ আছে এয়ারকন্ডিশনার, ফ্যান, জেনারেটর ইত্যাদি। ফ্রিজ কোন একটি প্রতিষ্ঠানে এয়ারকন্ডিশনার, জেনারেটর, ফ্যান এরূপ একটি আইটেম। তাই, ফ্রিজের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে না। তাছাড়া, উপকরণ হতে হলে পণ্য উৎপাদন বা সরবরাহ বা সেবা প্রদানের সাথে তা সরাসরি সম্পৃক্ত হতে হয়। আপনাদের ব্যবহৃত ফ্রিজ পণ্য উৎপাদন বা সরবরাহের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। বরং পণ্য সংরক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত। শুধুমাত্র ল্যাবরেটরির ক্ষেত্রে ইকুইপমেন্ট ও এক্সেসরিজ উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে, তা সুনির্দিষ্টভাবে আইনের ধারা ২ এ উল্লেখ আছে। অন্য কোন ক্ষেত্রে ইকুইপমেন্ট ও এক্সেসরিজ উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যে শাখাগুলো কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের আওতায় রয়েছে সেসব শাখায় ব্যবহৃত উপকরণ রেয়াত নেয়া যাবে। কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের আওতায় নেই এমন কোন স্থানে ব্যবহৃত কোন উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। তবে, এইচএস কোড ৮৪১৮.৬১.১০ এর আওতাভুক্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেফ্রিজারেটর/ফ্রিজিং ইকুইপমেন্ট মূলধনী যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত এসআরও-তে অন্তর্ভুক্ত আছে বিধায় এই আইটেমের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে। সেক্ষেত্রে ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত স্থানে তা ব্যবহৃত হতে হবে।

প্রশ্ন-১৩৭: ***আমরা সারাদেশে বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করি। ধরা যাক, আমরা সারা দেশে ১০টি বিক্রয় কেন্দ্রে পণ্য পাঠানোর জন্য ১০টি ভ্যাট চালান প্রস্তুত করলাম। ১০টি ভ্যাট চালান পণ্যসহ আমাদের নিজস্ব একটি গাড়িতে করে কুরিয়ার অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো। ১০টি ভ্যাট চালানেই আমাদের একটি গাড়ির নম্বর উল্লেখ আছে, যেহেতু একটি গাড়িতে করে কুরিয়ার অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কুরিয়ার অফিস কুরিয়ার রসিদসহ আমাদের ভ্যাট চালান এবং পণ্য ১০টি বিক্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়। বিক্রয়কেন্দ্রে উপকরণ কর রেয়াত নেয়া হয়। কিন্তু আমাদের গাড়ি বিক্রয় কেন্দ্র পর্যন্ত পণ্য পৌঁছিয়ে দিয়ে আসে না। এতে আইনের কোন ব্যত্যয় হচ্ছে কিনা অনুগ্রহ করে জানাবেন।*** *[নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক পাঠক।]*

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ১৬ অনুসারে, ভ্যাট চালানপত্রের মূল অনুলিপি চালানপত্রে বর্ণিত পণ্যের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পণ্যের সাথে থাকতে হবে। ভ্যাট চালানপত্রে (মূসক-১১) বেশ কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হয়। তন্মধ্যে একটি তথ্য হলো, 'যানবাহনের

প্রকৃতি ও নম্বর'। কোন্ ধরনের যানবাহনে পণ্য পরিবহন করা হচ্ছে তা এখানে উল্লেখ করতে হয়। যেমন: ট্রাক, বাস, ট্রেন, লরি, পিক-আপ, ভ্যান ইত্যাদি। ওই যানবাহনের নম্বর এখানে লিখতে হয়। যে যানবাহনে পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে সেই যানবাহনেই চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পণ্য পরিবহন করতে হবে তা নয়। এমন বিধান ব্যবসা-বান্ধবও নয়। পথিমধ্যে প্রয়োজনে যানান্তর হতে পারে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী যানবাহনের প্রকৃতি ও নম্বর ভিন্ন হবে। তা ভ্যাট চালানে উল্লেখ করতে হবে কিনা সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান নেই। আমার মতামত হলো পরবর্তী যানের প্রকৃতি ও নম্বর ভ্যাট চালানে উল্লেখ করা যায়। আবার, পরবর্তী যানবাহনের যদি নিজস্ব কোন চালানপত্র থাকে, তাহলে সে চালানপত্রসহ ভ্যাট চালান পণ্যের সাথে প্রেরণ করা যায়। পণ্যের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে এ দুটি চালানপত্র সংরক্ষণ করা যায় এবং যথানিয়মে উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যায়। অনেক সময় বড় পণ্য চালানের ক্ষেত্রে একাধিক যানবাহনে করে পণ্য পরিবহন করা হয়। যেমন: আমদানি পণ্যের চালান সাধারণতঃ বড় হয়। একাধিক যানবাহনে করে এমন পণ্য চালান পরিবহন করা হয়। ধরা যাক, একটি আমদানিকৃত পণ্যচালান ২০টি ট্রাকে করে আমদানিকৃত ঠিকানায় নিয়ে যেতে হবে। আবার, এমন হতে পারে যে, পণ্য চালান অনেক বড় যা দু/একদিনে পরিবহন করা সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রসমূহে একাধিক যান একাধিক দিনব্যাপী পণ্য পরিবহণ করে থাকে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (চ) এর শর্তাংশ মোতাবেক উপকরণ নির্দিষ্ট স্থানে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করানো সাপেক্ষে পরবর্তী দুই করমেয়াদের মধ্যে রেয়াত নেয়া যাবে। অর্থাৎ এখানে কয়টি যানবাহনে করে পণ্য আনা হয়েছে, একই যানবাহনে করে পণ্য চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পরিবহন করা হয়েছে কিনা তা বিবেচনার বিষয় নয়। সম্পূর্ণ উপরকণ নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করলে এবং উপকরণের সপক্ষে ক্রয়ের দলিল তথা আমদানিকৃত উপকরণের ক্ষেত্রে 'বিল-অব-এন্ট্রি' এবং স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত উপকরণের ক্ষেত্রে 'মূসক-১১' চালানপত্র থাকলেই উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে। আপনার বর্ণিত ক্ষেত্রে আপনাদের ইস্যুকৃত 'মূসক-১১' চালানপত্র কুরিয়ার রসিদসহ পণ্যের সাথে চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল পর্যন্ত সঙ্গে থাকতে হবে। 'মূসক-১১' চালানপত্রে কুরিয়ারের গাড়ি নম্বর উল্লেখ করা যায় অথবা উল্লেখ না করলেও চলে। গন্তব্যস্থলে 'মূসক-১১' চালান এবং কুরিয়ার রসিদ সংরক্ষণ করা যায় এবং উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যায়। এতে কোন জটিলতা নেই।

প্রশ্ন-১৩৮: ***আমরা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। আমরা পণ্যের মূল্য ঘোষণা প্রদান করি এবং উৎপাদনের পর যথানিয়মে 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করে পণ্য ডিপোতে পাঠায়। ডিপোতে আমরা মূল্য ঘোষণা দেই, 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করে পণ্য সরবরাহ করি এবং রেয়াত নেই। অর্থাৎ আমরা ডিপোতে স্ট্যান্ডার্ড ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতিতে ভ্যাট প্রদান করি। ডিপো কর্তৃক উৎপাদনকারীকে কোন মূল্য প্রদান করা হয় না। কারণ, উৎপাদনকারী এবং ডিপো একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি আমাদের প্রতিষ্ঠান অডিট করার সময় অডিটরগণ জানান যে, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ডিপোতে পণ্য সরবরাহের বিনিময়ে ডিপো কর্তৃক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তা না হলে ডিপো কর্তৃক রেয়াত নেয়া যাবে না। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (চ) অনুসারে এরূপ***

বাধ্যবাধকতা রয়েছে বলে তারা জানান। এবিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। *[মোহাম্মদ শাহরিয়া সরকার, ম্যানেজার-ফাইন্যান্স এবং কমার্শিয়াল, ডাবুর বাংলাদেশ।]*

উত্তর: আপনাদের বর্ণিত ক্ষেত্রে যদি উৎপাদনকারী এবং ডিপো একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে, তাহলে ডিপো কর্তৃক উৎপাদনকারী বরাবরে মূল্য পরিশোধ করার প্রয়োজন নেই। মূল্য পরিশোধ ছাড়াই রেয়াত নেয়া যাবে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (চ) এর অর্থ হলো, উপকরণের ক্রয়মূল্য এক লক্ষ টাকা বা তার চেয়ে বেশি হলে তা ব্যাংকিং চ্যানেলে বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ এ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক, পে-অর্ডার, ডিডি, টিটি, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। নগদে মূল্য পরিশোধ করলে ওই উপকরণের ওপর রেয়াত পাওয়া যাবে না। একই দফার বিবরণমতে যদি ক্রেতা এবং বিক্রেতা একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হয়, সেক্ষেত্রে এরূপ বাধ্যবাধকতা নেই। অর্থাৎ উপকরণ মূল্য নগদে পরিশোধ করলেও রেয়াত পাওয়া যাবে। এরূপ বিধান করা হয়েছে মূলতঃ নগদে লেন-দেন নিরুৎসাহিত করার জন্যে। বর্তমান বিশ্বের বহুমাত্রিক অর্থনীতিতে ক্রমে ক্রমে নগদ লেন-দেন হ্রাস পাচ্ছে। নগদ লেন-দেনের সাথে নানাবিধ ঝুঁকি নিহীত থাকে। তাই, নগদ লেন-দেন নিরূৎসাহিত করার জন্যে এরূপ বিধান করা হয়েছে।

উপকরণ কর রেয়াত নেয়ার জন্য স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত উপকরণের ক্ষেত্রে মূলত: ভ্যাট চালান এবং আমদানিকৃত উপকরণের ক্ষেত্রে বিল-অব-এন্ট্রি প্রয়োজন। উপকরণের বিপরীতে অর্থ পরিশোধিত হয়েছে কিনা তা বিবেচনার বিষয় নয়। কিন্তু যেহেতু আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (চ) এর মাধ্যমে এক লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে নগদে মূল্য পরিশোধে বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, সেহেতু এরূপ উপকরণের রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের পদ্ধতি বিবেচনায় আনতে হয়। কিন্তু একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এরূপ বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়নি। ডিপোতে আপনারা পণ্যের মূল্য ঘোষণা প্রদান করেন এবং ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করেন। রেয়াত সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি-বিধান পরিপালন সাপেক্ষে আপনারা রেয়াত নিতে পারবেন। আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) মোতাবেক রেয়াত গ্রহণ করা যাবে 'উপকরণ কর'। আইনের ধারা ২ এর দফা (ঘ) অনুসারে 'উপকরণ কর' এর অর্থ হলো উপকরণের ওপর প্রদত্ত ভ্যাট। আপনার বর্ণিত ক্ষেত্রে ডিপোতে যে পণ্য আনা হয়েছে তা ডিপোর জন্য উপকরণ। উৎপাদনকারী কর্তৃক উহা সরবরাহের সময় ওই উপকরণের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। তাই, ডিপো পর্যায়ে উপকরণ কর রেয়াতের অন্যান্য বিধি-বিধান পরিপালন সাপেক্ষে রেয়াত গ্রহণ করা যাবে।

প্রশ্ন-১৩৯: ***আমরা একটি মোবাইল কোম্পানি। আমরা বাড়ির ছাদ ভাড়া নিয়ে টাওয়ার নির্মাণ করি। ছাদ ভাড়ার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করেছি। ওই ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক পাঠক।)*

উত্তর: বাড়ির ছাদ ভাড়ার ওপর পরিশোধ করা ভ্যাট রেয়াত নেয়ার বিষয়ে জটিলতা রয়েছে। শুধু বাড়ির ছাদ ভাড়া নয় 'স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী' সেবার আওতায় বিভিন্ন স্থাপনার ওপর যে ভ্যাট পরিশোধ করা হয়, সে সব ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। আমাদের দেশের মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় রেয়াত সংক্রান্ত বিধি-বিধান একটু জটিল। উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট। উপকরণ কি সে বিষয় মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ২ এর দফা (গ)-তে বর্ণিত আছে। সে মোতাবেক শ্রম, ভূমি, ইমারত, অফিস যন্ত্রপাতি ও যানবাহন উপকরণ নয়। আর সকল প্রকার কাঁচামাল, ল্যাবরেটরী রিএজেন্ট, ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্ট, ল্যাবরেটরি এক্সেসরিজ, যে কোন গ্যাস, জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত যে কোন পদার্থ, মোড়ক সামগ্রী, সেবা এবং যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১)-এ উল্লেখ আছে যে, কি কি বিষয়ের ওপর রেয়াত পাওয়া যাবে না। এই উপ-ধারাকে সাধারণ ভাষায় রেয়াতের নেগেটিভ লিস্ট বলা হয়। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, **১৯৯১** এর বিধি **১৯** এর উপ-বিধি (১ক)-তে কতিপয় সেবার উল্লেখ আছে যে ক্ষেত্রে পরিশোধিত ভ্যাটের ৮০ শতাংশ রেয়াত নেয়া যাবে, অর্থাৎ ১০০ শতাংশ রেয়াত নেয়া যাবে না। এই হলো আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় রেয়াত সংক্রান্ত সাধারণ বিধান।

আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) অনুসারে, কোন অবকাঠামোর ওপর পরিশোধিত ভ্যাট এবং কোন যানবাহন ইত্যাদি ভাড়া বা লীজ গ্রহণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যায় না। একই উপ-ধারার দফা (জ) অনুসারে, সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের সেবা প্রদানকারী রেয়াত নিতে পারে না। আবার, রেয়াত নিতে হলে উপকরণ ক্রয়ের সমর্থনে ভ্যাট চালান বা আমদানির সমর্থনে বিল-অব-এন্ট্রি থাকা প্রয়োজন। মাঠ পর্যায়ে স্থাপনা ভাড়াকে অনেকে অবকাঠামো হিসেবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। এই সেবার ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারী নিজেই ভ্যাট প্রদান করেন। স্থাপনার মালিকের ভ্যাট সংক্রান্ত কোন দায়-দায়িত্ব নেই। এখানে সেবা প্রদান বা গ্রহণের পক্ষে ভ্যাট চালানও থাকে না। তাই, মাঠ পর্যায়ে এই সেবার ওপর রেয়াত দেয়া হচ্ছে না। আবার, বিষয়টি সেবা হিসেবে বিবেচিত বিধায় অনেকে রেয়াত গ্রহণ করছেন বলে জেনেছি। এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রশ্ন-১৪০: ***আমাদের প্রতিষ্ঠান হলো একটি পাঁচতারা হোটেল। আমরা পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, গ্যাস, ইন্সুরেন্স ইত্যাদির ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেই। তবে, ভোজ্যতেল, কোমল পানীয়, মিনারেল ওয়াটার ইত্যাদির ওপর আমরা রেয়াত পাই না। ভ্যাট অফিস থেকে বলেছে যে, এসব আইটেমের ওপর রেয়াত পেতে হলে মূল্য ঘোষণা দিতে হবে। কিন্তু আমরা সেবা প্রদানকারী হওয়ায় আমাদের মূল্য ঘোষণা দেয়ার বিধান নেই। এ পরিস্থিতিতে রেয়াত পেতে হলে আমাদের করণীয় কি সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[প্রদীপ কুমার সাহা, সিনিয়র অফিসার, এ্যাকাউন্টস।]*

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় মূল্য ঘোষণার বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু মূল্য ঘোষণা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাট ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুতি (distortion)। নানা কারণে আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় মূল্য ঘোষণার বিধান রাখা হয়েছে। তবে, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা দেয়ার বিধান আছে। সেবার ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা দেয়ার বিধান নেই। পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা দেয়া হয় বিধায় সেখানে রেয়াত নিতে কোন জটিলতার উদ্ভব হয় না। কারণ, উৎপাদক কত টাকা রেয়াত নিয়েছে এবং কত টাকা ভ্যাট পরিশোধ করেছে তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় এবং তার মূল্য সংযোজনের পরিমাণ কত তাও বুঝা যায়। কিন্তু সেবার মূল্য ঘোষণা দেয়ার বিধান না থাকায় সেবা প্রদানকারীর মূল্য সংযোজনের পরিমাণ কত তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না। তাই, এক্ষেত্রে ভ্যাট ফাঁকি হওয়ার আশংকা থেকে যায়। সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ উপকরণ থাকে। যেমনঃ বিভিন্ন পণ্য, সেবা ইত্যাদি। টেলিফোন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি পরিসেবার ওপর সেবা প্রদানকারীর রেয়াত নিতে জটিলতা হয় না। কারণ, এসব পরিসেবার ওপর বর্তমানে ৮০ শতাংশ রেয়াত নেয়া যায়। মাসে একটি বিল পাওয়া যায়। একটি বিলের ওপর রেয়াত নেয়া হয়। কিন্তু কোন পণ্য ক্রয় যেমনঃ ভোজ্যতেল ক্রয়, এনার্জি ড্রিংক ক্রয় ইত্যাদি অনেক ক্রয় হতে পারে। একাধিক চালানপত্রের মাধ্যমে ক্রয় হতে পারে। এক্ষেত্রে কোন অসাধু সেবা প্রদানকারী ভূয়া চালানপত্র ব্যবহার করে বেশি রেয়াত নিয়ে নিতে পারে। সেবা প্রদানকারী যদি বেশি রেয়াত নিয়ে নেয়, তাহলে প্রদেয় ভ্যাটের পরিমাণ কমে যাবে। এমনকি, কোন কোন ক্ষেত্রে নেগেটিভ মূল্য সংযোজন হয়ে যেতে পারে। মাঠ পর্যায়ে এই জটিলতাটি দীর্ঘদিনের। এক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যতা আনয়ন করা প্রয়োজন। একটি বিষয় হলো, সেবা প্রদানকারীদের আইনের বিধান অনুযায়ী মূল্য ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া, মূল্য ঘোষণা দেয়া ভ্যাট ব্যবস্থার স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস নয়। তাই, সেবা প্রদানকারীদেরকে মূল্য ঘোষণা দিতে বাধ্য করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আর একটি বিষয় হলো, বেশি রেয়াত নিলে বা যে রেয়াত প্রাপ্য নয় সেরূপ রেয়াত নিলে বা ভূয়া চালানপত্রের মাধ্যমে রেয়াত নিলে মূল্য সংযোজন কম হবে, এমনকি নেগেটিভ মূল্য সংযোজন হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সরকারের রাজস্ব আদায় হুমকির মুখে পড়বে। তাই, আমার মতে, দুটি বিষয়ের মাঝামাঝি একটি পথ অনুসরণ করা যায়। তা হলো, সেবা প্রদানকারীগণ মূল্য ঘোষণা প্রদান করবেন না। তবে, তারা তাদের প্রদত্ত সেবার উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ (input-output coefficient) প্রস্তুত করে নিজে সংরক্ষণ করবেন। ভ্যাট অফিসার অডিট করে দেখবে যে, সেবা প্রদাকারী ওই হিসাব অনুযায়ী উপকরণ ব্যবহার করেছে কিনা এবং সে অনুযায়ী রেয়াত নিয়েছে কিনা। স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাট ব্যবস্থায় মূল্য ঘোষণা দেয়ার বিধান নেই, তবে উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক রাখার বিধান আছে। তাছাড়া, এ্যাকাউন্টিং এর সাধারণ রীতি অনুযায়ী উপকরণ-উৎপাদ হিসাব রাখতে হয়। তাই, আমার মতে, এভাবে সমস্যাটির সমাধান করা যায়।

প্রশ্ন-১৪১: ***শিল্প চালু হয় নি। উপকরণ আমদানি হয়েছে। মূল্য ঘোষণা এখনও দেয়া হয়নি। রেয়াত পাবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।***

উত্তর: রেয়াত পাবে। কারণ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (দুই কর মেয়াদ) রেয়াত নেয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই রেয়াত নিতে হবে। মূল্য ঘোষণা পরবর্তীতে প্রদান করলে সমস্যা নেই। মূল্য ঘোষণা প্রদানের সর্বশেষ সময়সীমা হলো ওই পণ্য সরবরাহ দেয়া

পর্যন্ত। মূল্য ঘোষণায় উপকরণ অন্তর্ভুক্ত থাকলেই চলবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠান চালু হওয়ার সময় এই সুবিধাটুকু দেয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে, মূল্য ঘোষণা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রদান করা সমীচীন। আর রেয়াত নিতে হবে দুই কর মেয়াদ শেষ হওয়ার শেষদিকে।

প্রশ্ন-১৪২: ***সেবা ক্রয়কারী 'মূসক-১১' চালানপত্র পেয়েছে। তাকে দুই করমেয়াদের মধ্যে রেয়াত নিতে হবে। কিন্তু অনেক সময় তার মূল্য পরিশোধ করতে বিলম্ব হয়। এভাবে বিলম্বে মূল্য পরিশোধিত হলে রেয়াত নেয়া যাবে কী?***

উত্তর: হ্যাঁ, রেয়াত নেয়া যাবে। কারণ, রেয়াত গ্রহণের জন্য দুই করমেয়াদ সময় নির্ধারণ করে দেয়া আছে। বিলম্বে মূল্য পরিশোধিত হলে কিভাবে রেয়াত নিতে হবে, এবিষয়ে আইন ও বিধিতে পরিষ্কারভাবে কিছু বলা নেই। তাই, স্বাভাবিক নিয়মে দুই করমেয়াদের মধ্যে রেয়াত নিয়ে নিতে হবে। রেয়াত গ্রহণের সাথে মূল্য পরিশোধের কোন সম্পর্ক নেই। আইনে কোথাও বিধান নেই যে মূল্য পরিশোধিত না হলে রেয়াত নেয়া যাবে না। রেয়াত নেয়ার প্রথম শর্ত হলো ক্রয়টি উপকরণ হতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হলো ক্রয়ের সমর্থনে ভ্যাট চালান বা আমদানির সমর্থনে বিল-অব-এন্ট্রি দখলে থাকতে হবে। এবং তৃতীয় শর্ত হলো আইনের ধারা-৯ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী বারিত নয় । মূল্য পরিশোধিত হোক বা না হোক, এই বিধানসমূহ পরিপালন করলে রেয়াত নেয়া যাবে।

প্রশ্ন-১৪৩: ***প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পরিবর্তিত হয়েছে। পূর্বের ঠিকানায় এলসি ছিল। পূর্বের নিবন্ধন নম্বরের বিপরীতে বর্তমান ঠিকানায় রেয়াত পাবে কি-না অনুগ্রহ করে জানাবেন।*** *[মোঃ মাইনুদ্দিন, নিউ গ্রামীণ মটর্স, গাজীপুর।]*

উত্তর: প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পরিবর্তন যদি যথাযথ নিয়মে করা হয়ে থাকে অর্থাৎ 'মূসক-৯' ফরমে আবেদন করে করা হয়ে থাকে তাহলে রেয়াত পাবে। অন্যথায় রেয়াত পাবে না। অনেক সময় ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য 'মূসক-৯' ফরমে আবেদন না করে, পূর্বের ঠিকানায় কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়ে, নতুন ঠিকানায় নতুন ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান নিয়ে কার্যক্রম শুরু করা হয়। এরূপ হয়ে থাকলে রেয়াত পাবে না।

প্রশ্ন-১৪৪: ***গাড়ীর বীমা করা হয়েছে। বীমার প্রিমিয়ামের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। এই ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে কি-না?***

উত্তর: গাড়ীর বীমার ওপর যে ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে তা রেয়াত পাওয়া যাবে না। কারণ হলো, গাড়ী উপকরণ নয়। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা-২ এর দফা (গ)(অ) অনুসারে যানবাহন উপকরণ নয়। রেয়াত পাওয়া যায় হলো উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট। যেহেতু যানবাহন উপকরণ নয়, সেহেতু যানবাহনের বীমার উপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে না। তাছাড়া, মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা-৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) তে উল্লেখ আছে যে, যানবাহনের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে না। তাই, গাড়ীর বীমা করলে উক্ত বীমার ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল যদি গাড়ীতে করে পরিবহন করার জন্য বীমা করা হয়, তাহলে এরূপ বীমার ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে। কারণ, কাঁচামাল হলো উপকরণ। উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াতযোগ্য।

প্রশ্ন-১৪৫: ***যন্ত্রাংশ (Spare Parts) এর ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে কী?***

উত্তর: হ্যাঁ, রেয়াত নেয়া যাবে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-২(গ)(অ) অনুসারে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ (Machinery and Spare Parts) উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। যন্ত্রাংশ যেহেতু উপকরণ হিসেবে বিবেচিত, সেহেতু যন্ত্রাংশের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে। তবে, প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ঘোষণায় 'যন্ত্রাংশ' উল্লেখ থাকতে হবে।

প্রশ্ন-১৪৬: ***ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী যন্ত্রাংশ আমদানি করেছে। যন্ত্রাংশের ওপর আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নিতে পারবে কী?***

উত্তর: হ্যাঁ। রেয়াত নিতে পারবে। তবে, রেয়াত নেয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হলো উপকরণ তার ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৬) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ সেবা প্রদানকারীকে 'মূসক-১৬' রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। সেবার ক্ষেত্রে যেহেতু মূল্য ঘোষণা প্রদানের প্রয়োজন নেই তাই, মূল্য ঘোষণায় উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে না। তাছাড়া, রেয়াত নিতে হলে অন্যান্য হিসাবপত্র সঠিকভাবে রাখা প্রয়োজন। সাধারণতঃ অনেক সেবা প্রদানকারী হিসাবপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে না বিধায় রেয়াত নিতে পারে না। সব হিসাবপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ করলে এবং রেয়াতের বিধানাবলী পরিপালন করলে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারীর আমদানিকৃত যন্ত্রাংশের ওপর উপকরণ কর রেয়াত পেতে কোনো আইনগত বাঁধা নেই।

প্রশ্ন-১৪৭: ***একটি প্রতিষ্ঠান জেনারেটর ভাড়া নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। অর্থাৎ জেনারেটরের মালিক জেনারেটর ভাড়া গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে জেনারেটর নিয়ে আসবে। জেনারেটরের মালিক বিদ্যুতের বিল এবং ভ্যাট ভাড়া গ্রহণকারীর নিকট থেকে গ্রহণ করবে। প্রশ্ন হলো বিদ্যুৎ গ্রহীতা বিদ্যুৎ বিলের বিপরীতে প্রদত্ত ভ্যাট রেয়াত নিতে পারবে কি-না?***

উত্তর: বিদ্যুৎ বিল পরিশোধকারী বিদ্যুৎ বিলের সাথে ভ্যাট পরিশোধ করবে। এই ভ্যাট তিনি রেয়াত নিতে পারবেন। তবে, ১০০ ভাগ রেয়াত নিতে পারবেন না। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-১৯ অনুসারে বিদ্যুৎ এর উপর পরিশোধিত ভ্যাট ৮০ শতাংশ রেয়াত নেয়া যায়। তাই, তিনি ৮০ শতাংশ ভ্যাট রেয়াত নিতে পারবেন। তবে, রেয়াত নিতে হলে ভ্যাট চালান অবশ্যই দখলে থাকতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস,আর,ও নং-১৩৯-আইন/৯৯/২১৯-মূসক, তারিখ: ১০ জুন, ১৯৯৯ অনুসারে, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ডেসা ও আরইবিসহ অন্যান্য বিদ্যুৎ বিতরণকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত নিজস্ব রসিদ বা চালানকে কতিপয় শর্তে ভ্যাট চালান হিসেবে ঘোষণা করা আছে। বিদ্যুৎ সরবরাহদাতা রেয়াত নিতে পারবেন না। কারণ, বিদ্যুৎ হলো সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের সেবা। এখানে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে ভ্যাটের হার ৫ শতাংশ। মূল্য সংযোজন

কর আইনের ধারা-৯ এর উপ-ধারা-(১) এর দফা-(জ) অনুসারে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের সেবা যিনি প্রদান করেন তিনি রেয়াত পান না। সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের সেবা যিনি ক্রয় করবেন তিনি রেয়াত পাবেন।

প্রশ্ন-১৪৮: ***একটি কোম্পানী অনেকগুলো মোটর সাইকেল কিনে তার কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করেছে। মোটর সাইকেল বীমা করার সময় বীমা সেবার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো এই বীমা সেবার ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাবে কি-না?***

উত্তর: এখানে বীমা সেবার ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাবে না। কারণ, মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১-এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) অনুসারে যানবাহন উপকরণ নয়। মোটর সাইকেল যেহেতু যানবাহন তাই, ইহা উপকরণ নয়। তাই, মোটর সাইকেল বীমার ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন-১৪৯: ***বীমা কোম্পানী রেয়াত নিতে পারবে কী?***

উত্তর: পারবে। বীমা সেবা একটি ভ্যাটযোগ্য সেবা। বীমা কোম্পানী বীমা গ্রহীতাকে এই সেবা প্রদান করে। এই সেবা প্রদান করতে বীমা কোম্পানী যদি কোনো ভ্যাট পরিশোধিত উপকরণ ব্যবহার করে, তাহলে পূর্বে পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত গ্রহণ করতে পারবে। বীমা কোম্পানী তার উৎপাদিত সেবার ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রদান করে। তাই, বীমা কোম্পানী উপকরণ কর রেয়াত পাবে। রেয়াত নিতে হলে ভ্যাট সংক্রান্ত যাবতীয় রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। ক্রয় হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৬) এবং বিক্রয় হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৭) সংরক্ষণ করতে হবে। বীমা কোম্পানীকে আলাদা কোনো ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে না। কারণ, বীমা কোম্পানীর রিসিপ্টকে কতিপয় শর্তে ভ্যাট চালান হিসেবে ঘোষণা করা আছে। বীমা কোম্পানী রেয়াত নিতে চাইলে চলতি হিসাব রেজিস্টার অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে। তাছাড়া, "মূসক-১৯" ফরমে দাখিলপত্র দাখিল করতে হবে এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক দলিলাদি সংরক্ষণ করতে হবে। এ সব রেজিস্টার ম্যানুয়্যালী সংরক্ষণ করা যায়। আবার, কম্পিউটারের মাধ্যমেও সংরক্ষণ করা যায়। কম্পিউটারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হলে সফটওয়্যারটি কমিশনারের নিকট থেকে অনুমাদন করিয়ে নিতে হবে। হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত এ সব জটিলতার কারণে বীমা কোম্পানীসমূহ রেয়াত গ্রহণ করে না। শুধু বীমা কোম্পানী নয়, অধিকাংশ সেবা প্রদানকারী এ সব জটিলতার কারণে রেয়াত গ্রহণ করে না বা করতে পারে না। এর মধ্যে ব্যাংক অন্যতম। ব্যাংকও একইভাবে রেয়াত গ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্ন-১৫০: ***একটি প্রতিষ্ঠান র' সুগার আমদানি করে। র' সুগার ভ্যাটযোগ্য পণ্য। আমদানি স্তরে ভ্যাট পরিশোধ করে। র' সুগার প্রসেস করে ফিনিশড সুগার উৎপাদন করে। ফিনিশড সুগার ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য। কিন্তু বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে মোলাসেস উৎপাদিত হয়। মোলাসেস ভ্যাটযোগ্য পণ্য। মোলাসেস বিক্রি করে ভ্যাট পরিশোধ করে। মোলাসেস এর ওপর রেয়াত পাবে কী?***

উত্তর: রেয়াত পাবে। আনুপাতিক হারে। এখানে আনুপাতিক হার নির্ণয় করা কঠিন। তাই, প্রতি টন র' সুগার দিয়ে কতটুকু ফিনিশড সুগার এবং কতটুকু মোলাসেস তৈরী হয় এভাবে আনুপাতিক হার হিসাব করা যায়। এ বিষয়ে আইন ও বিধিতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই। তাই, এনবিআর-এ রেফার করা যায়।

প্রশ্ন-১৫১: ***কয়েকটি উপকরণ ব্যবহার করে একটি পণ্য উৎপাদন করা হয়। এর মধ্যে ১/২ টি উপকরণ 'মূসক-১১' চালান ছাড়া ক্রয় করা হয়েছে। মূল্য ঘোষণায় উক্ত উপকরণের সমর্থনে ক্যাশমেমো দাখিল করা হয়েছে। রেয়াত গ্রহণ করা যাবে কি-না?***

উত্তর: মূল্য ঘোষণায় উপকরণের মূল্য উল্লেখ করতে হবে। কারণ, ইহা উৎপাদকের খরচ। উপকরণের মধ্যে এই খরচ অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে, যেহেতু তার ক্রয়ের সমর্থনে 'মূসক-১১' চালান নেই, তাই, তিনি রেয়াত নিতে পারবেন না।

প্রশ্ন-১৫২: ***আমরা যে অগ্রীম আয়কর প্রদান করি তা কর্পোরেট আয়করের বিপরীতে সমন্বয় করা যায়। কিন্তু আমরা বিভিন্ন সরবরাহের ওপর এবং কনসালটেন্সী ফী এর ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করি এবং আমদানি পর্যায়ে এটিভি প্রদান করি, এই ভ্যাট সমন্বয় করা যায় না। এর কারণ কী?*** *[এস.এম. আলমগীর ফারুক, কোম্পানি সেক্রেটারী, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার, আইডিবি ভবন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।]*

উত্তর: উপকরণের ওপর প্রদত্ত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে। অর্থাৎ যে ভ্যাট আপনি উপকরণ ক্রয় করার সময় পরিশোধ করেছেন, শুধুমাত্র সেই ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে। কী কী উপকরণ এবং কী কী উপকরণ নয়, তা মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-২ এর দফা (গ) তে বর্ণিত আছে। উক্ত বর্ণনা অনুসারে, সকল প্রকার কাঁচামাল, গ্যাস, জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত যে কোনো পদার্থ, মোড়ক সামগ্রী, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ এবং সেবা উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। শ্রম, ভূমি, ইমারত, অফিস যন্ত্রপাতি ও যানবাহন উপকরণ হিসেবে বিবেচিত নয়। কোন্ কোন্ ক্রয়ের বিপরীতে রেয়াত নেয়া যাবে না তা একই আইনের ধারা-৯ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত আছে। রেয়াত নেয়ার শর্তাদিও সেখানে বর্ণিত আছে। রেয়াত নিতে হলে প্রথম শর্ত হলো, আপনার প্রতিষ্ঠান যে সেবা প্রদান করে তা ভ্যাটযোগ্য হতে হবে। আমার জানামতে, আপনার প্রতিষ্ঠান যে সেবা প্রদান করে তা ভ্যাটযোগ্য সেবা নয়। তাই, আপনার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবার বিপরীতে কোনো ভ্যাট পরিশোধ করে না। তাই, আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবা প্রদানের জন্য যে উপকরণ ক্রয় করা হয়, তার ওপর প্রদত্ত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে না। আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা যদি ভ্যাটযোগ্য হতো, এবং আপনার প্রতিষ্ঠান যদি প্রদত্ত সেবার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতো, তাহলে আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্রয়কৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নিতে পারতো (ধারা-৯ এ বর্ণিত বিষয়গুলো ছাড়া)।

সাধারণতঃ আমদানি পর্যায়ে ওই সব পণ্যের ওপর Advance Trade VAT (ATV)পরিশোধ করতে হয়, যে সব পণ্য বিক্রি করার জন্য আমদানি করা হয়। আমার জানা মতে, আপনাদের প্রতিষ্ঠান বিক্রি করার জন্য কোনো পণ্য আমদানি করে না। তাই, এটিভি দেয়ার প্রশ্ন আসে না। তাছাড়া, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং- ১২৪-আইন/২০১৫/৭৩০-মূসক, তারিখ: ০৪ জুন, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ নং ৭(খ) অনুসারে

সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার আমদানির ওপর এটিভি প্রযোজ্য হবে না। সে হিসাবে আপনাদের প্রতিষ্ঠান এটিভিমুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন-১৫৩: ***উপকরণ আমদানি করার পর মূল্য ঘোষণা দিয়ে পণ্য উৎপাদন করে পণ্য বিক্রি করা হয়েছে। এখন আমদানি পর্যায়ে পুনঃশুল্কায়ন করে ভ্যাটের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা পরিশোধ করা হয়েছে। বর্ধিত ভ্যাট রেয়াত পাবে কী?***

উত্তর: এখানে বর্ধিত ভ্যাট রেয়াত পাবে। রেয়াত পাওয়ার ক্ষেত্রে পুনঃশুল্কায়নের তারিখ থেকে পরবর্তী দুই কর মেয়াদের মধ্যে রেয়াত নিতে হবে। রেয়াত নেয়ার ক্ষেত্রে দুই কর মেয়াদ এক্ষেত্রে আমদানির সময় থেকে গণনা করতে হবে না। সাময়িক শুল্কায়নের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত শুল্কায়নের তারিখ থেকে দুই কর মেয়াদ হিসাব করে রেয়াত নিতে হয়। পার্ট শিপমেন্টের ক্ষেত্রে সর্বশেষ পার্ট রপ্তানির তারিখকে রপ্তানির তারিখ হিসেবে বিবেচনা করে প্রত্যর্পণ আবেদন দাখিল করা যায়। অতএব, বর্তমান ক্ষেত্রে পুনঃশুল্কায়নের তারিখ হতে দুই কর মেয়াদ হিসাব করে রেয়াত গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত বলে আমার অভিমত।

প্রশ্ন-১৫৪: ***একটি পণ্যে ৩টি উপকরণ প্রয়োজন। দুটি উপকরণ আমদানি করা হয়েছে। একটি উপকরণ এখনো আমদানি করা হয়নি। মূল্য ঘোষণা দেয়া হয়নি। আমদানিকৃত উক্ত দুটি উপকরণের ওপর রেয়াত পাবে কি-না?***

উত্তর: উক্ত দুটি উপকরণের ওপর রেয়াত নেয়া যাবে। মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পরে মূল্য ঘোষণা দিলে অন্তর্ভুক্ত করবে। রেয়াতের সময় যেহেতু শেষ হয়ে যাচ্ছে সেহেতু রেয়াত নিয়ে নিতে হবে। তবে, এরূপ ক্ষেত্রে যথাশীঘ্র সম্ভব মূল্য ঘোষণা দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। আর রেয়াত নিতে হবে দুই কর মেয়াদ শেষ হওয়ার শেষদিকে। উল্লেখ্য, মূল্য ঘোষণা দেয়ার সর্বশেষ সময়সীমা হলো ওই পণ্য সরবরাহ দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

প্রশ্ন-১৫৫: ***বিজ্ঞাপন খরচ উপকরণ কি-না? রেয়াত পাবে কি-না? বিধি-১৯ এ উল্লেখ নেই। পণ্য উৎপাদনের পর পণ্যের বিজ্ঞাপনে এই খরচ প্রয়োজন হয়। তাই, 'মূসক-১' ফরমে 'মূল্য সংযোজন' কলামে লেখা উচিৎ। কিন্তু 'উপকরণ' কলামে লিখে রেয়াত নিচ্ছে।***

উত্তর: বিজ্ঞাপন একটি সেবা। এই সেবাটি সরাসরি পণ্যের মার্কেটিং এর সাথে জড়িত। পণ্য উৎপাদনের পর যে খরচ হবে তা উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা যাবেনা একথা সঠিক নয়। উক্ত পণ্য সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় যা উৎপাদক কর্তৃক পরিশোধ করা হয়, তা মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। বিজ্ঞাপন সেবা মূল্য ঘোষণায় উপকরণ অংশে লিখতে হবে। এই উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে।

প্রশ্ন-১৫৬: ***আমাদের কোম্পানী একটি পণ্য ক্রয় করে। বিক্রেতা আমাদের নামে 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করে। আমাদের নির্দেশানুযায়ী বিক্রেতা উক্ত পণ্য আমাদের কোনো ডিলার বা কমিশন এজেন্টকে প্রদান করে। আমাদের কোম্পানী এই ক্রয়ের ওপর রেয়াত পাবে কি-না, অনুগ্রহ করে রেফারেন্সসহ জানাবেন।*** *[আশেক আল ফারাব্বী, এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার (ভ্যাট), এ্যাপেক্স এডেলচী লিঃ, ইউনিট-২, গুলশান, ঢাকা।]*

উত্তর: বাংলাদেশের বর্তমান ভ্যাট ব্যবস্থার বিধান হলো 'মূসক-১১' চালানপত্রে পণ্যের ক্রেতার নাম, ঠিকানা, মূসক নিবন্ধন নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। উক্ত মূসক চালানপত্র পণ্যের সাথে পণ্যের গন্তব্যস্থানে পৌঁছাবে। গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর পর নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন অনুসারে ক্রেতা রেয়াত নিতে পারবেন। এই চালানপত্রের বিপরীতে চালানপত্রে উল্লিখিত ঠিকানা, মূসক নিবন্ধন নম্বর ছাড়া অন্য কোনো ঠিকানা, মূসক নিবন্ধন নম্বরসম্বলিত প্রতিষ্ঠানে রেয়াত নেয়া যাবে না। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঞ) তে উল্লেখ আছে যে, পণ্যের সরবরাহকারী, ব্যবসায়ী বা সেবা প্রদানকারীর মূসক নিবন্ধন সংখ্যা ব্যতীত অন্যকোনো নিবন্ধন সংখ্যা সম্বলিত বিল-অব-এন্ট্রি বা চালানপত্রে উল্লিখিত উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে না। আইনের বর্তমান কাঠামোতে এই ধরনের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত নেই। তবে, দিনে দিনে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। তাই, ব্যবসা কার্যক্রম সহজ করা লক্ষ্যে এ ধরনের বিষয় আইনের কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক বলে আমার অভিমত। এ বিষয়ে আপনার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের এ্যাসোসিয়েশন বা এফবিসিসিআই-এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রস্তাব পাঠানো যেতে পারে।

প্রশ্ন-১৫৭: ***পণ্য সরবরাহ পাওয়া গেছে আজ। পেমেন্ট হবে এক মাস পর। এখন রেয়াত নিতে পারবে কী?***

উত্তর: রেয়াত নিতে পারবে। কারণ, পেমেন্টের সাথে রেয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। রেয়াতের সম্পর্ক হলো উপকরণ উৎপাদনস্থলে প্রবেশ করেছে কি-না সে বিষয়ের সাথে। উপকরণ যদি উৎপাদনস্থলে প্রবেশ করে থাকে এবং উপকরণ ক্রয়ের স্বপক্ষে দলিল (বিল-অব-এন্ট্রি বা 'মূসক-১১') যদি হস্তগত হয় তাহলে উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে। এ বিষয়টি ইতোপূর্বে আলোতি হয়েছে।

প্রশ্ন-১৫৮: ***আমরা মোবাইল টেলিফোন সেবা প্রদান করি। আমাদের সারা দেশে প্রায় ৫০০০টি টাওয়ার আছে। প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করে স্থানীয় বাজার থেকে আমরা টাওয়ার ক্রয় করি। টাওয়ার স্থাপন করার পর সেখানে রেডিও ইকুইপমেন্ট, ট্রান্সমিশন ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। টাওয়ারের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট আমাদের রেয়াত দেয়া হচ্ছে না। কিন্তু টাওয়ার আমাদের সেবা প্রদানের সাথে সরাসরি জড়িত উপকরণ। আমরা টাওয়ারের ওপর রেয়াত পাবো কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোস্তফা কামাল আহমেদ, হেড অব ট্যাক্সেশান, এয়ারটেল বাংলাদেশ লিঃ, বাড়ি নং ৩৪, রোড নং ১৯/এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।]*

উত্তর: আমার জানামতে, যে প্রক্রিয়ায় টাওয়ার ক্রয় করা হয়, সে প্রক্রিয়ায় টাওয়ার ক্রয়ের বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে না। টাওয়ার সরবরাহ দেয়ার জন্য টাওয়ার সরবরাহকারীকে ক্রয়াদেশ প্রদান করা হয়। টাওয়ার সরবরাহকারী টাওয়ারের অংশগুলো নিয়ে এসে

টাওয়ার স্থাপন করে দিয়ে যায়। এভাবে টাওয়ার স্থাপন করে দেয়া আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় নির্মাণ সংস্থা সেবা হিসেবে বিবেচিত। নির্মাণ সংস্থা সেবার ওপর বর্তমানে ভ্যাটের হার ৬ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। তাই, টাওয়ার নির্মাণের পর যখন সরবরাহকারীর বিল পরিশোধ করা হয়, তখন নির্মাণ সংস্থা সেবা হিসেবে ৬ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করা হয়। মূল্য সংযোজন কর আইন, **১৯৯১** এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (**১**) এর দফা (ঙ) অনুসারে, কোন অবকাঠামো বা স্থাপনা নির্মাণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে না। মোবাইল ফোনের টাওয়ার একটি অবকাঠামো। তাই, এর ওপর উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্য হবে না। কোন আইটেমের ওপর উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে কি-না তা নির্ধারণের জন্য কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়। প্রথমত, যে পণ্য বা সেবার বিপরীতে রেয়াত দাবী করা হচ্ছে তা উপকরণ কি-না। মূল্য সংযোজন কর আইন, **১৯৯১** এর ধারা ২ এর দফা (গ)-তে উল্লেখ আছে কী কী উপকরণ এবং কী কী উপকরণ নয়। দ্বিতীয়ত, একই আইনের ধারা ৯ এ উল্লেখ আছে কোন্ কোন্ পণ্য ও সেবার ওপর উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে না। তৃতীয়ত, মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, **১৯৯১** এর বিধি **১৯** এর উপ-বিধি (**১**ক)-তে উল্লেখ আছে যে, কোন্ কোন্ সেবার ওপর ৮০ (আশি) শতাংশ পরিমাণ উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে। এ বিষয়গুলোর আলোকে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে কি-না তা নির্ধারণ করতে হয়। মোবাইল ফোনের টাওয়ার অবকাঠামো বিধায় এর ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াতযোগ্য নয়।

প্রশ্ন-১৫৯: ***একটি স্পিনিং মিল ৮০ শতাংশ উৎপাদিত পণ্য রপ্তানী করে। কিছু পণ্য ভ্যাট পরিশোধ করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে। কিছু উপকরণ ভ্যাট পরিশোধ করে স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করে। ক্রয়ের বিপরীতে রেয়াত পাবে কী?***

উত্তর: রেয়াত পাবে। রপ্তানির অংশটুকু রেয়াত বা প্রত্যর্পণ নিতে পারবে। স্থানীয় বিক্রয়ের অংশটুকু রেয়াত নিতে পারবে যেহেতু ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রি করে। এ ধরনের ক্ষেত্রে উপকরণ আমদানি বা ক্রয়ের পর সমুদয় উপকরণের ওপর ভ্যাট রেয়াত নিয়ে নিতে হয়। রপ্তানি হলে রপ্তানির অংশটুকুর সাথে জড়িত ভ্যাট, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক ইত্যাদি রেয়াত বা প্রত্যর্পণ পাওয়া যায়। যে অংশটুকু স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হবে, সে অংশটুকুর বিপরীতে শুধুমাত্র ভ্যাট রেয়াত পাবে।

প্রশ্ন-১৬০: ***উপরকণ ক্রয় করা হয়েছে। মূল্য ১ (এক) লক্ষ টাকার বেশি। উপকরণের মূল্য পরিশোধ করা হবে ৬ মাস পর। রেয়াত নিলে সার্কেল থেকে নন-ক্যাশ পেমেন্টের প্রমাণ চায়। আবার, রেয়াত না নিলে রেয়াত নেয়ার মেয়াদ পার হয়ে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে করণীয় কী?***

উত্তর: নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে রেয়াত নিয়ে নিতে হবে। কারণ, রেয়াত না নিলে দুই কর মেয়াদ পর রেয়াত তামাদি হয়ে যাবে। পরবর্তীতে যে নন-ক্যাশ ট্রানজ্যাকশনের মাধ্যমে পেমেন্ট হবে সে বিষয়ে প্রমাণাদি, চিঠি-পত্র, চুক্তি, চেক, পে-অর্ডারের ফটোকপি ইত্যাদি সার্কেলে দাখিল করা যেতে পারে।

প্রশ্ন-১৬১: ***তেজগাঁও হেড অফিস। পণ্যাগার গাজীপুর। গাজীপুরে পণ্যাগার ভ্যাট প্রদান করে। হেড অফিসে ট্রেড ভ্যাট প্রদান করে। রেয়াত নিতে পারে না। করণীয় কী?***

উত্তর: রেয়াত নেয়ার সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। প্রথমে উহা উপকরণ হতে হবে। উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে। তবে, ধারা-৯ এ বর্ণিত বিষয়সমূহের ওপর রেয়াত নেয়া যাবে না। মূল্য ঘোষণা প্রদান করে, মূসক চালান ইস্যু করে **১৫** শতাংশ হারে ট্রেড ভ্যাট পরিশোধ করলে রেয়াত নেয়া যায়। এক্ষেত্রে ট্রেডিং পয়েন্টে রেয়াত নেয়া যাবে। মূল্য ঘোষণা প্রদান, মূসক চালান ইস্যু এবং **১৫** শতাংশ হারে ট্রেড ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। হেড অফিসে কি পদ্ধতিতে ট্রেড ভ্যাট পরিশোধ করা হয়, তা আপনি বলেননি। বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝতে অনুগ্রহ করে ট্রেড ভ্যাট সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ দেখুন।

প্রশ্ন-১৬২: ***একটি প্রতিষ্ঠান অডিট করতে যেয়ে দেখা গেছে যে, প্রতিষ্ঠানটি নতুন একটি উপকরণ আমদানি করে রেয়াত নিয়েছে। উক্ত উপকরণটি মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত নেই। উক্ত উপকরণ গুদামে মজুদ আছে। এখনও উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়নি। রেয়াত গ্রহণ সঠিক আছে কী?*** *[মোঃ আব্দুল আকিক ভূএঞা, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা (উত্তর) কমিশনারেট।]*

উত্তর: এক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা সঠিক আছে। উক্ত রেয়াত কর্তন করা যাবে না। রেয়াত নিতে হবে উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট। আমদানিকৃত আইটেমটি আপনার বিবরণমতে একটি উপকরণ। অর্থাৎ উপকরণের ওপর রেয়াত নেয়া হয়েছে। রেয়াত নেয়ার নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। তা হলো উপকরণ ভ্যাট নিবন্ধিত অঙ্গনে প্রবেশ করার পর এবং ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-**১৬**) উহা এন্ট্রি করার পর দুই কর মেয়াদের মধ্যে রেয়াত নিতে হয়। কর মেয়াদ বলতে ইংরেজি পঞ্জিকা বর্ষের প্রতিটি পূর্ণ মাসকে বুঝায়। অর্থাৎ কোন মাসের যে কোন তারিখে উপকরণ ভ্যাট নিবন্ধিত অঙ্গনে নিয়ে আসার পর, ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দেয়ার পর তৎপরবর্তী দুই পূর্ণ মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত রেয়াত নেয়া যাবে। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, যদি জানুয়ারী মাসের **১৭** তারিখে উপকরণ ভ্যাট নিবন্ধিত অঙ্গনে নিয়ে আসা হয় এবং **১৮** তারিখে ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দেয়া হয়, তাহলে পরবর্তী দুটি পূর্ণ পঞ্জিকা মাসের শেষ তারিখ অর্থাৎ মার্চ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে রেয়াত নিতে হবে। আইনে রেয়াত নেয়ার জন্য এভাবে সময়ের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। সাধারণতঃ উপকরণ নিয়ে আসার পর ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দিয়ে সাথে সাথে তা চলতি হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-**১৮**) এন্ট্রি দিয়ে রেয়াত নিয়ে নেয়া হয়। রেয়াত নিতে কেউ সাধারণতঃ বিলম্ব করে না। তারপরও দুই কর-মেয়াদ সময় দেয়ার কারণ হলো, যদি কোন কারণে কারোর রেয়াত নিতে বিলম্ব হয়ে যায়, তাহলে তিনি যেন পরবর্তী দুই কর-মেয়াদের মধ্যে রেয়াত নেয়ার সময় পান। অর্থাৎ উপকরণের ওপর বৈধ রেয়াত প্রদান করা ভ্যাট ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

তবে, মূল্য সংযোজন কর আইন, **১৯৯১** এর ধারা ৯ এর দফা (ছছ) এর উপ-দফা (অ) অনুসারে পণ্যের মূল্যভিত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই এমন উপকরণের বিপরীতে পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে না। অর্থাৎ কোন উপকরণ উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ঘোষণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে যেহেতু মূল্য ঘোষণার মধ্যে আমদানিকৃত উপকরণটি অন্তর্ভুক্ত নেই, সেহেতু উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্য হবে না,

এরূপ মনে হতে পারে। কিন্তু এমন ধারণা সঠিক নয়। কারণ জানতে হলে, মূল্য ঘোষণা কখন প্রদান করতে হবে সেবিষয়ের বিধি-বিধান বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৩(১) অনুসারে, করযোগ্য পণ্য সরবরাহের পূর্বে মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ উক্ত উপকরণ ব্যবহার করে যে পণ্য উৎপাদন করা হবে সে পণ্য সরবরাহ অর্থাৎ বিক্রি করার পূর্বে মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে আমদানিকৃত উপকরণ ব্যবহার করে এখনও কোন পণ্য উৎপাদন করা হয়নি। তাই, মূল্য ঘোষণা প্রদান করা হয়নি। মূল্য ঘোষণা যখন প্রদান করা হবে, তখন ঘোষিত মূল্যে আমদানিকৃত উপকরণটি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাই, বর্তমানে রেয়াত গ্রহণ করা সঠিক আছে। তাই, পরবর্তীতে মূল্য ঘোষণায় উক্ত উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয় কিনা সেদিকে নজর রাখতে হবে।

সাধারণতঃ যেসব উপকরণ নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হয়, সেসব উপকরণের ক্ষেত্রে এরূপ জটিলতা সৃষ্টি হয় না। নতুন কোন উপকরণ আমদানি করা হলে এ ধরনের সমস্যা হতে পারে। আবার, কোন নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এমন জটিলতা হতে পারে - যেখানে এখনও পর্যন্ত কোন মূল্য ঘোষণা প্রদান করা হয়নি কিন্তু উপকরণ আমদানি করা হচ্ছে এবং রেয়াত নেয়া হচ্ছে। যেহেতু রেয়াত নেয়ার নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে পরবর্তী দুই কর মেয়াদ, সেহেতু অবশ্যই রেয়াত নিয়ে নিতে হবে। অন্যথায়, রেয়াত তামাদি হয়ে যেতে পারে। ভ্যাট ব্যবস্থায় অডিট করার সময় বা যেকোন কার্যক্রম সম্পাদনের সময় একটি বিষয় স্মরণে রাখতে হবে তা হলো, উক্ত কার্যক্রম স্বাভাবিক ব্যবসায়ীক রীতিনীতির সাথে সঙ্গতীপূর্ণ কিনা। কার্যক্রমটি স্বাভাবিক ব্যবসায়ীক রীতিনীতির সাথে সঙ্গতীপূর্ণ না হলে সেখানে সন্দেহ করার অবকাশ থাকে এবং অডিট করার আবশ্যকতা থাকে। এভাবে উপকরণ আমদানি করে যদি কেউ মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর অব্যবহৃত দেখায় এবং পূর্বে রেয়াত নিয়ে থাকে, তাহলে সন্দেহের অবকাশ থাকে। সাধারণতঃ কোন উপকরণ ভ্যাট নিবন্ধিত অঙ্গনে আনার পর এবং ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দেয়ার পর দুটি কর-মেয়াদের মধ্যে রেয়াত নিতে হবে। উক্ত উপকরণ দিয়ে পণ্য প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহের পূর্বে উক্ত উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করে মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে রেয়াত গ্রহণ করা হয়েছে। এখনও উপকরণ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়নি। তাই, রেয়াত গ্রহণ সঠিক আছে।

প্রশ্ন-১৬৩: ***এলসি কমিশনের ওপর প্রদত্ত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে কী?***

উত্তর: রেয়াত পাওয়া যাবে। এলসি কমিশন ব্যাংকিং সেবার আওতায় পড়ে। উৎপাদন ও সরবরাহ বা সেবা প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত সকল সেবা উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। তাই, এলসি কমিশনের ওপর প্রদত্ত ভাট রেয়াত নেয়া যাবে।

প্রশ্ন-১৬৪: ***উপকরণ আমদানি করে রেয়াত নেয়া হয়েছে। পূর্বের মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত ছিল না। পরের মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। রেয়াত পাবে কী?***

উত্তর: রেয়াত পাবে। যে উপকরণ প্রথম আমদানি করা হচ্ছে অর্থাৎ ইতোপূর্বে আমদানি করা হয়নি, সে উপকরণ মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা নয়। যেহেতু উপকরণটি প্রথম আমদানিকৃত সেহেতু রেয়াত পাবে। যথাশীঘ্র সম্ভব মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তবে, এরূপ ক্ষেত্রে রেয়াত নেয়ার সময়সীমার শেষদিকে অর্থাৎ দুই কর মেয়াদের শেষদিকে রেয়াত নেয়াই শ্রেয়। এই উপকরণ পরবর্তী মূল্য ঘোষণায় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। না করলে রেয়াত বাতিল করা যাবে।

প্রশ্ন-১৬৫: ***একটি মোবাইল ফোন কোম্পানী তার প্রত্যন্ত অঞ্চলের টাওয়ার নিজস্ব জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে পরিচালনা করে। জেনারেটরে যে জ্বালানী ব্যবহার করা হয়, তার ওপর প্রদত্ত ভ্যাট রেয়াত পাবে কী?*** *[হারুন-অর-রশীদ, আর্টিকেল স্টুডেন্ট, একনাবিন, সিএ ফার্ম, ১২ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।]*

উত্তর: হ্যাঁ, এক্ষেত্রে জেনারেটরে ব্যবহৃত জ্বালানীর ওপর প্রদত্ত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে। কোন পণ্য বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর প্রদত্ত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যায়। এখানে প্রদত্ত সেবা হলো মোবাইল টেলিফোন সেবা। এই সেবা প্রদান করার জন্য যেসব উপকরণ ব্যবহার করা হয়, সেসব উপকরণের ওপর যে ভ্যাট প্রদান করা হয়েছে তা আইনের ধারা ৯ দ্বারা বারিত না হলে রেয়াত পাওয়া যাবে। আমাদের ভ্যাট আইন অনুসারে জ্বালানী 'উপকরণ' হিসেবে বিবেচ্য। তাই, জ্বালানীর ওপর যে ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে তা রেয়াত পাওয়া যাবে। আলোচনায় জানা গেছে যে, নিবন্ধিত প্রাঙ্গনে ব্যবহৃত নয় বিধায় অনেক ক্ষেত্রে এরূপ উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত দেয়া হচ্ছে না। এরূপ ধারণা সঠিক নয়। ক্রয়কৃত পণ্য বা সেবাটি উপকরণ হলে এবং উৎপাদিত পণ্য বা প্রদত্ত সেবার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হলে রেয়াত প্রাপ্য হবে।

প্রশ্ন-১৬৬: ***সংকুচিত মূল্যভিত্তির সেবা ক্রয় করে কেউ যদি ১৫ শতাংশ ভ্যাট এর পণ্য উৎপাদন করে সে রেয়াত নিতে পারবে কী?***

উত্তর: পারবে। সংকুচিত মূল্যভিত্তির সেবা যিনি প্রদান করেন তিনি রেয়াত পাবেন না। উক্ত সেবা যিনি ক্রয় করেন তিনি রেয়াত পাবেন যদি রেয়াত গ্রহণ সংক্রান্ত অন্যান্য সবকিছু সঠিক থাকে। একইভাবে ট্যারিফ মূল্যের পণ্য যিনি সরবরাহ দেন তিনি রেয়াত পাবেন না। এই পণ্য যিনি ক্রয় করেন তিনি রেয়াত পাবেন, যদি রেয়াত গ্রহণ সংক্রান্ত অন্যান্য সবকিছু সঠিক থাকে।

প্রশ্ন-১৬৭: ***উৎপাদনকারী এটিভি রেয়াত পাবে কি-না?***

উত্তর: উৎপাদনকারীকে এটিভি পরিশোধ করার প্রয়োজন নেই, যদি মূল্য ঘোষণা, তথা 'মূসক-১' বা প্লান্টের ঘোষণা, তথা 'মূসক-৭' এ আমদানিকৃত উপকরণ উল্লেখ থাকে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, ইতোপূর্বে মূল্য ঘোষণা ফরমে বা প্লান্টের ঘোষণা ফরমে উল্লেখ ছিল না এমন একটি উপকরণ আমদানি করা হয়েছে। ঘোষণা অনুমোদন করাতে সময়ের প্রয়োজন। উপকরণটি দ্রুত খালাস নেয়া দরকার। এমতপরিস্থিতিতে এটিভি পরিশোধ করে উক্ত উপকরণ খালাস নেয়া হয়। এরূপে পরিশোধিত এটিভি রেয়াত নেয়া যাবে। মনে রাখতে হবে যে, কোন উপকরণের ওপর ভ্যাট এবং এটিভি পরিশোধ করলে এবং যথাযথ ডকুমেন্ট থাকলে তা রেয়াত নেয়া যাবে।

প্রশ্ন-১৬৮: ***সুপার কম্পিউটার ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য ক্যাপিটাল মেশিনারী। এর ওপর তারা রেয়াত পাবে কী?***

উত্তর: ক্যাপিট্যাল মেশিনারী হতে হলে ক্যাপিট্যাল মেশিনারী সংক্রান্ত এসআরও-তে উহা উল্লেখ থাকতে হবে। তাছাড়া, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের 'মূসক-৭' ঘোষণাপত্রে উহা উল্লেখ থাকতে হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে সেবা প্রদানকারীগণও 'মূসক-৭' ফরমে ঘোষণা প্রদান করতে পারেন। ক্যাপিট্যাল মেশিনারী সংক্রান্ত এসআরও-তে উল্লেখ থাকলে উহা এবং উহার যন্ত্রাংশ উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে। ভ্যাট পরিশোধ করা হলে তা রেয়াত নেয়া যাবে। 'মূসক-৭' ফরমের ঘোষণায় উল্লেখ থাকলে আমদানি পর্যায়ে এটিভি পরিশোধ করতে হবে না। এটিভি পরিশোধ করলে তা রেয়াত নেয়া যাবে।

প্রশ্ন-১৬৯: ***কোন পণ্য আটকের পর ১৫% মূসক এবং ২% ব্যবসায়ী মূসকসহ জরিমানা, বিমোচন জরিমানা আদায়পূর্বক ন্যায়-নির্ণয়ন করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এই পণ্য আবার বিক্রি করলে যে ক্রয় করবে সে মূসক রেয়াত নিতে পারবে কি-না?***

উত্তর: অবশ্যই রেয়াত নিতে পারবে। বিক্রির সময় মূসক চালানপত্র ইস্যু করতে হবে। মূসক চালানপত্রবলে ক্রেতা রেয়াত নেবেন। পণ্য চালানটি ন্যায়-নির্ণয়নকৃত চালান, নাকি ফ্রেশ চালান তা মূখ্য বিষয় নয়। রেয়াত নেয়ার জন্য মূখ্য বিষয় হলো ক্রয়ের স্বপক্ষে মূসক চালান আছে কি-না।

প্রশ্ন-১৭০: ***নতুন উপকরণ আমদানি করা হয়েছে। পূর্বের উপকরণের সাথে কেমিক্যাল স্পেসিফিকেশন একই রকম। তবে, পূর্বের উপকরণ পাউডার ফরমে, বর্তমান উপকরণ হার্ড ফরমে। দুটি উপকরণের কাজ এক। এইচএস কোড এক নয়। মূল্য ঘোষণা না দিয়ে রেয়াত নেয়া যাবে কি-না?***

উত্তর: মূল্য ঘোষণা দিতে হবে। যেহেতু এইচএস কোড এক নয় এবং পূর্বের পণ্য পাউডার ফরমে ছিল, বর্তমান পণ্য হার্ড ফরমে। তাই, পণ্য দুটি আলাদা পণ্য। তাছাড়া, পণ্যের মূল্যও এক থাকার কথা নয়। তাই, মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে।

প্রশ্ন-১৭১: ***একটি ছাপাখানা উপকরণ ক্রয় করে, রেয়াত নেয়, ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রদান করে। ছাপাখানার ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হয় না। উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক (input-output coefficient) দাখিল করতে হয় না। তাই, কিভাবে উপকরণ এবং উৎপাদিত পণ্যের হিসাব দিতে হবে?*** *[গাজী বিল্লাল হোসেন, উপ-ব্যবস্থাপক, ইস্ট-ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিঃ, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, বারিধারা, ঢাকা।]*

উত্তর: ছাপাখানা সেবার ক্ষেত্রে উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক (input-output coefficient) দাখিল করতে হয় না। তাই, উপকরণ এবং উৎপাদিত পণ্যের হিসাব কিভাবে দিতে হবে-এধরনের প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। পণ্যের ক্ষেত্রে এধরনের হিসাব দেয়া সহজ। কারণ, পণ্যের মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হয়। মূল্য ঘোষণায় উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্কের ঘোষণা থাকে। সেবার ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা দেয়ার বিধান নেই, তাই উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক (input-output coefficient) ঘোষণা দেয়ার বিধান নেই। তাই, সেবার ক্ষেত্রে উপকরণ ক্রয় করলে রেয়াত নিয়ে নিতে হবে। উপকরণ কর রেয়াত নেয়ার যে স্বাভাবিক বিধি-বিধান আছে, সে অনুযায়ী রেয়াত নিতে হবে। প্রদত্ত সেবার ওপর যথারীতি ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। সেবার ক্ষেত্রে উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক (input-output coefficient) ঘোষণা দেয়ার বিধান নেই বলে অনিয়মিতভাবে উপকরণ বেশি দেখিয়ে বেশি রেয়াত নেয়ার আশংকা থাকে সত্য, তবে নীরিক্ষার মাধ্যমে এধরনের অনিয়ম সনাক্ত করা সম্ভব। কোন সেবা প্রদানকারী কোন সময়ে কী পরিমাণ উপকরণ কর রেয়াত নিয়েছে আর কী পরিমাণ ভ্যাট পরিশোধ করেছে তা হিসাব করা হয়। এভাবে প্রতিষ্ঠানটির ক্ষেত্রে সেবা প্রদানে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ কত তা নির্ণয় করা যায়। সমজাতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূল্য সংযোজনের সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করা যায়। এভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে অনিয়মিতভাবে বেশি রেয়াত নেয়ার আশংকা প্রতিরোধ করা সম্ভব। আপনার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর হলো সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক (input-output coefficient) ঘোষণা দেয়ার বিধান আইনে নেই। তবে, সেবা প্রদানকারী তার নিজ সুবিধার জন্য উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক (input-output coefficient) প্রস্তুত করে সংরক্ষণ করতে পারেন এবং তা অডিটের সময় উপস্থাপন করতে পারেন বলে আমার অভিমত।

প্রশ্ন-১৭২: ***একটি উপকরণ আমদানি করা হয়েছে। উক্ত উপকরণটি ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত। আমদানি পর্যায়ে উক্ত উপকরণ খালাস করার সময় সিএন্ডএফ সেবার ওপর যে ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে তা রেয়াত পাওয়া যাবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোঃ মাইনুদ্দীন, এক্সিকিউটিভ (ভ্যাট এ্যান্ড ট্যাক্স), বায়োফার্মা লিঃ, ৭/১৬ লালমাটিয়া, ঢাকা।]*

উত্তর: আমদানি পর্যায়ে সিএন্ডএফ সেবার ওপর যে ভ্যাট পরিশোধ করা হয়, তা রেয়াত নেয়া যাবে। এখানে উপকরণটি ভ্যাটযোগ্য নাকি ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত তা মূল বিবেচনার বিষয় নয়। মূল বিচেনার বিষয় হলো আমদানিকৃত পণ্যটি অন্য কোন পণ্য তৈরীর উপকরণ এবং তা আমদানি করার সময় আমদানি পর্যায়ে সিএন্ডএফ সেবার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। এখানে মূলতঃ সিএন্ডএফ সেবাটি হলো উপকরণ। যে পণ্য প্রস্তুত করা হবে সেই পণ্যের সাথে সিএন্ডএফ সেবাটি সরাসরি সম্পৃক্ত। ফলে, সিএন্ডএফ সেবাটি উৎপাদিতব্য পণ্যের উপকরণ। তাই, সিএন্ডএফ সেবার ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে। কোন উৎপাদিতব্য পণ্যের সাথে এবং উক্ত পণ্যের উপকরণের সাথে জড়িত সব ভ্যাটযোগ্য সেবার ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে। যেমন: উক্ত উপকরণ পরিবহন করে উৎপাদনের স্থানে নিয়ে আসার জন্য যদি পরিবহন ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়, তাহলে পরিবহন ঠিকাদার সেবার ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে। আবার, উক্ত উপকরণ পরিবহনের জন্য যদি বীমা করা হয়, তাহলে বীমা সেবার ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে। তেমনিভাবে, উক্ত উপকরণ নিয়ে এসে যদি কোন পণ্যাগারে সংরক্ষণ করা হয়, তবে পণ্যাগার সেবার ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে, ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য যে, মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) অনুসারে যদি এমন কোন পণ্য উৎপাদন করা হয়, যা ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত এবং যদি উক্ত পণ্যের উপকরণের ওপর কোন ভ্যাট পরিশোধ করা হয়, তাহলে উক্তরূপ ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে না। যেমন,

বলপেন একটি ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য। বলপেনের কোন উপকরণের ওপর যদি ভ্যাট পরিশোধ করা হয়, তাহলে উক্ত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন-১৭৩: ***ব্যাংক গ্যারান্টি নিষ্পত্তির পর কত দিনের মধ্যে রেয়াত নেয়া যাবে?***
উত্তর: ব্যাংক গ্যারান্টি নিষ্পত্তির পর ২ (দুই) কর মেয়াদের মধ্যে রেয়াত নেয়া যাবে।

প্রশ্ন-১৭৪: ***উপকরণ উৎপাদনস্থলে আনার পর যদি কয়েক মাস পর 'মূসক-১৬' রেজিস্টারে এন্ট্রি দেয়া হয়, তাহলে যে তারিখে এন্ট্রি দেয়া হলো তার পরবর্তী দুই কর মেয়াদ পর্যন্ত রেয়াত নেয়া যাবে কী?*** *[মোঃ শফিকুল হক, উপ-ব্যবস্থাপক, এনার্জিপ্যাক ইলেক্ট্রনিক্স লিঃ, ৭৯ শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ স্মরণী, তেজগাঁও, ঢাকা।]*
উত্তর: উপকরণ উৎপাদনস্থলে আনার পর পরই ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৬) এন্ট্রি দিতে হবে। ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দিতে দুই মাস বিলম্ব করার কোন অবকাশ নেই। নিবন্ধিত ব্যক্তির সব কার্যক্রম স্বাভাবিক ব্যবসায়ীক রীতিনীতির সাথে সঙ্গতীপূর্ণ হতে হবে। উপকরণ উৎপাদনস্থলে আনার পর যত দ্রুত সম্ভব রেয়াত নেয়া হবে, এই হলো স্বাভাবিক নিয়ম। ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে উপকরণ এন্ট্রি দিতে দুই মাস বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক ব্যবসায়ীক কার্যক্রমের পরিপন্থী। উপকরণ চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের মাধ্যমে আমদানিকৃত হলে উপকরণের রিলিজ অর্ডার পাওয়ার পর ধরা যাক উপকরণ গাজীপুরে ফ্যাক্টরীতে পৌছাতে সাধারণতঃ দুই/তিন দিন সময় লাগতে পারে। উপকরণ ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করার সময় গেইটে এন্ট্রি হয়। তারপর উপকরণ স্টোরে নিয়ে সেখানে এন্ট্রি দেয়া হয়। তারপর ভ্যাট সংক্রান্ত পরিপালনের প্রশ্ন আসে। এরপর ক্রয় হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৬)-তে এন্ট্রি দিতে হবে এবং চলতি হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দিয়ে রেয়াত নিতে হবে। সাধারণতঃ উপকরণ উৎপাদনস্থলে প্রবেশের পর সাথে সাথেই রেয়াত নিয়ে নেয়া হয়। তারপরও দুই কর মেয়াদ সময় দেয়া হয়েছে একারণে যে, যদি কোন কারণে রেয়াত নিতে বিলম্ব হয়ে যায়, তাহলে সর্বশেষ সময় হলো দুই কর মেয়াদের শেষ দিন। যদি কেউ উপকরণ উৎপাদনস্থলে প্রবেশের পর ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি না দেয়, তাহলে প্রবেশের সময় থেকে দুই কর মেয়াদ গণনা করতে হবে। দুই কর মেয়াদ শেষে রেয়াত নিলে তা অনিয়মিতভাবে গৃহীত রেয়াত বলে বিবেচিত হবে এবং তা কর্তন করে দিতে হবে। ইতোপূর্বে দুই করমেয়াদ সময় কখন থেকে হিসাব করতে হবে তা নিয়ে জটিলতা ছিল। কখনও শুল্কায়নের তারিখ, কখনও ব্যাংকে শুল্ক-কর পরিশোধের তারিখ, কখনও রিলিজ অর্ডারের তারিখ, কখনও উপকরণ ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দেয়ার তারিখ থেকে দুই কর মেয়াদ বিবেচনা করা হতো। বর্তমানে দুই কর মেয়াদ বিবেচনা করা হয় ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দেয়ার তারিখ থেকে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশ অনুসারে এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ১৯ এর উপ-বিধি (২) এবং (২ক) অনুসারে উপকরণ উৎপাদনস্থলে প্রবেশের দুই কর মেয়াদের মধ্যে রেয়াত নিতে হবে। প্রবেশের তারিখ সুনির্দিষ্ট করা যায় না বিধায় ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দেয়ার তারিখকে প্রবেশের তারিখ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই, উপকরণ উৎপাদনস্থলে প্রবেশের পর রেয়াত নিতে অনাবশ্যক বিলম্ব হওয়া বিধিসম্মত নয়।

প্রশ্ন-১৭৫: ***ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে ডিজেলচালিত জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ফ্যাক্টরীতে ব্যবহার করা হয়। ডিজেলের ওপর যে ভ্যাট পরিশোধ করা হয় তা রেয়াত পাওয়া যাবে কী?*** *[শামীম আহমেদ, কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আইআর লিমিটেড, ঢাকা।]*
উত্তর: আলোচ্য ক্ষেত্রে ডিজেলের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২ এর দফা (গ) এর উপ-দফা (অ) অনুসারে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত যেকোন পদার্থ উপকরণের আওতায় পড়বে। আর উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে। এখানে ডিজেল জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই জ্বালানীর ওপর রেয়াত পাওয়া যাবে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) অনুসারে জেনারেটরের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে না। জেনারেটরের ওপর পরিশোধিত ভ্যাটের অর্থ হলো জেনারেটর ক্রয়ের সময় পরিশোধিত ভ্যাট। কারণ, জেনারেটরকে উপকরণ হিসেবে বিবেচনা কর হয়নি। জেনারেটর হলো স্থাপনার একটি অংশ। তাই, অন্যান্য স্থাপনার মত জেনারেটর ক্রয় করার সময় যে ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে তা রেয়াত পাওয়া যাবে না। কিন্তু জেনারেটরে ব্যবহৃত ডিজেল হলো জ্বালানী, যা উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। তাই, ডিজেলের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন-১৭৬: ***একটি প্রতিষ্ঠান তার পণ্য মার্কেটিং করার কৌশল উদ্ভাবনের জন্য অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে কনসালটেন্সী সেবা গ্রহণ করেছে। সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান মূসক চালানসহ বিল প্রদান করেছে। সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ভ্যাটসহ বিল পরিশোধ করেছে। এখানে সেবা গ্রহণকারীর জন্য কনসালটেন্সী সেবা হলো উপকরণ। সেবা গ্রহণকারী এই সেবার ওপর যে ভ্যাট পরিশোধ করেছে তা রেয়াত পাবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোঃ ওমর ফারুক, আইটিপি ও ভ্যাট কনসালট্যান্ট, পুরানা পল্টন, ঢাকা।]*
উত্তর: আমাদের দেশের মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার বিধান অনুযায়ী উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ এই হলো মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার সর্বোত্তম আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি (best international practies)। অর্থাৎ উপকরণ কর রেয়াত পেতে হলে ক্রয়কৃত আইটেমটি উপকরণ হতে হবে। কোন্ কোন্ আইটেম উপকরণ হিসেবে বিবেচ্য তা মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ২ এর দফা (গ)-তে উল্লেখ আছে। ওই দফার উপ-দফা (অ) অনুসারে, সব ভ্যাটযোগ্য সেবা উপকরণ। আলোচ্য ক্ষেত্রে যে সেবা গ্রহণ করা হয়েছে তা কনসালটেন্সী সেবা। এই সেবাটি ভ্যাটযোগ্য সেবা। তাই, গৃহীত সেবাটি উপকরণ। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ৯ এ উল্লেখ আছে যে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে না। এখানে কনসালটেন্সী সেবা উল্লেখ নেই। তাই, কনসালটেন্সী সেবার ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ১৯ অনুসারে, কতিপয় আইটেমের ওপর পরিশোধিত ভ্যাটের ৮০

শতাংশ রেয়াত নেয়া যায়। অর্থাৎ সেসব ক্ষেত্রে উপকরণের ওপর পরিশোধিত সমুদয় ভ্যাট রেয়াত নেয়া যায় না। ওই আইটেমগুলো হলো গ্যাস, বীমা, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, টিলিপ্রিন্টার, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স, ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট, ওয়সা, অডিট ও একাউন্টিং ফার্ম, যোগানদার, সিকিউরিটি সার্ভিস, আইন পরামর্শক, পরিবহন ঠিকাদার ও ব্যাংকিং সেবা। এই আইটেমগুলোর বাইরের অন্য কোন ভ্যাটযোগ্য সেবা গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রে পরিশোধিত ভ্যাটের ১০০ ভাগ রেয়াত পাওয়া যাবে। আলোচ্য সেবাটি কনসালটেন্সী সেবা, যা ওই সেবাগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই। তাই, এক্ষেত্রে পরিশোধিত সমুদয় ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে। তবে, রেয়াত নিতে হলে পণ্যের মূল্য ঘোষণায় ওই উপকরণ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হয়। তাই, কনসালটেন্সী সেবাটি ওই পণ্যের মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা তা দেখতে হবে। মূল্য ঘোষণায় উপকরণের ক্রমিকসমূহে অর্থাৎ ৫, ৬ ও ৭ নম্বর ক্রমিকসমূহে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। তাহলে রেয়াত পেতে কোন জাটিতা নেই। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থার বিধান অনুসারে, উপকরণ কর রেয়াত নিতে হলে উপকরণটি উৎপাদিত পণ্য বা প্রদত্ত সেবার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে সত্য। কিন্তু 'সম্পৃক্ত' বলতে কি বুঝায় তা ভ্যাট আইন বা বিধিতে সংজ্ঞায়িত নেই। তাই, সম্পৃক্ত বলতে ওই পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত এবং ওই পণ্যের মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া বুঝায় ধরে নেয়া যায়। পণ্য বিক্রির জন্য বা পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি করার জন্য যে কনসালটেন্সী সেবা গ্রহণ করা হয়, তা পণ্যের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত সেবা। তাই, আলোচ্য ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত থাকলে এই সেবার ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত রেয়াত নেয়া যাবে।

প্রশ্ন-১৭৭: ***রয়্যালটি হিসেবে পরিশোধিত অর্থ মূল্য ঘোষণায় উপকরণের কলামে লেখা যাবে কি-না এবং রয়্যালটির বিপরীতে পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।***

উত্তর: রয়্যালটির বিপরীতে পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে। রয়্যালটির বিপরীতে পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না, তা আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থার কোথাও উল্লেখ নেই। রয়্যালটি উপকরণ নয়, তাও কোথাও উল্লেখ নেই।

প্রশ্ন-১৭৮: ***আমরা একটি ওয়েল্ডিং রড উৎপাদন কারী প্রতিষ্ঠান। পণ্য পরিবহনের জন্য গাড়ী আমদানী করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা ২(গ) অনুযায়ী গাড়ী উপকরণ নয়। আমি বোঝাতে চেয়েছি উক্ত গাড়ী আমদানীর ক্ষেত্রে সিএন্ডএফ সেবা গ্রহণ করা হয়েছে। সিএন্ডএফ সেবা উপকরণ, যা আমরা মূল্য ঘোষণায় উল্লেখ করেছি। সিএন্ডএফ সেবা আলাদা একটি উপকরণ বিবেচনা করে উক্ত গাড়ী আমদানীর ক্ষেত্রে সিএন্ডএফ কমিশনের উপর পরিশোধিত ভ্যাট রেশিও আনুযায়ী রেয়াত নেওয়া হয়েছে। রেয়াত নেয়া সঠিক আছে কি? [মোঃ সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী-ভ্যাট, নাভানা ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড লিঃ, গাজীপুর।]***

উত্তর: আলোচ্য ক্ষেত্রে রেয়াত পাওয়া যাবে না। কারণ হলো, আইনের ধারা ৯ অনুসারে যানবাহন উপকরণ নয়। যেহেতু যানবাহন উপকরণ নয়, সেহেতু যানবহান সংক্রান্ত কোন কর উপকরণ কর নয়। আপনার উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ঘোষণায় যানবাহন এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ মূল্য সংযোজন কলামে "অবচয়" এর বিপরীতে উল্লেখ করতে হবে।

১৬. রিফান্ড

প্রশ্ন-১৭৯: ***কোনো নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের কোনো কারণে ভ্যাট রিফান্ড পাওনা হয়েছে। নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানটি এই ভ্যাট রিফান্ড পাওনা তার প্রদেয় মূসকের বিপরীতে চলতি হিসাব এবং দাখিলপত্রের মাধ্যমে সমন্বয় করতে পারে। প্রশ্ন হলো রিফান্ডের জন্য আবেদন করতে হয় ৬ মাসের মধ্যে। তাই, এক্ষেত্রেও কি ৬ মাসের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে?***

উত্তর: হ্যাঁ। রিফান্ডেবল অর্থ যে তারিখে জমা হয়েছে সে তারিখের ৬ মাসের মধ্যে প্রদেয় ভ্যাটের বিপরীতে চলতি হিসাব এবং দাখিলপত্রের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। রিফান্ড যেহেতু ৬ মাস পর দাবি করা যায় না, সেহেতু ৬ মাস পর সমন্বয় করা যাবে না। উল্লেখ্য, এ সংক্রান্ত বিধি ৩৪ক এর উপ-বিধি (৪) এ কোন সময়সীমা উল্লেখ নেই বিধায় সর্বোচ্চ সময়সীমা ৬ মাস পর্যন্ত সমন্বয় করা যেতে পারে।

প্রশ্ন-১৮০: ***রিফান্ড গ্রহণের সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন করণীয় কী?***

উত্তর: রিফান্ড গ্রহণের সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেলে আর কিছু করণীয় নেই। কোনো কারণে রিফান্ড পাওনা হলে তা চলতি হিসাব এবং দাখিলপত্রের মাধ্যমে নিজ হিসাবে জমা করে নেয়া যায়। চলতি হিসাব এবং দাখিলপত্রের মাধ্যমে সমন্বয় করার সুযোগ না থাকলে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে রিফান্ড প্রদানের জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে বা শুল্ক ভবনের কমিশনারের নিকট আবেদন করা যায়। ভুলক্রমে জমা হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে যদি আবেদন করা না হয়, তাহলে উক্ত অর্থ তামাদি (Lapse) হয়ে যাবে। প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। রিফান্ড এবং প্রত্যর্পণ পাওনা হওয়ার পর পরই চলতি হিসাব এবং দাখিলপত্রের মাধ্যমে নিজ হিসাবে জমা করে নেয়া যায়, এ বিষয়টি অনেকেরই জানা নেই। তাই, অনেকেই চলতি হিসাব ও দাখিলপত্রে সমন্বয় না করার কারণে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন না করার কারণে রিফান্ড বা প্রত্যর্পণের অর্থ থেকে বঞ্চিত হন।

১৭. সমন্বয়

প্রশ্ন-১৮১: ***আমরা ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী সংস্থা। আমরা ভ্যাট চালান ইস্যু করে সেবা প্রদান করি। ইন্টারনেট সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান নেই। তারপরও আমাদের কয়েকটি ক্লায়েন্ট আমাদের বিল থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করেছে। তারা আমাদেরকে 'মূসক-১২খ' ফরমে প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করেছে। ওই প্রত্যয়নপত্রের বিপরীতে আমরা কর্তিত অর্থ আমাদের চলতি হিসাব ও দাখিলপত্রের মাধ্যমে পজিটিভ সমন্বয় করতে পারবো কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোঃ মুনীর হোসেন, জেনারেল ম্যানেজার (হিসাব) টেলনেট কমিউনিকেশন্স লিঃ, হাউস-৩৯, সোনারগাঁও জনপথ রোড, সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা।]*

উত্তর: উৎসে ভ্যাট কর্তনের ক্ষেত্রে পজিটিভ সমন্বয় করার বিধান আছে। তবে, এই বিধান সবার জন্য নয়। শুধুমাত্র যেসব সেবাপ্রদানকারীর ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, সেসব সেবার ক্ষেত্রে এই পজিটিভ সমন্বয় প্রযোজ্য। সেবাদাতাদের সুবিধার্থে ৩৮টি সেবার ক্ষেত্রে দুধরনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এক. সেবাদাতা প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করে সেবা প্রদান করতে পারেন; দুই. সেবাদাতা প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ না করে সেবা প্রদান করতে পারেন। এ দুটি অপশনের মধ্যে সেবাদাতা তার সুবিধা অনুযায়ী যেকোন অপশন গ্রহণ করতে পারেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র ওই ৩৮টি সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ৩৮টি সেবার ওপর বাধ্যতামূলকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং-২ এ ওই ৩৮টি সেবা বর্ণিত আছে। এই সেবাগুলোর ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করা বাধ্যতামূলক। সেবাদাতা যদি সেবা প্রদান করার সময় ভ্যাট চালান ইস্যু করে কিন্তু ওই ভ্যাট চালানের বিপরীতে প্রযোজ্য ভ্যাট তিনি পরিশোধ না করেন, তাহলে কোন সমস্যা নেই। কারণ, সেবা গ্রহণকারী অর্থাৎ উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করে সরকারী কোষাগারে জমা দিয়ে দেবেন। কিন্তু সেবা প্রদানকারী যদি কোন উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ওই ৩৮টি সেবার মধ্যে কোন একটি সেবা প্রদান করেন এবং ওই সেবার বিপরীতে যদি তিনি নিজে ভ্যাট পরিশোধ করে দেন, তাহলে ওই সেবার বিপরীতে দুইবার ভ্যাট পরিশোধিত হয়ে যায়। কারণ, ওই ৩৮টি সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা বাধ্যতামূলক। সেক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতা অর্থাৎ উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করবেন, যথাযথ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবেন এবং 'মূসক-১২খ' ফরমে প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করবেন। সেবা প্রদানকারী প্রযোজ্য ভ্যাট নিজে পরিশোধ করেছিল; আবার, সেবা গ্রহণকারী উৎসে ভ্যাট কর্তন করেছে। তাই, এক্ষেত্রে দুবার ভ্যাট পরিশোধিত হয়েছে। এরূপক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রত্যয়নপত্রে উল্লিখিত অর্থ সেবা প্রদানকারী দাখিলপত্রের ১২ নম্বর ক্রমিকে লিখে পজিটিভ সমন্বয় করে নেবেন। তাহলে এই সেবার ওপর দু'বার ভ্যাট প্রদান করা হবে না, একবার ভ্যাট প্রদান করা হবে।

যে সেবার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব দেয়া হয়নি, সে সেবার ওপর থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হলে তা হবে একটি ভুল। ভুলক্রমে ভ্যাট কর্তন করে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। ভুলবশতঃ বা ভুল ব্যাখ্যার কারণে বা অন্য কোন কারণে যদি সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা হয়ে যায়, তাহলে সে অর্থ ফেরৎ নেয়ার জন্য ভ্যাট আইনে বিধান আছে। আইনের ধারা ৬৭ এবং বিধি ৩৪ক অনুগ্রহ করে দেখুন। এরূপ অর্থ ফেরৎ নেয়ার জন্য রিফান্ড আবেদন করতে হয়। রিফান্ড আবেদন করার জন্য সুনির্দিষ্ট ফরম ও পদ্ধতি রয়েছে। তবে, রিফান্ড প্রাপ্য হওয়ার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে চলতি হিসাব রেজিস্টারে জমা করে নেয়া যায়। যিনি চলতি হিসাব রেজিস্টার সংরক্ষণ করেন না, তিনি ৬ মাসের মধ্যে রিফান্ড আবেদন দাখিল করবেন। ৬ মাসের মধ্যে চলতি হিসাবে জমা করে না নিলে বা রিফান্ড আবেদন দাখিল না করলে রিফান্ড তামাদি (lapse) হয়ে যাবে।

১৮. রপ্তানি, প্রত্যর্পণ ও বন্ড

প্রশ্ন-১৮২: ***ভাটায় পোড়ানো ইট রপ্তানি করা হয়েছে। বন্দরে স্টাফিং চার্জের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। উক্ত ভ্যাট প্রত্যর্পণ পাওয়া যাবে কি?*** *[মোঃ আজাদ কবির খান, ম্যানেজার কমার্শিয়াল, মিরপুর সিরামিক ওয়ার্কস লিঃ, ৬২ কালসী রোড, সেকশন-১২, মিরপুর।]*

উত্তর: হ্যাঁ প্রত্যর্পণ পাওয়া যাবে। সাধারণ বিধান হলো, কোন পণ্য রপ্তানি করলে উক্ত পণ্যের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। তাছাড়া, উক্ত পণ্যের উপকরণের মধ্যে যে শুল্ক-করাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা সরকার প্রত্যর্পণ প্রদান করবে। সব ভ্যাটযোগ্য সেবা উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। তাই, এই রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কাজে যেসব সেবার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে তা রপ্তানিকারক স্বাভাবিকভাবে রেয়াত বা প্রত্যর্পণ গ্রহণ করতে পারবেন। প্রত্যর্পণ নেয়ার নিয়ম হলো, যদি রপ্তানিকারক স্থানীয় বাজারেও পণ্য বিক্রি করে থাকেন তাহলে তিনি চলতি হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৮) সংরক্ষণ করেন। তিনি রপ্তানির পর প্রত্যর্পণযোগ্য পরিমাণ অর্থ চলতি হিসাব রেজিস্টারের রেয়াত কলামে লিপিবদ্ধ করে স্থিতির সাথে যোগ করে নেবেন। কতদিনের মধ্যে এভাবে চলতি হিসাব রেজিস্টারে যোগ করে নেয়া যাবে তা বিধিবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। তাই, রেয়াত নেয়ার স্বাভাবিক নিয়ম যেহেতু পরবর্তী দুই কর মেয়াদ, সেহেতু রপ্তানির পরবর্তী দুই কর মেয়াদের মধ্যে উক্তরূপে যোগ করে নেয়া যায়। আর, প্রত্যর্পণ আবেদন করার সময় যেহেতু রপ্তানির পরবর্তী ছয় কর মেয়াদ, সেহেতু রপ্তানির পরবর্তী ছয় কর মেয়াদের মধ্যে উক্তরূপে চলতি হিসাব রেজিস্টারে জমা করে নেয়া যেতে পারে। যে রপ্তানিকারকের চলতি হিসাব রেজিস্টার নেই তিনি প্রত্যর্পণ গ্রহণের জন্য রপ্তানির ছয় মাসের মধ্যে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরে আবেদন করবেন।

প্রশ্ন-১৮৩: ***আমরা শতভাগ রফতানীমুখী বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান। আমরা নীট গার্মেন্টস রফতানী করি। আমরা অনেক সময় সাব-কন্ট্রাক্ট এর ভিত্তিতে অন্য কোন ফ্যাক্টরী থেকে নিটিং, ডাইয়িং, ফিনিশিং, প্রিন্টিং এবং এমব্রয়ডারীর কাজ করিয়ে থাকি। যারা আমাদের কাজ করে দেয় তারা***

সবাই বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান। আমরা সেলস কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে তাদের কাছে কাজের অর্ডার দিলে টাকায় পেমেন্ট করি। ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি'র মাধ্যমে অর্ডার দিলে ডলারে পেমেন্ট করি। আমরা নিটিং, ডাইয়িং, ফিনিশিং, প্রিন্টিং এবং এমব্রয়ডারী কাজের বিপরীতে যে বিল পরিশোধ করি তার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। *[হাবিবুল হক, সিনিয়র ডিজিএম, মারুহিসা প্যাসিফিক কোম্পানী লিঃ, আদমজি ইপিজেড, নারায়নগঞ্জ।]*

উত্তর: ইপিজেড-এ অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠান ইপিজেড-এর বাইরে অবস্থিত কোন বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান থেকে সাব-কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে কাজ করাতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি'র মাধ্যমে সাব-কন্ট্রাক্ট প্রদান করতে হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এ ধরনের কার্যক্রমকে প্রচ্ছন্ন রফতানি (deemed export) বলা হয়। প্রচ্ছন্ন রফতানি সরাসরি রফতানির মতই শুল্ক-কর মুক্ত। এ ধরনের কার্যক্রমের ওপর কোন শুল্ক-কর প্রযোজ্য নেই। তাই, ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না। রফতানির ক্ষেত্রে শূন্য হারে ভ্যাট চালানপত্র (মূসক-১১) ইস্যু করতে হবে। অর্থাৎ ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে, তবে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না। উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হয় মূলত ৩৮টি সেবার ওপর, যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এ বর্ণিত আছে। উক্ত আদেশ অনুসারে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে 'মূসক-১১' চালানসহ সরবরাহ দিলে সেক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। তাই, আপনারা যদি অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে সাব-কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে কাজ করান এবং 'মূসক-১১' চালানসহ সরবরাহ গ্রহণ করেন, তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান করা হয়েছে এ কারণে যে, যেন যে স্থানে ভ্যাট পরিশোধ হওয়ার কথা সে স্থানে যদি ভ্যাট পরিশোধ করা না হয় বা পরিশোধ না হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে যেখানে অর্থের উৎসে সেখান থেকে যেন ভ্যাট কর্তন/আদায় করে নেয়া যায়। সাধারণত যেসব ক্ষেত্রে ভ্যাট ফাঁকি হওয়ার আশংকা বেশি থাকে কেবলমাত্র সেসব ক্ষেত্রেই উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান করা হয়েছে। এগুলো অধিকাংশ সেবা। পণ্যের ক্ষেত্রে 'মূসক-১১' চালানসহ সরবরাহ দেয়া হলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। কন্ট্রাক্ট-এর মাধ্যমে কাজ করালে এবং টাকায় মূল্য পরিশোধ করলেও একই কথা। 'মূসক-১১' চালানসহ সরবরাহ নেয়া হলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। আবার যদি ইপিজেড-এ অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠান বাইরের নন-বন্ডেড প্রতিষ্ঠান থেকে ওইসব কাজ করিয়ে নেই, তাহলেও একই কথা। আমার মনে হয়, আপনার প্রকৃত প্রশ্ন হলো আপনাদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রহণ করা এসব সরবরাহ রফতানি হিসেবে বিবেচিত হবে কিনা এবং শূন্য হারে 'মূসক-১১' চালানসহ সরবরাহ নেয়া যাবে কিনা। বন্ডেড প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির বিপরীতে সরবরাহ নিলে এবং বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধিত হলে শূন্য হারে 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করা যাবে। নন-বন্ডেড প্রতিষ্ঠান থেকে সরবরাহ নিলে শূন্য হারে 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করা যাবে না। ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। রফতানির পর এবং বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পাওয়ার পর প্রত্যর্পণ পাওয়ার জন্য আবেদন করা যাবে।

প্রশ্ন-১৮৪: ***আমরা ইপিজেড এলাকায় অবস্থিত শতভাগ রফতানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান। আমরা বিদেশ থেকে পরামর্শক ইত্যাদি হায়ার করি। তাদেরকে আমাদের অফশোর এ্যাকাউন্ট থেকে ডলারে পেমেন্ট করি। এক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[হাবিবুল হক, সিনিয়র ডিজিএম, মারুহিসা প্যাসিফিক কোং লিঃ, আদমজী ইপিজেড, নারায়নগঞ্জ।]*

উত্তর: বর্তমান ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেট কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শতভাগ রপ্তানিকারক, শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক এবং ইপিজেড এলাকায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের সেবা আমদানির ক্ষেত্রে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। অনুগ্রহ করে এসআরও নং-১৫৪-আইন/২০০৫/৪৪৫-মূসক, তারিখ: ০৯ জুন, ২০০৫ এর **টেবিল-২** দেখুন।

প্রশ্ন-১৮৫: ***বায়িং হাউস কমিশনের ওপর ভ্যাট দিচ্ছে না। তারা বলছে তারা রপ্তানী করছে। সঠিক আছে কী?***

উত্তর: এই সেবাটি ইন্ডেন্টিং সংস্থা সেবার কোডের আওতাভুক্ত হবে। ইন্ডেন্টিং সংস্থা সেবার ওপর বর্তমানে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। সুতরাং আলোচ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট আদায়যোগ্য হবে।

প্রশ্ন-১৮৬: ***আমরা বিদেশ থেকে আগত জাহাজে বিভিন্ন জিনিসপত্র যেমন: শাক-শব্জি, খাদ্যদ্রব্য, স্টেশনারী সামগ্রী, জাহাজের জ্বালানী, খুচরা যন্ত্রাংশ ইত্যাদি সরবরাহ করে থাকি। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে লাইসেন্স প্রদান করেছে। চট্টগ্রাম বন্দরে এমন কয়েক হাজার প্রতিষ্ঠান কাজ করে। আমরা যে জাহাজে ওইসব সরবরাহ করি সে জাহাজের প্রিন্সিপ্যাল বিদেশ থেকে আমাদের ব্যাংক এ্যাকাউন্টে ডলারে মূল্য পাঠায়। এযাবৎ ব্যাংক থেকে আমাদের অর্থ প্রদান করার সময় কোন ভ্যাট উৎসে কর্তন করা হতো না। এখন থেকে আমাদের প্রাপ্ত মূল্য প্রদান করার সময় ব্যাংক ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে বলে সম্প্রতি আমাদের জানানো হয়েছে। এতে আমরা খুব ক্ষতির সম্মুখিন হবো। এই ব্যবসা আমাদের দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর হয়ে যেতে পারে। জাহাজে সরবরাহের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোহাম্মাদ শহীদুল হক, পার্টনার, মার্চেন্ট শীপ ম্যানেজমেন্ট (বাংলাদেশ), এম. বি. প্লাজা, ১০ শেখ মুজিব রোড, বারিক বিল্ডিং, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।]*

উত্তর: আমাদের দেশের বিধি-বিধান অনুসারে রফতানি শুল্ক-করমুক্ত। শুধু আমাদের দেশেই নয়, প্রায় সব দেশের বিধান এরকম। রফতানি করলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়, আর বৈদেশিক মুদ্রা কোন দেশের জন্য খুব প্রয়োজন। কারণ, আমদানির মূল্য পরিশোধ করতে হয় বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে। তাই, সরকার রপ্তানি উৎসাহিত করে। রপ্তানির ওপর সব ধরনের শুল্ক-কর মওকুফ করে দেয় এবং রপ্তানিকে আরো নানা ধরনের সুবিধা প্রদান করে থাকে। রপ্তানি কয়েক রকম হতে পারে। প্রথমতঃ সরাসরি রপ্তানি। অর্থাৎ কোন পণ্য সরাসরি বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া। যেমন: একজন গার্মেন্টস-এর মালিক টি-শার্ট তৈরী করে সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে। আর কিছু রপ্তানি আছে, যা সরাসরি রপ্তানি নয়, তবে সে কাজ রপ্তানি বলে বিবেচিত। আমাদের দেশের ভ্যাট আইনের ভাষায় এ ধরনের রপ্তানিকে প্রচ্ছন্ন রপ্তানি (deemed export) বলা হয়। প্রচ্ছন্ন রপ্তানির একটা উদাহরণ হলো, একজন সরাসরি রপ্তানিকারক ধরা যাক নেদারল্যান্ডস-এ জিন্সের প্যান্ট রপ্তানি করেন। আর একটি প্রতিষ্ঠান ওই সরাসরি রপ্তানিকারকের নিকট প্যান্টে ব্যাবহার করার জন্য জিপার সরবরাহ দেয়। এরূপ সরবরাহ দেয়ার কিছু বিশেষ বিধি-বিধান রয়েছে।

এখানে জিপার সরবরাহ রপ্তানি বলে বিবেচিত, অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন রপ্তানি। সাধারণ রপ্তানির সব সুবিধা প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক পাবেন। প্রচ্ছন্ন রপ্তানির আর একটা উদাহরণ হলো, কোন উন্নয়ন প্রকল্পে আন্তর্জাতিক দরপত্রে অংশগ্রহণ করে স্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশ পেয়েছে এবং সরবরাহ প্রদান করেছে। তাকে যদি বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধ করা হয়, তাহলে তার এই সরবরাহ রপ্তানি বলে বিবেচিত হবে। এই সরবরাহের ওপর কোন ভ্যাট এমনকি কোন শুল্ক-কর প্রযোজ্য হবে না।

এখন সরাসরি মূল আলোচনায় আসি। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) অনুসারে বিদেশগামী কোন যানবাহনে বাংলাদেশের বাইরে ভোগের জন্য সরবরাহকৃত খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী রপ্তানি বলে গণ্য হবে। এ ধরনের সরবরাহকে দীর্ঘদিন ধরে রপ্তানির মর্যাদা দিয়ে আসা হচ্ছে। কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ২৪ অনুসারেও এ ধরনের কার্যক্রম রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত। তাই, বর্তমান বিধি-বিধান অনুসারে আপনাদের কার্যক্রম রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত। জাহাজে বাংলাদেশের বাইরে ভোগের জন্য আপনাদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য-সামগ্রীর ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। তবে, কর্তৃপক্ষ যদি এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান আরও স্পষ্টিকরণ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষ একত্রে বসে বিধি-বিধান নির্ধারণ করতে পারেন। তবে, তা বর্তমানের সুবিধা বন্ধ করে দিয়ে নয়। তা হবে ন্যায় বিচারের পরিপন্থী।

প্রশ্ন-১৮৭: আমরা বিদেশ থেকে আগত জাহাজে বিভিন্ন জিনিসপত্র যেমনঃ শাক-শব্জি, খাদ্যদ্রব্য, স্টেশনারী সামগ্রী, জাহাজের জ্বালানী, খুচরা যন্ত্রাংশ ইত্যাদি সরবরাহ করে থাকি। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে লাইসেন্স প্রদান করেছে। চট্টগ্রাম বন্দরে এমন কয়েক হাজার প্রতিষ্ঠান কাজ করে। আমরা যে জাহাজে ওইসব মালামাল সরবরাহ করি সে জাহাজের প্রিন্সিপ্যাল বিদেশ থেকে আমাদের ব্যাংক এ্যাকাউন্টে ডলারে মূল্য পাঠায়। এযাবৎ ব্যাংক থেকে আমাদের অর্থ প্রদান করার সময় কোন ভ্যাট উৎসে কর্তন করা হতো না। এখন থেকে আমাদের প্রাপ্ত মূল্য প্রদান করার সময় ব্যাংক ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে বলে সম্প্রতি আমাদের জানানো হয়েছে। এতে আমরা খুব ক্ষতির সম্মুখিন হবো। এই ব্যবসা আমাদের দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর হয়ে যেতে পারে। জাহাজে সরবরাহের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি-না সে বিষয়ে আপনার কাছে আমরা মতামত চাইলে আপনি ইতোপূর্বে এই মর্মে মতামত দেন যে, এ ধরনের সরবরাহ আমাদের দেশের আইন অনুসারে রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত। তাই, এই রপ্তানি আয়ের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় বিগত ২২ জুলাই, ২০১৩ তারিখে ওই মতামত ছাপা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের ব্যাংক এখন বলছে যে, যেহেতু আমাদের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে "ব্যবসার কার্যক্রম" S037.00 Procurement Provider উল্লেখ আছে, সেহেতু "যোগানদার" হিসেবে আমাদের ওপর থেকে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করা হবে এবং ১ শতাংশ হারে Source Tax উৎসে কর্তন করা হবে। এ বিষয়ে অনুগ্রহ করে আপনার মতামত দিন। *[মোহাম্মাদ শহীদুল হক, পার্টনার, মার্চেন্ট শীপ ম্যানেজমেন্ট (বাংলাদেশ), এম. বি. প্লাজা, ১০ শেখ মুজিব রোড, বারিক বিল্ডিং, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।]*

উত্তরঃ আপনাদের কার্যক্রম রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত। তাই, রপ্তানি আয়ের ওপর থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। তবে, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে "ব্যবসার কার্যক্রম" S037.00 Procurement Providerউল্লেখ আছে, বিধায় "যোগানদার" হিসেবে আপনাদের আয়ের ওপর থেকে ৪ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে, এ ধরনের বক্তব্য সঠিক নয়। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেটে "আপনার ব্যবসার প্রকৃতি" এবং "ব্যবসার কার্যক্রম" এ দুটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশানের আবেদনে (মূসক-৬ ফরম) যে তথ্য পেশ করা হয়, সে তথ্যের ভিত্তিতে এ দুটি বিষয় ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেটে উল্লেখ করা হয়। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় "ব্যবসার প্রকৃতি" হলো পাঁচ ধরনের, যথা:- (1) Supplier (Manufacturer); (2) Supplier (Trader); (3) Service Renderer; (4) Importer;এবং (5) Exporter. ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেটে এই পাঁচটি ব্যবসার প্রকৃতি অনুসারে আবেদনকারীর ব্যবসার প্রকৃতি উল্লেখ করা হয়। আবার, একই ব্যক্তির একাধিক ব্যবসার প্রকৃতি থাকতে পারে। যেমনঃ একই ব্যক্তি Supplier (Trader); এবং Service Rendererহতে পারে। সে ক্ষেত্রে এ দুটি বিষয়ই ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেটে উল্লেখ করা হয়। আপনাদের কার্যক্রম যদি শুধুমাত্র জাহাজে মালামাল সরবরাহ দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে আপনাদের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেটে "আপনার ব্যবসার প্রকৃতি" এর স্থলে শুদুমাত্র Exporter উল্লেখ করতে হবে। আপনাদেরকে সে অনুযায়ী ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরে আবেদন করতে হবে। "মূসক-৬" ফরমের ক্রমিক নং ১০ (Taxpayer Classification) সেভাবে পূরণ করতে হবে। এবার আসুন "ব্যবসার কার্যক্রম" বিষয়ে। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশানের আবেদন করার সময় "মূসক-৬" ফরমের ক্রমিক নং ১৫-তে (Items to be produced and/or traded/services to be rendered) যে তথ্য উল্লেখ করা হয়, সে তথ্যের ভিত্তিতে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে "ব্যবসার কার্যক্রম" উল্লেখ করা হয়। উৎপাদকের ক্ষেত্রে এখানে প্রধানতম একটি উৎপাদিত পণ্যের কোড এবং বিবরণ উল্লেখ করা হয়। সেবা প্রদানকারীর ক্ষেত্রে এখানে প্রধানতম একটি সেবার কোড এবং বিবরণ উল্লেখ করা হয়। আবেদনকারীর একাধিক কার্যক্রম থাকতে পারে। কিন্তু এখানে একাধিক কার্যক্রম উল্লেখ করার স্থান নেই। আর উল্লেখ করার প্রয়োজনও নেই। কারণ, আবেদনকারীর আবেদনের ভিত্তিতে তার সব কার্যক্রম VAT Management Information Systemএ এন্ট্রি দেয়া থাকে। তাই, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেটে "ব্যবসার কার্যক্রম" এর বিপরীতে কী উল্লেখ আছে তা কখনও মূল বিবেচনার বিষয় নয়। আপনি কী কাজ সম্পাদন করছেন তাই হলো মূল বিবেচনার বিষয়। তবে, আপনারা যে সব মালামাল জাহাজে সরবরাহ করেন, সে সব মালামালের মধ্যে প্রধানটি এখানে উল্লেখ করে আপনাদের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেট সংশোধন করে নেয়া যেতে পারে। আপনারা রপ্তানি করেছেন এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরও শুধুমাত্র আপনাদের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে "ব্যবসার কার্যক্রম" S037.00 Procurement Providerউল্লেখ আছে বিধায় "যোগানদার" হিসেবে আপনাদের আয়ের ওপর থেকে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে, এ ধরনের বক্তব্য অবান্তর। এক শতাংশ হারে Source Taxউৎসে কর্তন করার বিষয়টি ভ্যাট আইনের আওতাভুক্ত বিষয় নয়। তাই, এবিষয়ে আমার পক্ষে মতামত প্রদান করা সম্ভব হলো না। আয়কর আমার পেশাগত বিষয় নয়। এ বিষয়ে অনুগ্রহ করে কোন আয়কর পেশাদারের সাথে পরামর্শ করতে অনুরোধ করছি।

প্রশ্ন-১৮৮: ***ইপিজেড এলাকার একটি কোম্পানী পাওয়ার সাব-স্টেশন ক্রয়ের জন্য তাদের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে অর্ডার দিয়েছে। ব্যাংকের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় পেমেন্ট দিয়েছে। এই সরবরাহ রপ্তানি বলে বিবেচিত হবে কী?***

উত্তর: রপ্তানি বলে বিবেচিত হবে। তবে, উক্ত পাওয়ার সাব-স্টেশন ইপিজেড এলাকায় প্রবেশ করানোর সময় শুল্ক সংক্রান্ত সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে। প্রত্যেক ইপিজেড-এ কাস্টম্স দপ্তর রয়েছে। উক্ত দপ্তরের মাধ্যমে শুল্ক আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে। বিশেষ করে, বিল-অব-এক্সপোর্ট (শিপিং বিল) এর মাধ্যমে পণ্য প্রেরণ করতে হবে। 'মূসক-২০' ফরম এবং 'মূসক-১১' ফরম ব্যবহার করে পণ্য সরবরাহ প্রদান করতে হবে। রপ্তানির বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রাপ্ত হতে হবে। ব্যাংক কর্তৃক Proceeds Realization Certificate (PRC)ইস্যু করতে হবে।

প্রশ্ন-১৮৯: ***রপ্তানির প্রধান শর্তসমূহ কী কী?***

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় রপ্তানির প্রধান শর্ত হলো দুটি। যথা: ১. এলসি'র মাধ্যমে রপ্তানি হতে হবে। ২. রপ্তানির বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যাবাসিত হতে হবে। প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলে একটি বিষয় আছে যা রপ্তানি বলে বিবেচিত হয়। প্রচ্ছন্ন রপ্তানি হলো দেশের মধ্যে কোনো প্রকৃত রপ্তানিকারকের নিকট রপ্তানি করা। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি বা অভ্যন্তরীণ এলসি থাকতে হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পেতে হবে। আন্তর্জাতিক বা লোকাল টেন্ডারের মাধ্যমে প্রকল্পে কোনো পণ্য সরবরাহ দিলে, এবং বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পেলে, এ ধরনের সরবরাহও আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলে বিবেচিত।

প্রশ্ন-১৯০: ***যদি কোন রপ্তানিকারক এলসি খোলার সময় এলসি কমিশনের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করে থাকে তাহলে করণীয় কী?***

উত্তর: আমাদের দেশে রপ্তানির ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। রপ্তানি উৎসাহিত করার জন্যে সরকার রপ্তানির ওপর সকল প্রকার শুল্ক ও কর মওকূফ করে দিয়েছে। কারণ হলো, রপ্তানি করলে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। আর আমাদের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন; কারণ, আমাদের দেশের অর্থনীতি হলো আমদানি নির্ভর অর্থনীতি। আমাদের অর্থনীতি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আমদানি করা ছাড়া আমরা টিকে থাকতে পারবো না। আসলে, বর্তমানের পারস্পরিক নির্ভরতার এই যুগে, সকল দেশের অর্থনীতিতেই আমদানি করা হয়ে থাকে। আমদানির ব্যয় মিটানোর জন্য প্রয়োজন হয় বৈদেশিক মুদ্রা যা প্রধানতঃ রপ্তানির মাধ্যমে অর্জন করা যায়। কোনো পণ্য রপ্তানি করলে এর ওপর কোনো শুল্ক-কর, তথা ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। এমনকি এই পণ্য উৎপাদন করতে যেসব উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে; সেসব উপকরণের মধ্যে যদি কোনো শুল্ক-কর, ভ্যাট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে তাও সরকার রপ্তানিকারককে ফেরৎ দিয়ে দেয়। সরকারের উদ্দেশ্য হলো, রপ্তানি পণ্যের মধ্যে যেন কোন অবস্থাতেই কোনো শুল্ক ও কর অন্তর্ভুক্ত না থাকে তা নিশ্চিত করা। এই বিষয়টি নিশ্চিত করার নানাবিধ পদ্ধতি রয়েছে। যেমনঃ বন্ড লাইসেন্স, প্রত্যর্পণ ইত্যাদি। বন্ড লাইসেন্সের মাধ্যমে কোনো পণ্য আমদানি করলে উক্ত পণ্যের ওপর সরকার কোনো শুল্ক-করা আদায় করে না। এর কারণ হলো উক্ত পণ্যা দ্বারা কোনো পণ্য প্রস্তুত করে তা রপ্তানি করে দেয়া হবে। কোনো পণ্যের উপকরণের ওপর যদি পূর্বে শুল্ক-করা পরিশোধ করা হয়ে থাকে এবং পণ্যটি যদি রপ্তানি করা হয়; তাহলে উক্ত পণ্যের উপকরণসমুহের ওপর পরিশোধিত শুল্ক-কর সরকার রপ্তানিকারককে ফেরৎ প্রদান করে। এ ধরনের ফেরৎ প্রদানকে 'প্রত্যর্পণ' (Drawback) বলে। তাই, আলোচ্য ক্ষেত্রে যদি কোনো রপ্তানিকারক এলসি খোলার সময় এলসি কমিশনের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করে থাকে, তাহলে পণ্য রপ্তানির পর শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো) হ'তে তিনি প্রত্যর্পণ নিতে পারেন। রপ্তানি পণ্যের ওপর পরিশোধিত সকল প্রকার শুল্ক-কর সরকার কোনো না কোনো পদ্ধতিতে মাফ করে দিতে আগ্রহী। কিন্তু সমস্যা হলো, পণ্যটি প্রকৃত অর্থে রপ্তানি হয়েছে তা নিশ্চিত করা। এভাবে নিশ্চিত হওয়া সহজ হয় না বিধায় ভ্যাট পরিশোধ করতে বলা হয়েছে এবং পরবর্তীতে রপ্তানির প্রমাণাদি দাখিলের পর ডেডো দপ্তর থেকে প্রত্যর্পণ নিতে বলা হয়েছে। আপনার ক্ষেত্রে পরিশোধিত ভ্যাট প্রত্যর্পণ নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ পালন করলে আপনি ডেডো-তে আবেদন করতে পারেন।

প্রশ্ন-১৯১: ***অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য রপ্তানি করলে প্রত্যর্পণ পাবে কি-না?***

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-৩০(খ)-তে উল্লেখ আছে যে, যিনি অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য রপ্তানি করেন, তিনি প্রত্যর্পণ পাবেন। তিনি যেহেতু কোনো ভ্যাট পরিশোধ করেন না, তাই তার কোনো চলতি হিসাব রেজিস্টার নেই। ফলে, তিনি চলতি হিসাব পুস্তকে রেয়াত নিতে পারবেন না। এমতাবস্থায়, তিনি রপ্তানির ছয় মাসের মধ্যে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরে প্রত্যর্পণ পাওয়ার জন্য আবেদন করবেন।

প্রশ্ন-১৯২: ***বাংলাদেশী একটি কোম্পানী তার প্রাঙ্গনে বৈদ্যুতিক নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহের জন্য লন্ডনে অবস্থিত একটি কোম্পানীকে নিয়োগ দেয়। বর্ণিত সব মালামাল লন্ডনের কোম্পানীটি সরবরাহ করতে না পারায়, বাংলাদেশী একটি কোম্পানীকে কিছু বৈদ্যুতিক নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহের জন্য লন্ডনের কোম্পানী তাদের নিজস্ব লেটারহেড প্যাডে অর্ডার দেয়। বিনিময়ে লন্ডনের কোম্পানীটি বৈদেশিক মুদ্রায় পেমেন্ট করে। এই সরবরাহ কি রপ্তানি হিসাবে গণ্য হবে?***

উত্তর: এখানে বাংলাদেশী কোম্পানী কর্তৃক লন্ডনে অবস্থিত কোম্পানির পক্ষে পণ্য সরবরাহ প্রদান প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলে বিবেচিত হবে। তবে, রপ্তানির সময় সব আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন করতে হবে। যেমন: 'মূসক-১১' চালানপত্র ইস্যু করতে হবে। 'মূসক-২০' ফরমের মাধ্যমে পণ্য অপসারণ করতে হবে। ইপিজেড এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানে পণ্য সরবরাহ দিলে সরবরাহের সময় শুল্ক আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে। বিল-অব-এক্সপোর্ট (শিপিং বিল) এর মাধ্যমে পণ্য প্রেরণ করতে হবে। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-২ এর উপ-বিধি (১) এর দফা-(ঙঙঙঙ)-তে 'প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক' সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র, অথবা স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান করলে উক্ত সরবরাহ বা সেবা প্রদান প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলে বিবেচিত হবে। 'যোগানদার' সেবা সম্পর্কিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একটি ব্যাখায় বলা আছে যে, লিখিত বা মৌখিক যেকোনো ধরনের অর্ডার টেন্ডার হিসেবে বিবেচিত। সে অনুসারে সকল ক্রয়কে (এমনকি ক্যাশ পারচেজ) 'যোগাদার' হিসেবে বিবেচনা করে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়। সে মোতাবেক বর্তমান ক্ষেত্রে লন্ডনে অবস্থিত কোম্পানী তাদের লেটার হেড প্যাডে যে অর্ডার দিয়েছে তা টেন্ডার হিসেবে বিবেচিত হবে। এবং যেহেতু বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পাওয়া গেছে (Proceeds Realization Certificate থাকা সাপেক্ষে), সেহেতু এই সরবরাহকে প্রচ্ছন্ন রপ্তানি হিসেবে গণ্য করা যাবে।

প্রশ্ন-১৯৩: *বৈদেশিক মুদ্রায় পেমেন্ট পেলেই রপ্তানী হবে কি? ম্যাক্রো কেবলস ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডার এর বিপরীতে পিডিবি-কে পণ্য সরবরাহ দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রায় পেমেন্ট পেলে রপ্তানি হয়। এসএমসি ওরস্যালাইন তৈরী করে ইউনিসেফ এর নিকট বিক্রি করে, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে। এ কার্যক্রম রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হবে কী?*

উত্তর: ম্যাক্রো কেবলস ইন্টারন্যাশনাল-এর রপ্তানি মূসক বিধিমালার বিধি-৩১ক এর আওতায় রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হয়। এখানে কতিপয় শর্ত রয়েছে। কাজটি আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের আওতায় হতে হবে। স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে সরবরাহ দিতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পেতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির সমর্থনে ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত Proceeds Realization Certificate (PRC) থাকতে হবে। ইতোপূর্বে বিধান ছিল যে, অনুদান বা ঋণ হিসেবে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে মূল্য পেতে হবে। অর্থ আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে এই বিধান শিথীল করা হয়েছে। এসএমসি কর্তৃক প্রদত্ত সরবরাহটি যদি এরূপ সরবরাহ হয়, তাহলে রপ্তানি বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন-১৯৪: *বাজার থেকে বা উৎপাদকের নিকট থেকে ক্রয় করে রপ্তানি করার ক্ষেত্রে বিধান কী?*

উত্তর: প্রথমে রপ্তানির সাধারণ পদ্ধতি জানা দরকার। তারপর উৎপাদক রপ্তানিকারক কর্তৃক রপ্তানি পদ্ধতি জানতে হবে। এই বিধান মূসক বিধিমালার বিধি ২৭ এ বর্ণনা করা হয়েছে। বাজার থেকে বা উৎপাদকের নিকট থেকে ক্রয় করে রপ্তানি করার পদ্ধতি একই রকমের। বাজার থেকে বা উৎপাদকের নিকট থেকে ক্রয় করে যিনি রপ্তানি করেন তাকে আমরা বাণিজ্যিক রপ্তানিকারক বলি। বাণিজ্যিক রপ্তানিকারক ভ্যাট পরিশোধ করে পণ্য ক্রয় করে রপ্তানি করবে। রপ্তানির পর তিনি প্রত্যর্পণ নিবেন। শুধুমাত্র সিগারেটের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক রপ্তানিকারক কর্তৃক রপ্তানি করা হলে ক্রয়ের সময় ভ্যাট পরিশোধ করতে হয় না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এরূপ একটি আদেশ আছে।

প্রশ্ন-১৯৫: *হোটেলে ফরেন কারেন্সীতে যে পেমেন্ট পায় তার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হয় কী?*

উত্তর: এসব ফরেন কারেন্সী ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রত্যাবসিত হয় না। রপ্তানি হতে হলে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যাবাসিত হতে হয়। এ বিষয়টি নিয়ে ইতোপূর্বে মামলা মোকদ্দমা হয়েছে। বর্তমানে হোটেলগুলো এ ধরনের ফরেন কারেন্সীতে বিক্রির বিপরীতে ভ্যাট প্রদান করছে বলে জেনেছি।

প্রশ্ন-১৯৬: *একটি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য টেস্ট করার জন্য বিদেশে পাঠানো হবে। টেস্টের পর পণ্যটি আবার ফেরৎ আনা হবে। এ সংক্রান্ত বিধান কী?*

উত্তর: এ বিষয়ে কাস্টমস আইনের আওতায় একটি এসআরও আছে। উক্ত এসআরও-তে এ সংক্রান্ত বিধান বর্ণিত আছে। এরূপ ক্ষেত্রে পণ্যটি বিদেশে প্রেরণ করা হয়। প্রেরণের সময় ইহা রপ্তানি হিসাবে বিবেচিত হয়। তাই, শূন্য হারে ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করতে হয়। কোন ভ্যাট প্রদান করতে হয় না। পণ্যটি টেস্ট বা মেরামত করে ফেরৎ আনার সময় যে মূল্য বৃদ্ধি পায় তার ওপর প্রযোজ্য হারে আমদানি পর্যায়ে শুল্ক-করাদি পরিশোধ করতে হয়।

প্রশ্ন-১৯৭: *ইট রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি শুল্ক পরিশোধ করতে হয়। এরূপভাবে পরিশোধিত রপ্তানি শুল্ক প্রত্যর্পণ পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*

উত্তর: রপ্তানি শুল্ক প্রত্যর্পণ পাওয়া যাবে। কি কি শুল্ক ও কর প্রত্যর্পণ পাওয়া যাবে এবং কি কি শুল্ক ও কর প্রত্যর্পণ পাওয়া যাবে না তা মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখ আছে। ওই উপ-ধারা অনুসারে, উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক, আবগারী শুল্ক ও অন্যান্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর প্রত্যর্পণ পাওয়া যাবে। শুধু প্রত্যর্পণ পাওয়া যাবে না অগ্রিম আয়কর এবং গ্যাসের উপর পরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক (এসআরও নং ১৪৩-আইন/৯২/৫৬-মূসক, তারিখ: ১৮ জুন, ১৯৯২)। অর্থাৎ প্রত্যর্পণ না পাওয়ার ক্ষেত্রে রপ্তানি শুল্ক উল্লেখ নেই। কিন্তু প্রত্যর্পণ পাওয়ার ক্ষেত্রে "অন্যান্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর" উল্লেখ রয়েছে। রপ্তানি শুল্ক অন্যান্য শুল্ক ও করের আওতাভুক্ত হবে।

আমি যতদূর জানি, বর্তমানে দুটি আইটেমের উপর রপ্তানি শুল্ক আরোপিত আছে। আইটেম দুটি হলো, বার্লি টোব্যাকো এবং ইট। রপ্তানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে মূলতঃ রপ্তানি নিরুৎসাহিত করার জন্য। তাই, রপ্তানি শুল্ক যদি প্রত্যর্পণ দিয়ে দেয়া হয় তাহলে রপ্তানি শুল্ক আরোপ করার কোন অর্থ থাকে না। যাহোক, রপ্তানি শুল্ক প্রত্যর্পণ না দিতে হলে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এ তা উল্লেখ করতে হবে। যতদিন তা উল্লেখ করা না হচ্ছে ততদিন আইনের আওতায় রপ্তানি শুল্ক প্রত্যর্পণ পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন-১৯৮: *রপ্তানি করার পর উপকরণের ওপর পূর্বে পরিশোধিত আমদানি শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক দুই কর মেয়াদের মধ্যে চলতি হিসাবে সমন্বয় করতে হবে না-কি ছয় কর মেয়াদের মধ্যে চলতি হিসাবে সমন্বয় করতে হবে?*

উত্তর: ছয় কর মেয়াদের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটের প্রাক্কালে বিধি ১৯(৪) এ প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে বিধিতে অস্পষ্টতা ছিল। বর্তমানে অস্পষ্টতা নেই। ইতোমধ্যে পিআরসি পাওয়া যাবে। পিআরসি পাওয়ার পর সমন্বয় করতে হবে।

প্রশ্ন-১৯৯: ***আমরা বিদেশে ঔষধ রপ্তানি করি। রপ্তানির বাজার সৃষ্টিসহ অন্যান্য কাজে আমাদের ওই দেশে পরামর্শক সেবা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়। পরামর্শক সেবা প্রদান করে বিল দাখিল করেন। আমরা আমাদের ব্যাংকের Export Retention Quota (ERQ) Account থেকে বিদেশী মুদ্রায় পরামর্শকের মূল্য প্রদান করি। পরামর্শক সেবা ঔষধ রপ্তানির উপকরণ হিসেবে ভ্যাটমুক্ত হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।***
উত্তর: ইহা রপ্তানির উপকরণ। পরামর্শক সেবার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে এবং চলতি হিসাব রেজিস্টারে রেয়াত হিসেবে সমন্বয় করা যাবে (বিধি-১৯)। অথবা ডেডো থেকে প্রত্যর্পণ নিতে হবে। অন্যান্য উপকরণের মত রপ্তানির পর প্রসিডস রিয়েলাইজেশন সনদপত্র পাওয়ার পর চলতি হিসাব রেজিস্টারে পজিটিভ সমন্বয় করতে হবে।

১৯. কুটির শিল্প

প্রশ্ন-২০০: ***কুটির শিল্পে ভ্যাট নেই। তাহলে কুটির শিল্প সুবিধা পাওয়ার উপায় কী?***
উত্তর: ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করার জন্যে কুটির শিল্পের ওপর ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। তবে, কুটির শিল্প বিষয়ক প্রজ্ঞাপনে কিছু পণ্যের তালিকা দেয়া আছে সেসব পণ্য কুটির শিল্প সুবিধা পাবে না। প্রজ্ঞাপনটি এই পুস্তকের শেষাংশে দেয়া আছে। উক্ত পণ্যসমূহ ছাড়া যে কোনো পণ্য যদি নিম্নে বর্ণিত ৩টি শর্ত পূরণ করে তবে কুটির শিল্প সুবিধা প্রাপ্য হবে।

(১) উৎপাদনকারী লিমিটেড কোম্পানী হতে পারবে না।
(২) উৎপাদনে ব্যবহৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির মূল্য বছরের কোন সময়ে ৪০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকার বেশি হতে পারবে না। এবং
(৩) বার্ষিক উৎপাদন ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকার বেশি হতে পারবে না।

২০. চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন

প্রশ্ন-২০১: ***একটি চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনযোগ্য পণ্য নিজ অঙ্গনে প্রলেপ করে। এরপর আবার অন্য অঙ্গনে তার নিজস্ব মালিকানার প্রতিষ্ঠানে নিয়ে কাটিং করে। কাটিং করার জন্যে কোন চালানপত্র ব্যবহার করে নিয়ে যাবে?***
উত্তর: 'মূসক-১১গ' ব্যবহার করে কাটিং করতে নিয়ে যেতে হবে। দু'টি প্রতিষ্ঠান এক মালিকানায় হলেও ইহা আলাদা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান আলাদা স্বত্তা। এখানে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের সব নিয়ম-কানুন পালন করতে হবে। একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে কোনো বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন-২০২: ***আমাদের প্রতিষ্ঠান আইসক্রীম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। আইসক্রীমের জন্য প্লাস্টিক কাপ তৈরী করতে হয়। প্লাস্টিকের কাপ তৈরীর মূল উপকরণ হলো পিপি রেজিন। পিপি রেজিন আমরা আমদানি করি। আমরা চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে পিপি রেজিন পাঠিয়ে দিই। এভাবে আমরা চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে প্লাস্টিকের কাপ তৈরী করে আনি। আমাদের ফ্যাক্টরীতে আমরা আইসক্রীম প্রস্তুত করি। প্লাস্টিকের কাপের ভেতরে আইসক্রীম ঢুকিয়ে আইসক্রীম বাজারজাত করা হয়। অর্থাৎ প্লাস্টিকের কাপ এবং আইসক্রীম একটি পণ্য হয়ে যায়। আমরা আইসক্রীমের জন্য মূল্য ঘোষণা প্রদান করি। মূল্য ঘোষণায় অর্থাৎ 'মূসক-১' ফরমে যখন আমরা আইসক্রীমের মূল্য ঘোষণা দিই অর্থাৎ আইসক্রীমে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের বর্ণনা দেই, তখন কি প্রতি কাপে কতটুকু পিপি রেজিন ব্যবহার করা হয়েছে সেভাবে মূল্য ঘোষণায় উল্লেখ করতে হবে, নাকি আইসক্রীমের এবং প্লাস্টিকের কাপের মূল্য ঘোষণা আলাদাভাবে দিতে হবে?*** *[মো: নাসির উদ্দিন, সাভার, ঢাকা।]*
উত্তর: আপনাদের কার্যক্রম হলো চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন সংক্রান্ত বিধান বর্তমানে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫(২ক); মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৩(১খ), ৩(১গ), ১৬(৩গ), ১৬(৩ঘ), ১৯(৭), ১৯(৮), ২২(১গ) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-২৯/মূসক/২০১৩, তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ এর মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন সংক্রান্ত বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে বিধৃত করা হয়েছে। চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে পণ্যের মূল স্বত্ত্বাধিকারী এবং চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনকারীর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে হবে। চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে দেশের বলবৎ চুক্তি আইন (The Contract Act, 1872) এর বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে। পণ্যের স্বত্ত্বাধিকারী পণ্য তৈরীর উপকরণ 'মূসক-১১গ' ফরম ব্যবহার করে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনকারীর নিকট পাঠিয়ে দেবেন। চুক্তি অনুযায়ী প্রতি ইউনিট পণ্য উৎপাদনের জন্য চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনকারী পণ্যের স্বত্ত্বাধিকারীর নিকট থেকে যে মূল্য প্রাপ্ত হবেন, সে মূল্যের ভিত্তিতে তার ভ্যাট বিভাগীয় কার্যালয়ে মূল্য ঘোষণা দাখিল করবেন। চুক্তি অনুযায়ী চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনকারী অতিরিক্ত কোন উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি তার মূল্য ঘোষণায় ওই উপকরণ উল্লেখ করবেন এবং

উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট তিনি রেয়াত নিতে পারবেন। তিনি পণ্যটি উৎপাদন করে, 'মূসক-১১' চালানপত্রের মাধ্যমে যথাযথভাবে ভ্যাট পরিশোধ করে পণ্যের মূল স্বত্ত্বাধিকারীর কাছে পণ্যটি পাঠিয়ে দেবেন। পণ্যের মূল স্বত্ত্বাধিকারী এমনভাবে তার পণ্যের মূল্য ঘোষণা দেবেন যেন তিনি নিজেই ওই পণ্যের উৎপাদনকারী। তিনি পূর্ণাঙ্গ পণ্যটি উৎপাদনের পর যথাযথভাবে ভ্যাট চালান ইস্যু করে, পণ্যটি বিক্রি করবেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে আপনার প্রতিষ্ঠান যখন আইসক্রীমের মূল্য ঘোষণা দাখিল করবে, তখন এমনভাবে মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে হবে যেন আপনার প্রতিষ্ঠান পূর্ণাঙ্গ আইসক্রীমের উৎপাদনকারী। আইসক্রীমের প্লাস্টিকের কাপ কোথায় উৎপাদন করা হয়েছে তা আর বিবেচনার বিষয় থাকবে না। তাই, এখানে 'মূসক-১' ফরমে পিপি রেজিন উল্লেখ করতে হবে, প্লাস্টিকের কাপ উল্লেখ করতে হবে না। মূল্য ঘোষণায় চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনকারীর সাথে সম্পাদিত চুক্তিমূল্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কারণ, এই চুক্তিমূল্যের ওপর চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনকারী ভ্যাট পরিশোধ করছেন। ওই ভ্যাট আপনার প্রতিষ্ঠান রেয়াত নিতে পারবে।

প্রশ্ন-২০৩: ***চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনকারী আংশিক উৎপাদন করতে পারবেন কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[ইবারত হোসেন স্বপন, ম্যানেজার, স্টক বাংলাদেশ ভ্যাট সেন্টার, ঢাকা ট্রেড সেন্টার, ৯৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।]*

উত্তর: হ্যাঁ, পারবেন। এ বিষয়টি বুঝতে আইনের সুক্ষ্ণ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদন কার্যক্রম। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধি-বিধান বর্ণিত আছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হচ্ছে। চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন হলো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এরূপ একটি নতুন সংযোজন। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫(২ক); মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ২(১)(খখ), ৩(১খ), ৩(১গ), ১৬(৩গ), ১৬(৩ঘ), ১৯(৭), ১৯(৮), ২২(১গ) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-২৯/মূসক/২০১৩, তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ (পৃঃ ১১৯৬) এর মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন সংক্রান্ত বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে বিধৃত করা হয়েছে। এসব বিধি-বিধানে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এসব পদ্ধতির কোথাও চুক্তির ভিত্তিতে কোন পণ্যের আংশিক উৎপাদন সংক্রান্ত বিধান সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। তাই, অনেকের মনে সন্দেহ থাকে যে, হয়তোবা চুক্তির ভিত্তিতে কোন পণ্যের আংশিক উৎপাদন করানো যাবে না। কিন্তু বিষয়টি এরূপ নয়। চুক্তির ভিত্তিতে কোন পণ্যের আংশিক উৎপাদন করানো যাবে না, তাও ওই সব বিধি-বিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। সাধারণ অর্থে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন বলতে একজনের পণ্য অন্যজনের দ্বারা উৎপাদন করিয়ে নেয়াকে বুঝায়। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ২ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (খখ)-তে 'চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক' এর সংজ্ঞা বর্ণিত আছে, যা নিম্নরূপ:

'চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক অর্থ ব্র্যান্ডযুক্ত পণ্যের স্বত্ত্বাধিকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত উপকরণ অথবা নিজস্ব উপকরণ ব্যবহার করিয়া পণের বিনিময়ে চুক্তি ভিত্তিতে পণ্য উৎপাদনকারী'।

অর্থাৎ চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের কাজ হলো অন্যের ব্র্যান্ডযুক্ত পণ্য উৎপাদন করা। উপকরণের সবটুকু পণ্যের মূল মালিক সরবরাহ করতে পারেন। আবার, উপকরণের আংশিক মূল মালিক সরবরাহ করতে পারেন। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ২ এর দফা (থ)-তে 'উৎপাদক' এর সংজ্ঞা দেয়া আছে। ওই সংজ্ঞা অনুসারে শুধুমাত্র কোন পণ্যের সম্পূর্ণ উৎপাদন নয়, এর আনুষঙ্গিক বহুবিধ কার্যক্রমকে উৎপাদকের কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। যেমন: কয়েকটি উপাদান বা অংশবিশেষ সংযোগ বা সম্মেলন করে পুণরাকৃতি প্রদান ও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবহারের উপযোগী করা, পণ্য প্রস্তুতের আনুষঙ্গিক বা সহায়ক কোন কাজ করা, সংযোজন করা, মিশ্রণ করা, কর্তন করা, তরলীকরণ করা, বোতলজাত করা, মোড়কাবদ্ধ করা, পুনঃমোড়কাবদ্ধ করা ইত্যাদি। অর্থাৎ উৎপাদন বলতে কোন পণ্য উৎপাদনের কোন আনুষঙ্গিক বা সহায়ক কাজ করা অর্থাৎ আংশিক প্রক্রিয়াকেও বুঝায়। তাই, চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন অর্থ শুধুমাত্র একটি পণ্য পূর্ণাঙ্গরূপে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপাদন করিয়ে নেয়াকে বুঝায় না। বরং কোন পণ্যের আংশিক উৎপাদন করাকেও বুঝায়। তাই, চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন সংক্রান্ত বিধি-বিধানের আওতায় পণ্যের আংশিক উৎপাদন করানো যাবে।

২১. হিসাবরক্ষণ এবং ভ্যাট জমা প্রদান

প্রশ্ন-২০৪: ***আমরা সফটওয়্যারের মাধ্যমে 'মূসক-১১' চালান প্রস্তুত করার জন্য সফটওয়্যার অনুমোদন নিয়েছি। আমাদের সাময়িক অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সাময়িক অনুমোদনকালীন সময় 'মূসক-১১' চালান একইসাথে পূর্বের মত ম্যানুয়ালী এবং সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রস্তুত করতে হবে। পরবর্তীতে সফটওয়্যারের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেলে তখন শুধুমাত্র সফটওয়্যারের মাধ্যমে 'মূসক-১১' চালান প্রস্তুত করা যাবে। তাহলে কি সাময়িক অনুমোদনকালীন সময়ে ম্যানুয়াল এবং সফটওয়্যারে প্রস্তুত দুটি 'মূসক-১১' চালান পণ্যের সাথে দিতে হবে?*** *[মোঃ ইব্রাহিম খলিল, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ-এ্যাকাউন্টস এ্যান্ড ভ্যাট, ন্যাশনাল পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, স্কুইব রোড, টংগী, গাজীপুর।]*

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ১৬ এর উপ-বিধি ৩ক এবং বিধি ২২ এর উপ-বিধি ৩ অনুসারে সফটওয়্যারের মাধ্যমে ভ্যাট সংক্রান্ত হিসাবপত্র সংরক্ষণ করার অনুমোদন দেয়া হয়। কমিশনার এই অনুমোদন প্রদান করেন। কমিশনার অনুমোদন দেয়ার পূর্বে সফটওয়্যারটি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষা করান। সফটওয়্যারটিতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য আছে কিনা তা যাচাই করে দেখা হয়। অতঃপর সাধারণত সাময়িক অনুমোদন দেয়া হয়। কিছুদিন পর্যবেক্ষণের পর সফটওয়্যারটি সঠিকভাবে কাজ করছে জানা গেলে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। আবার, কখনও যদি প্রথমেই সফটওয়্যারটি সব নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বলে প্রতীয়মান হয়, তাহলে একবারেই চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। সাময়িক অনুমোদন দিলে আপাততঃ সব দলিলাদি একইসাথে ম্যানুয়্যালী এবং সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংরক্ষণের জন্য বলা হয়। এক্ষেত্রে দুসেট ডকুমেন্ট হয়ে যায়। এক সেট ম্যানুয়্যালী প্রস্তুত এবং এক সেট সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রস্তুত। ক্রয় হিসাব পুস্তক (মূসক-১৬), বিক্রয়

হিসাব পুস্তক (মূসক-১৭), চলতি হিসাব পুস্তক (মূসক-১৮) ইত্যাদি দলিল দুসেটে হলে তেমন কোন অসুবিধা থাকে না। কিন্তু ভ্যাট চালান (মূসক-১১) দুসেট হলে রাজস্ব ফাঁকির আশংকা থেকে যায়। কোন অসৎ ব্যক্তি দুটি চালান দিয়ে দুবার পণ্য সরবরাহ দিতে পারে বা সেবা প্রদান করতে পারে। তাই, সাময়িক অনুমোদন দেয়ার পর যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে সফটওয়্যারটি পুনঃপরীক্ষা করে চূড়ান্ত অনুমোদন দিতে হবে। সাময়িক অনুমোদনকালীন সময় দুসেট ডকুমেন্ট প্রস্তুত করতে হবে। সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রস্তুত 'মূসক-১১' চালানপত্রসহ পণ্য বা সেবা সরবরাহ দিতে হবে। ম্যানুয়্যালী প্রস্তুত 'মূসক-১১' এর সব কপি প্রস্তুত করতে হবে, ইস্যু করতে হবে না। পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী এই কপিগুলো সফটওয়্যার চূড়ান্ত অনুমোদন হওয়া পর্যন্ত তার স্থানে রেখে দেবেন। সফটওয়্যার চূড়ান্ত অনুমোদন হওয়ার পূর্বে যদি সফটওয়্যারে কোন ত্রুটি দেখা দেয়, যার ফলে সফটওয়্যারের মাধ্যমে হিসাবপত্র সংরক্ষণে বাঁধার জটিলতা সৃষ্টি হয়, তাহলে ভ্যাট সার্কেল অফিসে পত্র দিয়ে পুনরায় ম্যানুয়্যাল 'মূসক-১১' চালান ব্যবহার শুরু করতে হবে। সফটওয়্যারের ত্রুটি সংশোধিত হলে পুনরায় ভ্যাট সার্কেল অফিসকে জানিয়ে সফটওয়্যারে প্রস্তুত 'মূসক-১১' ব্যবহার শুরু করতে হবে এবং ম্যানুয়াল 'মূসক-১১' প্রস্তুত করতে হবে কিন্তু ইস্যু করতে হবে না। সফটওয়্যার চূড়ান্ত অনুমোদন হওয়ার পর ম্যানুয়াল 'মূসক-১১' চালান প্রস্তুত ও ইস্যু করা বন্ধ করতে হবে। আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদিতে সব বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে না। অনেক সুক্ষ্ম বিষয় রয়েছে যা মাঠ পর্যায়ে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। উপরে বর্ণিত পদ্ধতি হলো মাঠ পর্যায়ের প্র্যাকটিস যা পরিপালন করা যায়। আইন, বিধি, আদেশ ইত্যাদিতে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই।

প্রশ্ন-২০৫: ***আমাদের প্রতিষ্ঠানটি একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। আমাদের অনুমোদিত পণ্যের সংখ্যা ২০৮টি। আমরা যখন 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করি তখন ক্রেতা অনুসারে প্রতি চালানে ৮টি থেকে ১২টি আইটেম উল্লেখ করি এবং নিয়ম অনুসারে বিক্রয় রেজিস্টার (মূসক-১৭), চলতি হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৮)-এ লিপিবদ্ধ করি। কিন্তু 'মূসক-১৭' (বিক্রয় হিসাব পুস্তক)-এ একই চালান নাম্বার এর বিপরীতে প্রতিটি আইটেমের জন্য বারবার ক্রেতার নাম ও ঠিকানা লেখা কষ্টকর হয়ে থাকে। তাই, 'মূসক-১৭' রেজিস্টারে প্রতিটি আইটেমের জন্য বারবার ক্রেতার নাম ও ঠিকানা লেখার প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোঃ ইব্রাহিম খলিল, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ-এ্যাকাউন্টস এ্যান্ড ভ্যাট, ন্যাশনাল পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, স্কুইব রোড, টংগী, গাজীপুর।]*

উত্তর: বিধান হলো, হিসাবপত্র স্বচ্ছভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় বর্তমানে ৩৯টি ফরম রয়েছে। অধিকাংশ ফরমের ফরম্যাট ১৯৯১ সালে ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় প্রস্তুত করা হয়েছিল। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নানাবিধ মাত্রা যোগ হওয়ার সাথে সাথে এই ফরমগুলোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব হয়নি। তাই, কোন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক প্রয়োজনীয় বিষয়াদি এই ফরমের মাধ্যমে প্রকাশ করা নাও যেতে পারে। তাই, মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ২২ এর উপ-বিধি (২) এ বিধান করা হয়েছে যে, হিসাবপত্র এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যেন তা সহজে নিরীক্ষা করা যায়। তাই, কোন নিবন্ধিত ব্যক্তিকে তার হিসাবপত্র সহজে নিরীক্ষা করার মত স্বচ্ছভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। এজন্যে কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি নিজ বিবেচনায় কিছু কাজ করতে পারবেন। যেমন: মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লেখ আছে যে, কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি যদি বিধিতে বর্ণিত হিসাব পুস্তকের অতিরিক্ত কোন বাণিজ্যিক দলিল বা হিসাব পুস্তক সংরক্ষণ করেন তাহলে হিসাব পুস্তকের নাম, বিবরণ ও ফরম্যাট সংক্রান্ত ঘোষণা স্থানীয় ভ্যাট অফিসারের বরাবরে দাখিল করতে হবে। অর্থাৎ হিসাবপত্র স্বচ্ছভাবে সংরক্ষণের জন্য কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনমত নিজস্ব ফরম্যাটে হিসাবপত্র সংরক্ষণ করতে পারবেন।

প্রশ্ন হলো, যদি ক্রেতা একই হয় তাহলে বিক্রয় হিসাব রেজিস্টারে ক্রেতার নাম, ঠিকানা বার বার লেখার প্রয়োজন আছে কিনা। না, তার প্রয়োজন নেই। মূল বিষয় হলো হিসাবপত্র স্বচ্ছভাবে পেশ করা। একই ক্রেতার নাম, ঠিকানা বার বার লেখার প্রয়োজন হলে প্রথমে নাম, ঠিকানা লিখে তারপর 'ঐ' লেখা যায়। এর ফলে তথ্যের কোন বিভ্রান্তি হয় না। অনেকে মনে করেন যে, ভ্যাট বিধিমালার ফরমে যে ঘরগুলো আছে তা সব পূরণ করতে হবে। তাও সঠিক নয়। আপনার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যদি কোন ঘর পূরণ করা না যায় তাতে কোন জটিলতা নেই। প্রয়োজনে আপনি অতিরিক্ত ফরম্যাটে হিসাবপত্র সংরক্ষণ করতে পারেন। মনে রাখতে হবে যে, হিসাবপত্র স্বচ্ছভাবে পেশ করাই হলো মূল উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন-২০৬: ***ভ্যাটের রেজিস্টারগুলো আমাদের হাতে লিখে প্রস্তুত করতে হয়, যা সহজসাধ্য নয়। রেজিস্টারগুলো কম্পিউটারের মাধ্যমেও সংরক্ষণ করা যায়। তবে, চালানপত্র পুস্তক, ক্রয় হিসাব রেজিস্টার, বিক্রয় হিসাব রেজিস্টার এবং চলতি হিসাব রেজিস্টার কম্পিউটারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হলে কমিশনারের নিকট থেকে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয়, যে প্রক্রিয়া বেশ জটিল এবং সময়সাপেক্ষ। ক্রয় হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৬) এবং বিক্রয় হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৭) বাঁধাই করা রেজিস্টারে আমরা হাতে লিখে সংরক্ষণ করি। এতে প্রচুর শ্রম ও সময় দেয়ার প্রয়োজন হয়। আমরা যদি এ দুটি রেজিস্টার 'মূসক-১৬' এবং 'মূসক-১৭' এর ফরম্যাটে কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রস্তুত করে বাঁধাই করে রাখি তাহলে কি আইনের বিধানের কোন ব্যত্যয় হবে? অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[ওমর ফারুক, আইটিপি ও ভ্যাট কনসালট্যান্ট, ১১ পুরানা পল্টন, ইব্রাহীম ম্যানশন (চতুর্থ তলা), কক্ষ নং-৪০১, ঢাকা।]*

উত্তর: ক্রয় হিসার রেজিস্টার (মূসক-১৬) এবং বিক্রয় হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৭) নির্দিষ্ট ফরম্যাটে কম্পিউটারে প্রস্তুত করে বাঁধাই করে রাখা যাবে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩১ এবং বিধি ১৬, ১৭ এবং ২২ এ হিসাব রক্ষণ সংক্রান্ত বিধান লিপিবদ্ধ আছে। বিধি ৩১ এ উল্লেখ আছে যে, পুস্তক ও নথিপত্র বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে। বিধি ২২ মোতাবেক, ক্রয় হিসাব পুস্তকে (মূসক-১৬) করযোগ্য ও অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য ও সেবার ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং বিক্রয় হিসাব পুস্তকে (মূসক-১৭) করযোগ্য ও অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহ, সেবা প্রদান এবং রফতানি সংক্রান্ত তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করতে হবে। সাধারণতঃ 'মূসক-১৬' এবং

'মূসক-১৭' এর নির্দিষ্ট ফরম্যাটে ক্রয় এবং বিক্রয় হিসাব রেজিস্টার ছাপিয়ে বাঁধাই করে নেয়া হয় এবং বাঁধাইকৃত রেজিস্টারে হাতে লিখে হিসাবপত্র সংরক্ষণ করা হয়। প্রশ্ন হলো, এই ফরম্যাটে কম্পিউটারে হিসাবপত্র প্রস্তুত করে বাঁধাই করে রাখা যাবে কিনা।

এ রেজিস্টার দুটি ছাপিয়ে, বাঁধাই করে হাতে লেখা এবং কম্পিউটারে কম্পোজ করে বাঁধাই করে রাখার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। দুক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট তথ্য পেশ করা হচ্ছে এবং এসব তথ্যের সমর্থনে দলিলাদি রয়েছে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ যখন প্রবর্তন করা হয়েছিল তখন আমাদের দেশে ব্যাপক হারে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয়নি। তাই, ধরা হয়েছিল যে, ভ্যাট সংক্রান্ত নথিপত্র নির্দিষ্ট ফরম্যাটে হাতে লিখে সংরক্ষণ করা হবে। পরবর্তীতে কম্পিউটারের প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আইন ও বিধিতে কিছু পরিবর্তন আনা হয়। বিধি ১৬ এর উপ-বিধি (৩ক) এর মাধ্যমে পণ্যের ক্ষেত্রে এবং বিধি ১৭ এর উপ-বিধি (২ক) এর মাধ্যমে সেবার ক্ষেত্রে কম্পিউটারের মাধ্যমে ভ্যাট চালান প্রস্তুতের বিধান করা হয়। সেক্ষেত্রে কমিশনারের নিকট থেকে অনুমতি নিতে হবে। আবার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৭/মূসক/২০০৮, তারিখ: ১৫.০৪.২০০৮ অনুযায়ী ইসিআর এর মাধ্যমে হিসাবপত্র সংরক্ষণ করার জন্য কতিপয় ক্ষেত্রে বিধান করা হয়েছে। সেক্ষেত্রেও একটি কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা করার বিধান রয়েছে। এরূপ অনুমতি, পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয় সহজ করার জন্য ৫টি তথ্য-প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সফটওয়্যার প্রস্তুত ও বিক্রয় করার নিমিত্তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। উক্ত আদেশটি বর্তমানে স্থগিত আছে। এই হলো আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাবপত্র সংরক্ষণ সংক্রান্ত সাধারণ বিধান।

আপনার প্রশ্নমতে, কম্পিউটারে প্রিন্ট করে বাঁধাই করে রাখার অর্থ হলো হাতে লেখার পরিবর্তে কম্পিউটারে প্রিন্ট করা। বিধি ২২ এ ক্রয় হিসাব এবং বিক্রয় হিসাব সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধানে একথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেয় যে, রেজিস্টার হাতে লিখে সংরক্ষণ করতে হবে। সেখানে উল্লেখ আছে যে, নির্দিষ্ট ফরম্যাটে হিসাব লিপিবদ্ধ করতে হবে। তাছাড়া, কম্পিউটারে ক্রয় হিসাব এবং বিক্রয় হিসাব রেজিস্টার প্রস্তুত করে প্রিন্ট করে বাঁধাই করে রাখলে এর তেমন কোন নেগেটিভ প্রভাব নেই। বরং ভ্যাটদাতাদের জন্য তা হবে সহজ ও ব্যবসা-বান্ধব। এতে তাদের কম শ্রম প্রয়োজন হবে, খরচ কম হবে এবং অনেক ঝামেলা কমে যাবে। তবে, রেজিস্টার হাতে লিখে সংরক্ষণ করলে পরবর্তীতে অসৎ উদ্দেশ্যে সংশোধন করা কঠিন হয়। আর, কম্পিউটারে প্রিন্ট করলে যে কোন সময় প্রিন্ট করে ফেলা যায়। তাছাড়া, উপকরণ নিবন্ধিত স্থানে প্রবেশ করার পর পরই 'মূসক-১৬' রেজিস্টারে এন্ট্রি দিতে হয় এবং ভ্যাট চালান ইস্যু করার পর পরই তা 'মূসক-১৭' রেজিস্টারে এন্ট্রি দিতে হয়। এর ফলে, ভ্যাট অফিসারগণ প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন। তাই, কম্পিউটারে প্রিন্ট করা পাতা যত দ্রুত সম্ভব বাঁধাই করে ফেলার ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে একটি বিস্তারিত নির্দেশনা থাকলে ভালো হয়। তবে, সাধারণতঃ মাঠ পর্যায়ে প্র্যাকটিসের আলোকে নির্দেশনা জারি করা হয়। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (চ) এর শর্তাংশ

অনুসারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ বিষয়ে একটি নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। তাই, আমার মতে,কম্পিউটারে ক্রয় হিসাব এবং বিক্রয় হিসাব পুস্তক প্রস্তুত করে বাঁধাই করে রাখলে আইন ও বিধির কোন ব্যত্যয় হবে না।

প্রশ্ন-২০৭: ***নতুন ট্রেজারী কোডে কিভাবে কমিশনারেট প্রদর্শন করতে হয়?***

উত্তর: ট্রেজারী চালানের ৩য় লেভেলে এখন থেকে কমিশনারেটের কোড লিখতে হবে। তা না হলে কমিশনারেটের রাজস্ব বিবরণীতে উক্ত পরিমাণ অর্থ প্রদর্শন করা যাবে না। কমিশনারেটসমূহের কোড নিম্নরূপ:

ঢাকা (উত্তর) কমিশনারেট	০০১৫	সিলেট ভ্যাট কমিশনারেট	০০১৮
ঢাকা (দক্ষিণ) কমিশনারেট	০০১০	রাজশাহী ভ্যাট কমিশনারেট	০০২০
ঢাকা (পূর্ব) কমিশনারেট	০০৩০	রংপুর কমিশনারেট	০০৪৫
ঢাকা (পশ্চিম) কমিশনারেট	০০৩৫	যশোর ভ্যাট কমিশনারেট	০০০৫
চট্টগ্রাম ভ্যাট কমিশনারেট	০০২৫	খুলনা ভ্যাট কমিশনারেট	০০০১
কুমিল্লা কমিশনারেট	০০৪০	এলটিইউ কমিশনারেট	০০০৬

মূসক কোড: ১/১১৩৩/০০০০/০৩১১	টার্নওভার কর: ১/১১৩৩/০০০০/০৩১৩
সম্পূরক শুল্ক (পণ্য): ১/১১৩৩/০০০০/০৭১১	আবগারী শুল্ক: ১/১১৩৩/০০০০/০৬০১
সম্পূরক শুল্ক (সেবা): ১/১১৩৩/০০০০/৭২১	অর্থদণ্ড ও জরিমানা: ১/১১৩৩/০০০০/১৯০১

প্রশ্ন-২০৮: ***ট্রেজারী চালান কিভাবে পূরণ করতে হয়?*** *[আব্দুল্লাহ্, সালনা, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।]*

উত্তর: ট্রেজারী চালান ফরম পূরণ করা কঠিন কাজ নয়। তবে, অনেকের এ বিষয়টি জানা না থাকার কারণে, ঝামেলায় পড়তে হয়। www.vatbd.com ওয়েবসাইটের Download VAT Contentমেন্যুর ২১ এবং ২২ নং সিরিয়ালে Treasury Codeএবং Treasury Challan ডকুমেন্ট আপলোড করা আছে। অনুগ্রহ করে দেখে নিন। ট্রেজারী চালানের ফরম দেখুন।

প্রশ্ন-২০৯: ***যদি কোন উৎপাদক স্থানীয় বাজারে কিছু পণ্য বিক্রী করে এবং কিছু পণ্য রপ্তানি করে, তাহলে তিনি দুটি বিক্রয় রেজিস্টারের (মূসক-১৭) মাধ্যমে বিক্রয় হিসাব সংরক্ষণ করতে পারবেন কিনা। একইভাবে স্থানীয় বাজার হতে ক্রয় এবং আমদানির ক্ষেত্রে ক্রয় হিসাব রেজিস্টার***

(মূসক-১৬) আলাদা রাখা যাবে কিনা? *[শরীফ নইমুল ইসলাম, এ্যাসিসট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (ট্যাক্স এ্যান্ড ভ্যাট), নোমান গ্রুপ অব কোম্পানীজ, ১১৫-১২০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, আদমজী কোর্ট বিল্ডিং, ঢাকা-১০০০।]*

উত্তর: ক্রয় হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৬) বা বিক্রয় হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৭) একাধিক সংরক্ষণ করা যাবে। এতে কোন জটিলতা নেই। কোন প্রতিষ্ঠানের প্রচুর ক্রয় হতে পারে বা প্রচুর বিক্রী হতে পারে। সেক্ষেত্রে ওই প্রতিষ্ঠান একাধিক ক্রয় হিসাব রেজিস্টার সংরক্ষণ করবে বা একাধিক বিক্রয় হিসাব রেজিস্টার সংরক্ষণ করবে এটাই স্বাভাবিক। তবে, প্রশ্ন আসে, একই সাথে একাধিক ক্রয় বা বিক্রয় হিসাব রেজিস্টার সংরক্ষণ করা যাবে কিনা। অবশ্যই করা যাবে। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ২২ এর উপ-বিধি (২) অনুসারে ভ্যাট সংক্রান্ত হিসাবপত্র এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে উহা সহজে নিরীক্ষা করা যায়। অর্থাৎ সহজে অডিট করার জন্য সুবিধাজনকভাবে হিসাবপত্র সংরক্ষণ করতে হবে। অডিটের সময় কর্মকর্তাকে বুঝানোর জন্য আপনি যেভাবে প্রয়োজন মনে করেন সেভাবে হিসাবপত্র সংরক্ষণ করতে পারেন, তবে, ভ্যাটের হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত যে ফরম্যাট, বিধি-বিধান আছে তা অক্ষুণ্ন রেখে করতে হবে। 'মূসক-১১' চালানের যে ফরম্যাট আছে সে ফরম্যাটে 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করা যায়। আবার, যদি কোন প্রতিষ্ঠানের ওই ফরম্যাটে বর্ণিত তথ্যের অতিরিক্ত কোন তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়, তাহলে ওই ফরম্যাটের কলাম এবং সারি অক্ষুণ্ন রেখে অতিরিক্ত কলাম এবং সারি 'মূসক-১১' চালানের সাথে যোগ করে নিতে পারে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (২) নিম্নরূপঃ

> "কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হিসাব পুস্তকের অতিরিক্ত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত সকল বাণিজ্যিক দলিল বা হিসাব পুস্তকের নাম ও বিবরণ (ফরম্যাটসহ) সংক্রান্ত ঘোষণা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন।"

ওই উপ-বিধি অনুসারে, বিধিমালায় যেসব হিসাব পুস্তকের বিবরণ দেয়া আছে প্রয়োজনে তার অতিরিক্ত কোন হিসাব পুস্তক সংরক্ষণ করা যাবে। তবে, এভাবে কোন অতিরিক্ত হিসাব পুস্তক সংরক্ষণ করতে হলে তার ফরম্যাট ভ্যাট সার্কেল অফিসে দাখিল করে রাখতে হবে। তবে, অনুমোদন নেয়ার প্রয়োজন নেই। কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ীক প্রকৃতির কারণে বিধিতে বর্ণিত হিসাব পুস্তকের মাধ্যমে হিসাবপত্র সংরক্ষণ করা দুরূহ হতে পারে। সেক্ষেত্রে তার জন্য অতিরিক্ত হিসাব পুস্তক রাখার বিধান আছে। মোট কথা, হিসাবপত্র স্বচ্ছভাবে রাখতে হবে যাতে সহজে অডিট করা যায়। হিসাবপত্র স্বচ্ছভাবে রাখার জন্য যা যা করা প্রয়োজন তা করতে হবে। কোন প্রতিষ্ঠানের উপকরণ ক্রয়ের পরিমাণ, উপকরণ-উৎপাদন সম্পর্ক বা সহগ (input-output coefficient), বিক্রয়ের পরিমাণ, বিক্রয়ের ওপর পরিশোধিত ভ্যাটের পরিমাণ, ক্রয় হিসাব রেজিস্টারের স্থিতির সাথে গুদামে উপকরণের প্রকৃত মজুদের পরিমাণ, বিক্রয় হিসাব রেজিস্টারে উৎপাদিত পণ্যের স্থিতির সাথে গুদামে প্রকৃত মজুদের পরিমাণ, রেয়াত নেয়ার পরিমাণ ইত্যাদি হিসাব স্বচ্ছভাবে রাখার জন্যে একাধিক রেজিস্টার ব্যবহার করা যাবে।

প্রশ্ন-২১০: ***'মূসক-১১' চালান ইস্যু করার ২/৩ দিন পর খাতায় এন্ট্রি দেয়া যাবে কী?***

উত্তর: না, যাবে না। 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করার পর তা বিক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৭) এন্ট্রি দিতে হবে। তারপর চলতি হিসাব পুস্তকে (মূসক-১৮) এন্ট্রি দিতে হবে। একদিনে অনেক 'মূসক-১১' চালান ইস্যু হলে দিনের শেষে সবগুলো চালান একবারে একটি এন্ট্রির মাধ্যমে চলতি হিসাবে এন্ট্রি দেয়া যায় অথবা সারাদিনে কয়েকবারে এন্ট্রি দেয়া যায়। পণ্য ফ্যাক্টরী থেকে বের হওয়ার আগেই চলতি হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দেয়া উত্তম। তবে, তা কোনোভাবেই ঐ দিনের পরে হবে না। বিক্রয় হিসাব রেজিস্টারে প্রতিটি চালান আলাদা আলাদা ভাবে এন্ট্রি দিতে হবে।

প্রশ্ন-২১১: ***ভ্যাট চালান ইস্যু করা হয়েছে। পণ্য অপসারণের প্রকৃত তারিখ ও সময় লেখা হয়েছে। চালানটি বিক্রয় হিসাব রেজিস্টার এবং চলতি হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দেয়া হয়েছে। কিন্তু ভাড়া গাড়ি কোনো কারণে না আসায় পণ্য সরবরাহ দেয়া সম্ভব হয়নি। এখন করণীয় কী?*** *[মোঃ আশরাফুল হক, সাভার, ঢাকা।]*

উত্তর: ভ্যাট চালানে পণ্য অপসারণের প্রকৃত তারিখ ও সময় লিখতে হয়, ঠিক গাড়ি স্টার্ট দেয়ার পূর্বে। আগে থেকেই এই অংশ লিখে রাখতে হয় না। কারণ, আপনি জানেন না যে, ঠিক কখন, কতটায় আপনার গাড়ি রওয়ানা হবে। পণ্য অঙ্গন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর যদি কোনো কারণে ফেরৎ আসে, তাহলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করার প্রশ্ন আসে। এখানে পণ্যচালানটি অঙ্গন থেকে বের হয়নি। কিন্তু পণ্যচালান সরবরাহের জন্য সকল রেজিস্টারে এন্ট্রি দেয়া সম্পন্ন হয়েছে। তাই, এক্ষেত্রে ভ্যাট চালানটি বাতিল করে সকল এন্ট্রি রিভার্স করতে হবে। ভ্যাট চালানপত্রটিতে লাল কালি দিয়ে "ভাড়া গাড়ি না আসায় চালানটি বাতিল করা হলো" লিখে চালানের দ্বিতীয় অনুলিপি ভ্যাট সার্কেলে পাঠিয়ে দিতে হবে। এই চালানের রেফারেন্স দিয়ে 'মূসক-১৭' (বিক্রয় হিসাব পুস্তক) এবং 'মূসক-১৮' (চলতি হিসাব) রেজিস্টারে রিভার্স এন্ট্রি করতে হবে।

প্রশ্ন-২১২: ***পণ্য এবং সেবা একই স্থান থেকে সরবরাহ করা হলে 'মূসক-১১' চালানপত্র একই সিরিয়ালে ইস্যু করতে হবে কী?***

উত্তর: হ্যাঁ, 'মূসক-১১' চালানপত্র একই সিরিয়ালে ইস্যু করতে হবে। একটি প্রতিষ্ঠান একাধিক পণ্য সরবরাহ দিতে পারে বা একাধিক সেবা প্রদান করতে পারে। একই সিরিয়ালে 'মূসক-১১' চালানপত্র ইস্যু করতে হবে। তবে, বিক্রয় হিসাব পুস্তক আলাদা হতে পারে। হিসাবে স্বচ্ছতার জন্য আলাদা বিক্রয় হিসাব পুস্তক রাখা সুবিধাজনক। তবে, একটি বিক্রয় হিসাব পুস্তকে দুটি অংশ করে এক অংশে পণ্যের হিসাব এবং এক অংশে সেবার হিসাব রাখা যায়।

প্রশ্ন-২১৩: ***'মূসক-১১' চালান আমরা কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রস্তুত করতে চাই। এ ক্ষেত্রে কোন্ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে?*** *[মহিবুল ইসলাম, সিনিয়র অফিসার, ফাইন্যান্স এ্যান্ড এ্যাকাউন্টস, রহিমআফরোজ সুপারস্টোরস লিঃ, মহাখালী, ঢাকা।]*

উত্তর: কম্পিউটারের মাধ্যমে 'মূসক-১১' চালান প্রস্তুত করতে হলে কমিশনার (মূল্য সংযোজন কর) এর নিকট থেকে অনুমতি নিতে হবে। আপনার প্রতিষ্ঠান যে ভ্যাট কমিশনারের এলাকায় নিবন্ধিত সেই কমিশনারের নিকট আপনার সফটওয়্যার সম্বলিত সিডি এবং আবেদন দাখিল

করতে হবে। কমিশনার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক আপনার সফটওয়্যারটি পরীক্ষা করাবেন। সফটওয়্যারটির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি, সফটওয়্যারটিতে ডাটা মুছে ফেলা, পুনঃলিখন, পুনঃপ্রিন্ট ইত্যাদি না করার ব্যবস্থা আছে কিনা অর্থাৎ সফটওয়্যারটিতে ডাটার নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য কী কী আছে তা মূলতঃ পরীক্ষা করা হয়। বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামতে কমিশনার সন্তুষ্ট হলে তিনি আপনাদের প্রতিষ্ঠানকে কম্পিউটারের মাধ্যমে ভ্যাট চালান ইস্যু করার জন্য সাময়িক অনুমতি প্রদান করবেন। সাময়িক অনুমতিকালীন সময়ে আপনাকে কম্পিউটারের মাধ্যমে এবং ম্যানুয়ালী কিভাবে ভ্যাট চালান ইস্যু এবং সংরক্ষণ করতে হবে সে বিষয়ে কমিশনার আপনাদেরকে দিক-নির্দেশনা দেবেন। দুটি পদ্ধতি একত্রে কিছুদিন চলার পর আপনাদের সিস্টেম পুনঃপরীক্ষা করা হবে। অতঃপর কমিশনার বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশে সন্তুষ্ট হলে তিনি আপনাদেরকে কম্পিউটারের মাধ্যমে ভ্যাট চালান প্রস্তুত ও সংরক্ষণের চূড়ান্ত অনুমতি প্রদান করবেন। তখন আর আপনাদেরকে ম্যানুয়ালী ভ্যাট চালান ইস্যু ও সংরক্ষণ করতে হবে না - শুধুমাত্র কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করতে পারবেন। এভাবে আপনারা ভ্যাটের অন্যান্য মূল দলিলাদি যেমন: 'মূসক-১৬' (ক্রয় হিসাব পুস্তক), 'মূসক-১৭' (বিক্রয় হিসাব পুস্তক) এবং 'মূসক-১৮' (চলতি হিসাব) ইত্যাদির জন্য কম্পিউটারে প্রস্তুত ও সংরক্ষণের অনুমতি নিতে পারেন।

প্রশ্ন-২১৪: ***ভ্যাট সংক্রান্ত নথিপত্র যেমন: ক্রয় হিসাব পুস্তক, বিক্রয় হিসাব পুস্তক ইত্যাদি ভ্যাট অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত করার বিধান আছে কী?***
উত্তর: বর্তমানে ভ্যাট সংক্রান্ত কোনো নথিপত্র ভ্যাট অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত করার বিধান নেই। ভ্যাট ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো Self-clearance System অর্থাৎ ভ্যাট ব্যবস্থায় নিবন্ধিত ব্যক্তি নিজেই তার পণ্য অপসারণ করেন। তিনি নিজে নিজেই হিসাবপত্র সংরক্ষণ করেন। ভ্যাট অফিসার হিসাবপত্র পরীক্ষা করতে পারবেন। তবে, মাঠ পর্যায়ে অনেকে ভ্যাট কর্মকর্তা দ্বারা নথিপত্র সত্যায়ন করিয়ে রাখেন। ইহা আইনের বাধ্যবাধকতা নয়। তার দলিলাদির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্যে অনেকে এরূপ করে থাকেন। কারণ, সিএ ফার্মের অডিটের সময় বা আয়কর সংক্রান্ত প্রয়োজনে বা ব্যাংক বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট ভ্যাট অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত দলিলাদি অধিকতর গুরুত্ব বহন করে। শুধুমাত্র 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট চালান স্থানীয় ভ্যাট সার্কেল অফিসের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা বা রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করার বিধান আছে।

প্রশ্ন-২১৫: ***আমরা জানি যে বিনা মূল্যে পণ্য সরাবরাহের ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রদান করতে হয়। এরূপ পণ্যের ক্ষেত্রে কিভাবে ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে এবং বিক্রয় বহিতে লিখতে হবে?***
উত্তর: বিনা মূল্যে প্রদত্ত পণ্যের জন্য পৃথক 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করতে হবে। চালানে লেখা থাকবে বিনা মূল্যে সরবারহ করা হল। বিক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৭) 'মূসক-১১' চালানটি এন্ট্রি করার সময় উক্ত রেজিস্টারের মন্তব্য কলামে লিখতে হবে যে, এই চালানে উল্লিখিত

পণ্য বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। চলতি হিসাব (মূসক-১৮) রেজিস্টারে এন্ট্রি করার প্রয়োজন নেই বা লিখলে মন্তব্য কলামে একই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতে হবে, অর্থাৎ ভ্যাট বিয়োগ করতে হবে না। কর মেয়াদ শেষে যে পরিমাণ পণ্য বিনা মূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে, তার উপর আনুপাতিক হারে উপকরণের উপর গৃহীত রেয়াত ঋণাত্মক সমন্বয় (নেগেটিভ এ্যাডজাস্টমেন্ট) করতে হবে।

প্রশ্ন-২১৬: ***মোটরগাড়ীর গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ থেকে সেবা ক্রয় করা হয়েছে। পরিশোধিত বিল থেকে ভ্যাট উৎসে কর্তন করা হয়েছে। দাখিলপত্রের ৭নং ক্রমিকে স্থানীয় পর্যায়ে পণ্য বা সেবা ক্রয়ের স্থানে সেবামূল্য উল্লেখ করতে হবে কি-না অনুগ্রহ করে জানাবেন?*** *[মোঃ আরিফুজ্জামান, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, এনার্জিপ্যাক ইলেক্ট্রনিক্স লিঃ, ৭৯ শহীদ তাজউদ্দীন সরণী, তেজগাঁও, ঢাকা।]*
উত্তর: দাখিলপত্রের ৭নং ক্রমিকে স্থানীয় পর্যায়ে পণ্য বা সেবা ক্রয়ের স্থানে ক্রয়কৃত সেবামূল্য অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। ৭নং ক্রমিকে শুধুমাত্র স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত রেয়াতযোগ্য পণ্য বা সেবার মূল্য উল্লেখ করতে হবে। দাখিলপত্রে ক্রয় এন্ট্রি দেয়া এবং উৎসে কর্তিত ভ্যাট এন্ট্রি দেয়া দুটি আলাদা বিষয়। ক্রয় এন্ট্রি দিতে হবে ৭, ৮ এবং ১০নং ক্রমিকে। উৎসে কর্তিত ভ্যাট এন্ট্রি দিতে হবে অবস্থাভেদে ১, ৪, ৫, ১২, ১৬ ও ১৯নং ক্রমিকে। ক্রয় এন্ট্রি এবং উৎসে কর্তিত ভ্যাট এন্ট্রি দুটি বিষয় আলাদাভাবে দেখতে হবে। উৎসে কর্তিত ভ্যাট দাখিলপত্রে এন্ট্রির বিষয়ে এই পুস্তকের উৎসে ভ্যাট কর্তন অনুচ্ছেদ দেখুন।

প্রশ্ন-২১৭: ***সকল ক্রয় 'মূসক-১৬' রেজিস্টারে এন্ট্রি দেয়ার প্রয়োজন আছে কী? যেমন: স্টেশনারী, অফিস যন্ত্রপাতি, বাড়ি ভাড়া (সেবা ক্রয়), ইট, বালু, গ্রোসারী আইটেম ইত্যাদি। 'মূসক-১৬' ফরমে শুধু উপকরণ উল্লেখ করা আছে।*** *[মোঃ শাহরিয়ার সরকার, সহকারী ব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব), রোহতো মেনথোলেটাম বাংলাদেশ লিঃ, ৫ম তলা, ১৪৪, ক্যাসাব্ল্যাংকা টাওয়ার, গুলশান-২, ঢাকা।]*
উত্তর: একটি প্রতিষ্ঠানের সকল ক্রয় 'মূসক-১৬' রেজিস্টারে এন্ট্রি দিতে হবে। প্রতিটি আইটেমের জন্য আলাদা করে পৃষ্ঠা সংখ্যা বরাদ্দ করতে হবে। যেসব ক্রয় মূল্য ঘোষণা ফরমের উপকরণের অংশে এন্ট্রি দিতে হয় ভ্যাটের জন্য সেসব পণ্য বা সেবার হিসাব বেশি প্রয়োজন হয়। উপকরণের ওপর যেহেতু রেয়াত নেয়া হয়, সেহেতু উপকরণ এন্ট্রি দেয়া অতীব জরুরী। অন্যান্য ক্রয়ও এন্ট্রি দিতে হবে। দাখিলপত্রে সব ধরনের ক্রয় প্রদর্শনের জন্য সারি রয়েছে। দাখিলপত্রে উহা প্রদর্শন করতে হবে।

প্রশ্ন-২১৮: ***'মূসক-১১' চালানে ১০০টি আইটেম লিখতে হবে। ৪ পাতা প্রয়োজন হয়। চার পাতায় ৪টি সিরিয়াল নাম্বার আছে। এ অবস্থায় কিভাবে ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে?***
উত্তর: ভ্যাট ব্যবস্থায় হিসাবপত্র এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যেন সহজে নিরীক্ষা করা যায়। আইনে বা বিধিতে বা আদেশে অনেক সময় সব ছোটো-খাটো বিষয় বিস্তারিতভাবে বিধৃত থাকে না। এরূপক্ষেত্রে ভ্যাট ব্যবস্থার মূল নীতি বহাল রেখে কাজ সম্পাদন করতে হবে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থার একটি নীতি হলো, ভ্যাট চালানপত্রের ক্রমিক অনুযায়ী চালানপত্র ইস্যু করতে হবে। অর্থাৎ সিরিয়াল ব্রেক করা যাবে না।

একটি চালান এক পাতার হয়। এক পাতার মধ্যে সাধারণতঃ ১০/১৫টি আইটেম লেখা যায়। যদি এমন হয় যে, একটি সরবরাহের বেলায় ১০০টি আইটেমের নাম লিখতে হবে, সেক্ষেত্রে একাধিক চালান ইস্যু করা যেতে পারে। এক পাতায় যে কয়টি আইটেম লেখা যায়, সে কয়টি আইটেম লিখে একটি চালান সমাপ্ত করা যেতে পারে। তাহলে একসাথে একাধিক চালান ইস্যু হবে কিন্তু চালানের সিরিয়াল ব্রেক হবে না।

প্রশ্ন-২১৯: ***একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ভ্যাট সংক্রান্ত কী কী বিষয় পরিপালন করতে হয়?***

উত্তর: একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রথমে ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধন নিতে হয়। উপকরণ ক্রয় করার পর ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৬) এন্ট্রি দিতে হয়। উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে হয়। ভ্যাট চালান (মূসক-১১) ইস্যু করে পণ্য সরবরাহ করতে হয়। ভ্যাট চালান বিক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৭) এন্ট্রি করতে হয়। ভ্যাট চালান চলতি হিসাব পুস্তকে (মূসক-১৮) এন্ট্রি দিয়ে প্রযোজ্য ভ্যাট স্থিতি থেকে বিয়োগ করতে হয়। প্রতি মাসের দাখিলপত্র 'মূসক-১৯' ফরমে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ভ্যাট সার্কেল অফিসে দাখিল করতে হয়।

প্রশ্ন-২২০: ***একই অঙ্গনে একাধিক পণ্য বা সেবা প্রদান করলে কিভাবে নথিপত্র রাখতে হবে? চলতি হিসাব দু'টি না একটি হবে? ক্রয় রেজিস্ট্রার দুটি না একটি হবে?***

উত্তর: সকল রেজিস্টার একটি করে হবে। শুধুমাত্র চুক্তিভিত্তিক পণ্য উৎপাদন করলে উক্ত হিসাব আলাদা রাখতে হবে। তাছাড়া, কোন উৎপাদক যদি পণ্য ক্রয় বা আমদানি করে ট্রেডিং করে তাহলে ট্রেডিং অংশ এবং উৎপাদন অংশের হিসাব আলাদা রাখতে হবে। বিধিতে বলা আছে যে, হিসাবপত্র এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যেন উহা সহজে নিরীক্ষা করা যায়। প্রয়োজনে নিজস্ব ফরম্যাটে অতিরিক্ত রেজিস্টার রাখা যাবে। তবে, ফরম্যাট ভ্যাট অফিসে দাখিল করতে হবে। অনুমোদন নিতে হবে না।

প্রশ্ন-২২১: ***সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে চলতি হিসাব পুস্তক (মূসক-১৮) রাখা কী বাধ্যতামূলক?***

উত্তর: না বাধ্যতামূলক নয়। তবে, যেসব সেবা প্রদানকারী রেয়াত গ্রহণ করেন, সেসব সেবা প্রদানকারীকে চলতি হিসাব পুস্তক (মূসক-১৮) সংরক্ষণ করতে হবে। তবে, অধিকাংশ সেবার ক্ষেত্রে সংকুচিত ভিত্তিমূল্য রয়েছে বিধায় তারা রেয়াত পায় না, তাই তারা চলতি হিসাব পুস্তক সংরক্ষণ করে না। আরো উল্লেখ্য যে, সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের সেবা প্রদানকারী যদি রেয়াত নিতে চান তাহলে তাকে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের পরিবর্তে শতভাগ ভিত্তির উপর ভ্যাট প্রদান করতে হবে। তিনিও চলতি হিসাব পুস্তক সংরক্ষণ করবেন।

প্রশ্ন-২২২: ***গাড়ি আমদানি করে মূল্য ঘোষণা দিয়ে একটি শো-রুম থেকে বিক্রি করা হয়। আবার, সেই একই স্থানে গাড়ি সার্ভিসিং করা হয়। দুটি কাজের জন্য ভ্যাট চালানের সিরিয়াল আলাদা হবে কিনা, চলতি হিসাব রেজিস্টার আলাদা হবে কিনা এবং দাখিলপত্র আলাদা হবে কিনা***

অনুগ্রহ করে জানাবেন। *[মোঃ শহিদুল ইসলাম, এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার, একাউন্টস এ্যান্ড ফাইন্যান্স, মোশান অটোমোবাইলস লিঃ, হাউস-৪৭, রোড-১৪, ব্লক-জি, নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা।]*

উত্তর: একই সিরিয়ালে ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে, একটিমাত্র চলতি হিসাব রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে এবং একটি দাখিলপত্র দাখিল করতে হবে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় একটি ঠিকানায় একটিমাত্র ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকতে হবে। উক্ত একটি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের আওতায় ভ্যাটযোগ্য সব কাজ করা যাবে। তবে, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে "আপনার ব্যবসার প্রকৃতি" এর স্থলে তা উল্লেখ থাকতে হবে। আপনি যদি শুধু উৎপাদন করতে চান, তাহলে "আপনার ব্যবসার প্রকৃতি" এর স্থলে উল্লেখ থাকবে Supplier (Manufacturer)। যদি শুধু উৎপাদন এবং সেবা প্রদান করতে চান, তাহলে "আপনার ব্যবসার প্রকৃতি" এর স্থলে উল্লেখ থাকবে Supplier (Manufacturer) and Service Renderer আর যদি উৎপাদন করতে চান, সেবা প্রদান করতে চান এবং আমদানি করতে চান, তাহলে "আপনার ব্যবসার প্রকৃতি" এর স্থলে উল্লেখ থাকতে হবে Supplier (Manufacturer), Service Renderer and Importer অর্থাৎ কোন ব্যক্তি একই স্থান থেকে নানাবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন, তবে তা তার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে উল্লেখ থাকতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে দুটি কাজ করা হচ্ছে, যথা:- (১) ব্যবসা; এবং (২) সেবা প্রদান। এখানে একই সিরিয়ালে ভ্যাট চালান ইস্যু করতে কোন জটিলতা নেই। কারণ, 'মূসক-১১' চালানের ফরম্যাট একটি। উক্ত ফরম্যাটে ভ্যাট চালান ইস্যু করে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করা যায়, ব্যবসায়ীর পণ্য বিক্রি করা যায় এবং সেবা প্রদান করা যায়। একটি চলতি হিসাব রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে কোন জটিলতা নেই। ভ্যাট চালান ইস্যু করলে চলতি হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দিতে হয়। গাড়ি বিক্রি করার ভ্যাট চালান এবং গাড়ি সার্ভিসিং করার ভ্যাট চালান একটি চলতি হিসাব রেজিস্টারে আলাদা আলাদা এন্ট্রি দিতে হবে। এই হলো স্বাভাবিক নিয়ম। একটি প্রতিষ্ঠানের দাখিলপত্র একটিই হবে। দাখিলপত্রে সব তথ্য এন্ট্রি দেয়ার স্থান আছে। উৎপাদক হিসেবে, ব্যবসায়ী হিসেবে, সেবা প্রদানকারী হিসেবে, আমদানিকারক হিসেবে এবং রপ্তানিকারক হিসেবে প্রয়োজনীয় তথ্য একই দাখিলপত্রে এন্ট্রি দেয়া যায়।

প্রশ্ন-২২৩: ***একই অঙ্গনে কোন ব্যবসায়ী স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেমে এবং ৪ শতাংশ সিস্টেমে ট্রেড ভ্যাট পরিশোধ করতে পারবে কি? যদি পারে তাহলে চলতি হিসাব কি একটা রাখতে হবে নাকি দুইটা?*** *[মোঃ মামুন আব্দুল্লা আল রাজেশ, এ্যাকাউন্টস বিভাগ, মাইক্রোজেনিক্স বিডি লিঃ, ঢাকা।]*

উত্তর: বর্তমানে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধের জন্য চারটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা:- (১) স্ট্যান্ডার্ড ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ব্যবসায়ী কর্তৃক উপকরণ কর রেয়াত নেয়া হয়, পণ্যের মূল্য ঘোষণা দেয়া হয়, ১৫ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করে ভ্যাট চালানসহ পণ্য বিক্রি করা হয়। (২) চার শতাংশ ট্রেড ভ্যাট পরিশোধ করার পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যায় না। বিক্রয়মূল্যের ওপর ৪ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করে পণ্য বিক্রি করা হয়। (৩) আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন ২৬.৬৭ শতাংশ হলে প্রথম বিক্রির সময় ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না। ভ্যাট চালানে এই মর্মে সীল প্রদান করতে হবে যে, এই চালানের বিপরীতে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট আমদানি

পর্যায়ে ..... কাস্টম হাউস/স্টেশনের বিল-অব-এন্ট্রি নং- ...... তারিখঃ ...... এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে। (৪) ক্ষুদ্র দোকানদারদের ক্ষেত্রে প্যাকেজ ভ্যাট পদ্ধতি। প্রশ্ন হলো, ওপরের ক্রমিক নং-(১) ও (২) এ বর্ণিত পদ্ধতি কোন ব্যবসায়ী একই সময়ে অনুসরণ করতে পারবেন কিনা। উক্ত দুটি পদ্ধতি একইসাথে কোন ব্যবসায়ী অনুসরণ করতে পারবেন না তা আমাদের ভ্যাট সংক্রান্ত বিধি-বিধানে কোথাও উল্লেখ নেই। অর্থাৎ এরূপ দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করতে কোন বাধা-নিষেধ নেই। তবে, এভাবে দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করলে হিসাব সংরক্ষণে জটিলতা হতে পারে। হিসাব রক্ষণ সংক্রান্ত একটা নীতি হলো হিসাবপত্র এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যেন উহা সহজে নীরিক্ষা করা যায়। তবে, এরূপক্ষেত্রে চলতি হিসাব পুস্তক (মূসক-১৮) একটি সংরক্ষণ করতে হবে। আপনার প্রয়োজনে আপনি মূসক রেজিস্টারের অতিরিক্ত আপনার নিজস্ব ছকেও হিসাবপত্র সংরক্ষণ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ছক ভ্যাট অফিসে দাখিল করে রাখতে হবে। অনুমোদন নিতে হবে না। তাই, হিসাবপত্র স্বচ্ছভাবে সংরক্ষণ করতে পারলে আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী কোন ব্যবসায়ী একই সময়ে দুরকম পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারবেন।

প্রশ্ন-২২৪: ***আমাদের কোম্পানী নতুন টয়োটা কার আমদানি করে। আমদানির পর যথানিয়মে দুই কর মেয়াদের মধ্যে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা হয়। আমরা মূল্য ঘোষণা প্রদান করি। 'মূসক-১১' চালানপত্র ইস্যু করে কার সরবরাহ করি। আমরা ক্রয় হিসাব পুস্তক (মূসক-১৬), বিক্রয় হিসাব পুস্তক (মূসক-১৭), চলতি হিসাব পুস্তক (মূসক-১৮) সংরক্ষণ করি এবং নিয়মিত দাখিলপত্র (মূসক-১৯) দাখিল করি। চলতি হিসাব রেজিস্টারে আমরা সব সময় যথেষ্ট পরিমাণ স্থিতি (balance) রাখি। প্রতি কর মেয়াদে আমরা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে কিছু অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করি। আমার প্রশ্ন হলো, যদি কোন মাসে ট্রেজারী ডিপোজিটের পরিমাণ কম হয়, তাহলে ভ্যাট আইনের বিধান কী?***
[মোহাম্মদ ওবাইদুর রহমান, সিনিয়র এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার (এ্যাকাউন্টস, ফাইনান্স এবং ভ্যাট), নাভানা টয়োটা সেন্টার, ২০৫-২০৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।]

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ২৩ এ কর পরিশোধ সংক্রান্ত বিধানাবলী বর্ণিত আছে। বিধি ২৩ এর উপ-বিধি (১) ও (২) নিম্নরূপঃ

> "(১) যেকোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৩ বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ধারা ৩ ও ধারা ৭ অনুযায়ী প্রদেয় কর অথবা অন্য যেকোনো সরকারি পাওনা, যথাক্রমে বিধি ২২ এ বর্ণিত চলতি হিসাবে সমন্বয় এবং বিধি ২৪ এর উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত দাখিলপত্র পেশ করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে প্রদেয় উৎপাদ কর বা অন্য যেকোনো সরকারি পাওনা হইতে রেয়াতযোগ্য উপকরণ কর বাদ দিয়া নীট পরিমাণ অর্থ ট্রেজারিতে জমা প্রদানপূর্বক পরিশোধ করিতে হইবে।
>
> (২) যে কোন পণ্যের চালান পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনস্থল বা ব্যবসায়স্থল হইতে অপসারণের পূর্বে নিবন্ধিত ব্যক্তি উহার ক্ষেত্রে প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন এবং পণ্য অপসারণকালে চলতি হিসাবে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কর পরিশোধ করিবেন এবং এই লক্ষ্যে তাহার চলতি হিসাবে পর্যাপ্ত জের থাকিতে হইবে।"

উপরের বর্ণনামতে, চলতি হিসাব রেজিস্টারে যথেষ্ট পরিমাণ স্থিতি থাকতে হবে। ভ্যাট চালান ইস্যু করার সময় ওই স্থিতি থেকে প্রযোজ্য ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক (যদি প্রযোজ্য হয়) বিয়োগ করতে হবে। চলতি হিসাব রেজিস্টারে বিভিন্নভাবে স্থিতি জমা হয়। মূলতঃ ট্রেজারী জমা এবং রেয়াত এদুটি থেকে চলতি হিসাব রেজিস্টারে স্থিতি জমা হয়। তাছাড়া, ক্রেডিট নোট ইস্যু করলে চলতি হিসাব রেজিস্টারে স্থিতি জমা হয়। রফতানীর বিপরীতে রেয়াত নিলে তা চলতি হিসাব রেজিস্টারের স্থিতির সাথে জমা হয়। উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিপরীতে প্রত্যয়নপত্র (মূসক-১২খ) পেলে ওই প্রত্যয়নপত্রে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ চলতি হিসাব রেজিস্টারের স্থিতির সাথে যোগ করতে হয়। আরো কতিপয় বিষয় আছে যার মাধ্যমে চলতি হিসাব রেজিস্টারে স্থিতি বাড়তে থাকে। এই স্থিতি থেকে বিয়োগ করে অর্থাৎ ভ্যাট পরিশোধ করে পণ্য সরবরাহ করতে হয়। চলতি হিসাবে কত টাকা স্থিতি রাখতে হবে তা সুনির্দিষ্ট নেই। পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান করার জন্য যত টাকা প্রয়োজন হবে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ স্থিতি রাখতে হবে। চলতি হিসাব রেজিস্টারের স্থিতি কখনো নেগেটিভ হতে পারবে না। তবে, ভ্যাট বিভাগের বিভিন্ন দফতরে মাসিক বা বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকে। তাই, প্রতি মাসে ট্রেজারী ডিপোজিট দেয়ার জন্য ভ্যাট অফিস থেকে অনুরোধ করা হয়। তাই, আমার পরামর্শ হলো, ট্রেজারী ডিপোজিট করার সময় এ বিষয়টি খেয়াল রাখলে ভালো হয় যে, প্রতি মাসে যেন মোটামুটিভাবে একই পরিমাণ ট্রেজারী ডিপোজিট হয়। সব প্রতিষ্ঠান এ বিষয়টি খেয়াল রাখলে ভ্যাট অফিসের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের হের-ফের হয় না।

প্রশ্ন-২২৫: ***আমাদের প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত একটি পণ্যের মূল্য ঘোষণা দেয়া আছে ১০ টাকা প্রতি পিছ। আমাদের বিক্রয় রেজিস্টারে (মূসক-১৭) ঘোষিত মূল্য অনুসারে ধরা যাক ১ শত পিস পণ্য মজুদ আছে যার মূল্য ১ হাজার টাকা। ইতোমধ্যে আমরা পুনরায় উপকরণ আমদানি করেছি। আমদানিকৃত উপকরণের মূল্য বেড়ে গেছে। তাই, আইনের বর্তমান বিধান অনুসারে নতুন করে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ঘোষণা দিয়েছি ১১ টাকা প্রতি পিছ। নতুন করে ১ শত পিস পণ্য উৎপাদন করা হয়েছে, যার মূল্য প্রতি পিস ১১ টাকা হিসেবে ১১ শত টাকা। বর্তমানে সর্বমোট ২ শত পিস পণ্য 'মূসক-১৭' রেজিস্টারে মজুদ আছে, যার মূল্য ২ হাজার ১ শত টাকা। ভ্যাট আইনের বর্তমান বিধান অনুসারে, দ্বিতীয় মূল্য ঘোষণা দেয়ার তারিখ থেকেই আমাদেরকে প্রতি পিস ১১ টাকা হিসেবে পণ্য বিক্রি করতে হবে। তাহলে, ২ শত পিস পণ্যের মূল্য দাড়াবে ২ হাজার ২ শত টাকা। কিন্তু 'মূসক-১৭' রেজিস্টারে মূল্য উল্লেখিত আছে ২ হাজার ১ টাকা। অর্থাৎ ২ শত পিস পণ্য বিক্রি শেষ হলে 'মূসক-১৭' রেজিস্টারে ১ শত টাকা নেগেটিভ স্থিতি হয়ে যাবে। একইভাবে, পণ্যের ঘোষিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে অনেক সময় টেন্ডারে পণ্য বিক্রি করা***

হয়। সেক্ষেত্রে 'মূসক-১৭' রেজিস্টারে পণ্যের মূল্যের তুলনায় অতিরিক্ত স্থিতি রয়ে যায়। এরূপক্ষেত্রে কিভাবে পণ্য এবং মূল্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা যায়, সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। *[ইবারত হোসেন স্বপন, ম্যানেজার, স্টকবাংলাদেশ ভ্যাট সেন্টার, ঢাকা ট্রেড সেন্টার, ৯৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।]*

উত্তর: বিক্রয় রেজিস্টার (মূসক-১৭)-তে মজুদ পণ্য এবং উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ এবং ঘোষণা অনুযায়ী ওই পরিমাণ পণ্যের মূল্য কত তা লেখা থাকে। পণ্যের পরিমাণ এবং মূল্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। তবে, ওপরে যে দুটি পরিস্থিতির উল্লেখ করা হয়েছে, এরূপক্ষেত্রে পণ্যের পরিমাণ এবং মূল্যের মধ্যে অসামঞ্জস্যতার সৃষ্টি হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা আনয়ন করা জরুরী। ভ্যাট এ্যাকাউন্টিং-এর কতিপয় নীতিমালা রয়েছে। এরূপ একটি নীতি মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ২২ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লেখ আছে। উক্ত উপ-বিধি নিম্নরূপ:

> "যে কোন নিবন্ধিত ব্যক্তিকে তৎকর্তৃক পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদন বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত কাঁচামাল, সেবা, যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বা তৎকর্তৃক পরিশোধিত কোন বিল বা ট্রেজারীতে জমাকৃত কোন অর্থের হিসাব বা প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্য সংক্রান্ত হিসাব এমনভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে যাহাতে উহা সহজে নিরীক্ষা করা যায়।"

অর্থাৎ সহজে নিরীক্ষা করা যায় এমনভাবে হিসাবপত্র সংরক্ষণ করতে হবে। সহজে নিরীক্ষা করা যায় এরূপভাবে হিসাবপত্র সংরক্ষণ করার জন্য ভ্যাট বিধিমালায় বর্ণিত ফরম্যাটের অতিরিক্ত কোন ফরম্যাটে হিসাবপত্র সংরক্ষণ করা যাবে। এরূপ ফরম্যাট ভ্যাট অফিস কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে না। শুধুমাত্র ভ্যাট অফিসে ফরম্যাট দাখিল করে রাখতে হবে। এসবের উদ্দেশ্য হলো, সঠিকভাবে এবং স্বচছভাবে হিসাবপত্র সংরক্ষণ করা। তাছাড়া, ভ্যাট আইনের আওতায় নিবন্ধিত ব্যক্তির কার্যক্রম স্বাভাবিক ব্যবসায়িক রীতি-নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। অধিকন্তু, এসব কার্যক্রম যেন ধারা ৩৭ এ বর্ণিত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আর সর্বোপরি, এসব কার্যক্রমের ফলে যেন সরকারী রাজস্ব ফাঁকি না হয় তা নিশ্চিত হতে হবে। তাই, আলোচ্য ক্ষেত্রে হিসাবপত্র স্বচ্ছভাবে রাখার জন্য 'মূসক-১৭' রেজিস্টারে মজুদকৃত পণ্যের চেয়ে মূল্য কম বা বেশি না হওয়া আবশ্যক। এখানে মূল্য ঘোষণা বেড়ে যাওয়ার কারণে যদি 'মূসক-১৭' রেজিস্টারে স্থিতি নেগেটিভ হয়ে যায়, তাহলে 'মন্তব্য' কলামে কারণ লিপিবদ্ধ করে নেগেটিভ পরিমাণ সমন্বয় করা যাবে। আবার, একইভাবে পণ্যের ঘোষিত মূল্যের তুলনায় টেন্ডারে কম মূল্যে বিক্রির ফলে 'মূসক-১৭' রেজিস্টারে মূল্যের স্থিতি বেশি হয়ে গেলে 'মন্তব্য' কলামে কারণ লিপিবদ্ধ করে তা সমন্বয় করা যাবে। হিসাবপত্র স্বচ্ছভাবে রাখার প্রয়োজনে যুক্তিসঙ্গত যে কোন সমন্বয় করার ক্ষেত্রে আইনে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন-২২৬: ***আমরা মোটরগাড়ির গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ প্রতিষ্ঠান। আমরা গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশ ইত্যাদি ক্রয় করি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব বিক্রেতা ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত নয়। তাই, তারা আমাদেরকে ভ্যাট চালান প্রদান করে না। আমরা ক্রয় হিসাব রেজিস্টার সংরক্ষণ করি না। কারণ, আমরা রেয়াত নেই না। আমাদের নিকট থেকে যারা উৎসে ভ্যাট কর্তন করে তারা কেউ উৎসে ভ্যাট কর্তনের প্রত্যয়নপত্র (মূসক-১২খ) ইস্যু করে না। তাই, আমরা চলতি হিসাব রেজিস্টার সংরক্ষণ করি না। আমরা 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করি। বিক্রয় হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৭) সংরক্ষণ করি এবং নিয়মিত দাখিলপত্র (মূসক-১৯) দাখিল করি। সম্প্রতি আমাদের প্রতিষ্ঠান অডিট করার জন্য মূসক নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর থেকে আমাদেরকে পত্র দেয়া হয়েছে। আমাদেরকে কিছু তথ্য দাখিল করার জন্য বলা হয়েছে। ক্রয় হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৬) অনুযায়ী উপকরণ ক্রয়ের হিসাব দাখিল করতে বলা হয়েছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী 'মূসক-১৬' রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। এবং ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত নয় এমন প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আমরা যে উপকরণ (খুচরা যন্ত্রাংশ) ক্রয় করি, সে ক্রয়ের ওপর ভ্যাট পরিশোধ সংক্রান্ত কোন দায়বদ্ধতা আমাদের আছে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোঃ ওবাইদুর রহমান, সিনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক, নাভানা-টয়োটা থ্রি-এস সেন্টার, ২০৫-২০৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।]*

উত্তর: আপনাদেরকে ক্রয় হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৬) সংরক্ষণ করতে হবে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩১ এ উল্লেখ আছে যে, কোন নিবন্ধিত ব্যক্তিকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্রয়ের বিবরণী, সরবরাহ বা রফতানীর বিবরণী, চলতি হিসাব, ট্রেজারীতে জমাকৃত অর্থের হিসাব বিবরণী, উপকরণ মজুদের বিবরণী, উৎপাদিত পণ্য মজুদের বিবরণী, বাণিজ্যিক দলিলাদি এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পুস্তক ও নথিপত্র সংরক্ষণ করতে হবে। সে মোতাবেক, ক্রয়ের বিবরণী সংরক্ষণ করা আবশ্যক। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ২২ এ উল্লেখ আছে যে, কোন নিবন্ধিত ব্যক্তিকে ক্রয় হিসাব পুস্তক, বিক্রয় হিসাব পুস্তক, চালানপত্র পুস্তক এবং চলতি হিসাব পুস্তক এর মধ্যে যা প্রযোজ্য হয়, তা সংরক্ষণ করতে হবে। আপনার প্রতিষ্ঠানের ক্রয় হিসাব পুস্তকের প্রয়োজন রয়েছে। দাখিলপত্রে ক্রয়ের পরিমাণ উল্লেখ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাই, ক্রয় হিসাব পুস্তক সংরক্ষণ না করলে, দাখিলপত্রে সঠিকভাবে ক্রয়ের পরিমাণ উল্লেখ করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া, ক্রয়ের বিপরীতে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। তাই, ক্রয়ের হিসাব রাখতে হবে। অধিকন্তু, ক্রয়ের হিসাব সংরক্ষণ না করলে আপনার প্রতিষ্ঠান কী কী ক্রয় করেছে এবং কী কী বিক্রী করেছে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সর্বোপরি, মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা হলো একটি হিসাব-নির্ভর কর ব্যবস্থা। তাই, ক্রয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা জরুরী। যে সব প্রতিষ্ঠান উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করে তাদের জন্য চলতি হিসাব পুস্তক (মূসক-১৮) সংরক্ষণ করা আবশ্যক। আপনারা যেহেতু রেয়াত গ্রহণ করেন না, তাই আপনাদের চলতি হিসাব পুস্তক সংরক্ষণের আবশ্যকতা নেই। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ৬ এ ভ্যাট পরিশোধের সময় এবং পদ্ধতি উল্লেখ আছে। সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে দাখিলপত্রের মাধ্যমে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। যে সব সেবা প্রদানকারী রেয়াত গ্রহণ করে না, সেসব সেবা প্রদানকারী চলতি হিসাব পুস্তক সংরক্ষণ করে না। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ট) অনুসারে, ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট থেকে যথাযথ ভ্যাট চালানপত্রসহ কোন ভ্যাটযোগ্য পণ্য বা সেবা ক্রয় করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে অনেকে অনিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট থেকে ক্রয় করে থাকে। সেক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসারে প্রযোজ্য হলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। তবে, পরিপালিত

(compliant) করদাতাগণ সাধারণতঃ অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ক্রয় করে না। কারণ, ভ্যাট চালানসহ ক্রয় করলে উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যায়। তাছাড়া, ভ্যাট চালানসহ ক্রয় করলে উৎসে ভ্যাট কর্তনের ক্ষেত্রেও সুবিধা রয়েছে।

২২. চলতি হিসাব পুস্তক (মূসক-১৮)

প্রশ্ন-২২৭: ***আমরা একটি কসমেটিক্স উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। আমরা আরমানিটোলার খুচরা ও পাইকারী দোকান থেকে উপকরণ ক্রয় করে থাকি। উপকরণ ক্রয়ের সময় দোকানদাররা বিল চালান প্রদান করে। তারা কোন ভ্যাট চালান প্রদান করে না । কিন্তু রাজস্ব অডিট দল আমাদের প্রতিষ্ঠানকে খুচরা ও পাইকারী দোকান থেকে ক্রয়কৃত মূল্যের ওপর ৪ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রদান করতে বলেছে। এই নির্দেশনা কি সঠিক আছে ? সঠিক হলে দাবিকৃত টাকা চলতি হিসাব রেজিস্টারের জমাকৃত স্থিতি থেকে সমন্বয় করা যাবে, নাকি ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা দিতে হবে?***
[মোঃ আবুল বাশার, একাউন্টস অফিসার, এলিট কসমেটিক্স লি: ।]

উত্তর: নির্দেশনাটি সঠিক আছে। আপনার প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৮) যদি যথেষ্ট পরিমাণ স্থিতি থাকে, তাহলে ওই স্থিতি থেকে আপনারা বকেয়া সমন্বয় করতে পারেন। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত নয় এমন ব্যক্তির নিকট থেকে কোন ক্রয় করা যাবে না। আপনারা এরূপ অনিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট থেকে উপকরণ ক্রয় করেছেন। আপনারা যদি মূসকের আওতায় নিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট থেকে উপরকণ ক্রয় করতেন, তাহলে আপনাদেরকে ভ্যাট চালান (মূসক-১১) দেয়া হতো। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধান অনুসারে, কোন উৎপাদক বা কোন ব্যবসায়ী যদি ভ্যাট চালানসহ কোন সরবরাহ প্রদান করে, তাহলে ওই সরবরাহ 'যোগানদার' কর্তৃক সরবরাহ হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং ওই সরবরাহের ওপর থেকে কোন ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। কিন্তু যদি ক্রয়ের সপক্ষে ভ্যাট চালান না থাকে, তাহলে ওই ক্রয়ের ওপর ভ্যাট ফাঁকি হয়েছে। যিনি বিক্রি করেছেন, তিনি ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছেন। তিনি যদি উৎপাদক হন তাহলে ১৫ শতাংশ ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করার আবশ্যকতা থাকে। তিনি যদি স্ট্যান্ডার্ড ব্যবস্থায় ভ্যাট প্রদানকারী ব্যবসায়ী হন, তাহলে তিনি ১৫ শতাংশ ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছেন। সেক্ষেত্রেও ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হয়। তিনি যদি ৪ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধকারী ব্যবসায়ী হন, তাহলে তিনি ৪ শতাংশ ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে ৪ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করার আবশ্যকতা থাকে। তিনি যদি প্যাকেজ ভ্যাটের আওতায় ব্যবসায়ী হন, তাহলে 'যোগানদার' হিসেবে ৪ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। আপনার বর্ণনা অনুসারে, আপনারা আরমানিটোলার খুচরা ও পাইকারী দোকান থেকে উপকরণ ক্রয় করেছেন। দোকানের ভ্যাটের আওতায় রেজিস্ট্রেশন নেই। দোকানের যেহেতু ভ্যাটের রেজিস্ট্রেশনই নেই, সেহেতু ওপরের তিন ক্যাটাগরির কোন্ ক্যাটাগরির মধ্যে দোকানটি পড়বে তা নির্ধারণ করা কঠিন।

সাধারণতঃ এরূপ দোকান ৪ শতাংশ হারে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ করে থাকে। তাই, এক্ষেত্রে ৪ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করার আবশ্যকতা ছিল। আপনারা যেহেতু যথাসময়ে ভ্যাট উৎসে কর্তন করেননি, সেহেতু এখন ৪ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। ওই ভ্যাট যে তারিখে পরিশোধের আবশ্যকতা ছিল সে তারিখ থেকে যে তারিখে পরিশোধ করা হচ্ছে সে তারিখ পর্যন্ত মাসিক ২ শতাংশ হারে সরল সুদ পরিশোধ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৮) যদি যথেষ্ট স্থিতি থাকে, তাহলে ওই স্থিতি থেকে বিয়োগ করে এই ভ্যাট পরিশোধ করা যাবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখ আছে যে, প্রদেয় উৎপাদ করের (output tax) বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে। অর্থাৎ উৎপাদ কর (output tax) ছাড়া অন্য কিছু চলতি হিসাব (মূসক-১৮) থেকে বিয়োগ করা যাবে না। আবার, মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ২৩ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লেখ আছে যে, প্রদেয় কর এবং অন্য যেকোন সরকারী পাওনা চলতি হিসাবে সমন্বয় করা যাবে। তাই, মাঠ পর্যায়ে এ বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। আমি বিষয়টি এভাবে দেখি যে, যদি চলতি হিসাবে যথেষ্ট স্থিতি থাকে এবং যদি চলতি হিসাবের স্থিতি থেকে ওই বর্ণিত ভ্যাট বিয়োগ করা হয়, তাহলে এর প্রভাব কি? এর ফলে, কোন রাজস্ব ফাঁকি হয় না। স্থিতি থেকে বিয়োগ করতে না দিলে তার অতিরিক্ত স্থিতি জমা থাকার পরও তাকে সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা করতে হয়, যা ন্যায়-বিচারের পরিপন্থী। তাই, চলতি হিসাবের স্থিতি থেকে ওই প্রদেয় ভ্যাট বিয়োগ করা যাবে বলে আমার ব্যক্তিগত অভিমত।

প্রশ্ন-২২৮: ***আমরা একটি কসমেটিক্স উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। আমরা আরমানিটোলার খুচরা ও পাইকারী দোকান থেকে উপকরণ ক্রয় করে থাকি। উপকরণ ক্রয়ের সময় দোকানদাররা বিল চালান প্রদান করে। তারা কোন ভ্যাট চালান প্রদান করে না । কিন্তু রাজস্ব অডিট দল আমাদের প্রতিষ্ঠানকে খুচরা ও পাইকারী দোকান থেকে ক্রয়কৃত মূল্যের ওপর ৪ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রদান করতে বলেছে। এই নির্দেশনা কি সঠিক আছে ? সঠিক হলে দাবিকৃত টাকা চলতি হিসাব রেজিস্টারের জমাকৃত স্থিতি থেকে সমন্বয় করা যাবে, নাকি ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা দিতে হবে?***
[মোঃ আবুল বাশার, একাউন্টস অফিসার, এলিট কসমেটিক্স লিঃ]

উত্তর: নির্দেশনাটি সঠিক আছে। আপনার প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৮) যদি যথেষ্ট পরিমাণ স্থিতি থাকে, তাহলে ওই স্থিতি থেকে আপনারা বকেয়া সমন্বয় করতে পারেন। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত নয় এমন ব্যক্তির নিকট থেকে কোন ক্রয় করা যাবে না। আপনারা এরূপ অনিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট থেকে উপকরণ ক্রয় করেছেন। আপনার যদি মূসকের আওতায় নিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট থেকে উপরকণ ক্রয় করতেন, তাহলে আপনাদেরকে ভ্যাট চালান (মূসক-১১) দেয়া হতো। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধান অনুসারে, কোন উৎপাদক বা কোন ব্যবসায়ী যদি ভ্যাট চালানসহ কোন সরবরাহ প্রদান করে, তাহলে ওই সরবরাহ 'যোগানদার' কর্তৃক সরবরাহ হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং ওই সরবরাহের ওপর থেকে কোন ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। কিন্তু যদি ক্রয়ের সপক্ষে ভ্যাট চালান না থাকে, তাহলে ওই ক্রয়ের ওপর ভ্যাট ফাঁকি হয়েছে। যিনি বিক্রি করেছেন, তিনি ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছেন। তিনি যদি উৎপাদক হন তাহলে ১৫ শতাংশ ভ্যাট ফাঁকি

দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করার আবশ্যকতা থাকে। তিনি যদি স্ট্যান্ডার্ড ব্যবস্থায় ভ্যাট প্রদানকারী ব্যবসায়ী হন, তাহলে তিনি ১৫ শতাংশ ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছেন। সেক্ষেত্রেও ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হয়। তিনি যদি ৪ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধকারী ব্যবসায়ী হন, তাহলে তিনি ৪ শতাংশ ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে ৪ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করার আবশ্যকতা থাকে। তিনি যদি প্যাকেজ ভ্যাটের আওতায় ব্যবসায়ী হন, তাহলে 'যোগানদার' হিসেবে ৪ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। আপনার বর্ণনা অনুসারে, আপনারা আরমানিটোলার খুচরা ও পাইকারী দোকান থেকে উপকরণ ক্রয় করেছেন। দোকানের ভ্যাটের আওতায় রেজিস্ট্রেশন নেই। দোকানের যেহেতু ভ্যাটের রেজিস্ট্রেশনই নেই, সেহেতু ওপরের তিন ক্যাটাগরির কোন্ ক্যাটাগরির মধ্যে দোকানটি পড়বে তা নির্ধারণ করা কঠিন। সাধারণতঃ এরূপ দোকান ৪ শতাংশ হারে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ করে থাকে। তাই, এক্ষেত্রে ৪ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করার আবশ্যকতা ছিল। আপনারা যেহেতু যথাসময়ে ভ্যাট উৎসে কর্তন করেননি, সেহেতু এখন ৪ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। ওই ভ্যাট যে তারিখে পরিশোধের আবশ্যকতা ছিল সে তারিখ থেকে যে তারিখে পরিশোধ করা হচ্ছে সে তারিখ পর্যন্ত মাসিক ২ শতাংশ হারে সরল সূদ পরিশোধ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৮) যদি যথেষ্ট স্থিতি থাকে, তাহলে ওই স্থিতি থেকে বিয়োগ করে এই ভ্যাট পরিশোধ করা যাবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখ আছে যে, প্রদেয় উৎপাদ করের (output tax) বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে। অর্থাৎ উৎপাদ কর (output tax) ছাড়া অন্য কিছু চলতি হিসাব (মূসক-১৮) থেকে বিয়োগ করা যাবে না। আবার, মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ২৩ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লেখ আছে যে, প্রদেয় কর এবং অন্য যেকোন সরকারী পাওনা চলতি হিসাবে সমন্বয় করা যাবে। তাই, মাঠ পর্যায়ে এ বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। আমি বিষয়টি এভাবে দেখি যে, যদি চলতি হিসাবে যথেষ্ট স্থিতি থাকে এবং যদি চলতি হিসাবের স্থিতি থেকে ওই বর্ণিত ভ্যাট বিয়োগ করা হয়, তাহলে এর প্রভাব কি? এর ফলে, কোন রাজস্ব ফাঁকি হয় না। স্থিতি থেকে বিয়োগ করতে না দিলে তার অতিরিক্ত স্থিতি জমা থাকার পরও তাকে সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা করতে হয়, যা ন্যায়-বিচারের পরিপন্থী। তাই, চলতি হিসাবের স্থিতি থেকে ওই প্রদেয় ভ্যাট বিয়োগ করা যাবে বলে আমার ব্যক্তিগত অভিমত।

২৩. পুরস্কার, উপহার, গিফট ভাউচার, ডিসকাউন্ট সেল, ওয়ারেন্টি রিপ্লেসমেন্ট

প্রশ্ন-২২৯: আমরা মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। আমরা যদি কাস্টমারকে ডিসকাউন্ট দিতে চাই তাহলে কিভাবে দিতে হবে? মোট বিল থেকে ডিসকাউন্ট বিয়োগ করে তার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে নাকি সর্বমোট বিলের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করে তারপর ডিসকাউন্ট দিতে হবে? *[মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ট্যাক্স ইউনিট, অর‌্যাক্সম টেলিকম বাংলাদেশ লিঃ, ঢাকা।]*

উত্তর: পণ্যের ক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট দেয়ার জন্য তিনটি শর্ত ছিল। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৩ এর উপ-বিধি (৬) এ উক্ত শর্তসমূহ উল্লেখ ছিল। শর্তসমূহ হলো:

(১) একটি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে;
(২) বারো মাস সময়ে সর্বোচ্চ তিরিশ দিন ডিসকাউন্ট প্রদান করা যাবে; এবং
(৩) ঘোষিত/অনুমোদিত মূল্যের ১৫ শতাংশের বেশি ডিসকাউন্ট প্রদান করা যাবে না।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেটের সময় বিধিতে সংশোধন করে উক্ত (২) ও (৩) নং শর্ত বাতিল করা হয়েছে। সেবার ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা দেয়ার বিধান নেই। তাই, সেবার ক্ষেত্রে কোন্ মূল্য থেকে ডিসকাউন্ট দিতে হবে এ ধরনের প্রশ্নই আসে না। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৪) অনুসারে, সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট ধার্য করতে হবে সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর। একই আইনের ধারা ২ এর দফা (ভ) অনুসারে "সর্বমোট প্রাপ্তি" অর্থ হলো কোন সেবা প্রদানের বিনিময়ে কমিশন বা চার্জসহ প্রাপ্য বা প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ। অর্থাৎ সেবা প্রদান করার বিনিময়ে যে মূল্য গ্রহণ করা হয়, সেটাই হলো সর্বমোট প্রাপ্তি। এই সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। সেবার ক্ষেত্রে যে মূল্য গ্রহণ করা হবে সে মূল্যই হলো সর্বমোট প্রাপ্তি। তাই, সেবা প্রদানকারী সেবা প্রদান করার বিনিময়ে যে মূল্য গ্রহণ করবে সে মূল্যের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। মূল্যে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে। এজন্য আলাদা কোন আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন করতে হবে না। তাই, ডিসকাউন্ট দেয়ার পর যে মূল্যে সেবাটি বিক্রি করা হচ্ছে সে মূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। সে মূল্যই হলো সর্বমোট প্রাপ্তি।

প্রশ্ন-২৩০: আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে গিফট ভাউচার ক্রয় করে কর্মচারীদের প্রদান করি। যেমন: কোন পাঁচতারা হোটেল থেকে গিফট ভাউচার ক্রয় করে কর্মচারীদের উৎসাহ দেয়ার জন্য প্রদান করি। গিফট ভাউচারের মাধ্যমে সাধারণত হ্রাসকৃত মূল্যে একটি প্যাকেজ ক্রয় করা হয়। ধরা যাক, ১২ হাজার টাকার একটি প্যাকেজ হ্রাসকৃত মূল্যে ১০ হাজার টাকায় ক্রয় করা হয়। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গিফট ভাউচার ব্যবহার করা যায়। ব্যবহার করা না হলে তা বাতিল হয়ে যায়। গিফট ভাউচারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্যাকেজটি ভোগ করা হয়। কোন অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয় না। গিফট ভাউচার ক্রয়ের বিপরীতে আমরা যখন মূল্য পরিশোধ করি তখন উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। *[ইব্রাহীম খলিল, সিনিয়র অফিসার, সিটি ব্যাংক এনএ, ঢাকা।]*

উত্তর: অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি বৈশিষ্ট্য হলো স্বাভাবিক গতি ও প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সৃষ্টি হয়ে যায়। এভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। এরপর ক্রমে ক্রমে তা রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। তখন এর ওপর প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়। আপনার প্রশ্নে যে বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে তা এমন একটি বিষয়। গিফট ভাউচার সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অতি সম্প্রতিকালে চালু হয়েছে। আমাদের দেশের বর্তমান ভ্যাট ব্যবস্থায় এখনও এ সংক্রান্ত কোন বিধি-বিধান প্রচলিত হয়নি। তাই, ভ্যাট ব্যবস্থার সামগ্রিক নীতিমালার আলোকে এ বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে। আপনার প্রশ্নে বর্ণিত আছে যে, গিফট ভাউচারের চেয়ে অতিরিক্ত কোন অর্থ পরিশোধ করা হবে না। অনেক সময় এমন হয় যে, গিফট ভাউচারের চেয়ে বেশি মূল্যের কিছু ক্রয় করা হলে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করতে হয়। অনেক সময় গিফট ভাউচারের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কিছু কেনা হয়। যেমন: আপনার বর্ণনামতে পাঁচতারা হোটেলের প্যাকেজ কিনে আপনারা আপনাদের কর্মচারীদেরকে দেন। এক্ষেত্রে ওই প্যাকেজ বিক্রীর ক্ষেত্রে ভ্যাটের যে বিধান তা প্রযোজ্য হবে। হোটেল ও রেস্তোরাঁর ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য রয়েছে, তা উৎসে কর্তন করতে হবে না। অর্থাৎ সেবা প্রদানকারী স্বাভাবিকভাবে ভ্যাট পরিশোধ করবেন। গিফট ভাউচার একটি প্যাকেজ বিক্রী। বিক্রীর সময় 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করতে হবে। হোটেল-রেস্তোরাঁ সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন প্রযোজ্য নেই বিধায় আপনারা সমুদয় মূল্য পরিশোধ করে দেবেন। যখন প্যাকেজটি ভোগ করা হবে তখন আর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (২) ও (৩) অনুসারে, যখন পণ্য বা সেবা প্রদান করা হয় বা যখন পণ্য বা সেবা প্রদান সংক্রান্ত চালানপত্র ইস্যু করা হয় বা যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পাওয়া যায় - এই তিনটি ঘটনার মধ্যে কোন একটি ঘটনা ঘটলেই তখন ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। তাই, স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। গিফট ভাউচার ব্যবহার করার সময় ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না।

আবার, অনেক সময় গিফট ভাউচারের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কোন প্যাকেজ বা দ্রব্য বিক্রী করা হয় না। গিফট ভাউচার দিয়ে দেয়া হয়। গিফট ভাউচার হলো নগদ অর্থের মত। গিফট ভাউচার ব্যবহার করে নির্দিষ্ট স্থান থেকে যেকোন পণ্য বা সেবা ক্রয় করা হয়। গিফট ভাউচার দেয়ার সময় জানা যায় না যে, এই গিফট ভাউচার ব্যবহার করে কোন পণ্য বা সেবা ক্রয় করা হবে। যেমন: ডিটপার্টমেন্টাল স্টোর অনেক সময় গিফট ভাউচার প্রদান করে থাকে। এসব গিফট ভাউচার বিক্রী করা হয় না। কাস্টমারদের বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। এরূপক্ষেত্রে যখন গিফট ভাউচার ব্যবহার করে পণ্য ক্রয় করা হবে, তখন স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ওই পণ্যের ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। গিফট ভাউচার নগদ অর্থের মত ব্যবহার করা হবে। বর্তমানে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান না থাকায় পরিস্থিতিভেদে বিধান ভিন্ন হতে পারে।

প্রশ্ন-২৩১: ***৬০ শতাংশ বাণিজ্য বাটা (trade discount) দেয়ার সময়, ভ্যাটের নিয়মানুসারে ১৫ শতাংশ বাণিজ্য বাটা প্রদান করা হয়। অতঃপর মূল্য থেকে অবশিষ্ট বাণিজ্য বাটা প্রদান করা হয়। এখানে ক্রেতা কোন্ মূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করবে। ১৫% বাণিজ্য বাটা দেয়ার পর যে মূল্য অবশিষ্ট থাকবে সে মূল্যের ওপর না-কি তার ক্রয় মূল্যের ওপর যা আরো কম।*** *[খান মহসিনুস-সোবহান, অফিসার, ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, ৪০ শহীদ তাজ উদ্দীন আহমেদ সরণী, তেজগাঁও বা/এ, ঢাকা।]*

উত্তর: বাণিজ্য বাটা প্রদান সংক্রান্ত ভ্যাটের বিধানে এবারে (২০১৬) বেশ পরিবর্তন এসেছে। ইতোপূর্বে বাণিজ্য বাটা প্রদান করার জন্য তিনটি শর্ত ছিল। তা হলো: (১) জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার পূর্বক ভ্যাটের বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করতে হবে যে, কোন্ কোন্ বিক্রয়কেন্দ্রে কোন্ কোন্ তারিখে এবং শতকরা কতভাগ ডিসকাউন্ট প্রদান করা হবে; (২) ঘোষিত/অনুমোদিত মূল্যের ১৫ শতাংশের বেশি বাণিজ্য বাটা প্রদান করা যাবে না; এবং (৩) যে কোনো বারো মাস সময়ে ৩০ (ত্রিশ) দিনের বেশি ডিসকাউন্ট প্রদান করা যাবে না। অর্থাৎ বারো মাস সময়ের মধ্যে একাদিক্রমে বা ভেঙ্গে ভেঙ্গে সর্বমোট ৩০ (ত্রিশ) দিন ডিসকাউন্ট প্রদান করা যাবে। ডিসকাউন্ট দেয়ার পরিমাণ ১৫ শতাংশের বেশি হলে ক্রেতা কোন্ মূল্যের ওপর ভ্যাট প্রদান করবে তা হলো মূল প্রশ্ন। ওপরের শর্ত (২) ও (৩) এবারে বাতিল করা হয়েছে। তাই, এখন থেকে যেকোন পরিমাণ বাণিজ্য বাটা প্রদান করা যাবে। বাণিজ্য বাটা প্রদান করার পর যে মূল্য অবশিষ্ট থাকবে তার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-২৩২: ***বিজ্ঞাপনী সংস্থা কর্তৃক ১,৮০,০০০ টাকা বিলের ক্ষেত্রে ৩০,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট প্রদান করেছে। ১,৮০,০০০ টাকার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না-কি ১,৫০,০০০ টাকার ওপর প্রযোজ্য হবে?*** *[ফজলে রাব্বি, একাউন্টস অফিসার, রূপসী বাংলা হোটেল।]*

উত্তর: সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট আরোপিত হয় সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর। সর্বমোট প্রাপ্তি হলো ক্রেতার নিকট থেকে যে মূল্য গ্রহণ করা হয়। এখানে ক্রেতার নিকট থেকে ১,৫০,০০০ টাকা গ্রহণ করা হয়েছে। তাই, ১,৫০,০০০ টাকার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে।

প্রশ্ন-২৩৩: ***আসবাবপত্র সরবরাহ দেয়ার সময় যদি প্রকৃত মূল্য থেকে ডিসকাউন্ট দেয়া হয়, তাহলে কোন্ মূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে? প্রকৃত মূল্য নাকি ডিসকাউন্ট মূল্য?*** *[মোঃ খায়রুজ্জামান, এ্যাকাউন্টস অফিসার (ভ্যাট), মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ট্রেনিং স্কুল (মট্স), মিরপুর, ঢাকা]।*

উত্তর: সর্বোত্তম আন্তর্জাতিক রীতি (international best practice) অনুসারে, প্রকৃত বিক্রয় মূল্যের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হয়। কিন্তু আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় নানা কারণে প্রকৃত বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা কঠিন। তাই, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা প্রদান ও অনুমোদনের বিধান করা হয়েছে। কোন পণ্যের ক্ষেত্রে ঘোষিত ও অনুমোদিত মূল্যের ভিত্তিতে ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়। ঘোষিত এবং অনুমোদিত মূল্য ছাড়াও পণ্যের ক্ষেত্রে আরো কতিপয় মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি রয়েছে। যেমন: ট্যারিফ মূল্য, সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য, পশ্চাদগণনার মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্য ইত্যাদি। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৫ এবং বিধি-৩ এ পণ্যের ও সেবার মূল্য অনুমোদন সংক্রান্ত বিধান বিধৃত আছে। পণ্যের ক্ষেত্রে অনুমোদিত মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে হয় এবং ওই মূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়। পণ্যের ক্ষেত্রে যদি

ডিসকাউন্ট প্রদান করার প্রয়োজন হয়, তাহলে তিনটি শর্ত পালন করতে হতো। যথা:- (১) ডিসকাউন্ট দেয়ার পর কত মূল্যে পণ্য বিক্রি করা হবে এবং কোন মেয়াদে ডিসকাউন্ট দেয়া হবে তা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করে ভ্যাটের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাকে জানাতে হবে; (২) অনুমোদিত মূল্যের ১৫ শতাংশের বেশি ডিসকাউন্ট প্রদান করা যাবে না; এবং (৩) বছরে ৩০ (ত্রিশ) দিনের বেশি ডিসকাউন্ট দেয়া যাবে না। তবে, ৩০ দিন নিরবিচ্ছিন্নভাবে হওয়ার প্রয়োজন নেই, ভেঙ্গে ভেঙ্গে হতে পারে। এবারে শর্ত (২) ও (৩) বাতিল করা হয়েছে।

সেবার ক্ষেত্রে নিয়ম একটু আলাদা। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৫ এর উপ-ধারা-৪ অনুসারে, সেবার ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর ধার্য করতে হবে সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর। একই আইনে 'সর্বমোট প্রাপ্তি'র সংজ্ঞা দেয়া আছে। ভ্যাট আইনের ধারা-২ এর দফা (ভ) অনুসারে, "সর্বমোট প্রাপ্তি অর্থ করযোগ্য সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে মূল্য সংযোজন কর ব্যতীত কমিশন বা চার্জসহ প্রাপ্য বা প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ"। অর্থাৎ সেবার ক্ষেত্রে যে মূল্যে সেবাটি বিক্রি করা হয়, সে মূল্যই হলো সর্বমোট প্রাপ্তি। সেবার ক্ষেত্রে যেহেতু কোন প্রকৃত বিক্রয় মূল্য ঘোষিত/নির্ধারিত/অনুমোদিত নেই, তাই যে মূল্যে সেবাটি বিক্রি করা হয়, সে মূল্যই হলো 'সর্বমোট প্রাপ্তি'। সে মূল্যের ভিত্তিতেই ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। ডিসকাউন্ট দেয়া হলে, ডিসকাউন্ট দেয়ার পর যে মূল্যে সেবাটি বিক্রি করা হয়, সে মূল্যই হলো 'সর্বমোট প্রাপ্তি'। তাই, সে মূল্যের ওপরই ভ্যাট আরোপিত হবে।

আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় আসবাবপত্র সেবা হিসেবে বিবেচিত। ভ্যাট আইন অনুসারে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কোন পণ্যকে সেবা হিসেবে এবং কোন সেবাকে পণ্য হিসেবে ঘোষণা করতে পারে। আসবাবপত্র যেহেতু সেবা হিসেবে বিবেচিত এবং যেহেতু সেবার ক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট দেয়ার পর যে মূল্যে বিক্রি করা হয় সে মূল্যই হলো 'সর্বমোট প্রাপ্তি', সেহেতু ডিসকাউন্ট দেয়ার পর যে মূল্যে সেবাটি বিক্রি করা হয় সে মূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-২৩৪: আমরা ব্যাটারী উৎপাদন করে বিক্রি করি। বিক্রির সময় ২/৩ বছরের ওয়ারেন্টি দেয়া হয়। ওয়ারেন্টিকৃত সময়ের মধ্যে ব্যাটারীতে কোন ত্রুটি দেখা দিলে তা বিনামূল্যে মেরামত করে দেয়া হয় বা প্রয়োজনে ব্যাটারী বিনামূল্যে বদল করে দেয়া হয়। প্রথম বিক্রির সময় ভ্যাট চালান ইস্যু করে, ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রি করা হয়। পরবর্তীতে প্রয়োজনে ব্যাটারী বদল করে দিলে কোন মূল্য নেয়া হয় না। তাই, ব্যাটারী বদল করে দিলে, ওই ব্যাটারী সরবরাহের সময় ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে কিনা, ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে কিনা, পরিশোধ করলে কে পরিশোধ করবে - ক্রেতা নাকি বিক্রেতা ইত্যাদি বিষয়সমূহের ওপর অনুগ্রহ করে আলোকপাত করুন। *[মোঃ সাইফুদ্দিন, সহকারী ব্যবস্থাপক (ভ্যাট), নাভানা ব্যাটারীজ লিঃ, ফৌজদারহাট, চট্টগ্রাম।]*

উত্তর: ডিসকাউন্ট প্রদান, ওয়ারেন্টি রিপ্লেসমেন্ট ইত্যাদি বিষয়গুলো বিশেষ ধরনের কর্মকাণ্ড। এ ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড খুব বেশি হয় না। তাই, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় এবিষয়সমূহে এখনও পূর্ণাঙ্গ বিধি-বিধান প্রণীত হয়নি। তবে, কিছু কিছু বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে কিছু প্র্যাকটিস সৃষ্টি হয়েছে, যার ভিত্তিতে এ ধরনের সমস্যার সমাধান করা যায়। পণ্যের ক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট দেয়ার স্পষ্ট বিধান আছে। তিনটি শর্ত পালন করে পণ্যের ক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট প্রদান করার বিধান ছিল। যথা:- ১. কোন্ মেয়াদে কোন্ কোন্ বিক্রয়কেন্দ্র থেকে ডিসকাউন্ট দেয়া হবে তা জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করে ভ্যাটের বিভাগীয় কর্মর্তাকে অবহিত করতে হয়; ২. অনুমোদিত মূল্যের ১৫ শতাংশের বেশি ডিসকাউন্ট দেয়া যাবে না; এবং ৩. তিন শত পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে ৩০ দিনের বেশি সময়ের জন্য ডিসকাউন্ট দেয়া যাবে না। বর্তমানে (২০১৬) শর্ত (২) ও (৩) বাতিল করা হয়েছে। সেবার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীক স্বাভাবিক রীতি-নীতি অনুসারে ডিসকাউন্ট দেয়া যায়। যেহেতু সেবার ক্ষেত্রে কোন মূল্য অনুমোদন নিতে হয় না এবং যেহেতু সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট আরোপ হয় সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর এবং যেহেতু সর্বমোট প্রাপ্তি হলো সেবা প্রদানের বিনিময়ে যে মূল্য গ্রহণ করা হয় সেই মূল্য; সেহেতু সেবার ক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট প্রদানের প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক ব্যবসায়ীক রীতি-নীতি অনুযায়ী যে মূল্যে সেবা প্রদান করা হয় সে মূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়।

এবার ওয়ারেন্টি রিপ্লেসমেন্টের কথায় আসি। ওয়ারেন্টি রিপ্লেসমেন্ট হয় পণ্যের ক্ষেত্রে। পণ্যের ক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি রিপ্লেসমেন্ট বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান এখনও প্রণীত হয়নি। তবে, মোবাইল ফোনের সীমকার্ডের ক্ষেত্রে রিপ্লেসমেন্ট সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একটি ব্যাখ্যাপত্র ছিল। ব্যাখ্যাপত্র নং-০৭/মূসক/২০০৫, তারিখ: ১৩.০৬.২০০৫। এই ব্যাখ্যাপত্রে বলা ছিল যে, হারিয়ে যাওয়া, চুরি হওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে মোবাইল টেলিফোনের নম্বর অপরিবর্তিত রেখে সীমকার্ড বা অনুরূপ কার্ড প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে নতুনভাবে শুল্ক-কর প্রদান করতে হবে না। তবে, মোবাইল টেলিফোন সংযোগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে এ ধরনের কার্ড প্রতিস্থাপনের তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রতি মাসে দাখিলপত্র পেশ করার সময় ওই তথ্যাদি সংযুক্ত করে সংশ্লিষ্ট ভ্যাট দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। এই ব্যাখ্যাপত্রটি এবারে (২০১৪) বাতিল করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মোবাইল ফোনের সীমকার্ড আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় পণ্য নয়, বরং সেবা হিসেবে বিবেচিত। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কোন পণ্যকে সেবা হিসেবে এবং কোন সেবাকে পণ্য হিসেবে ঘোষণা করতে পারে। পণ্যের ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত কোন বিধি-বিধান না থাকলেও মাঠ পর্যায়ে কিছু প্র্যাকটিস সৃষ্টি হয়েছে। যেমন: কোন আইটেম প্রতিস্থাপন করতে হলে পূর্বের আইটেমটি ফেরৎ আনা হয়। সাধারণতঃ ৯০ দিন পরেই এধরনের প্রতিস্থাপন হয়ে থাকে তাই, ক্রেডিট নোট ইস্যু করা হয় না। পূর্বের আইটেমের মডেল নাম্বার এবং নতুন আইটেমের মডেল নাম্বার উল্লেখ করে নতুন আইটেমটি ভ্যাট পরিশোধ ব্যতিরেকে, ভ্যাট চালান ইস্যু করে সরবরাহ দেয়া হয়। মূসক-১৭, ও মূসক-১৮ রেজিস্টারের মন্তব্য কলামে নোট রাখা হয়। পূর্বের আইটেমটি মেরামত করে পুণরায় স্বাভাবিকভাবে ভ্যাট চালান ইস্যু করে, ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রি করা হয়। এ ধরনের বিক্রির তথ্যগুলো স্বচ্ছভাবে রাখা হয়। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-২২ এর উপ-বিধি (২) অনুসারে, হিসাবপত্র এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে তা সহজে নিরীক্ষা করা যায়। বিনামূল্যে ব্যাটারীর ওয়ারেন্টি রিপ্লেসমেন্টের

ক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে, এধরনের বক্তব্য মোটেও যুক্তিসঙ্গত বা বাস্তবসম্মত নয়। আবার, ওয়ারেন্টি রিপ্লেসমেন্টের আড়ালে যেন স্বাভাবিক ভ্যাট ফাঁকি হয়ে না যায় সে বিষয়টিও নজরে রাখতে হবে। তাই, স্বচ্ছভাবে হিসাবপত্র সংরক্ষণের মাধ্যমে বিনামূল্যে এবং ভ্যাট পরিশোধ ব্যতীত ওয়ারেন্টি রিপ্লেসমেন্ট করা যায় বলে আমার অভিমত। তবে, এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত নেয়া যায়।

প্রশ্ন-২৩৫: ***আমাদের প্রতিষ্ঠান আইসক্রিম প্রস্তুত করে। আমরা মাঝে মাঝে ডিসকাউন্ট দেয়ার সার্কুলার দেই। তখন আমাদের আইসক্রিম ক্রেতা ডিলারগণ ডিসকাউন্ট রেটে আইসক্রিম নেয়ার জন্য আমাদের কাছে টাকা জমা দেয়। আমরা জমাকৃত টাকার বিপরীতে সব আইসক্রিম একবারে সরবরাহ করতে পারি না। কারণ, আমাদের ফ্যাক্টরীর নির্দিষ্ট উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। তাছাড়া, ক্রেতার আইসক্রিম সংরক্ষণ করার স্থানাভাবের কারণে একবারে সব আইসক্রিম ক্রেতা সরবরাহ নেয় না। এরূপক্ষেত্রে আমরা অল্প অল্প করে আইসক্রিম ডেলিভারী দেই। ইতোমধ্যে আমাদের ডিসকাউন্ট দেয়ার সময় পার হয়ে যায়। কিন্তু যে টাকা ক্রেতা একবারে জমা দিয়েছে সে টাকা বাবদ সব আইসক্রিম সরবরাহ দেয়া শেষ হয় না। এভাবে ডিসকাউন্ট সময় পার হয়ে গেলে পূর্বে পরিশোধিত মূল্যের বিপরীতে ডিসকাউন্ট মূল্যে আইসক্রিম সরবরাহ করা যাবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। এবং ডিসকাউন্ট সময়ের মধ্যে ভ্যাট চালান ইস্যু করে ডিসকাউন্ট সময়ের পর আইসক্রিম সরবরাহ করা যাবে কিনা সে বিষয়ে মতামত দিন।*** *[মোঃ এমদাদুল হক, এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (এ্যাকাউন্টস) এবং মোঃ নাসির উদ্দিন, এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ভ্যাট এন্ড এ্যাকাউন্টস), কাজী ফার্মস, বাড়ি নং-৮৪, রোড নং-৭/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।]*

উত্তর: না, ডিসকাউন্ট সময় পার হয়ে গেলে পূর্বে পরিশোধিত মূল্যের বিপরীতে ডিসকাউন্ট মূল্যে আইসক্রিম সরবরাহ করা যাবে না এবং ডিসকাউন্ট সময়ের মধ্যে ভ্যাট চালান ইস্যু করে ডিসকাউন্ট সময়ের পর আইসক্রিম সরবরাহ করা যাবে না। ডিসকাউন্ট হলো একটা সুবিধা। এই সুবিধা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রদান করা হয়। এই সময়ের বাইরেও যদি এই সুবিধা প্রদান করা হয়, তাহলে সরকারী রাজস্ব আদায় ঝুঁকির মধ্যে পড়ার আশংকা থাকে। ডিসকাউন্ট প্রদানের জন্য তিনটি শর্ত ছিল। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, **১৯৯১** এর বিধি ৩ এর উপ-বিধি ৬ এ উহা বর্ণিত ছিল। শর্ত তিনটি হলো (১) ডিসকাউন্ট দেয়ার পর যে মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা হবে সেই মূল্য এবং যে মেয়াদের জন্য ডিসকাউন্ট কার্যকর হবে সেই মেয়াদ উল্লেখ করে জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে এবং তা সংশ্লিষ্ট ভ্যাট অফিসের বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। (২) ডিসকাউন্টের পরিমাণ পণ্যের প্রকৃত মূল্যের **১৫** (পনের) শতাংশের বেশি হতে পারবে না। এবং (৩) যে কোন বারো মাস সময়ে সর্বোচ্চ ত্রিশ দিনের জন্য ডিসকাউন্ট প্রদান করা যাবে। **২০১৬-১৭** অর্থ বছরের বাজেটে বিধি সংশোধন করে শর্ত (২) ও (৩) বাতিল করা হয়েছে। ডিসকাউন্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যদি ডিসকাউন্ট মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা যায় এবং ডিসকাউন্ট সময়ের মধ্যে ভ্যাট চালান ইস্যু করে যদি ডিসকাউন্ট সময়ের পরেও পণ্য সরবরাহ করা যায়; তাহলে ডিসকাউন্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অনেকদিন পর্যন্ত ডিসকাউন্ট মূল্যে পণ্য বিক্রি করা সম্ভব। যা একদিকে রাজস্ব আদায়ের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, অন্যদিকে স্বাভাবিক ব্যবসায়ীক রীতি-নীতির সাথেও সঙ্গতীপূর্ণ নয়। তাই, ডিসকাউন্ট প্রদান করার শর্ত পরিপালন করে ডিসকাউন্ট প্রদান করতে হবে। ডিসকাউন্ট প্রদানের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে। ওই সময়ের মধ্যে ডিসকাউন্ট দিতে হবে। ডিসকাউন্ট সময় পার হয়ে গেলেও যদি ডিসকাউন্ট মূল্যে পণ্য বিক্রি করা যায় এবং যদি ডিসকাউন্ট সময়ের মধ্যে ভ্যাট চালান ইস্যু করে পরবর্তীতে পণ্য সরবরাহ দেয়া যায়, তাহলে ডিসকাউন্ট দেয়ার বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। পণ্য প্রকৃত মূল্যেই বিক্রি করার কথা। কারণ, প্রকৃত মূল্যের মধ্যে উপকরণ ব্যয়, মূল্য সংযোজন এবং মুনাফা অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রকৃত মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে পারলেই স্বাভাবিক ব্যবসায়ীক রীতি-নীতি বহাল থাকে। দীর্ঘদিন যাবৎ ডিসকাউন্ট মূল্যে পণ্য বিক্রি করা ব্যবসায়ীক রীতি-নীতির সাথে সঙ্গতীপূর্ণ নয়। তাই, বর্ণিত শর্ত যথাযথভাবে পালন করেই ডিসকাউন্ট প্রদান করে পণ্য বিক্রি করা আবশ্যক।

প্রশ্ন-২৩৬: ***পণ্য বিক্রয়ের কৌশল হিসেবে আমরা মাঝে মাঝে পুরস্কার ঘোষণা করি। যেমন: কোন একটি পণ্যের সাথে একটি স্ক্র্যাচ কার্ড প্রদান করা হয়। ওই স্ক্র্যাচ কার্ডে গোপনীয় নম্বর বা পুরস্কারের ছবি মুদ্রিত থাকে। ওই স্ক্র্যাচ কার্ডের ভিত্তিতে ক্রেতাদেরকে আমরা পুরস্কার প্রদান করি। আমার প্রশ্ন হলো, ওই পুরস্কারগুলো কিনতে অর্থ ব্যয় করতে হয়। অনেক সময় ভ্যাট পরিশোধ করে পুরস্কারগুলো কেনা হয়। তাই, বিক্রিত পণ্যের মূল্য ঘোষণায় পুরস্কার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে কিনা এবং পুরস্কার কেনার সময় যদি ভ্যাট পরিশোধ করা হয়ে থাকে, তাহলে ওই ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মো: আবু মুসলীম সাইফুদ্দিন, এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ট্যাক্সেশন), ম্যারিকো বাংলাদেশ লিমিটেড।]*

উত্তর: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য বিক্রির জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে। কোন প্রতিষ্ঠান স্ক্র্যাচ কার্ড প্রদান করে। স্ক্র্যাচ কার্ডে মুদ্রিত পুরস্কার ক্রেতাকে প্রদান করে। আবার, কখনো দেখা যায় যে, কয়েক পিছ পণ্য একত্রে একটা প্যাকেজ প্রস্তুত করা হয়। ওই প্যাকেজের সাথে অন্য একটা পণ্য ফ্রী প্রদান করা হয়। আবার, কখনো একই পণ্য কয়েকটা কিনলে একটা ফ্রী দেয়া হয়। অর্থাৎ পণ্যের বিক্রেতাগণ তাদের পণ্য বিক্রী বৃদ্ধি করার জন্যে নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। যে পণ্য বা পুরস্কার ফ্রী দেয়া হয়, তা মূল পণ্যের মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে কিনা এবং পুরস্কার ক্রয়ের ওপর রেয়াত পাওয়া যাবে কিনা - এ বিষয়গুলো সবক্ষেত্রে একইরকম নয়। পণ্য বিক্রী বৃদ্ধি করার একটা পদ্ধতি হলো স্ক্র্যাচ কার্ডের ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদান। স্ক্র্যাচ কার্ডের মাধ্যমে নানাবিধ পুরস্কার দেয়া হয়। যেমন: টেলিভিশন, ক্যামেরা, গাড়ী ইত্যাদি। যদি এমন হয় যে, মূল পণ্য বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান নিজে সরাসরি ওই সব পুরস্কার অর্থাৎ টেলিভিশন, ক্যামেরা, গাড়ী ইত্যাদি ক্রয় করে এবং নিজে সরাসরি মূল পণ্যের ক্রেতাদেরকে এই পুরস্কারগুলো প্রদান করে, তাহলে পদ্ধতি এক রকম। এরূপ ক্ষেত্রে মূল পণ্যের মূল্য ঘোষণা দেয়ার সময় মূল্য ঘোষণা ফরম অর্থাৎ 'মূসক-১' ফরমের মূল্য সংযোজনের কলামে (কলাম ৮ ও ৯) উপহার হিসেবে খরচ উল্লেখ করতে হবে। মূল পণ্যের প্রতি আইটেমে উপহার বাবদ কত খরচ হয়, তা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা হিসেব করে বের করবে। এবং মূল পণ্যের মূল্য ঘোষণা দেয়ার সময় সেই পরিমাণ অর্থ মূল্য সংযোজনের কলামে উল্লেখ করবে। টেলিভিশন, ক্যামেরা, গাড়ী ইত্যাদি ভ্যাট পরিশোধ করে ভ্যাট চালানসহ ক্রয় করলেও ওই ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে না। কারণ, এই আইটেমগুলো আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় উপকরণ নয়। মূল্য সংযোজন কর আইন, **১৯৯১**

এর ধারা ২ এর দফা (গ)-তে উল্লেখ আছে যে, কী কী উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে, আর কী কী উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে না। সে মোতাবেক, টেলিভিশন, ক্যামেরা, গাড়ী ইত্যাদি উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে না। তাই, এগুলোর ওপর রেয়াত পাওয়া যাবে না। তবে, অনেক প্রতিষ্ঠান আর এক পদ্ধতিতে পুরস্কার প্রদান করে থাকে। তা হলো, পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব কোন অনুষ্ঠান আয়োজক প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দেয়া হয়। অনুষ্ঠান আয়োজক প্রতিষ্ঠানকে বলে দেয়া হয় যে, কী কী পুরস্কার হিসেবে দেয়া হবে। অনুষ্ঠান আয়োজক প্রতিষ্ঠান যাবতীয় আয়োজন করে পুরস্কার কিনে পুরস্কার দেয়ার পর অনুষ্ঠান আয়োজক হিসেবে মূল পণ্যের মালিককে বিল দাখিল করে। পনের শতাংশ ভ্যাটসহ ভ্যাট চালান দাখিল করে। মূল পণ্যের মালিক ভ্যাটসহ মূল্য পরিশোধ করে। অনুষ্ঠান আয়োজক সেবা হলো রেয়াতযোগ্য সেবা। মূল পণ্যের মালিক প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠান আয়োজক প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত ভ্যাট রেয়াত নিয়ে নেয়। সেক্ষেত্রে মূল পণ্যের মূল্য ঘোষণা দেয়ার সময় মূল্য ঘোষণা ফরমে অর্থাৎ 'মূসক-১' ফরমের উপকরণের কলামে (৫, ৬ ও ৭ নং কলামে) সেলস প্রমোশন হিসেবে উপকরণ মূল্য লিপিবদ্ধ করতে হয়। পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি করার জন্য আরো অনেক পদ্ধতি রয়েছে। প্রতিটি পদ্ধতির ক্ষেত্রেই বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং রেয়াত গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয় আলাদা হতে পারে। তাই, প্রতিটি পরিস্থিতি আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে।

প্রশ্ন-২৩৭: ***টুথপেস্ট উৎপাদনকারী একটি প্রতিষ্ঠান টুথপেস্টের সাথে একটি ছোট দুই টাকা মূল্যের শ্যাম্পু উপহার হিসেবে সরবরাহ করতে চাই। এক্ষেত্রে ভ্যাটের বিধান কি অনুগ্রহ করে জানাবেন।*** *[মাহমুদ হাসান ফারুক, ইস্কাটন, ঢাকা।]*

উত্তর: পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য বিক্রেতাগণ নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন। উপহার দেয়া হলো এমন একটি কৌশল। উপহার দেয়ার বিভিন্ন রকম বাস্তব পরিস্থিতি রয়েছে। যেমন: টুথপেস্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানেই শ্যাম্পু উৎপাদন করা হতে পারে এবং টুথপেস্টের প্যাকেটের মধ্যে একটি করে শ্যাম্পুর প্যাকেট ঢুকিয়ে দেয়া হতে পারে। আবার, এমন হতে পারে যে, টুথপেস্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানেই শ্যাম্পু উৎপাদন করা হয়। টুথপেস্ট এবং শ্যাম্পু বিক্রয়কেন্দ্রে, ডিলারের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। টুথপেস্ট বিক্রির সময় একটি করে শ্যাম্পুর প্যাকেট ফ্রি দিয়ে দেয়া হয়। আবার, এমন হতে পারে যে, টুথপেস্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে শ্যাম্পু উৎপাদন করা হয় না, বরং অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হতে শ্যাম্পু ক্রয় করা হয় এবং টুথপেস্টের উৎপাদনস্থল থেকেই টুথপেস্টের প্যাকেটের মধ্যে দিয়ে দেয়া হয়। আবার, এমন হতে পারে যে, অন্যত্র থেকে শ্যাম্পু কিনে ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর, বিক্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখান থেকে টুথপেস্ট বিক্রি করার সময় একটি করে শ্যাম্পু দিয়ে দেয়া হয়। এ সংক্রান্ত আরো বিভিন্ন রকমের পরিস্থিতি হতে পারে। প্রতিটি পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ভ্যাট সংক্রান্ত বিধান হবে একটু পৃথক। তাই, এখানে সাধারণভাবে জবাব দেয়া হলো। টুথপেস্ট এবং শ্যাম্পু যদি একই প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন করা হয়, তাহলে টুথপেস্টের মূল্য ঘোষণার মধ্যেই শ্যাম্পুর উপাদানগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মূল্য ঘোষণায় উপকরণ কলামে এই উপাদানগুলো লিখতে হবে। এর বিপরীতে নোট রাখা যায় যে, শ্যাম্পুটি উপহার হিসেবে দেয়া হবে। ভ্যাট চালানে লিখতে হবে টুথপেস্ট। টুথপেস্টের সাথে শ্যাম্পু দিয়ে দিতে হবে। টুথপেস্টের মূল্য ঘোষণায় শ্যাম্পুর উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা আছে। তাই, এই উপকরণের ওপর রেয়াত প্রাপ্য হবে। শ্যাম্পু যদি উৎপাদন না করে কেনা হয়, তাহলে ধরা যাক, ভ্যাট চালানসহ শ্যাম্পু কেনা হয়েছে। টুথপেস্টের মূল্য ঘোষণায় উপকরণ কলামে শ্যাম্পু লিখতে হবে। এখানে নোট রাখা যায় যে, শ্যাম্পু উপহার হিসেবে দেয়া হবে। যেহেতু ভ্যাট চালান আছে, তাই উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে। ভ্যাট চালান ইস্যু করে টুথপেস্ট বিক্রি করতে হবে। সাথে শ্যাম্পু দিয়ে দিতে হবে। আমাদের দেশের ভ্যাট সিস্টেমে ফ্রি দেয়া, অল্প মূল্যে দেয়া ইত্যাদির ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য। পণ্যের মূল্য মালিকের প্রাপ্য, আর ভ্যাট প্রাপ্য সরকারের। মালিক তার মূল্য না নিতে পারেন কিন্তু সরকারের ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। কারণ, সরকার ওই আইটেমের ওপর ভ্যাট মওকুফ করেনি। অধিকন্তু, উপহার হিসেবে দেয়া হলেও প্রকৃত অর্থে তার মূল্য ভোক্তাকে পরিশোধ করতে হয়। যেমন: আলোচ্য উদাহরণের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, টুথপেস্টের মূল্যের সাথে শ্যাম্পুর মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই, প্রকৃত অর্থে শ্যাম্পুর মূল্য ক্রেতা পরিশোধ করে। কিন্তু মার্কেটিং কৌশল হিসেবে এই বিক্রয়কে উপহার হিসেবে প্রদর্শন করা হয়।

২৪. সার্ভিস চার্জ, টেস্টিং ফি

প্রশ্ন-২৩৮: ***প্রতি বর্গফুট ৭০ টাকা হিসেবে ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়া হয়েছে। এই ৭০ টাকা ফ্ল্যাটের মালিককে দেয়া হবে। কমন সার্ভিস চার্জের (জেনারেটর মেইনটেইন্যান্স, জ্বালানী, ক্লিনিং, সিকিউরিটি, ফায়ার সেফটি, বিল্ডিং মেইনটেইন্যান্স, লিফট ইত্যাদি) জন্য প্রতি বর্গফুট ১৫ টাকা হিসেবে ওই বিল্ডিং-এর ফ্ল্যাট মালিক এ্যাসোসিয়েশনকে দেয়া হবে। একই চুক্তিনামায় এ দুটি বিষয় উল্লেখ আছে। ১৫ টাকার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কিনা এবং প্রযোজ্য হলে কত শতাংশ হারে প্রযোজ্য হবে সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[শাহাদাত হোসেন, এক্সিকিউটিভ, সাস কনস্ট্রাকশন্স লিঃ, মতিঝিল, ঢাকা।]*

উত্তর: এক্ষেত্রে ১৫ টাকার ওপর 'স্থান ও স্থাপনা ভাড়াগ্রহণকারী' সেবা হিসেবে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৪) অনুসারে, সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর ভ্যাট ধার্য করতে হবে। একই আইনের ধারা ২ এর দফা (ভ) অনুসারে, "সর্বমোট প্রাপ্তি" অর্থ করযোগ্য সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে মূল্য সংযোজন কর ব্যতীত কমিশন বা চার্জসহ প্রাপ্য বা প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ।" অর্থাৎ ভ্যাট আরোপযোগ্য মূল্যের মধ্যে কমিশন, চার্জ, ফী ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এক্ষেত্রে ৭০ টাকা এবং ১৫ টাকা এ দুটি মূল্য প্রদান করা হচ্ছে ভাড়ার বিনিময়ে। কমন সার্ভিসসমূহ ভাড়ার অংশ। কমন সার্ভিসের জন্য যে চার্জ নেয়া হচ্ছে তা ভাড়ার অংশ। তাই, সার্ভিস চার্জসহ সর্বমোট ভাড়ার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে কমন সার্ভিসগুলোকে 'অন্যান্য বিবিধ সেবা' বা অন্য কোন সেবার আওতাভুক্ত করার অবকাশ নেই। কারণ, এই কমন সার্ভিসগুলো ভাড়ার অংশ। ফ্ল্যাট ভাড়া না নিলে এই কমন সার্ভিসগুলো নেয়ার প্রয়োজন

হতো না। প্রতি বর্গফুট ভাড়ার বিপরীতে সর্বমোট প্রাপ্তি হলো ৭০ টাকা এবং ১৫ টাকা, অর্থাৎ ৮৫ টাকা। তাই, এক্ষেত্রে ৮৫ টাকার ওপর 'স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী' হিসেবে বর্তমানে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-২৩৯: ***চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী এ্যান্ড এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধীন পোল্ট্রি রিসার্স এন্ড ট্রেনিং সেন্টার-এ একটি টেস্টিং ল্যাব আছে। সেখানে পোল্ট্রি, ফিশারীজ ও জীবজন্তুর বিভিন্ন পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা হয় এবং ফী নেয়া হয়। উক্ত ফী-এর ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোঃ দেলোয়ার হোসেন, এ্যাকাউন্টস অফিসার, পোল্ট্রি রিসার্স এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী এ্যান্ড এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, খুলশী, চট্টগ্রাম।]*

উত্তর: এই সেবাটিকে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিল বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কোন এস, আর, ও এর মাধ্যমে ভ্যাট থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়নি। তাই, এই সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। এই সেবাটি মূল্য সংযোজন কর আইনের বিধানাবলী অনুসারে 'জরিপ সংস্থা' সেবার আওতাভুক্ত হবে। কারণ, জরিপ সংস্থার সেবার সংজ্ঞায় 'রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পাদনকারী' অন্তর্ভুক্ত আছে। এই সেবার বিপরীতে ভ্যাট ১৫ (পনের) শতাংশ। তাই, টেস্টিং ল্যাবরেটরীকে ভ্যাট সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন করতে হবে। ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে। ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

২৫. ফি, রয়্যালটি, চার্জ, কমিশন (বিধি ১৮ঙ)

প্রশ্ন-২৪০: *রয়্যালটি বিদেশে প্রেরণ করা হলে ভ্যাট আরোপ করা হবে কি?*

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর বিধিমালার বিধি-১৮(ঙ) অনুসারে বিবিধ ফি, রয়্যালটি, চার্জ, লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, পারমিট, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন সংযোগ ইত্যাদির ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে যা উৎসে কর্তন করার বিধান করা রয়েছে। তাই, রয়্যালটি যদি বিদেশে প্রেরণ করা হয়, সেক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। রয়্যালটি সাধারণতঃ ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশে প্রেরণ করা হয়। সেক্ষেত্রে ব্যাংক রয়্যালটির অর্থ প্রেরণ করার সময় ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে এবং যথানিয়মে কর্তনের ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সরকারী কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করবে। রয়্যালটি দেশের মধ্যে প্রদান করা হলে ভ্যাট আরোপিত হবে। এ বিষয়ে জনমনে কোনো বিভ্রান্তি নেই। কিন্তু রয়্যালটির অর্থ বিদেশে প্রেরণ করা হলে তার ওপর ভ্যাট আরোপিত হবে কি-না সে বিষয়ে জনমনে কিঞ্চিত বিভ্রান্তি রয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, বৈদেশিক মুদ্রায় কোনো মূল্য পরিশোধিত হলে তার ওপর ভ্যাট আরোপিত হয় না। এ ধারণা সঠিক নয়। রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করলে তার ওপর ভ্যাট আরোপিত হবে না সত্য কিন্তু কোনো পণ্য বা সেবার মূল্য যদি বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করা হয়, তাহলে তার ওপর ভ্যাট আরোপিত হবে। বিদেশী কোনো প্রতিষ্ঠানের বা পণ্যের রয়্যালটি প্রদান করা, অন্য কথায় বলতে গেলে আমদানিকৃত সেবার মূল্য পরিশোধ করা। তাই, এরূপক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-২৪১: *রয়্যালটি পূর্বে পেমেন্ট করা হয়নি। এখন পেন্ডিং বিলের ওপর রয়্যালটি দিতে হবে কি?*

উত্তর: পূর্বে পেমেন্ট না করলে বকেয়া হয়ে গেছে। অবশ্যই বকেয়া পরিশোধ করতে হবে। বকেয়া পরিশোধ করতে হলে ২ শতাংশ মাসিক সরল সূদসহ পরিশোধ করতে হয়। পরিশোধ করে দেয়াই শ্রেয়। অন্যথায়, মামলা বা অডিট আপত্তি হতে পারে।

প্রশ্ন-২৪২: ***আমরা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের অঙ্গনে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান - ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রীজ (এফবিসিসিআই)। শিল্প ও বাণিজ্যের সাথে জড়িত সারা দেশের সংগঠনসমূহ আমাদের সদস্য। আমাদের সদস্যগণ আমাদেরকে বার্ষিক ফী প্রদান করে। এই ফী'র ওপর এ যাবৎ ভ্যাট অফিস থেকে ভ্যাট চাওয়া হয়নি। বর্তমানে কোন কোন ভ্যাট অফিস থেকে বলা হচ্ছে যে, আমাদের সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক ফী'র ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের সদস্য সংগঠনসমূহ অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। তারা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়সহ সরকারকেও সেবা প্রদান করে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড উন্নয়ন, আইন-কানুন পরিপালন সহজীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের সদস্য সংগঠনসমূহ এবং আমরা কাজ করে থাকি। আমাদের সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক ফী'র ওপর আয়কর অব্যাহতি দেয়া আছে। এক্ষেত্রে ভ্যাট সংক্রান্ত বিধান কি হবে তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।*** *[শাহ্ মোঃ আব্দুল খালেক, অতিরিক্ত সচিব, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রীজ (এফবিসিসিআই), মতিঝিল, ঢাকা।]*

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ১৮ঙ অনুসারে বিবিধ ফি, রয়্যালটি, চার্জ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন করতে হবে। এই বিধি অনুসারে, সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, পারমিট প্রদান বা নবায়নকালে ওই সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের ওপর উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন করতে হবে। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রীজ (এফবিসিসিআই) সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আওতায় পড়ে না। তাই, এফবিসিসিআই-এর সদস্য সংগঠন কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক চাঁদার ওপর বিধি ১৮ঙ অনুসারে উৎসে ভ্যাট আদায় প্রযোজ্য হবে না। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিলে ভ্যাট থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবাসমূহ তালিকাভুক্ত করা আছে। কোন সংগঠনের সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক চাঁদা এই তফসিলে অন্তর্ভুক্ত নেই। অর্থাৎ এরূপ চাঁদার ওপর ভ্যাট অব্যাহতি নেই। তাই, এরূপ চাঁদার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে মর্মে প্রতিয়মান হয়। বার্ষিক ফী বা অনান্য ফী দেয়া হয় কিছু সেবা নেয়ার জন্য। তাই, এই প্রাপ্তিকে বলা যায় সেবার বিনিময়ে প্রাপ্তি। ভ্যাট ব্যবস্থায় ভ্যাট আরোপিত হয় সর্বমমোট প্রাপ্তির ওপর। সর্বমোট প্রাপ্তির অর্থ হলো কোন করযোগ্য সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে কমিশন বা চার্জসহ প্রাপ্য বা প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ। তাই, এধরনের বার্ষিক চাঁদার ওপর ভ্যাট আইনের বর্তমান বিধান অনুসারে ভ্যাট প্রযোজ্য হয়।

তবে, আমরা জানামতে, এ ধরনের চাঁদার ওপর মাঠ পর্যায়ে ভ্যাট আদায় করা হয় না। অর্থাৎ মাঠ পর্যায়ে এ বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশের আয়কর আইন অনুসারে, এ ধরনের ফী'র ওপর আয়কর অব্যাহতি দেয়া আছে। তাই, ব্যবসা-বাণিজ্যের অঙ্গনে দেশের অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে আপনারা এ ধরনের ফী'র ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে কিনা সে বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত গ্রহণ করতে পারেন।

প্রশ্ন-২৪৩: ***আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম আইসিবি ক্যাপিট্যাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ। আমরা ইস্যু ম্যানেজমেন্ট, আন্ডাররাইটিং এবং পোর্টফলিও ম্যানেজমেন্ট করে থাকি। আমরা যখন ক্লায়েন্টের পক্ষে শেয়ার কিনে রাখি, তখন তার পোর্টফলিও মূল্যের ওপর বাৎসরিক ১ শতাংশ হারে পোর্টফলিও ম্যানেজমেন্ট ফি আদায় করে থাকি। আবার, শেয়ার কেনা-বেচার কমিশনের একটা অংশ (.১০ শতাংশ) আমরা ব্রোকারেজ কমিশন হিসাবে পেয়ে থাকি। পোর্টফলিও ম্যানেজমেন্ট ফি এবং ব্রোকারেজ কমিশনের ওপর আমরা কখনও ভ্যাট পরিশোধ করিনি। আমাদের জানামতে, আমাদের মত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও এই আইটেমগুলোর ওপর ভ্যাট পরিশোধ করে না। সম্প্রতি বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক আমাদের প্রতিষ্ঠান অডিট করার সময় আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, পোর্টফলিও ম্যানেজমেন্ট ফি এবং ব্রোকারেজ কমিশনের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করার আবশ্যকতা ছিল। এ বিষয়ের ওপর অনুগ্রহ করে আপনার মতামত দিন।*** *[শরিফ মোহাম্মদ কিবরিয়া, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার, আইসিবি ক্যাপিট্যাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ, বিডিবিএল ভবন, ৮ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।]*

উত্তর: পোর্টফলিও ম্যানেজমেন্ট ফি এবং ব্রোকারেজ কমিশনের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিল এর অনুচ্ছেদ নং ৪ এর দফা (গ) অনুসারে, স্টক ও সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ এরূপ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ভ্যাটমুক্ত। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ২২৪-আইন/২০১৭/৭৭৪-মূসক, তাং ০১ জুলাই, ২০১৭ এর 'টেবিল-৪' অনুসারে, 'স্টক ও সিকিউরিটি ব্রোকার' এর ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য নেই। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'স্টক ও সিকিউরিটি ব্রোকার' সেবার কোড হলো এস০৭৫.০০। এই সেবার সংজ্ঞা হলো: 'স্টক ও সিকিউরিটি ব্রোকার অর্থ কমিশনের বিনিময়ে কোন বেনিফিশিয়ারী ওনার'স একাউন্টসধারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় কার্যে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা'। অর্থাৎ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করার সেবা থেকে যে কমিশন পাওয়া যায় তা ভ্যাটমুক্ত। সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট আরোপিত হয় সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২ এর দফা (ভ) অনুসারে, 'সর্বমোট প্রাপ্তি অর্থ করযোগ্য সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে মূল্য সংযোজন কর ব্যতীত কমিশন বা চার্জসহ প্রাপ্য বা প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ'। অর্থাৎ সেবা প্রদানকারী কর্তৃক সেবা প্রদানের বিনিময়ে বিভিন্ন নামে যে মূল্য গ্রহণ করা হয়, তা ভ্যাট আরোপযোগ্য। যখন কোন সেবার ওপর ভ্যাট মওকুফ করা হয়, তখন এই সমুদয় অর্থকেই মওকুফ করা হয়। তাই, আপনাদের ক্ষেত্রে পোর্টফলিও ম্যানেজমেন্ট ফি, যা আপনারা বার্ষিক ভিত্তিতে নিয়ে থাকেন তা ভ্যাট মওকুফের আওতায় পড়বে। আর ব্রোকারেজ কমিশন সরাসরি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় থেকে

প্রাপ্ত। তাই, ব্রোকারেজ কমিশনের ওপর ভ্যাট মওকুফ প্রযোজ্য হবে। তবে, আপনাদের প্রতিষ্ঠান যদি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব রয়েছে। সেক্ষেত্রে, আপনাদেরকে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন করতে হবে। তাছাড়া, আপনাদের প্রতিষ্ঠান যদি কোন স্থান বা স্থাপনা ভাড়া নিয়ে থাকে, তাহলে ওই স্থান বা স্থাপনা ভাড়ার ওপর ৯ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত প্রাপ্তির ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না। অডিটরদের বক্তব্য সঠিক নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন-২৪৪: ***আমার একজন ক্লায়েন্ট রেস্তোরাঁ সেবা প্রদান করেন। রেস্তোরাঁতে বিদেশী একটি রেস্তোরাঁর ব্র্যান্ডনেম এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। সে বাবদ ওই বিদেশী রেস্তোরাঁকে মূল্য পরিশোধ করতে হয়। পরিশোধিত মূল্যের ওপর আমার ক্লায়েন্ট ১৫ শতাংশ ভ্যাট নিজে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী খাতে জমা প্রদান করেন। বিদেশী রেস্তোরাঁর ব্র্যান্ডনেম ও প্রযুক্তি ব্যবহার আমার ক্লায়েন্টের রেস্তোরাঁর উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে কিনা এবং পরিশোধিত ভ্যাট তিনি রেয়াত নিতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[এ্যাডভোকেট মোঃ আনোয়ার হোসেন, সভাপতি, ঢাকা ট্যাক্সেস বার এ্যাসোসিয়েশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন (নীচতলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।]*

উত্তর: বিদেশী রেস্তোরাঁর ব্র্যান্ডনেম ও প্রযুক্তি ব্যবহার আপনার ক্লায়েন্টের রেস্তোরাঁর উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং আপনার ক্লায়েন্ট পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নিতে পারবেন। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২ এর দফা (গ) এর উপ-দফা (অ)-তে বর্ণিত আছে যে, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় কি কি উপকরণ এবং কি কি উপকরণ নয়। মূলতঃ শ্রম, ভূমি, ইমারত, অফিস যন্ত্রপাতি ও যানবহান উপকরণ নয়। এবং মূলতঃ সব ধরনের কাঁচামাল, গ্যাস বা অন্য কোন জ্বালানী, মোড়ক সামগ্রী, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ এবং সব ধরনের ভ্যাটযোগ্য সেবা হলো উপকরণ। আপনার ক্লায়েন্ট বিদেশী একটি রেস্তোরাঁর ব্র্যান্ডনেম এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। অর্থাৎ বিদেশ থেকে ওই সেবাগুলো আমদানি করেন। ব্র্যান্ডনেম ব্যবহারের বিপরীতে যে মূল্য পরিশোধ করা হয়, তাকে রয়্যালটি বলা যায়। প্রযুক্তি ব্যবহার 'অন্যান্য বিবিধ সেবা' হিসেবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। আবার, সম্পূর্ণ বিষয়টিকেও 'অন্যান্য বিবিধ সেবা' হিসেবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। উপরের বিবরণ অনুসারে, এই সেবাটি উপকরণ। কি কি বিষয়ের ওপর উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে না তা একই আইনের ধারা ৯ এ উল্লেখ আছে। রয়্যালটি বা অন্যান্য বিবিধ সেবা ধারা ৯ এ উল্লেখ নেই। তাই, আপনার ক্লায়েন্ট কর্তৃক বিদেশী রেস্তোরাঁর ব্র্যান্ডনেম এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে। উপকরণ কর রেয়াত নিতে হলে আমদানিকৃত উপকরণের ক্ষেত্রে বিল-অব-এন্ট্রি এবং স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত উপকরণের ক্ষেত্রে ভ্যাট চালান দখলে থাকতে হয়। বর্ণিত ক্ষেত্রে আপনার ক্লায়েন্টের কাছে এমন কোন দলিল নেই। তবে, আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঞ) এর শর্তাংশে উল্লেখ আছে যে, সেবা আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভ্যাট সরকারী ট্রেজারীতে জমা দেয়ার প্রমাণপত্র অর্থাৎ ট্রেজারী চালান থাকা সাপেক্ষে রেয়াত নেয়া যাবে। তাই, যেহেতু আপনার ক্লায়েন্ট নিজে ওই ভ্যাট পরিশোধ করেছেন এবং পরিশোধের প্রমাণসরূপ তার কাছে ট্রেজারী চালান রয়েছে, সেহেতু আপনার ক্লায়েন্ট ওই ভ্যাট রেয়াত নিতে পারবেন। আরো উল্লেখ্য যে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

নয় এমন রেস্তোরাঁ হলে উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে না, কারণ, সেখানে ভ্যাটের হার ৭.৫ শতাংশ। পক্ষান্তরে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁ হলে উপরকণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে, কারণ, সেখানে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ।

২৬. মজুরী, সম্মানী ইত্যাদি

মজুরী সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের জবাব অনুগ্রহ করে দেখুন সিরিয়াল ৬ প্রশ্ন নং-৭৬।

প্রশ্ন-২৪৫: ***সরকারি অফিসে অনেক সময় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ, কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের অনেক সময় সম্মানী দেয়া হয়। এ ধরনের সম্মানীর ওপর ভ্যাট আরোপিত হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[তারেক মাহমুদ, বিভাগীয় কর্মকর্তা, শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর, পটুয়াখালী।]*

উত্তর: সম্প্রতি জারিকৃত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ব্যাখ্যা পত্র নং-২/মূসক/২০১৪, তারিখঃ ১৯.০৬.২০১৪ এখানে প্রাসঙ্গিক। ওই ব্যাখ্যা পত্রের দফা (গ)-তে উল্লেখ আছে যে, সরকারী অর্থে সরকার কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের ব্যয় যথা- নগদ অর্থে পরিশোধিতব্য প্রশিক্ষকের সম্মানী, প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রদত্ত সম্মানী বা ভাতা, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রদত্ত টিএ/ডিএ, খাবার ভাতা ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত নগদ অর্থ মূসকযোগ্য হবে না। আইনের দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা সরকারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া আছে বিধায় আলোচ্য ক্ষেত্রে এরূপ বিধান করা হয়েছে। তবে, কোন ফি যদি 'অন্যান্য বিবিধ সেবা'র আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয় (সরকারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যতীত), তাহলে সেক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে।

উৎসে ভ্যাট কর্তনের দায়িত্ব রয়েছে, এমন প্রতিষ্ঠান অনেক সময় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদির আয়োজন করে থাকে। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা বাবদ সম্মানী প্রদান করা হয়। এধরনের সম্মানীর ওপর পনের শতাংশ (১৫%) হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে (সরকারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যতীত)। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিলে এ ধরনের সেবার ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া নেই। মূল অব্যাহতি প্রজ্ঞাপন দ্বারা (এসআরও নং ২২৪-আইন/২০১৭/৭৭৪-মূসক, তাং ০১ জুলাই, ২০১৭) এ ধরনের সেবা ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়নি। অন্য কোন এসআরও দ্বারাও এ ধরনের সেবার ওপর থেকে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়নি। তাই, এধরনের সেবা কার্যক্রম ভ্যাটযোগ্য। আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় সমজাতীয় একটি সেবা সংজ্ঞায়িত করা আছে এবং তার ওপর ভ্যাট আরোপিত আছে। সেবাটি হলো 'বোর্ড সভায় যোগদানকারী'। কোন সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও, আন্তর্জাতিক সংস্থা, ব্যাংক বিমা বা লিমিডেট কোম্পানির বোর্ড সভা বা বার্ষিক সাধারণ সভায় ফী বা সম্মানীর বিনিময়ে যোগদান করলে ওই কার্যক্রম এই সেবার সংজ্ঞার আওতায় পড়বে। এখানে ভ্যাটের হার পনের শতাংশ (১৫%) এবং তা উৎসে কর্তনযোগ্য। তাই, ফী বা সম্মানীর বিনিময়ে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদিতে যোগদান (সরকারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যতীত) ভ্যাটযোগ্য কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হবে, যেহেতু তা সুনির্দিষ্টভাবে ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত নয়। তবে, সেক্ষেত্রে সেবার কোড হবে এস০৯৯.২০, শিরোনাম হবে 'অনান্য বিবিধ সেবা'। বিভিন্ন দপ্তরে, প্রতিষ্ঠানে, সংস্থায় এ ধরনের নানাবিধ ফি দেয়া হয় বা নেয়া হয়। শুধুমাত্র সরকারী অর্থে সরকার কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তাই, সামগ্রিক বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রশ্ন-২৪৬: ***টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের সম্মানীর ওপর ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[শেখ মোজাম্মেল হোসেন, সহকারী হিসাব কর্মকর্তা, জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিঃ, মেন্দীবাগ, সিলেট।]*

উত্তর: এক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। সংশ্লিষ্ট ভ্যাটযোগ্য সেবার শিরোনাম হলো, 'বোর্ড সভায় যোগদানকারী'। সেবার কোড এস০৫৩.০০। এই সেবার ব্যাখ্যা হলো, "বোর্ড সভায় যোগদানকারী অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি কোন সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি (এনজিও), বাংলাদেশে অবস্থিত আন্তর্জাতিক সংস্থা, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা বা লিমিটেড কোম্পানির বোর্ড বা বার্ষিক সাধারণ সভায় ফি বা সম্মানীর বিনিময়ে যোগদান করিয়া থাকেন।" এক্ষেত্রে মূল বিবেচনার বিষয় হলো কোন বোর্ড সভা বা বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের জন্য যে ফি বা সম্মানী দেয়া হয় সে ফি বা সম্মানীকে ভ্যাটযোগ্য করা হয়েছে। বোর্ড সভা এবং বার্ষিক সাধারণ সভা ছাড়া অন্য কোন ধরনের সভায় যোগদানের জন্য কোন ফি বা সম্মানী প্রদান করা হলে তা ভ্যাটযোগ্য হবে না। বিভিন্ন দপ্তরে টেন্ডারের মাধ্যমে অনেক ক্রয় করা হয়। টেন্ডার আহ্বান, মূল্যায়ন ইত্যাদি কাজ সম্পাদনের জন্য টেন্ডার কমিটি গঠন করা হয়। সাধারণতঃ এ ধরনের কমিটিতে অন্যান্য দপ্তর থেকেও সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অনেক সময় ওই সদস্যদের টেন্ডার কমিটির সভায় যোগদানের জন্য ফি বা সম্মানী প্রদান করা হয়। এ ধরনের ফি বা সম্মানীর ওপর ভ্যাট আদায় করা হয় না।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ব্যাখ্যা পত্র নং-২/মূসক/২০১৪, তারিখঃ ১৯.০৬.২০১৪ এখানে প্রাসঙ্গিক। ওই ব্যাখ্যা পত্রের দফা (গ)-তে উল্লেখ আছে যে, সরকারী অর্থে সরকার কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের ব্যয় যথা- নগদ অর্থে পরিশোধিতব্য প্রশিক্ষকের সম্মানী, প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রদত্ত সম্মানী বা ভাতা, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রদত্ত টিএ/ডিএ, খাবার ভাতা ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত নগদ অর্থ মূসকযোগ্য হবে না। আইনের দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা সরকারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া আছে বিধায় আলোচ্য ক্ষেত্রে এরূপ বিধান করা হয়েছে। তবে, কোন ফি যদি 'অন্যান্য বিবিধ সেবা'র আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয় (সরকারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যতীত), তাহলে সেক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। বিভিন্ন দপ্তরে, প্রতিষ্ঠানে, সংস্থায় এ ধরনের নানাবিধ ফি দেয়া হয় বা নেয়া হয়। শুধুমাত্র সরকারী অর্থে সরকার কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তাই, সামগ্রিক বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।

২৭. বর্জ্য নিষ্পত্তি

প্রশ্ন-২৪৭: ***আমি একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছি। আমাদের প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ কাঁচামাল আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করে থাকি। আমাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ঘোষণায় ১.৫ শতাংশ বর্জ্য হবে মর্মে অনুমোদন করা আছে। আমাদের এসব বর্জ্য আবার প্রক্রিয়াকরণ করে পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব। এ বিষয়ে ভ্যাট সংক্রান্ত বিধান কি অনুগ্রহ করে জানাবেন।*** *[মোঃ ইব্রাহিম খলিল, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ-এ্যাকাউন্টস এ্যান্ড ভ্যাট, ন্যাশনাল পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, স্কুইব রোড, টংগী, গাজীপুর।]*

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৪০, ৪১ এবং ৪১ক-তে বর্জ্য নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান লিপিবদ্ধ আছে। বর্জ্য কয়েক প্রকারের হতে পারে। যেমন: উপকরণ বিনষ্ট হয়ে বর্জ্য হতে পারে। আবার, উৎপাদিত পণ্য সরবরাহের পূর্বে বিনষ্ট হয়ে বর্জ্য হতে পারে। আবার, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কিছু উপকরণ উচ্ছিষ্ট হয়ে বর্জ্য হতে পারে। এসব বর্জ্য নিষ্পত্তি করতে হলে ভ্যাট অফিসে আবেদন করতে হয়। আবেদনের পর সার্কেল অফিসের রাজস্ব কর্মকর্তা তদন্ত করেন। তদন্ত করে তিনি সুপারিশসহ বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে পাঠিয়ে দেন। দু'ধরনের সুপারিশ হতে পারে। এক হলো, যদি বর্জ্য কোন প্রকার ব্যবহারের অনুপযোগী হয়, তাহলে তা ধ্বংস করার সুপারিশ করতে পারেন। আর যদি বর্জ্য বিক্রয়যোগ্য হয়, তাহলে মূল্য বিষয়ে সুপারিশ করতে পারেন। বিভাগীয় কর্মকর্তা ধ্বংস বা বিক্রয় করার অনুমোদন দেন। ধ্বংস করতে হলে পরিবেশ আইনের বিধান পরিপালন করে ধ্বংস করতে হয়। আর বিক্রি করলে বিক্রয় মূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়। ধ্বংস করা হলে পূর্বে গৃহীত রেয়াত বাতিল করতে হয়। বিক্রি করা হলে বিক্রয় মূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা হয়। এই পরিশোধিত পরিমাণ ভ্যাট ইতোপূর্বে গৃহীত রেয়াতের পরিমাণ থেকে বিয়োগ করতে হয়। বিয়োগ করার পর যে পরিমাণ রেয়াত অবশিষ্ট থাকে তা বাতিল করতে হয়।

আপনার বিবরণ মতে, আপনাদের প্রতিষ্ঠানে যে বর্জ্য হয় তা প্রক্রিয়াকরণ করে পণ্য প্রস্তুত করা যায়। এরূপক্ষেত্রে করণীয় কি সে বিষয়ে আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সুস্পষ্ট বিধি-বিধান নেই। তাই, ভ্যাট ব্যবস্থার মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা যায়। আপনাদের ১.৫ শতাংশ বর্জ্য হিসেবে অনুমোদন করা আছে। এই ১.৫ শতাংশ বর্জ্য আবার প্রক্রিয়াকরণ করে পণ্য প্রস্তুত করা যায়। যদি দ্বিতীয়বার প্রস্তুতকৃত পণ্যের মান প্রথমবার প্রস্তুতকৃত পণ্যের মানের সমান হয়, তাহলে দ্বিতীয়বার পণ্য প্রস্তুত করার পর যে পরিমাণ বর্জ্য অবশিষ্ট থাকে প্রথমেই সে পরিমাণ বর্জ্য হিসেবে অনুমোদন নিতে হবে। ধরা যাক, দ্বিতীয়বার পণ্য উৎপাদনের পর ০.৫ শতাংশ বর্জ্য হিসেবে অবশিষ্ট থাকে, যা দিয়ে আর পণ্য উৎপাদন করা যায় না। তাহলে প্রথম যখন মূল্য ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তখন ১.৫ শতাংশ বর্জ্য হিসেবে ঘোষণা না দিয়ে, বর্জ্য হিসেবে ঘোষণা করতে হবে ০.৫ শতাংশ। আর বর্জ্য থেকে দ্বিতীয়বার যে পণ্য উৎপাদন করা হয়, সে পণ্যের মান যদি প্রথমবার উৎপাদিত পণ্যের মানের চেয়ে নিম্ন মানসম্পন্ন হয়, তাহলে দ্বিতীয়বার উৎপাদিত পণ্যের মূল্য আলাদাভাবে ঘোষণা দিতে হবে। ঘোষণা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করে ভ্যাট পরিশোধ করে সরবরাহ করতে হবে। এরপর যে বর্জ্য থাকবে তা প্রথমে বর্ণিত নিয়মানুসারে নিষ্পত্তি করতে হবে।

প্রশ্ন-২৪৮: ***একটি ইটভাটা ডিসেম্বর মাসে আমাদের কাছে ঘোষণা দিয়ে কাজ শুরু করে। জানুয়ারী মাসের ২০ তারিখে বন্যাজনিত কারণে ইটভাটাটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সব কাঁচা ইট পানিতে ডুবে গলে যায় ও ভেসে যায়। ইট ভাটার মালিক পরবর্তী দিনেই বিষয়টি আমাদেরকে লিখিতভাবে অবহিত করে এবং তার পক্ষে ভ্যাট পরিশোধ করা সম্ভব নয় বলে জানায়। এখন আমাদের করণীয় কি?*** *[তারেক মাহমুদ, বিভাগীয় কর্মকর্তা, শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর, পটুয়াখালী।]*

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৪০, ৪১ এবং ৪১ক-তে বর্জ্য নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান বিধৃত হয়েছে। বিধি ৪০ এ অব্যবহৃত বা ব্যবহারের অনুপযোগী উপকরণ কিভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে তা বিধৃত হয়েছে। পণ্য উৎপাদন করার পর নানা কারণে তা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত উৎপাদিত পণ্য নিষ্পত্তির বিধান বিধি ৪১ এ বর্ণিত হয়েছে। পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বর্জ্য (ওয়েস্ট) বা উপজাত পণ্য (বাই-প্রোডাক্ট) সৃষ্টি হতে পারে। এরূপ বর্জ্য বা উপজাত পণ্য কি পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করতে হয় তা বিধি ৪১ক-তে বর্ণিত হয়েছে।

আলোচ্য ক্ষেত্রে বিধি ৪০ সংশ্লিষ্ট। এখানে পণ্য উৎপাদিত হয়নি। উৎপাদিত হওয়ার পূর্বেই কাঁচা অবস্থায় গলে গেছে বা পানিতে ভেসে গেছে। অর্থাৎ উপকরণ ধ্বংস হয়ে গেছে। বিধি মোতাবেক 'মূসক-২৬' ফরমে সার্কেল অফিসে আবেদন করতে হবে। আবেদন প্রাপ্তির সাত (৭) দিনের মধ্যে সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তা সরেজমিনে তদন্ত করবেন। তদন্ত করে তিনি দেখবেন যে, উপকরণ কি একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে নাকি গুণাগুণ নষ্ট হয়ে গেছে, অর্থাৎ স্বল্পমূল্যে বিক্রি করা যাবে কিনা। যদি উহা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ধ্বংস করার জন্য মতামতসহ তিনি আবেনদটি বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে অগ্রায়ন করবেন। আর যদি স্বল্পমূল্যে বিক্রয়যেগ্যা হয়, তাহলে মূল্য বিষয়ে সুপারিশসহ আবেদনটি বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে অগ্রায়ন করবেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে কাঁচা ইট বন্যার পানিতে ডুবে, গলে ভেসে গেছে। তাই, এখানে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। এখানে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করার মতও কিছু নেই। তাই, রাজস্ব কর্মকর্তা সেভাবে তার মতামতসহ আবেদনটি বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। বিভাগীয় কর্মকর্তা পনের (১৫) দিনের মধ্যে আবেদনের ওপর সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। সাধারণত: যদি ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত দেয়া হয়, তাহলে ধ্বংস করার ব্যবস্থা নিতে হবে। আর যদি স্বল্পমূল্যে বিক্রয়যোগ্য হয়, তাহলে বিভাগীয় কর্মকর্তা মূল্য নির্ধারণ করে দেবেন। নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। ইতোপূর্বে উপকরণের ওপর রেয়াত নেয়া হয়েছে। ওই রেয়াতের পরিমাণ যদি এখন প্রদত্ত ভ্যাটের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে পার্থক্য পরিমাণ রেয়াত চলতি হিসাব রেজিস্টার থেকে বিয়োগ করতে হবে এবং দাখিলপত্রে নেগেটিভ সমন্বয় করতে হবে।

আলোচ্য ক্ষেত্রে ধ্বংস করার মত কিছু নেই। বিক্রি করার মতও কিছু নেই। মৌসুমী ইটভাটার ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত নেয়ারও অবকাশ নেই। তাই, বিভাগীয় কর্মকর্তা প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন। মনে রাখতে হবে যে, আইন, বিধি, এসআরও, আদেশে অনেক সময় মাঠ পর্যায়ের সব ধরনের ছোট-খাটো বাস্তবতা অন্তর্ভুক্ত থাকে না বা প্রতিফলিত হয় না। সেসব ক্ষেত্রে নিজ বিবেচনায় বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হয়। এরূপক্ষেত্রে নিষ্পত্তির পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করে রাখা যায়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বাস্তবসম্মত সমাধান প্রদান করার মধ্যেই নিহীত থাকে পেশাগত সন্তুষ্টি এবং সফলতা।

প্রশ্ন-২৪৯: ***একটি প্রতিষ্ঠান উপকরণ হিসেবে কেমিক্যাল আমদানি করে। কেমিক্যাল উৎপাদনে ব্যবহার করার পর কেমিক্যালের খালি ড্রাম বিক্রি করে দেয়। এক্ষেত্রে ভ্যাট সংক্রান্ত বিধান কি হবে?*** *[মোঃ ইকবাল হোসেন, এক্সিকিউটিভ-ফাইন্যান্স, নিপ্পন পেইন্ট বাংলাদেশ প্রাঃ লিঃ, ৬৪ বিজয়নগর, ঢাকা।]*

উত্তর: কেমিক্যালের খালি ড্রামের মূল্য ঘোষণা দিতে হবে। অনুমোদিত মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করে ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করে ড্রাম বিক্রি করতে হবে। পূর্বে গৃহীত রেয়াত কর্তন করতে হবে না। ড্রামসহ কেমিক্যাল আমদানি করার পর রেয়াত নেয়া হয়েছে। কেমিক্যাল উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়েছে। কেমিক্যাল উৎপাদনে ব্যবহৃত হওয়ায় কেমিক্যাল এবং ড্রামের ওপর রেয়াত নেয়া বৈধতা পেয়েছে। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৪১ক অনুসারে কেমিক্যালের ড্রাম একটি উপজাত (বাইপ্রোডাক্ট)। এই উপজাত পণ্যের বিক্রয় মূল্য রয়েছে। তাই, উপজাত পণ্য হিসেবে ড্রামের মূল্য ঘোষণা দিতে হবে। অনুমোদিত মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করে, ভ্যাট চালানপ ইস্যু করে ড্রাম বিক্রি করতে হবে। পূর্বে গৃহীত উপকরণ কর রেয়াত কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-২৫০: ***একটি ফ্যাক্টরীতে অনেক বর্জ্য জমা হয়ে গেছে। কি পদ্ধতিতে উক্ত বর্জ্য অপসারণ করতে হবে?***

উত্তর: ফ্যাক্টরীর বর্জ্য নিষ্পত্তির জন্য পরিবেশ আইনে বিধান রয়েছে। ভ্যাট সংক্রান্ত বিধান হলো, বর্জ্য কয়েক ধরনের হতে পারে। মজুদকৃত উপকরণ কোনো কারণে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে। যেমন: উপকরণ ব্যবহারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারবে। বা কোনো কারণে রোদে পুড়ে বা বৃষ্টিতে ভিজে যেতে পারে বা ইঁদুর, তেলাপোকায় কেটে নষ্ট করে ফেলতে পারে। আর এক ধরনের বর্জ্য হলো, উৎপাদিত পণ্য কোনো কারণে বিনষ্ট হয়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে। আর এক ধরনের বর্জ্য হতে পারে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উচ্ছিষ্ট। অর্থাৎ প্রোডাকশন প্রসেসের প্রসেস লস। আলোচ্য বর্জ্য কি ধরনের বর্জ্য তা বলা হয়নি। বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় বর্জ্য নিষ্পত্তির বিধান মূল্য সংযোজন কর বিধিমালার বিধি-৪০, ৪১ এবং ৪১ক-তে বিধৃত আছে। প্রথমে বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হবে। অতঃপর রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত বর্জ্য পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। উহা বিক্রয়যোগ্য হলে তিনি মূল্য প্রস্তাব করবেন। বিক্রয়যোগ্য না হলে ধ্বংস করার সুপারিশ করবেন। উক্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিভাগীয় কর্মকর্তা উহা নিষ্পত্তির আদেশ দেবেন। ধ্বংস করা হলে পূর্বে গৃহীত রেয়াত কর্তন করতে হবে। বিক্রী করা হলে বিক্রীমূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। যে পরিমাণ ভ্যাট পরিশোধ করা হলো যদি তার চেয়ে বেশি পরিমাণ রেয়াত নেয়া হয়ে থাকে, তাহলে পার্থক্য পরিমাণ রেয়াত কর্তন করতে হবে। অনুমোদিত উপকরণের কিয়দংশ উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় বর্জ্য হওয়ার ক্ষেত্রে, এই বর্জ্য নিষ্পত্তির বেলায় পূর্বে গৃহীত উপকরণ কর রেয়াত কর্তন করতে হবে না। কারণ, ইহা ভ্যাট দপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত উপকরণ থেকে প্রাপ্ত।

প্রশ্ন-২৫১: ***ধ্বংসপ্রাপ্ত বা বিনষ্ট উপকরণ নিষ্পত্তির বিধান কি?***

উত্তর: উপকরণ ক্রয় করার পর, রেয়াত নেয়ার পর, কোনো কারণে যদি উহা বিনষ্ট হয়ে যায়: যেমন ব্যবহারের মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যেতে পারে অথবা রোদে পুড়ে বা বৃষ্টিতে ভিজে বিনষ্ট হতে পারে; অথবা ইঁদুরে কেটে বিনষ্ট করতে পারে; ইত্যাদি ক্ষেত্রে উক্ত উপকরণ নিষ্পত্তি করার সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। অনেকেই এই বিধান না জানার ফলে, উহা স্বেচ্ছায় ডাম্পিং করে বা বিক্রি করে দেয়। পরবর্তীতে অডিট আপত্তির সম্মুখিন হতে হয়। মূসক বিধিমালার বিধি-৪০ এ এর বিধান বর্ণিত আছে।

(ক) প্রথমে ফরম 'মুসক-২৬' এ আবেদনপত্র সার্কেল অফিসে দাখিল করতে হয়।

(খ) সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তা ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তদন্ত করে তার সুপারিশসহ বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করবে।

(গ) বিভাগীয় কর্মকর্তা ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

(ঘ) উহা কোনোভাবেই ব্যবহার উপযোগী না হলে, তা ধ্বংস করতে হবে। ধ্বংস করতে হলে ভ্যাট অফিসার এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের অফিসারের উপস্থিতিতে পরিবেশ আইনের বিধান মেনে ধ্বংস করতে হবে। উহা ধ্বংস করা হলে, পূর্বে গৃহীত রেয়াত বাতিল করতে হবে।

(ঙ) উহা বিক্রয়যোগ্য হলে, রাজস্ব কর্মকর্তার সুপারিশের ভিত্তিতে বিভাগীয় কর্মকর্তা উক্ত পণ্যের মূল্য অনুমোদন করবেন। উক্ত মূল্য অনুসারে ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রি করতে হবে। পূর্বে গৃহীত রেয়াত থেকে বর্তমানে প্রদত্ত ভ্যাট বিয়োগ করে অবশিষ্ট রেয়াত বাতিল করতে হবে।

প্রশ্ন-২৫২: ***ধ্বংসপ্রাপ্ত বা বিনষ্ট হওয়া উৎপাদিত পণ্য নিষ্পত্তির বিধান কি?***

উত্তর: পণ্য উৎপাদন করার পরে যদি কোনো কারণে বিনষ্ট হয়ে যায়; যেমন: মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারে অথবা রোদে পুড়ে বা বৃষ্টিতে ভিজে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে অথবা ইঁদুরে কেটে নষ্ট করতে পারে। এরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত বা বিনষ্ট হওয়া উৎপাদিত পণ্য নিষ্পত্তির বিধান উপরের বর্ণনার মতই। তা মূসক বিধিমালার বিধি-৪১ এ লিপিবদ্ধ করা আছে। অনুগ্রহ করে দেখে নিতে অনুরোধ করছি।

প্রশ্ন-২৫৩: ***বর্জ্য (Waste) এবং উপজাত (By-product) কিভাবে নিষ্পত্তি করতে হয়?***

উত্তর: কোনো পণ্য উৎপাদন করতে হলে উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ (Input-output coefficient) ঘোষণা করতে হয়। এই ঘোষণায় কতটুকু উপকরণ ব্যবহার করে কতটুকু পণ্য উৎপাদিত হবে এবং কতটুকু উপকরণ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিনষ্ট হয়ে যাবে তার হিসাব থাকে। এই হিসাব বিভাগীয় কর্মকর্তা অনুমোদন করেন। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উপকরণ বিনষ্ট হয়ে যে অবশিষ্ট থাকে (গুড়া, ছেড়া, তরল, পাউডার বা অন্য যে কোনো ফরমে) তা যদি বিক্রয়যোগ্য না হয়, তাহলে ইহা বর্জ্য হিসেবে বিবেচিত। আর ইহা যদি বিক্রয়যোগ্য হয় তাহলে ইহা উপজাত হিসেবে বিবেচিত হয়। বর্জ্য এবং উপজাত নিষ্পত্তির বিধান উপরে বর্ণিত বিধানের মতই। মূসক বিধিমালার বিধি-৪১(ক) তে উহা বর্ণিত আছে। অনুগ্রহ করে দেখে নিতে অনুরোধ করছি। তবে, এখানে একটি বিষয়ে পার্থক্য আছে তা হলো, এখানে পূর্বে গৃহীত রেয়াত বাতিল করতে হয় না। কারণ, যে বর্জ্য বা উপজাত নিষ্পত্তি করা হচ্ছে তা ভ্যাট কর্তৃপক্ষের নিকট ঘোষিত এবং ভ্যাট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত উপকরণের অংশ।

প্রশ্ন-২৫৪: ***রপ্তানির পণ্য ওয়েস্টেজ হলে তা নিষ্পত্তির বিধান কী?***

উত্তর: এ বিষয়ে কাস্টমস বন্ডেড ওয়্যারহাউস সংক্রান্ত বিধি-বিধান জানা প্রয়োজন। সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প-প্রতিষ্ঠান (সাময়িক আমদানি) বিধিমালা, ১৯৯৩ অনুসারে এ বিষয়গুলো ব্যবস্থিত হয়, যদি প্রতিষ্ঠানটি শতভাগ রপ্তানিমুখী, বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে। আর যদি দেশের অভ্যন্তরে বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান তার উৎপাদনের কিছু অংশ রপ্তানি করে থাকে এবং তার কিছু ওয়েস্টেজ হয়ে যায়, তাহলে উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করতে হবে।

প্রশ্ন-২৫৫: ***আমাদের প্রতিষ্ঠান একটি শতভাগ রপ্তানিমুখি নন-বন্ডেড প্রতিষ্ঠান। আমরা সুতা উৎপাদন করি। আমরা তুলা (র কটন) আমদানি করি। তুলা প্রসেস করার সময় ওয়েষ্ট হয় যা সফট ওয়েস্ট নামে অভিহীত। সুতা উৎপাদনের সময় সুতার কাটিং উচ্ছিষ্ট থাকে যা হার্ড ওয়েস্ট নামে অভিহীত। হার্ড ওয়েস্টের ১০ টাকা কেজি ট্যারিফ ভ্যালু নির্ধারণ করা আছে, যে মূল্যে আমরা বিক্রী করি। বিভাগীয় অফিস থেকে অনুমোদন নেই। সফট ওয়েস্ট বর্তমানে মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত জুলাই ২০১৩ থেকে উৎপাদন পর্যায়ে। তাই, সফটওয়েস্ট বিক্রীর ক্ষেত্রে ভ্যাট বিভাগ থেকে অনুমতি নিতে হবে কি-না এবং মূসক-১১ ইস্যু করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[শেখ মাসুদ করিম, ডেপুটি ম্যানেজার, কমার্শিয়াল, ইউটা গ্রুপ, রোড-১১৭, বাড়ি-১৩/এ, গুলশান-১, ঢাকা]।*

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৪০, ৪১ এবং ৪১ক-তে বর্জ্য নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান বর্ণিত হয়েছে। এই বিধিসমূহে মূলতঃ দুটি বিষয় রয়েছে। এক. বর্জ্যের উপর ভ্যাট আদায়যোগ্য হলে তা আদায় নিশ্চিত করা; দুই. বর্জ্য ধ্বংস করতে হলে পরিবেশ আইন মেনে ধ্বংস করা। আপনাদের প্রতিষ্ঠানের কটন ওয়েষ্ট ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য। তাই, এখানে ভ্যাট ফাঁকি হওয়ার কোন আশংকা নেই। আবাব, পণ্যটি পরিবেশ বান্ধব। তাই, মূসক বিধি ৪০, ৪১, ৪১ক এখানে প্রযোজ্য হবে না। তবে, বিধি ৪১ক এর বিধান এখানে কিছুটা সামঞ্জস্যপূর্ণ যদিও এরূপ পণ্যের বিষয়ে এখানে স্পষ্ট বিধান বর্ণিত হয়নি। কটন ওয়েষ্ট ভ্যাটমুক্ত এবং পরিবেশ-বান্ধব পণ্য হওয়ায় তা নিষ্পত্তির জন্য ভ্যাট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট আবেদন দাখিলের প্রয়োজন নেই। তবে, একটি পত্র দিয়ে শুধুমাত্র বিষয়টি অবহিত করে রাখা যায়। ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য হওয়ায় ভ্যাট চালান (মূসক-১১) ইস্যু করারও প্রয়োজন নেই। কটন ওয়েষ্ট ৫২০২.৯৯.১০ এইচএস কোডের আওতাভুক্ত পণ্য, যা আমদানি এবং উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাটমুক্ত। কিন্তু পণ্যটির ওপর ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট প্রযোজ্য রয়েছে। তাই, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখঃ ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ ২(২) অনুসারে পণ্যটি করযোগ্য পণ্য। তাই, এরূপ পণ্য সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে সরবরাহ গ্রহণকারী উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হলে যোগানদান হিসেবে ৪ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে।

২৮. ক্রেডিট নোট

প্রশ্ন-২৫৬: ***পণ্য ফেরৎ আসলে যদি ক্রেডিট নোট ইস্যু করা না যায় (শর্ত পূরণ না হওয়ার কারণে) সেক্ষেত্রে কিভাবে উক্ত পণ্য নিষ্পত্তি করতে হবে?*** *[মোঃ সফিক উদ্দিন আহমেদ, সিনিয়র কনসালট্যান্ট, সিম্ফনি সফটটেক লিঃ, কনকর্ড আর্কেডিয়া, ধানমন্ডি, ঢাকা।]*

উত্তর: বিক্রির পর পণ্য ফেরৎ আসলে 'মূসক-১২' ফরমে ক্রেডিট নোট ইস্যু করতে হয়। কিন্তু মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ১৭ক এর শর্ত অনুসারে পণ্য ফেরৎ আসলে দুটি ক্ষেত্রে ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যায় না। ক্ষেত্র দুটি হলো, যদি বিক্রির ৯০ (নব্বই) দিন পর পণ্য ফেরৎ আসে এবং যদি পণ্যের গুণগত মান খারাপ হওয়ার কারণে পণ্য ফেরৎ আসে। তবে, ক্রেডিট নোট ইস্যু করা না গেলেও পণ্যের বিক্রেতাকে উক্ত পণ্য নিষ্পত্তি করতে হবে। এরূপক্ষেত্রে পণ্যের ক্রেতাকে একটি পত্রসহ পণ্যগুলো বিক্রেতার কাছে ফেরৎ পাঠাতে হবে। বিক্রেতা পণ্যগুলো তার বিক্রয় হিসাব রেজিস্টারের (মূসক-১৭) স্থিতির সাথে যোগ করে নেবেন। তবে, মাঠ পর্যায়ে অনেক সময় দেখা যায় যে, এরূপক্ষেত্রেও ক্রেডিট নোট ইস্যু করে ফেরৎ আসা পণ্য বিক্রয় হিসাব রেজিস্টারের স্থিতির সাথে যোগ করা হয়। তবে, এরূপক্ষেত্রে পূর্বে পরিশোধিত ভ্যাট চলতি হিসাব রেজিস্টারের (মূসক-১৮) স্থিতির সাথে যোগ করা যাবে না। শুধুমাত্র উপরে বর্ণিত দুটি শর্ত পরিপালন করলেই পূর্বে পরিশোধিত ভ্যাট চলতি হিসাব রেজিস্টারের স্থিতির সাথে যোগ করে নেয়া যায়। যাহোক, এরূপভাবে ফেরৎ আসা পণ্য প্রয়োজনীয় মেরামত করে পুনরায় বিক্রি করা হয়। বিক্রির সময় এমনভাবে বিক্রি করতে হবে যেন ইহা স্বাভাবিক বিক্রি। অর্থাৎ ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করতে হবে। বিক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দিয়ে পণ্যের সর্বমোট স্থিতি থেকে বিক্রিত পণ্য বিয়োগ করতে হবে এবং চলতি হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দিয়ে ভ্যাট বিয়োগ করতে হবে। এমন পণ্যের উপর ভ্যাট দুবার পরিশোধিত হয়ে যায়। আপাততঃ এর কোন প্রতিকার নেই।

প্রশ্ন-২৫৭: ***পণ্য ডেলিভারি দেয়ার পর সামাণ্য ত্রুটির কারণে ফেরৎ আসলে করণীয় কি?***

উত্তর: বিধি-১৭ক অনুসারে ৯০ দিনের মধ্যে পণ্য ফেরত আসলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করে পরিশোধিত ভ্যাট সমন্বয় করে নেয়া যাবে। ৯০ দিন পর ফেরৎ আসলে সমন্বয় করা যাবে না। আর, পণ্যে কোনো ত্রুটির কারণে ফেরৎ আসলে কখনই সমন্বয় করা যাবে না। পণ্যের ত্রুটি মেরামত করার পর স্বাভাবিকভাবে 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করে, প্রযোজ্য ভ্যাট প্রদান করে পণ্য বিক্রি করা যাবে।

প্রশ্ন-২৫৮: *বাজার থেকে কোন কারণে পণ্য ফেরৎ আনলে করণীয় কি? সেই পণ্যের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট সমন্বয় করা যাবে কি?*
উত্তর: মূসক বিধিমালার বিধি-১৭ক তে এ বিষয়ে বিধান বর্ণিত আছে। পণ্যের গুণগত মান খারাপ হওয়ার কারণে পণ্য বাজার থেকে প্রত্যাহার করা হলে এবং/অথবা পণ্য সরবরাহের ৯০ (নব্বই) দিন পর পণ্য ফেরৎ নেয়া হলে পরিশোধিত ভ্যাট সমন্বয় করা যাবে না। এ দুটি পরিস্থিতি ছাড়া অন্য কোন কারণে পণ্য ফেরৎ আনলে পূর্বে প্রদত্ত ভ্যাট সমন্বয় করা যাবে।

প্রশ্ন-২৫৯: *পণ্য বিক্রী করা হয়েছে। ডিজাইনের ত্রুটির কারণে ফেরৎ এসেছে ৯০ দিন পর। কি করতে হবে?*
উত্তর: এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যাবে না এবং পূর্বে প্রদত্ত ভ্যাট সমন্বয় করা যাবে না। দুটি কারণে পণ্য ফেরৎ এলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যায় না এবং পূর্বে প্রদত্ত ভ্যাট সমন্বয় করা যায় না। ১. যদি ৯০ (নব্বই) দিন পর পণ্য ফেরত আসে। ২. যদি পণ্যে কোন ত্রুটির কারণে ফেরৎ আসে। এখানে ডিজাইনের ত্রুটির কারণে পণ্য ফেরৎ এসেছে। অর্থাৎ ত্রুটির কারণে ফেরৎ এসেছে বিধায় ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যাবে না। ডিজাইন ঠিক করে পুনরায় ভ্যাট দিয়ে পণ্য বিক্রি করতে হবে।

প্রশ্ন-২৬০: *পণ্য যদি আংশিক ফেরৎ আসে তাহলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যাবে কি?*
উত্তর: যাবে। ধরা যাক, একটি চালানের মাধ্যমে ৫০টি পণ্য বিক্রি করা হয়েছিল। ২০ দিন পর ক্রেতা ৩০টি পণ্য ফেরৎ পাঠিয়েছে। তিনি ওই ৩০টি পণ্য ক্রয় করবেন না। বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থার বিধান অনুযায়ী দুটি কারণে বিক্রিত পণ্য ফেরৎ আসলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যায় না। প্রথমত, যদি ৯০ (নব্বই) দিন পর বিক্রিত পণ্য ফেরত আসে। দ্বিতীয়ত, যদি পণ্যের গুণগত মান খারাপ হওয়ার কারণে ক্রেতা পণ্য ফেরৎ পাঠায়। এ দুটি কারণ ছাড়া অন্য কোনো কারণে যদি পণ্য ফেরৎ আসে তাহলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যাবে। পণ্য আংশিক ফেরৎ আসলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যাবে না তা আমাদের ভ্যাট আইন, বিধি, আদেশে কোথাও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। তাই, উক্ত দুটি কারণ ছাড়া অন্য কোনো কারণে যদি বিক্রিত পণ্য ফেরৎ আসে তাহলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যাবে।

২৯. ডেবিট নোট

প্রশ্ন-২৬১: *ধরা যাক একটি প্রতিষ্ঠানের পণ্যের মূল্য ঘোষণা দাখিল করা হয়েছে ১০০ (এক শত) টাকা প্রতি পিছ। দাখিলকৃত মূল্যের ওপর যথারীতি ভ্যাট পরিশোধ করে, 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করে পণ্য খালাস করা হয়েছে। কিছুদিন পর ভ্যাট বিভাগীয় অফিস ওই পণ্যের মূল্য বর্ধিত করে প্রতি পিছ ১১০ (এক শত দশ) টাকা অনুমোদন করেছে। ঘোষণা দাখিলের তারিখ হতে বিভাগীয় অফিস কর্তৃক অনুমোদন করা পর্যন্ত যত পিছ পণ্য খালাস করা হয়েছে সেক্ষেত্রে প্রতি পিছের ওপর ১০ (দশ) টাকা ভিত্তিতে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। কি পদ্ধতিতে এই অতিরিক্ত ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে এবং পণ্যের ক্রেতা অতিরিক্ত ১০ (দশ) টাকার ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।* *[মোহাম্মাদ শাহরিয়া সরকার, ডাবুর বাংলাদেশ।]*
উত্তর: বিভাগীয় কর্মকর্তা ঘোষিত মূল্য বর্ধিত করে মূল্য ঘোষণা অনুমোদনের পর যদি পণ্যের সরবরাহকারী আপীল না করেন, তাহলে তাকে পার্থক্যজনিত ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। মূল্য ঘোষণা দেয়ার তারিখ থেকে অনুমোদন করা পর্যন্ত যে সব ক্রেতার অনুকূলে 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করা হয়েছে, সে সব ক্রেতার অনুকূলে 'মূসক-১২ক' ফরমে ডেবিট নোট ইস্যু করতে হবে। ডেবিট নোট তিন কপি ইস্যু করতে হয়। প্রথম কপি পণ্যের ক্রেতাকে প্রদান করতে হয়, দ্বিতীয় কপি পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে ভ্যাট সার্কেল অফিসে পাঠাতে হয় এবং তৃতীয় কপি সরবরাহকারীকে ছয় বছর পর্যন্ত নিজ ব্যবসায়িক অঙ্গনে সংরক্ষণ করতে হয়। ডেবিট নোট ইস্যু করার পর সরবরাহকারী তার বিক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৭) এন্ট্রি দিয়ে বর্ধিত পণ্য মূল্য এবং ভ্যাট লিপিবদ্ধ করবেন এবং চলতি হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৮) এন্ট্রি দিয়ে পার্থক্যজনিত ভ্যাট বিয়োগ করবেন। অতঃপর ডেবিট নোটটি পণ্যের ক্রেতাকে দিয়ে দেবেন। পণ্যের ক্রেতা ডেবিট নোটটি পাওয়ার পর ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৬) এন্ট্রি দিয়ে বর্ধিত মূল্য এবং ভ্যাট লিপিবদ্ধ করবেন এবং চলতি হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৮) এন্ট্রি দিয়ে পার্থক্যজনিত ভ্যাট রেয়াত নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে তার মূল্য ঘোষণায় বর্ধিত মূল্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তবে মূল্য ঘোষণা যদি পূর্বেই দাখিল করা হয়ে থাকে এবং বর্ধিত মূল্য যদি ৭.৫ শতাংশ অতিক্রম না করে তাহলে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ছছ) এর উপ-দফা (অঅ) অনুসারে মূল্য ঘোষণা দাখিলের প্রয়োজন হবে না। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ১৯ এর উপ-বিধি (২) অনুসারে বিল-অব-এন্ট্রি অথবা ভ্যাট চালানপত্র এবং সেবা আমদানির ক্ষেত্রে ট্রেজারী চালানমূলে রেয়াত নেয়া যায়। এরূপক্ষেত্রে ডেবিট নোট মূল চালানপত্রের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই, উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে।

৩০. ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট

প্রশ্ন-২৬২: ***আমরা সম্পূর্ণ নতুন গাড়ি আমদানি করে বিক্রী করি। আমরা স্ট্যান্ডার্ড ট্রেড ভ্যাট ব্যবস্থায় আছি অর্থাৎ আমরা মূল্য ঘোষণা দাখিল করি, রেয়াত নেই এবং ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রদান করে গাড়ি বিক্রী করি। একটি প্রতিষ্ঠান যা একটি লিমিটেড কোম্পানী আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে গাড়ি ক্রয় করবে। ওই প্রতিষ্ঠান গাড়ির গায়ে তাদের কোম্পানীর নাম, লোগো ইত্যাদি লিখবে বা উৎকীর্ণ করবে। এসব কাজ করার জন্য ওই কোম্পানীর সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। সেক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন হবে। ওই প্রতিষ্ঠান 'মূসক-১১', 'মূসক-১৬' 'মূসক-১৭' 'মূসক-১৮' এবং 'মূসক-১৯' সংরক্ষণ করে। ওই প্রতিষ্ঠান গাড়ির মূল্য ঘোষণা প্রদান করবে, রেয়াত নেবে এবং ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করে গাড়ি বিক্রী করবে। এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোঃ ওবাইদুর রহমান, সিনিয়র এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার (ভ্যাট), নাভানা-টয়োটা ৩এস সেন্টার, ২০৫-২০৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।]*

উত্তর: এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং-২(২)(ক) অনুসারে, কোন উৎপাদক বা ব্যবসায়ী ভ্যাট চালানসহ সরাসরি কোন পণ্য সরবরাহ দিলে ওই সরবরাহ যোগানদার কর্তৃক প্রদত্ত সরবরাহ হিসেবে বিবেচিত হবে না বিধায় এরূপক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। আপনারা গাড়ি আমদানি করে, মূল্য ঘোষণা প্রদান করে, ভ্যাট চালান ইস্যু করে বিক্রী করেন এবং আমদানির সময় পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেন। অর্থাৎ আপনারা ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ করেন এবং ভ্যাট চালান ইস্যু করে গাড়ি সরবরাহ করেন। আপনাদের সরবরাহ হলো ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রদত্ত সরবরাহ। আপনাদের সরবরাহটি যোগানদার কর্তৃক সেবার সরবরাহ নয়। ব্যবসায়ী ভ্যাট চালানসহ সরবরাহ প্রদান করেছে বিধায় এই সরবরাহটির ওপর থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। আপনাদের নিকট থেকে যে প্রতিষ্ঠান গাড়ি ক্রয় করে, সে প্রতিষ্ঠান উৎপাদক হয়ে যায়। কারণ, ক্রয় করার পর গাড়ির ওপর কিছু কাজ করা হয় এবং মূল্য সংযোজন করা হয়। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২ এর দফা (থ) অনুসারে, এরূপ কার্যক্রম উৎপাদন কাজের আওতায় পড়ে। আপনার বর্ণনামতে ওই প্রতিষ্ঠানও উপকরণ কর রেয়াত নেয়, মূল্য ঘোষণা প্রদান করে, ১৫ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করে এবং ভ্যাট চালান ইস্যু করে গাড়ি সরবরাহ করে। দ্বিতীয় সরবরাহটি উৎপাদক কর্তৃক প্রদত্ত সরবরাহ বিধায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং-২(২)(ক) অনুসারে, এই সরবরাহটি যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং এই সরবরাহের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-২৬৩: ***সম্প্রতি কোন কোন সুপারশপে ভ্যাট নেয়া হয় না মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শন করা হচ্ছে। এ বিষয়ে সঠিক বিধান কি অনুগ্রহ করে আলোকপাত করুন।*** *(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক পাঠক)।*

উত্তর: ভ্যাট আদায় করা হয় মূলতঃ পণ্য এবং সেবার ওপর। পণ্যের ওপর ভ্যাট আদায় করা হয় মূলতঃ তিনটি পর্যায়ে, যথা: (১) আমদানি পর্যায়; (২) উৎপাদন পর্যায়; এবং (৩) ব্যবসায়ী পর্যায়। ব্যবসায়ী পর্যায়কে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা: (১) পাইকারী পর্যায়; এবং (২) খুচরা পর্যায়। আমাদের দেশে ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট আদায়ের জন্য কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। যেমন: (১) মূল্য ঘোষণা প্রদান করে ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রদানকারী ব্যবসায়ী যারা উপকরণ কর রেয়াত পাবেন; (২) মূল্য ঘোষণা প্রদান না করে ৪ শতাংশ ভ্যাট প্রদানকারী ব্যবসায়ী যারা উপকরণ কর রেয়াত পাবেন না; (৩) প্যাকেজ ভ্যাটের আওতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ ভ্যাট প্রদানকারী ছোট ছোট দোকান; এবং (৪) আমদানির পর প্রথম বিক্রীর ক্ষেত্রে যদি ২৬.৬৭ শতাংশ মূল্য সংযোজন হয়, তাহলে আমদানি পর্যায়ে ৪ শতাংশ অগ্রিম প্রদত্ত ভ্যাট চূড়ান্ত বিবেচনা করে বিক্রয়কারী ব্যবসায়ী। সুপারশপ, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, জেনারেল স্টোর সাধারণতঃ দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ৪ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করে।

'সুপারশপ' বলতে কি বুঝায় তা ওই এসআরও-তে বর্ণিত আছে। সুপারশপ হতে হলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে তা হলো: (১) আয়তন ১২ হাজার বর্গফুটের বেশি হবে না; (২) যেখানে আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত, জীবানুমুক্ত, ও প্রিজারভেটিভ বিহীন মাছ-মাংস, চাল-ডাল, শাক-সবজি, ফল-মূলসহ দৈনন্দিন ব্যবহার্য গৃহস্থালী ও মনোহারী পণ্য বিক্রী করা হয়; এবং (৩) যেখানে Electronic Cash Register (ECR)বা Point of Sales (POS)ব্যবহার করা হয়। এরূপ সুপারশপের মধ্যে পড়বে এ্যাগোরা, প্রিন্স বাজার, স্বপ্ন, মিনা বাজার ইত্যাদি। উল্লেখ্য, অনেক সময় দেখা যায় যে, এসব সুপারশপে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের (এমআরপি) ওপর ভ্যাট হিসাব করা হয়, যা আইনসম্মত নয়। আমার জানামতে, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুসারে, সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য ভোক্তার নিকট থেকে নেয়া যাবে না। তাই, ভ্যাট সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। এসব সুপারশপে ভ্যাট প্রযোজ্য নেই, একথা সঠিক নয়।

প্রশ্ন-২৬৪: ***আমরা কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত একটি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান। আমাদের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন এর ধরণ Supplier (Manufacturingg) & Importer. বর্তমানে আমরা ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন এর ধরন পরিবর্তন করে Supplier (Trader) কথাটি যোগ করে ভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানী পূর্বক ট্রেডিং করতে চাই এবং সে ক্ষেত্রেও যথানিয়মে মূল্য ঘোষণা দিয়ে ১৫ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করতে চাই। উৎপাদিত পণ্য উৎপাদনস্থলে ট্রেডিং করা যাবে না বলে আমরা জানি কিন্ত আমদানীকৃত পণ্য উৎপাদনস্থলে ট্রেডিং করা যাবে। আমাদের কর্তৃপক্ষ অন্য একটি ভ্যাট ডিভিশন অফিসের আওতায় স্থান ভাড়া নিয়ে এধরনের ট্রেডিং করতে চান, তাতে কোন জটিলতা আছে কি? আমাদের জানা মতে কিছু জটিলতা থেকে যায়, যেমন: (১) ওই জায়গা থেকে ভ্যাট চালান ইস্যু করলে আলাদা ক্রমিক নম্বর সম্বলিত চালান ব্যাবহার করতে হবে যা ভ্যাট আইন অনুসারে বৈধ নয়। দুই স্থান থেকে (উৎপাদন স্থল ও ব্যাবসায়িক স্থল) সরবরাহ দেয়া হলে চালানের ক্রমিক নম্বরের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব নয়; (২) যদি আলাদা ভ্যাট চালান ব্যাবহার করা হয় তাহলে ওয়ার্কিং প্রসিডিউর অনুযায়ী মূসক ১৬, ১৭ ও ১৮ রেজিস্টার আলাদা হবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে কিন্ত একই রেজিস্ট্রেশনের আওতায় উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ের জন্য মূসক ১৬, ১৭ ও***

১৮ আলাদাভাবে ব্যাবহার করা যাবে কিনা সে বিষয়টিও জানা প্রয়োজন। অনুগ্রহ করে এ বিষয়সমূহের ওপর আলোকপাত করলে কৃতার্থ হবো। *[মোঃ সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী-ভ্যাট, নাভানা ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড লিঃ, গাজীপুর।]*

উত্তর: কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ ধরনের কার্যক্রমে জটিলতা রয়েছে। তাই, ভাড়াকৃত স্থানে নতুনভাবে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিয়ে ট্রেডিং কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ। কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান না হলে তার পক্ষে ট্রেডিং করা সহজ হতো। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৮৬-আইন/২০১২/৬৪৪-মূসক, তারিখ: ০৭ জুন, ২০১২ অনুসারে, তিন ধরনের প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় রেজিস্ট্রেশন পেতে পারে। যথা: (১) যদি কোন উৎপাদনকারী একস্থানে পণ্য উৎপাদন করার পর বিভিন্ন বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করেন; (২) যদি কোন বাণিজ্যিক আমদানিকারক তার ভ্যাট নিবন্ধিত ঠিকানার অনুকূলে পণ্য আমদানি করে বিভিন্ন বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রি করেন; এবং (৩) যদি কোন সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে সেবা প্রদান করেন। কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এবং হিসাবরক্ষণের পরিধি ব্যাপক। আপনার প্রশ্নে যে সব সম্ভাব্য জটিলতার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা সঠিক। একটি কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আমদানি করে ট্রেডিং করতে গেলে এসব জটিলতার উদ্ভব হতে পারে। অন্য কোন স্থান ভাড়া নিয়ে আমদানিকৃত পণ্য ট্রেডিং করার ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সংশোধন করে করা যাবে না। কারণ, দুটি স্থানে একটি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নেয়া যায় না। তাই, ভাড়া নেয়া স্থানে নতুনভাবে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থার একটি মূল বৈশিষ্ট্য হলো কোন স্থানে একটিমাত্র ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নেয়া যাবে। কোন একটি ঠিকানায় একের অধিক ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নেয়া যাবে না। তবে, একই রেজিস্ট্রেশনের আওতায় একাধিক কার্যক্রম করা যেতে পারে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পাঁচ ধরনের স্ট্যাটাস হতে পারে। যথা: (১) আমদানিকারক; (২) রফতানিকারক; (৩) উৎপাদনকারী; (৪) ব্যবসায়ী; এবং (৫) সেবা প্রদানকারী। কোন একটি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের আওতায় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ওই স্ট্যাটাসসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক বা সব স্ট্যাটাস ধারণ করতে পারে। কিন্তু কোন স্থানে এক বা একাধিক রেজিস্ট্রেশন নিতে পারে না।

আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত একটি নীতি হলো, এমনভাবে হিসাবপত্র সংরক্ষণ করতে হবে যেন তা সহজে নিরীক্ষা করা যায়। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ২২ এর উপ-বিধি ২ এ তা উল্লেখ আছে। অর্থাৎ স্বচ্ছভাবে হিসাবপত্র সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক। ভ্যাট ব্যবস্থা হলো হিসাব-নির্ভর ব্যবস্থা। ভ্যাট ব্যবস্থায় হিসাবপত্র পরীক্ষা করে ভ্যাট ফাঁকি প্রতিরোধ করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। তাই, বর্তমানের নানাবিধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জটিলতায় যেন হিসাবরক্ষণ দূর্বল হয়ে না পড়ে সেদিকে নজর রাখতে হবে। আপনার প্রস্তাবিত উপায়ে কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আমদানি করে ট্রেডিং করতে গেলে স্বচছভাবে হিসাবপত্র সংরক্ষণ করা কঠিন হবে। তাই, ভাড়াকৃত স্থানে আলাদাভাবে ভ্যাট রেজিস্টেশন নিয়ে আমদানিকৃত পণ্য ট্রেডিং করা সমীচীন হবে।

প্রশ্ন-২৬৫: ***আমরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ খাতে দেশের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান, সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানী। আমাদের কোম্পানীটি একটি বিশেষ ধরনের অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। আমরা অনেক কাজ করে থাকি। তার মধ্যে একটি কাজ হলো, আমরা কনডম আমদানি করে প্যাকেট করে বিক্রি করি। কনডমের ওপর আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট মওকুফ করা আছে। আমরা কনডম আমদানির পর যে প্যাকেটিং-এর কাজ করি, তা মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২ এর দফা (থ) অনুসারে উৎপাদন কার্যক্রমের আওতায় পড়ে। তাই, কনডম প্যাকেটিং অর্থাৎ উৎপাদন পর্যায়ে আমরা ভ্যাট পরিশোধ করি না। সারা দেশে আমাদের ১২টি ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার রয়েছে। প্যাকেটকৃত কনডম আমাদের অন্যান্য আইটেমের সাথে ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারগুলোতে পাঠানো হয়। ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার থেকে আমাদের গাড়িতে করে ঔষধের দোকানে দোকানে তা পৌঁছে দেয়া হয়। ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারগুলোতে কনডম সরবরাহের ওপর বর্তমানে আমাদের কাছে ব্যাসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট চাওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারে কোন মূল্য সংযোজন করা হয় না এবং এখান থেকে বিক্রি করা হয় না, শুধুমাত্র দোকানে দোকানে ডেলিভারী দেয়া হয়। এ পর্যায়ে আমাদের করণীয় কি অনুগ্রহ করে জানাবেন?*** *[শাফি উদ্দিন আহমেদ সেলিম এফসিএ, চীফ ফাইনান্সিয়াল অফিসার, সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানী, এসএমসি টাওয়ার, ৩৩ বনানী কমার্শিয়াল এরিয়া, ঢাকা-১২১৩।]*

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় কিছুদিন পূর্বেও কনডমের ওপর ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট আরোপিত ছিল। এসআরও নং ২২৪-আইন/২০১৭/৭৭৪-মূসক, তাং ০১ জুলাই, ২০১৭ এর টেবিল-৫ অনুসারে কনডমের ওপর থেকে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া আছে। তাই, বর্তমানে আর আপনার বর্ণিত সমস্যাটি নেই। কনডম ঔষুধ নয়, এটি একটি ভোগ্যপণ্য। বিশেষ প্রয়োজনীয় পণ্য বিধায় আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে কনডমের ওপর ভ্যাট মওকুফ করা ছিল। কিন্তু ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট মওকুফ ছিল না। যে পণ্যের ওপর আমদানি ও উৎপাদন উভয় পর্যায়ে ভ্যাট মওকুফ করে দেয়া হয়েছে, সে পণ্যের ওপর ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট কার্যকর করা ভ্যাটদাতা এবং ভ্যাট সংগ্রহকারী উভয়ের জন্যই দূরূহ। কারণ, সেক্ষেত্রে পূর্বে ভ্যাট পরিশোধিত না হওয়ার কারণে উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্য হয় না। তাই, শুধুমাত্র একস্তরে অর্থাৎ ব্যবসায়ী পর্যায়ের ওপর করের ভার খুব বেশি হয়। আদর্শ ভ্যাট ব্যবস্থায় ভ্যাটের ভার বিভিন্ন স্তরে বণ্টিত হয়ে যায়। তাই, আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে কোন আইটেমের ওপর ভ্যাট মওকুফ করার পর ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহত রাখলে তা আদর্শ ভ্যাট ব্যবস্থার চেতনার সাথে সঙ্গতীপূর্ণ হয় না। ভ্যাট ব্যবস্থা হলো একটি বহুস্তরবিশিষ্ট কর ব্যবস্থা (multiple-stage taxation system)। বহুস্তরবিশিষ্ট কর ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য বা সুবিধা হলো এরূপ কর ব্যবস্থায় করের ভার (incidence of tax) বিভিন্ন স্থানে বণ্টিত হয়ে যায়। তাই, কোন একস্তরে করের ভার বেশি হয় না। ব্যবসায়ী পর্যায়ে কনডমের ওপর যে ভ্যাট আদায় হতো তার পরিমাণ খুব বেশি নয়। কিন্তু এর জন্য পরিপালন আনুষ্ঠানিকতা (compliance formalities) সম্পাদন করতে হতো অনেক বেশি। ভ্যাট ব্যবস্থার অন্তর্নিহীত চেতনার (spirit) বিচারে এবং বর্তমানে আইটেমটির পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে আইটেমটির ওপর ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট মওকুফ করাই সমীচীন বিধায় সম্প্রতি

কনডমের ওপর ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট মওকুফ করা হয়েছে। তাই, বর্তমানে কনডমের ওপর আমদানি, উৎপাদন এবং ব্যবসায়ী কোন পর্যায়েই ভ্যাট আরোপিত নেই।

প্রশ্ন-২৬৬: ***ট্রেড ভ্যাট বলতে কী বুঝায়?***

উত্তর: তিনটি পর্যায়ে ভ্যাট আদায় করা হয়। যথা: ১. আমদানি পর্যায়; ২. উৎপাদন পর্যায়; এবং ৩. ব্যাবসায়ী পর্যায়।

ট্রেডিং বা ব্যবসায়ী পর্যায় হলো আমদানি করার পর বা উৎপাদকের নিকট থেকে বা বাজার থেকে ক্রয় করার পর যখন বিক্রি করা হয়, তখন এই বিক্রয়কে ব্যবসায়ী পর্যায়ের বিক্রয় বলে। ব্যবসায়ী পর্যায়ে পণ্যের আকৃতি, প্রকৃতি, গুণগত মান বা বৈশিষ্ট্যের কোন পরিবর্তন হয় না। শুধুমাত্র মূল্য সংযোজন হয়। বর্তমানে আমাদের দেশের ব্যবসায়ী পর্যায়ে ১৫ শতাংশ ভ্যাট পদ্ধতি, ৪ শতাংশ ভ্যাট পদ্ধতি এবং প্যাকেজ ভ্যাট পদ্ধতি এই তিনটি পদ্ধতি চালু আছে।

প্রশ্ন-২৬৭: ***কোন উৎপাদক তার উৎপাদনস্থলে ট্রেডিং করতে পারবেন কী?*** *[আবু সাঈদ আহমেদ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ইন্টার আইটি বিডি লিঃ, ঢাকা।]*

উত্তর: কোন উৎপাদকের নিজের উৎপাদিত পণ্য উৎপাদনস্থল থেকে ট্রেডিং করার কোন প্রশ্ন আসে না। তবে, তিনি যদি অন্য কোন উৎপাদকের নিকট থেকে ক্রয় করে বা বাজার থেকে পণ্য ক্রয় করে বা পণ্য আমদানি করে ট্রেডিং করতে চান, তাহলে তিনি তা করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে তাকে তার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদপত্রে উৎপাদকের পাশাপাশি ট্রেডার অন্তর্ভুক্ত করাতে হবে। তিনি যেসব পণ্যের ট্রেডিং করবেন তার জন্য ক্রয় হিসাব পুস্তক (মূসক-১৬) এবং বিক্রয় হিসাব পুস্তক (মূসক-১৭) আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা ভালো। অর্থাৎ উৎপাদনের জন্য তিনি যে 'মূসক-১৬' এবং 'মূসক-১৭' সংরক্ষণ করেন তার থেকে আলাদা হওয়া ভালো। সেক্ষেত্রে হিসাবপত্র স্বচ্ছভাবে সংরক্ষণ করা সহজ হয়।

প্রশ্ন-২৬৮: ***একটি প্রতিষ্ঠান ইন্টারনেট সেবা প্রদান করে। মডেম আমদানি করে সেবাগ্রহীতাদের নিকট বিক্রি করে। মডেমের ওপর ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট প্রদান করে। তবে, কিছু মডেম লাইন পরীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয়। এ মডেমগুলো নিয়ে তাদের যাতায়াত করতে হয়। এ মডেমগুলোর ক্ষেত্রে কিভাবে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে? যাতে পথিমধ্যে মডেমগুলো ভ্যাট কর্মকর্তাগণ আটক না করেন।***

উত্তর: এ মডেমগুলো নিজস্ব ব্যবহারের জন্য। তাই, ভ্যাট প্রদান করে ভ্যাট চালান সাথে রাখতে হবে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় পণ্য বা সেবা নিজে ভোগ করলেও ভ্যাট দিতে হয়। তাই, এক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-২৬৯: ***একটি পণ্য আমদানি স্তরে শুধুমাত্র ৩ শতাংশ কাস্টমস্ ডিউটি আরোপিত আছে। আর কোন ডিউটি/ভ্যাট নেই। এ ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের কোন আকৃতি, গুণগতমান বা কোন রূপ পরিবর্তন ছাড়াই একই মোড়কে বাজারজাতকরণ করতে চাইলে কিভাবে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে?*** *[মোঃ বাবুল মোল্লা, ঢাকা।]*

উত্তর: ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রি করতে হবে। এই পুস্তকের ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট পরিশোধের পদ্ধতি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ অনুগ্রহ করে দেখুন। ব্যবসায়ী পর্যায়ে বর্তমানে চারটি পদ্ধতি রয়েছে, যথা:- ১. পনের শতাংশ ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি; ২. চার শতাংশ ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি; ৩. আমদানির পর প্রথম বিক্রীর ক্ষেত্রে সীল প্রদান পদ্ধতি; এবং ৪. প্যাকেজ ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি। প্যাকেজ ভ্যাট ছোট ছোট দোকানদারদের জন্য। তাই, প্রথম তিনটি পদ্ধতির মধ্যে যে কোন একটি অনুসরণ করা যায়। এক্ষেত্রে যেহেতু আমদানি পর্যায়ে কোন ভ্যাট পরিশোধ করা হয়নি, সেহেতু রেয়াত নেয়া যাবে না। তাই, আমদানির পর প্রথম বিক্রীর ক্ষেত্রে সীল প্রদান করে বিক্রীর পদ্ধতি অনুসরণ করা ভালো।

প্রশ্ন-২৭০: ***যে ব্যবসায়ী ৪ শতাংশ পদ্ধতিতে ট্রেড ভ্যাট প্রদান করছেন, সে ব্যবসায়ী যদি প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে মূল্য ঘোষণা দিতে চান তাহলে তিনি তা করতে পারবেন কী?***

উত্তর: ব্যবসায়ী ৪ শতাংশ হারে ট্রেড ভ্যাট প্রদান করবেন না-কি ১৫ শতাংশ হারে ট্রেড ভ্যাট প্রদান করবেন তা ব্যবসায়ীর নিজস্ব সিদ্ধান্তের বিষয়। ৪ শতাংশ হারে ট্রেড ভ্যাট প্রদান করলে তিনি রেয়াত পাবেন না। ১৫ শতাংশ হারে ট্রেড প্রদান করলে তিনি রেয়াত পাবেন। এই পুস্তকের ব্যাবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি অধ্যায়ে এই দুটি পদ্ধতিতে ভ্যাট প্রদান করার নিয়ম-কানুন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে দেখুন। যে ব্যবসায়ী ৪ শতাংশ ভ্যাট প্রদান পদ্ধতিতে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ করছেন তিনি যদি এই পদ্ধতির পরিবর্তে ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি অবলম্বন করতে চান, তা তিনি অবশ্যই করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কোন তারিখ থেকে তিনি রেয়াত পাবেন বা রেয়াত নিবেন তা নির্ধারণ করা একটি জটিল বিষয় হবে। তাই, আমার অভিমত হলো, তিনি প্রথমে ৪ শতাংশ হারে ট্রেড ভ্যাট প্রদান করা বন্ধ করবেন। এক্ষেত্রে কোন একটি চালানের পণ্য শেষ করে তিনি নতুন একটি চালানের পণ্য ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রদান করে বিক্রি করা শুরু করবেন। এবং এই চালানের বিপরীতে তিনি রেয়াত নেবেন।

প্রশ্ন-২৭১: ***আমরা একটি কেন্দ্রীয় ওয়্যারহাউস করতে যাচ্ছি যেখান থেকে আমাদের সব আগোরা বিক্রয়কেন্দ্রে পণ্য সরবরাহ করা হবে। কেন্দ্রীয় ওয়্যারহাউসে ভ্যাট নিবন্ধন প্রয়োজন হবে কি? আমাদের সব বিক্রয়কেন্দ্র ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত এবং প্রতি মাসে ভ্যাট এবং দাখিলপত্র প্রদান করা হয়।*** *[মহিবুল ইসলাম, সিনিয়র অফিসার (ফাইনান্স এ্যান্ড এ্যাকাউন্টস), রহিমআফরোজ সুপারস্টোর্স লিঃ, মহাখালী, ঢাকা]*

উত্তর: কেন্দ্রীয় ওয়্যারহাউসের ক্ষেত্রে আলাদা ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন হবে এবং ট্রেড ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে এই পুস্তকের ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট অনুচ্ছেদ দেখুন। কেন্দ্রীয় ওয়্যারহাউস বলতে আমি যা বুঝিয়েছেন, তা হলো ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার। এ পর্যায়ে ট্রেড ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। সাধারণত এ ধরনের ক্ষেত্রে ট্রেড ভ্যাটের ৪ শতাংশ ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি অবলম্বন করা সুবিধাজনক।

প্রশ্ন-২৭২: ***কনস্ট্রাকশন কেমিক্যাল আমদানি করা হয়েছে। আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট এবং এটিভি পরিশোধ করা হয়েছে। এখন বিক্রি করার সময় ভ্যাট পরিশোধের বিধান কি?*** *[মোঃ নুরুন্নবী, ম্যানেজিং পার্টনার, জেকে কর্পোরেশন, হাউস-১, রোড-২, সেক্টর-১, উত্তরা, ঢাকা।]*
উত্তর: ট্রেড ভ্যাট দিয়ে বিক্রি করতে হবে। এই পুস্তকের ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি অনুচ্ছেদ অনুগ্রহ করে দেখুন। পনের শতাংশ ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতি অথবা ৪ শতাংশ ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতির যে কোনটি অবলম্বন করতে হবে।

প্রশ্ন-২৭৩: ***ছোট ছোট দোকানের ভ্যাট কত?***
উত্তর: যেসব ছোট ছোট দোকান প্যাকেজ ভ্যাটের আওতায় থাকবে, তারা ভ্যাট দিবে নিম্নের হারে:

(ক) ঢাকা (উত্তর), ঢাকা (দক্ষিণ) এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ছোট ছোট দোকান বছরে ২৮,০০০ (আটাশ হাজার টাকা মাত্র)।
(খ) দেশের অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকার ছোট ছোট দোকান বছরে ২০,০০০ (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র)।
(গ) জেলা শহরের পৌর এলাকায় অবস্থিত ছোট ছোট দোকান বছরে ১৪,০০০ (চৌদ্দ হাজার টাকা মাত্র)।
(ঘ) উক্ত এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকার ছোট ছোট দোকান বছরে ৭,০০০ (সাত হাজার টাকা মাত্র)।

উল্লেখ্য, কোন্ কোন্ দোকান প্যাকেজ ভ্যাট প্রদান করবে তা স্থানীয় দোকান মালিক সমিতির নের্তৃবৃন্দ এবং স্থানীয় ভ্যাট অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ মিলে অর্থবছরের প্রারম্ভে নির্ধারণ করেন।

প্রশ্ন-২৭৪: ***একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত কোনো পণ্য/উপকরণ এর আকৃতি, প্রকৃতি, গুণগতমান বা কোনোরূপ পরিবর্তন ছাড়াই একই মোড়কে বাজারজাত করতে চাইলে কিভাবে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে?*** *[মোঃ বাবুল মোল্লা, পুরানা পল্টন, ঢাকা।]*
উত্তর: এ দু'টি বিষয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাটের আওতাভুক্ত। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটির Supplier (Trader) হিসাবে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে। আমদানিকৃত পণ্য প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে মূল্য ঘোষণা প্রদান করে, ১৫ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রি করলে আমদানি পর্যায়ে প্রদত্ত ভ্যাট ও এটিভি রেয়াত পাওয়া যাবে। বিক্রয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন যদি ২৬.৬৭ শতাংশ হয় তাহলে ভ্যাট চালানে এই মর্মে সীল প্রদান করতে হবে যে, 'এই চালানের বিপরীতে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট আমদানি পর্যায়ে ...... শুল্ক বন্দর/স্টেশনের বিল-অব-এন্ট্রি নং-..... তারিখ: ...... এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে।' এরূপ প্রথম বিক্রির বেলায় ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-২৭৫: ***মডেম বিক্রির সময় ভ্যাট দিতে হবে কী?***
উত্তর: অবশ্যই ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। ব্যবসায়ী হিসেবে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। অনেক সময় ইন্টারনেট সার্ভিস প্রভাইডারগণ তাদের গ্রাহকদেরকে মডেম সরবরাহ করে থাকে। এখানে মডেম সরবরাহ ইন্টারনেট সেবা সরবরাহের আওতায় পড়বে না। মডেম সরবরাহ ব্যবসায়ীর সরবরাহ হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই, ব্যবসায়ী হিসেবে মডেমের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। সেক্ষেত্রে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারীর ভ্যাট রেজিস্টেশনপত্রে Service Rendererএর পাশাপাশি Supplier (Trader) উল্লেখ করতে হবে।

প্রশ্ন-২৭৬: ***একই স্থানে আমদানি করে ট্রেড করে এবং স্থানীয়ভাবে ক্রয় করে ট্রেড করে। দু'ভাবে হিসাব রাখতে হবে কী?***
উত্তর: না, হিসাব একটি রাখতে হবে। এখানে যেহেতু কোন উৎপাদন নেই শুধু ট্রেডিং আছে, তাই ট্রেডিং এর জন্য একটি হিসাব রাখতে হবে। আমদানিকৃত হোক বা স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত হোক একটি ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দিতে হবে। বিভিন্ন পণ্যের জন্য আলাদা আলাদা পৃষ্ঠা রাখতে হবে। বিক্রয় হিসাব পুস্তকে একই সিরিয়ালে সব বিক্রয় এন্ট্রি দিতে হবে। একটি দাখিলপত্র দাখিল করতে হবে।

প্রশ্ন-২৭৭: ***উৎপাদক ট্রেডিং করতে চান। সম্ভব কী?।***
উত্তর: হ্যাঁ সম্ভব। আমাদানিকৃত পণ্য বা স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত পণ্য তিনি ট্রেডিং করতে পারবেন। তবে, তাকে ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর সংশোধন করে কার্যক্রম কোডে Supplier (Trade) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ট্রেডিং করার জন্য আলাদা হিসাবপত্র সংরক্ষণ করতে হবে। উল্লেখ্য, নিজ উৎপাদিত পণ্য উৎপাদকের অঙ্গন থেকে ট্রেডিং করা যাবে না। উৎপাদকের অঙ্গন থেকে ভ্যাট চালান ইস্যু করে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করে উক্ত পণ্য সরবরাহ প্রদান করতে হবে। অতঃপর যে স্থানে সরবরাহ প্রদান করা হলো সে স্থান থেকে ট্রেডিং করা যাবে।

প্রশ্ন-২৭৮: ***গ্যাস সিলিন্ডারের ওপর ভ্যাট, লিকুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস (এলএনজি) এর ওপর ভ্যাট ইত্যাদি বিষয় দয়া করে স্পষ্ট করুন।***
উত্তর: ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বাজেটে এক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। আমাদের দেশে জ্বালানীর অভাব রয়েছে। ....

৩১. তল্লাশী ও আটক

প্রশ্ন-২৭৯: ***কারোর পণ্য যদি গাড়িসহ ভ্যাট কর্মকর্তাগণ আটক করেন তাহলে তাৎক্ষণিক করণীয় কী?***
উত্তর: পণ্য গাড়িসহ ভ্যাট কর্মকর্তাগণ আটক করতে পারেন, যদি গাড়িতে পরিবাহিত পণ্যের সাথে 'মূসক-১১' চালানপত্রের মিল না থাকে। যদি পণ্যের মালিক এবং গাড়ির মালিক একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হয়, তাহলে 'মূসক-৫ক' ফরমে ব্যক্তিগত মুচলেকা প্রদান করে গাড়ি ও পণ্য তাৎক্ষণিকভাবে মালিক নিজ জিম্মায় নিতে পারবেন। কাগজপত্র ভ্যাট কর্মকর্তাগণ আটক করে মামলা দায়ের করবেন। গাড়ি এবং পণ্য যদি আলাদা মালিকের হয়, তাহলে ভ্যাট কর্মকর্তাগণ সর্বোচ্চ ৩ কার্যদিবসের মধ্যে মামলা দায়ের করবেন। পণ্যের মূল্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট কর্মকর্তার নিকট মামলাটি দাখিল করা হবে। এ পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত বিচারাদেশের মাধ্যমে গাড়ি এবং পণ্য ছাড় করানো যেতে পারে। সংক্ষিপ্ত বিচারাদেশের

জন্য উক্ত কর্মকর্তার নিকট এই মর্মে আবেদন করতে হবে যে, আমি অপরাধ করেছি, অপরাধ স্বীকার করছি, আপনার দেয়া যে কোনো রায় মেনে নিতে বাধ্য থাকবো। এমন আবেদন করা হলে বিচারকারী কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে বিচার করে জরিমানা ইত্যাদি আরোপ করে পণ্য খালাস দিতে পারেন। এ পর্যায়ে বিচার কাজ শেষ হয়ে যাবে। অথবা মামলা স্বাভাবিকভাবে চলমান থাকা অবস্থায় পণ্যের মালিক পণ্য অন্তবর্তীকালীন ছাড় (Interim Release) নেয়ার জন্যে আবেদন করতে পারবেন এবং গাড়ির মালিক তার গাড়ি অন্তবর্তীকালীন ছাড় নেয়ার জন্যে আবেদন করতে পারবেন। বিচারক তাদেরকে অন্তবর্তীকালীন ছাড় প্রদান করতে পারেন। তবে, স্বাভাবিক গতিতে মামলা চলতে থাকবে।

প্রশ্ন-২৮০: *ভ্যাট কর্তৃপক্ষ গাড়ীসহ পণ্য আটক করলে কিভাবে ছাড় নিতে হয়?*
উত্তর: গাড়ী এবং পণ্যের মালিক যদি এক ব্যক্তি হন, তাহলে 'মূসক-৫ক' ফরমে ব্যক্তিগত মুচলেকা প্রদান করে তাৎক্ষণিকভাবে পণ্য এবং গাড়ী ছাড় নেয়া যাবে। আটককারী ভ্যাট কর্মকর্তাগণ ব্যক্তিগত মুচলেকা এবং অন্যান্য কাগজপত্রের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। আর গাড়ী এবং পণ্যের মালিক যদি আলাদা ব্যক্তি হন, তাহলে ভ্যাট কর্মকর্তাগণ সর্বোচ্চ ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে মামলা দায়ের করবেন। গাড়ীর মালিক এবং পণ্যের মালিক আলাদা আলাদাভাবে বিচারকারী কর্মকর্তার নিকট প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ আবেদন করলে বিচারকারী কর্মকর্তা গাড়ী এবং পণ্য অন্তবর্তীকালীন জিম্মায় প্রদান করতে পারেন। বিচার কাজ স্বাভাবিক গতিতে চলবে। তবে, গাড়ী এবং পণ্য সংক্ষিপ্ত বিচারাদেশের মাধ্যমে দ্রুত ছাড় নেয়ার বিধান আছে [ধারা-২৭(২) এর দ্বিতীয় শর্তাংশ]। সেক্ষেত্রে বিচারকের কাছে এই মর্মে আবেদন করতে হবে যে, আমি অপরাধ স্বীকার করছি। এবং যে কোনো আদেশ মেনে নিতে বাধ্য থাকবো। এরূপ আবেদন পেলে বিচারকারী কর্মকর্তা কারণ দর্শাও নোটিশ জারী না করে তাৎক্ষণিকভাবে বিচার সম্পন্ন করতে পারেন।

৩২. বিচার

প্রশ্ন-২৮১: *মামলা হওয়ার পর অর্থ পরিশোধ করে দিলেও কি জরিমানা আরোপ করা হবে?*
উত্তর: হ্যাঁ, জরিমানা আরোপ করা হবে। জরিমানা না করলে যদি সকলেই অর্থ (কর) পরিশোধ করা থেকে বিরত থাকে মামলা না করা পর্যন্ত, তাহলে ভ্যাট ব্যবস্থা পরিচালনা করা যাবে না। মামলা দাখিল হয়ে গেলে ফাঁকিকৃত রাজস্বসহ অর্থদণ্ড, জরিমানা আরোপ করা হলে তা পরিশোধ করতে হবে।

৩৩. আপীল

প্রশ্ন-২৮২: *আপিল করার ক্ষেত্রে যদি মামলাটির কোনো আর্থিক মূল্য না থাকে তাহলে কোন মূল্যের ওপর ৫০ শতাংশ পরিমাণ অর্থ জমা দিতে হবে?* *[মোঃ বদিউল আলম, ডেপুটি ম্যানেজার (ভ্যাট এ্যান্ড ট্যাক্স), রক্সি পেইন্টস লিঃ, ধানমন্ডি, ঢাকা।]*
উত্তর: আপিল করার ক্ষেত্রে মামলার আর্থিক মূল্য বিবেচনা করে ৫০ শতাংশ পরিমাণ অর্থ জমা দিতে হয় না। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯১৯ এর ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এবং দফা (খ) অনুসারে আপিল করার সময় দাবিকৃত করের ৫০ শতাংশ পরিমাণ অর্থ জমা দিতে হবে। এখানে কর বলতে ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক এবং টার্নওভার কর বুঝায়। যদি কোন মামলায় দাবিকৃত কর না থাকে, তাহলে আরোপিত অর্থদণ্ডের ৫০ শতাংশ পরিমাণ অর্থ জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য, অর্থ আইন, ২০১৬ এর মাধ্যমে এই অর্থ ৫০ শতাংশ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে তা ১০ শতাংশ ছিল।

প্রশ্ন-২৮৩: *আপিল করার সময় ৫০% অর্থ জমা প্রদান করতে হয়। মামলায় জিতে গেলে কিভাবে উক্ত অর্থ ফেরৎ পেতে হয়? চলতি হিসাবের মাধ্যমে না-কি রিফান্ড নিতে হবে?*
উত্তর: আপিল করার সময় অর্থ জমা দিলে তা চলতি হিসাবে জমা এবং প্রদেয় কলামে লিখতে হবে। যদি আপিলকারী মামলায় জিতে যান এবং উক্ত অর্থ তার পাওনা হয়, তাহলে তিনি আবার উক্ত অর্থ চলতি হিসাবের ট্রেজারী জমার কলামে লিখে নেবেন। যারা চলতি হিসাব সংরক্ষণ করেন না, তারা দালিখপত্রের মাধ্যমে সমন্বয় করবেন। যে মাসে জমা দিবেন সে মাসের দাখিলপত্রে ৫নং সারিতে লিখবেন। আর মামলায় জিতে গেলে তারা দাখিলপত্রের ১২নং ক্রমিকে লিখে সমন্বয় করে নেবেন।

৩৪. বকেয়া আদায়

প্রশ্ন-২৮৪: *একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক মৃত্যবরণ করেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট বকেয়া রয়েছে। এখন বকেয়া ভ্যাটের বিষয়ে কি পদক্ষেপ নিতে হবে?*
উত্তর: বকেয়া ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানটির যেহেতু অস্তিত্ব আছে, সেহেতু প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বকেয়া ভ্যাটের অর্থ পরিশোধ করবেন। মালিক মৃত্যুবরণ করলে তার উত্তরাধিকারীগণ আছেন, তারা প্রতিষ্ঠানের মালিক হবেন। তারা বকেয়া ভ্যাটের অর্থ পরিশোধ করবেন। এমনকি প্রতিষ্ঠানের যদি অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে উক্ত ব্যক্তির অন্য কোনো সম্পত্তি থেকে বকেয়া আদায় করা যাবে, যে সম্পত্তি এখন তার উত্তরাধিকারীগণ ভোগ করছেন (ধারা-৬৩)। তাই, উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বকেয়া পরিশোধ করে দেয়াই শ্রেয়।

৩৫. টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট সেবা

প্রশ্ন-২৮৫: ***আমরা আমাদের অফিসের কর্মকর্তাদের জন্য মোবাইল কোম্পানির এজেন্টের দোকান থেকে মোবাইলের টকটাইম ক্রয় করি। দোকান থেকে ভ্যাট চালান দেয়া হয় না - সাধারণ মেমো দেয়া হয়। মেমোতে ভ্যাট উল্লেখ থাকে না - মোট মূল্য উল্লেখ থাকে। এক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করতে হবে কী অনুগ্রহ করে জানাবেন।***

উত্তর: এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। মোবাইলের টকটাইম বিক্রয় একটি বিশেষ ধরনের কার্যক্রম। আমাদের দেশের ভ্যাট পদ্ধতিতে এ বিষয়টি স্পষ্ট বর্ণিত নেই। টকটাইমের মধ্যে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকে। যিনি টকটাইম ক্রয় করেন তিনি ভ্যাটসহ মূল্য পরিশোধ করেন। অর্থাৎ ১০০ টাকার টকটাইম ক্রয় করলে তিনি ১৩.০৪ টাকা ভ্যাট হিসেবে অগ্রিম পরিশোধ করেন। তাই, এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার কোন যৌক্তিকতা নেই। যদিও বিক্রেতা এজেন্ট কোন ভ্যাট চালান প্রদান করেন না, তবুও এক্ষেত্রে ভ্যাট সঠিকভাবে পরিশোধিত হয়। তাই, এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না মর্মে আমার অভিমত।

প্রশ্ন-২৮৬: ***আমাদের প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ব্যাংকে ইন্টারনেট এবং ডাটা কমিউনিকেশন সেবা প্রদান করে। প্রতিমাসে এই সেবার বিপরীতে তাদেরকে 'মূসক ১১' চালানসহ বিল পাঠাই। কতিপয় ব্যাংক 'মূসক ১১' চালান থাকা সত্ত্বেও আমাদের বিলের বিপরীতে উৎসে ১৫ শতাংশ ভ্যাট কর্তন করে। আবার, কোন কোন ব্যাংক যোগানদার সেবা হিসেবে উৎসে ৪ শতাংশ ভ্যাট কর্তন করতে চায়। তারা কি আমাদের বিলের বিপরীতে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে পারবে? পারলে কত শতাংশ হারে? এ ব্যাপারে সঠিক দিক-নির্দেশনা একান্ত কাম্য।*** *[এস,এম, শাহ নওশাদ পল্লব, ডেপুটি ম্যানেজার, হিসাব, টেলনেট কমিউনিকেশন লিমিটেড, খালেদ গ্রুপ অব কোম্পানীজ।]*

উত্তর: এখানে পৃথক দুটি কার্যক্রম জড়িত রয়েছে। প্রথম কার্যক্রমটি হলো ইন্টারনেট সেবা। এই সেবার কোড হলো এস০১২.১৪। এই সেবার সংজ্ঞা হলো 'টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার, টেলেক্স, ফ্যাক্স বা ইন্টারনেট সংস্থা অর্থ টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার, টেলেক্স, ফ্যাক্স বা ইন্টারনেট এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যোগাযোগ স্থাপন, তথ্য বা উপাত্ত আদান-প্রদানের ব্যবস্থাকারী কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা'। বর্তমানে ৩৬টি সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা বাধ্যতামূলক। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং-০২ এর উপানুচ্ছেদ নং-(১) এ ওই ৩৬টি সেবা বর্ণিত আছে। ওই ৩৬টি সেবার মধ্যে ইন্টারনেট সেবা অন্তর্ভুক্ত নেই। তাই, ইন্টারনেট সেবার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার আবশ্যকতা নেই। তবে, ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যথাযথ ভ্যাট চালান বিলের সাথে দাখিল করবে। আপনার বর্ণনামতে, আপনারা 'মূসক-১১' চালানসহ বিল পাঠান। বাধ্যতামূলকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য ৩৬টি সেবার বাইরের সেবা বিধায় এবং যথাযথ 'মূসক-১১' চালান আছে বিধায় এক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারী উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে না। সেবা গ্রহণকারী ইন্টারনেট সেবা বাবদ বিলের সমুদয় অর্থ আপনাদেরকে পরিশোধ করবে। এই হলো আইনের বিধান। এখানে ১৫ শতাংশ বা ৪ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার কোন আবশ্যকতা নেই। আপনার প্রশ্নে বর্ণিত দ্বিতীয় কার্যক্রমটি হলো, আপনাদের প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ব্যাংকে ডাটা কমিউনিকেশন সেবা প্রদান করে। আমার জানামতে, অন-লাইন ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন শাখার মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান প্রয়োজন হয়। আপনারা এই তথ্য আদান-প্রদানের সহায়তা করে থাকেন। এই কার্যক্রমটি সেবার কোন কোডের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হবে তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এই কার্যক্রমটি আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় দুটি সেবার বর্ণনার কাছাকাছি। একটি হলো, ইন্টারনেট সংস্থা সেবা; আর একটি হলো তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা। ইন্টারনেট সংস্থা সেবার সংজ্ঞা ওপরে দেয়া আছে। ওই সংজ্ঞা অনুসারে, টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার, টেলেক্স, ফ্যাক্স বা ইন্টারনেট এর মাধ্যমে বেশ কিছু কার্যক্রম করাকে ইন্টারনেট সংস্থা সেবা বলে। ওই কার্যক্রমের মধ্যে তথ্য বা উপাত্ত আদান-প্রদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আপনারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ডাটা কমিউনিকেশন সেবা প্রদান করছেন। এই কার্যক্রম ইন্টারনেট সংস্থা সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবার সংজ্ঞাটি বেশ বড়। তাই, এখানে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা হলো না। তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবার মধ্যে অনেকগুলো উপাদান রয়েছে। যার একটি হলো, any automated services rendered by internet or electroic network. অর্থাৎ ইন্টারনেট ছাড়াও electronic network এর মাধ্যমে কোন সেবা প্রদান করলে তা হবে তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা। তাই, ডাটা কমিউনিকেশন এর যে সেবা আপনার প্রতিষ্ঠান প্রদান করছে, তা তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা নয় বরং ইন্টারনেট সংস্থা সেবার আওতায় সংজ্ঞায়িত হবে বলে আমার অভিমত। তবে, এ বিষয়টি অধিকতর পর্যালোচনা করার অবকাশ রয়েছে।

প্রশ্ন-২৮৭: ***আমাদের দেশীয় একটি কোম্পানী বিটিআরসি থেকে ITC (International Terrestrial Cable) এবং IIG (International Internet Gateway) লাইসেন্স নিয়ে বৈধ পন্থায় ব্যবসা করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি সিঙ্গাপুরে অবস্থিত TATA Communications International Pte. Ltd.-কে International Private Lease Circuit (IPLC) এর চার্জ বাবদ ব্যাংকের মাধ্যমে পেমেন্ট দেয়। ব্যাংক উক্ত পেমেন্টের উপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করে। আবার, আমাদের দেশীয় কোম্পানিটি Bharti International (Singapore) Private Ltd.-কে Internet Bandwidth এর চার্জ বাবদ ব্যাংকের মাধ্যমে পেমেন্ট দেয়। ব্যাংক ওই পেমেন্টের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করে। ব্যাংক কর্তিত ভ্যাট সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করেছে এবং ট্রেজারী চালান ও 'মূসক-১২খ' ফরমে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেছে। বর্ণিত দুটি ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে কিনা সেবিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোঃ শিহাব উদ্দিন, মিরপর ১, ঢাকা।]*

উত্তর: আপনার বর্ণিত প্রথম ক্ষেত্রে প্রদত্ত ভ্যাটের শতভাগ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ৮০ ভাগ রেয়াত নেয়া যাবে। আলোচ্য কাজ দুটি হলো সেবা আমদানি। টেলিফোন কল বিদেশে প্রেরণের জন্য International Private Lease Circuit (IPLC) এর চার্জ এবং Internet Bandwidth এর চার্জ বাবদ অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। কাজ দুটি হলো সেবা আমদানি। দেশ থেকে একটি কল বিদেশে প্রেরণের জন্য দেশীয় সিমানার বাইরে

বিদেশ পর্যন্ত সেবা প্রয়োজন হয়। সেই সেবা অন্য কোম্পানী প্রদান করে যা বাবদ অর্থ পরিশোধ করতে হয়। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঞ) এর শর্তাংশ মোতাবেক বিদেশ থেকে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভ্যাট সরকারী ট্রেজারীতে জমা দেয়ার প্রমাণ অর্থাৎ ট্রেজারী চালান থাকা সাপেক্ষে রেয়াত নেয়া যাবে। আপনার প্রশ্নে দুটি সেবার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। একটি হলো International Private Lease Circuit (IPLC) এর চার্জ। এক্ষেত্রে প্রদত্ত ভ্যাটের সমপূর্ণটুকুই রেয়াত নেয়া যাবে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) মোতাবেক অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার, মেরামতের ক্ষেত্রে রেয়াত নেয়া যাবে না। আপনাদের বিষয়টি হলো অবকাঠামো ব্যবহার করে কল ফরোয়ার্ড করা, অর্থাৎ অবকাঠামোর সেবা ব্যবহার করা। তাই, এই সেবা শতভাগ রেয়াত নেয়া যাবে। আপনার বর্ণিত দ্বিতীয় সেবাটি হলো Internet Bandwidth ব্যবহার। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৬৮.২২.০৩৬.১৩/৫৪৩, তারিখঃ ১৭/১১/২০১৩ মোতাবেক Bandwidth এর ওপর প্রদত্ত ভ্যাট ৮০ শতাংশ রেয়াত নেয়া যাবে। তাই, আপনার বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি Internet Bandwidth এর চার্জ বাবদ পরিশোধিত অর্থের ওপর প্রযোজ্য ভ্যাটের ৮০ শতাংশ রেয়াত নিতে পারবে।

৩৬. বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবা, স্পন্সরশীপ সেবা

প্রশ্ন-২৮৮: ***ফেসবুক, ইয়াহু, গুগল ইত্যাদির ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। এসব ওয়েবসাইট বিদেশ থেকে মেইনটেইন করা হয়। বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ ই-মেইলের মাধ্যমে বা অন-লাইনে আপ-লোড করা হয়। পেমেন্ট দেয়া হয় সাধারণতঃ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে বা পে-পলের মাধ্যমে। এখানে ভ্যাটের বিধান কী?*** *[এ্যাডভোকেট মো: আনোয়ার হোসেন, সভাপতি, ঢাকা ট্যাক্সেস বার এ্যাসোসিয়েশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন (নীচতলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।]*

উত্তর: উপরে বর্ণিত ক্ষেত্রে 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' সেবা হিসেবে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ভ্যাটযোগ্য সেবাসমূহের কোড এবং সংজ্ঞা নির্ধারিত আছে। 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' সেবার কোড হলো এস০০৭.০০। এই সেবার সংজ্ঞায় উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ওয়েবসাইট বা কোন পত্রিকা, সাময়িকী, ম্যাগাজিন, ইত্যাদি এর অনলাইন সংস্করণে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হলে তা 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' সেবার আওতাভুক্ত হবে। সে অনুযায়ী আলোচ্য কাজটি ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন প্রচার। তাই, সেবাটি 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' সেবা। অনেকে এধরনের সেবাকে 'তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা' (Information Technology Enables Services) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে থাকেন, যা সঠিক নয়। তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবার সংজ্ঞায় Website Services অন্তর্ভুক্ত আছে। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনেক ধরনের সেবা প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার হলো একটি সেবা। যেহেতু ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার এই কার্যক্রমটিকে সুনির্দিষ্টভাবে 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' সেবার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেহেতু Website Services এই সাধারণ অর্থের মধ্যে কার্যক্রমটিকে অন্তর্ভুক্ত করার কোন অবকাশ নেই। যেমন: করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং এর কাজ সেবার কোড নং এস০৩১.০০ এর আওতায় সংজ্ঞায়িত আছে। কিন্তু গাড়ী মেরামত ও সার্ভিসিং এই কোডের আওতায় সংজ্ঞায়িত করা যাবে না। কারণ, সেবার কোড নং এস০০৩.১০ এর আওতায় 'মোটর গাড়ীর গ্যারেজ এবং ওয়ার্কশপ' সেবার আলাদা, সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেয়া আছে।

আলোচ্য ক্ষেত্রে বিদেশী ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে, অর্থাৎ সেবা আমদানি করা হচ্ছে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঘ) অনুসারে, বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে হতে বাংলাদেশে সেবার সরবরাহ গ্রহণ করা হলে যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হয়, তখন ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ১৮ক এর উপ-বিধি (৩) অনুসারে, সেবা আমদানির ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক সেবার মূল্য পরিশোধের সময় প্রদেয় ভ্যাট ব্যাংক বা অন্যকোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান উৎসে কর্তন করবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে সেবার মূল্য পরিশোধ করা হচ্ছে না। বরং সেবা গ্রহণকারী নিজেই ক্রেডিট কার্ড বা পে-পলের মাধ্যমে সেবার মূল্য পরিশোধ করছেন। সেহেতু, সেবার মূল্য পরিশোধের সময় ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট সরকারী কোষাগারে যথাযথ খাতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ সংক্রান্ত অন্যান্য বিধান পরিপালন করলে সেবা গ্রহণকারী ওই ভ্যাট রেয়াত নিতে পারবেন। একই আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঞ) এর শর্তাংশ অনুসারে ওই ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে।

প্রশ্ন-২৮৯: ***ছোট ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন দিলে 'মূসক-১১' ইস্যু করে না। এই ক্ষেত্রে কিভাবে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে?***

উত্তর: শুধুমাত্র পত্রিকায় প্রকাশিত মৃত্যু সংবাদ ছাড়া সব বিজ্ঞাপনের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। যদি ম্যাগাজিন 'মূসক-১১' চালান ইস্যু না করে তাহলে নিজেরা ভ্যাটের অংশটুকু ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

প্রশ্ন-২৯০: ***অনেক ক্ষেত্রে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান খরচ দিয়ে দোকানের সাইনবোর্ড তৈরী করে দেয়। সেক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠান খরচ দিয়ে সাইনবোর্ড তৈরী করে দেয় সে প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, পণ্য বা সেবার বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সাইনবোর্ডে প্রদর্শিত থাকে। মূলতঃ সাইনবোর্ডের অধিকাংশ অংশে খরচ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি প্রদর্শিত থাকে। সাইনবোর্ডের সাইডে বা নিচে ছোট করে দোকানের নাম, ঠিকানা ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। এরূপ সাইনবোর্ড প্রস্তুত করার কাজ বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে কিনা এবং এরূপক্ষেত্রে ভ্যাট সংক্রান্ত বিধান কি অনুগ্রহ করে জানাবেন।*** *[ওমর ফারুক, আইটিপি ও ভ্যাট কনসালট্যান্ট, ১১ পুরানা পল্টন, ইব্রাহীম ম্যানশন (চতুর্থ তলা), কক্ষ নং-৪০১, ঢাকা।]*

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' হলো একটি ভ্যাটযোগ্য সেবা। এই সেবার কোড নং-এস০০৭.০০। এই সেবার সংজ্ঞা হলো, '(ক) বিজ্ঞাপনী সংস্থা অর্থ কোন পণ্যের বা সেবার প্রচারণার বা অন্য কোন প্রচারণার উদ্দেশ্যে, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যে কোন নামের বা ধরনের বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকরণে বা উক্ত উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত কোন বিজ্ঞাপন যে কোন মাধ্যমে বা অন্য কোন পন্থায় প্রচারকরণে বা প্রচার কার্যে

সহায়তাকরণে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা; এবং (খ) কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ওয়েবসাইট বা কোন পত্রিকা, সাময়িকী, ম্যাগাজিন, ইত্যাদি এর অনলাইন সংস্করণে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইলে উহাও বিজ্ঞাপনী সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবে'। এখানে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো, প্রথমতঃ উদ্দেশ্য হতে হবে প্রচারণার জন্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে যে সাইনবোর্ড তৈরী করে দেয়া হচ্ছে তার উদ্দেশ্য হলো প্রচারণা। যে প্রতিষ্ঠান খরচ দিয়ে সাইনবোর্ডটি তৈরী করে দেয়, সে প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, পণ্য বা সেবা ইত্যাদি সাইনবোর্ডে উল্লেখ থাকে। দ্বিতীয়তঃ উদ্দেশ্য হতে হবে বাণিজ্যিক। আলোচ্য ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য বাণিজ্যিক। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া কোন দান-অনুদানের বিষয় জড়িত নেই। তৃতীয়ত বিষয় হলো, বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকরণ এবং যে কোন মাধ্যমে প্রচারকরণ। আলোচ্য ক্ষেত্রে সাইনবোর্ড প্রস্তুত করা হচ্ছে। সাইনবোর্ডের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, পণ্য ইত্যাদির প্রচার করা হচ্ছে। যে কোন মাধ্যম বলতে কোন ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম, প্রিন্ট মাধ্যম বা অন্য যে কোন মাধ্যম বুঝায়। চতুর্থ বিষয় হলো, বিজ্ঞাপন প্রস্তুত ও প্রচারে সহায়তাকরণ। আমরা দেখতে পেলাম যে, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' সেবার যে সংজ্ঞা রয়েছে, সে সংজ্ঞা অনুসারে আপনার বর্ণিত সাইনবোর্ড প্রস্তুত ও প্রদর্শণের কাজ 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' সেবার আওতায় সংজ্ঞায়িত হবে। বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবার সংজ্ঞা অনুসারে, বর্তমানে রেডিও, টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রচার, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার, ওয়েবসাইট, সাময়িকী, ম্যাগাজিন, বিলবোর্ড ইত্যাদিতে বিজ্ঞাপন প্রচার এবং যেসব মিডিয়া এজেন্সী বিজ্ঞাপন প্রচারে সহায়তা করে সেসব এজেন্সী বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবার আওতাভুক্ত। তাছাড়া, বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকারীও বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবার আওতাভুক্ত। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধান হলো, বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবা প্রদানকারী বিলের সাথে ভ্যাট চালান সরবরাহ করবে। ওই ভ্যাট চালান তার স্থানীর ভ্যাট অফিসের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা বা রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। তাহলে সেবা গ্রহণকারী উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে না। আর একটা বিষয় বলে রাখা দরকার যে, বিলবোর্ড আর সাইনবোর্ড একই ধরনের বিষয়। বিলবোর্ড বা সাইনবোর্ড প্রস্তুত করা আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'নির্মাণ সংস্থা' সেবার আওতায় পড়ে। এখানে ভ্যাটের হার ৫.৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। বিলবোর্ড এবং সাইনবোর্ড ব্যবহার 'বিজ্ঞাপনী সংস্থা' সেবার আওতায় পড়বে। এখানে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ।

প্রশ্ন-২৯১: ***আমরা স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করি। বিজ্ঞাপনদাতাগণ আমাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য চুক্তি সম্পাদন করেন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় আমরা বিজ্ঞাপন প্রচার করি। ধরা যাক, একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের চুক্তি আছে যে, মাসে ২০০ মিনিট আমরা ওই প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন প্রচার করবো। আমরা আমাদের হিসাব মতো ২০০ মিনিট বিজ্ঞাপন প্রচার করি। প্রচার করার পর আমরা বিল দাখিল করি, বিলে ১৫ (পনের) শতাংশ ভ্যাটের পরিমাণ উল্লেখ করি। বিজ্ঞাপনদাতা অনেক সময় ইন্ডিপেনডেন্ট ভেরিফাইয়ার নিযুক্ত করে বিজ্ঞাপন প্রচার করার সময়ের পরিমাণ যাচাই করে। ধরা যাক, আমরা ২০০ মিনিটের বিল দাখিল করেছি। কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতার ইন্ডিপেনডেন্ট ভেরিফাইয়ার এর ভেরিফিকেশন অনুসারে বিজ্ঞাপন প্রচার হয়েছে ১৮০ মিনিট। তাই, আমরা ২০০ মিনিটের বিল দাখিল করলেও বিজ্ঞাপনদাতা আমাদেরকে ১৮০ মিনিটের বিল পরিশোধ করে এবং ১৮০ মিনিটের বিলের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করে। কিন্তু আমরা পূর্বেই ২০০ মিনিটের ওপর বিল এবং ভ্যাট হিসাব করে ভ্যাট চালান ইস্যু করেছি। এখন আমাদের করণীয় কি সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মনোরঞ্জন মন্ডল, এজিএম, সময় মিডিয়া লিঃ, ৮৯ বীর উত্তম সি. আর. দত্ত রোড, বাংলা মোটর, ঢাকা-১২০৫]*

উত্তর : এখানে মূল সমস্যা হলো সেবার পরিমাণ নিয়ে। সেবা প্রদানকারীর মতে সেবার পরিমাণ ২০০ মিনিট, আর সেবা গ্রহীতার মতে সেবার পরিমাণ ১৮০ মিনিট। সেবা প্রদানকারী ২০০ মিনিটের জন্য বিল দাখিল করলেও তিনি সে মূল্য পাচ্ছেন না। তিনি ১৮০ মিনিটের সেবার বিনিময়ে মূল্য পাচ্ছেন। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৪) মোতাবেক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর ধার্য করা হবে সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর। একই আইনে 'সর্বমোট প্রাপ্তি' সংজ্ঞায়িত করা আছে। আইনের ধারা ২ এর দফা (ভ) অনুসারে, 'সর্বমোট প্রাপ্তি অর্থ করযোগ্য সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে মূল্য সংযোজন কর ব্যতীত কমিশন বা চার্জসহ প্রাপ্য বা প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ।' আলোচ্য ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতা ১৮০ মিনিট বিজ্ঞাপন প্রচারের বিনিময়ে যে পরিমাণ অর্থ সেবা প্রদানকারীকে প্রদান করছেন তাই হলো সর্বমোট প্রাপ্তি। এই সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। হিসাবপত্রে কিভাবে তা সমন্বয় করতে হবে তা এখানে আলোচিত হলো। এক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতা কর্তৃক কম মূল্য পরিশোধের পর সেবা প্রদানকারী ক্রেডিট নোট ইস্যু করবেন। যে পরিমাণ মূল্য কম দেয়া হয়েছে এবং তার ওপর ভ্যাটের পরিমাণ উল্লেখ করে ক্রেডিট নোট ইস্যু করতে হবে। ক্রেডিট নোট ইস্যু করে যে পরিমাণ মূল্য কম পাওয়া গেছে তা সেবা প্রদানকারীর বিক্রয় হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৭) থেকে বিয়োগ করতে হবে এবং যে পরিমাণ ভ্যাট কম পাওয়া গেছে তা সেবা প্রদানকারীর চলতি হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৮) এর স্থিতির সাথে যোগ করতে হবে। সেবা প্রদানকারী কর্তৃক সেবা গ্রহণকারীকে ক্রেডিট নোটের একটি অনুলিপি প্রদান করতে হবে। সেবা গ্রহণকারী যদি ভ্যাট চালানের বিপরীতে সম্পূর্ণ উপকরণ কর ইতোপূর্বে রেয়াত নিয়ে থাকেন, তাহলে এখন কম পরিশোধিত মূল্য তার ক্রয় হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৬) থেকে বিয়োগ করতে হবে এবং অতিরিক্ত গৃহীত রেয়াত চলতি হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৮) থেকে বিয়োগ করতে হবে। আর সেবা গ্রহণকারী যদি ইতোপূর্বে উপকরণ কর রেয়াত না নিয়ে থাকেন তাহলে ক্রেডিট নোট পাওয়ার পর কম পরিশোধিত সেবার মূল্য ক্রয় হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৬) থেকে বিয়োগ করতে হবে। উল্লেখ্য, সেবা গ্রহণকারী সেবার মূল্য কম পরিশোধ করলেও ভ্যাট চালান মোতাবেক ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে ক্রয়ের এন্ট্রি দেবেন। পরবর্তীতে ক্রেডিট নোট পাওয়ার পর এভাবে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করবেন।

প্রশ্ন-২৯২: ***একটি প্রতিষ্ঠান টেলিভিশনের এয়ারটাইম কিনে টকশো আয়োজন করার জন্য অন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে স্পন্সর করেছে। টকশোর মধ্যে মাঝে মাঝে স্পন্সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় বা বলা হয় বা লেখা হয় যে, অমুক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই টক শো স্পন্সরকৃত। স্পন্সর কর্তৃক প্রদত্ত মূল্য স্পন্সরশীপ সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে, নাকি বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে, সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[ইবারত হোসেন স্বপন, ম্যানেজার, স্টক বাংলাদেশ ভ্যাট সেন্টার, ঢাকা ট্রেড সেন্টার, ৯৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।]*

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাসমূহ সংজ্ঞায়িত করা আছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, কয়েকটি সংজ্ঞা প্রায় কাছাকাছি। এরূপ ক্ষেত্রে সেবাটি কোন সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কারণ, সেবার ক্ষেত্রে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে প্রকারান্তরে ৮টি হার কার্যকর আছে। যথা: ১.৫, ৩.০, ৪.০, ৪.৫, ৫.০, ৬.০, ৭.৫ এবং ১০.০ শতাংশ। বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ, এবং স্পন্সরশীপ সেবার ওপরও বর্তমানে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ, ইতোপূর্বে তা ৭.৫% ছিল। তাই, বর্ণিত কার্যক্রম কোন সেবার সংজ্ঞার আওতায় পড়বে তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন তেমন একটা প্রাসঙ্গিক নয়। আপনার বর্ণিত সেবাটি স্পন্সরশীপ সেবার আওতায় পড়বে। এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য আসুন আমরা দুটি সেবার সংজ্ঞা দেখে নেই।

> "বিজ্ঞাপনী সংস্থা অর্থ কোন পণ্যের বা সেবার প্রচারণার বা অন্য কোন প্রচারণার উদ্দেশ্যে, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যে কোন নামের বা ধরনের বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকরণে বা উক্ত উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত কোন বিজ্ঞাপন যে কোন মাধ্যমে বা অন্য কোন পন্থায় প্রচারকরণে বা প্রচার কার্যে সহায়তাকরণে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা; এবং কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ওয়েবসাইট বা কোন পত্রিকা, সাময়িকী, ম্যাগাজিন, ইত্যাদি এর অনলাইন সংস্করণে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইলে উহাও বিজ্ঞাপনী সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবে"। অন্যদিকে,
>
> "স্পন্সরশীপ সেবা (Sponsorship services) অর্থ Sponsorship services includes naming an event after the sponsor, displaying the sponsor's company logo or trading name, giving the sponsor exclusive or priority booking rights, sponsoring prizes or trophies for competition; but does not include any sports event involving national teams of Bangladesh. It also excludes any financial or other support in the form of donations or gifts, given by the donors subject to the condition that the service provider is under no obligation to provide anything in return to such donations".

দুটি সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিজ্ঞাপনী সংস্থা সেবার মূল বিষয় হলো, বিজ্ঞাপন প্রস্তুত করা, প্রচার করা বা প্রস্তুত বা প্রচার কাজে সহায়তা করা। এই প্রচার যে কোন মাধ্যমে হতে পারে। অন্যদিকে, স্পন্সরশীপ সেবার যে মূল বিষয়গুলো রয়েছে তার মধ্যে একটি হলো, স্পন্সরের কোম্পানী লোগো বা বাণিজ্যিক নাম প্রদর্শন করা। আপনার বর্ণিত কার্যক্রমটি এই অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। টেলিভিশনের পর্দায় মাঝে মাঝে স্পন্সরের নাম, লোগো ইত্যাদি ভেসে ওঠে বা তার নাম বলা হয়। তাই, এই সেবাটি স্পন্সরশীপ সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার বর্তমানে ১৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য।

৩৭. ভূমি উন্নয়ন সংস্থা ও ভবন নির্মাণ সংস্থা

প্রশ্ন-২৯৩: *কোন্ মূল্যের ওপর ভ্যাট আরোপ করা হবে? রেজিস্ট্রি মূল্যের ওপর নাকি সর্বমোট গৃহীত মূল্যের ওপর?*

উত্তর: রেজিস্ট্রি মূল্যের ওপর ভ্যাট আরোপ করতে হবে। ৭ জুন ২০১২ তারিখের এসআরও নং ১৮২-আইন/২০১২/৬৪০-মূসক এ উল্লেখ আছে যে, এ দুটি সেবার ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের নির্ধারিত হারের ভিত্তি হবে বিক্রয় বা হস্তান্তর বাবদ প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের বিশ শতাংশ। এখানে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ বলতে সাধারণ অর্থে ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতাকে প্রদত্ত সমুদয় অর্থ বোধগম্য হয়। কিন্তু বাস্তবে রেজিস্ট্রি মূল্য ভ্যাট প্রদানের ভিত্তিমূল্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। রেজিস্ট্রি মূল্য সরকারের একটি বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন আয়কর অনুবিভাগেও রেজিস্ট্রি মূল্যকে আয়কর সংক্রান্ত বিষয়ে মূল্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া, সরকারের অন্য বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য গ্রহণ করার নজির ভ্যাট বিভাগে রয়েছে। যেমন: ঔষধের ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য ভ্যাট আরোপযোগ্য মূল্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১২ তারিখ: ০৭.০৬.২০১২ মোতাবেক ভবন নির্মাণ সংস্থার ক্ষেত্রে "ফরম-ক" তে মূল্য ঘোষণা প্রদান করার বিধান করা হয়েছে। তবে, মাঠ পর্যায়ে এখনও এই সেবার ওপর মূল্য ঘোষণা প্রদানের প্রচলন হয়নি। রেজিষ্ট্রী মূল্য ব্যতিরেকে সর্বমোট প্রাপ্ত মূল্যের ওপর ভ্যাট আরোপ করা হবে, এরূপ বিধান এখনও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেনি। তাই, সার্বিক বিবেচনায় রেজিষ্ট্রী মূল্যের ওপরই ভ্যাট আরোপ করতে হবে।

প্রশ্ন-২৯৪: *ভ্যাট কে কর্তন করবে? সাব-রেজিস্ট্রার অফিস নাকি ভূমি উন্নয়ন/ভবন নির্মাণ কোম্পানি?*

উত্তর: সাধারণ আদেশ নং-১৯/মূসক/২০০৪ তারিখ: ০৭.০৯.২০০৪ এর অনুচ্ছেদ নং-১, ২ ও ৪ নিম্নরূপ:

(১) দলিল রেজিস্ট্রেশনের পূর্বেই সেবা প্রদানকারী অর্থাৎ ভবন বা এপার্টমেন্ট নির্মাণকারী সংস্থা ক্রেতাকে মূসক পরিশোধের বিষয়টি অবহিত করবেন এবং আইনের বাধ্যবাধকতা পরিপালন নিশ্চিত করবেন। ভবন বা এপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাটের ক্রেতা নিজে বা ভবন নির্মাণ সংস্থার মাধ্যমে মূসক পরিশোধ করতে পারেন।

(২) দলিল রেজিস্ট্রেশনের সময় মূসক পরিশোধের প্রমাণপত্র ব্যতিরেকে দলিল রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না মর্মে IGR (Inspector General of Registration) তাঁর অধীনস্থ প্রত্যেক সাব-রেজিস্ট্রার অফিসকে নির্দেশ প্রদান করবেন।

(৪) মূসক পরিশোধের প্রমাণ ব্যতিরেকে ভবন বা এপার্টমেন্ট রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না মর্মে সেবা প্রদানকারী হিসেবে REHAB (Real Estate & Housing Association of Bangladesh) সদস্যগণ কর্তৃক সরকারের রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাঁদের সমিতির অধিভুক্ত সদস্যদের অবহিত করবেন।

“ভূমি উন্নয়ন সংস্থা” এবং “ভবন নির্মাণ সংস্থা” সেবার ওপর ভ্যাট উৎসে আদায় করার বিধান করা হয়েছে। তবে, অন্যান্য সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট আদায়ের পদ্ধতি থেকে এ দুটি সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট আদায়ের পদ্ধতি কিছুটা আলাদা। এখানে সাব-রেজিষ্ট্রার অফিসকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ভ্যাট পরিশোধের সপক্ষে ভ্যাট চালান এবং ট্রেজারী চালান দাখিল করা না হলে রেজিষ্ট্রী সম্পন্ন না করার জন্য। এখানে ভ্যাট প্রদান করবেন ভূমি বা ভবন বা এ্যাপার্টমেন্টের ক্রেতা। উক্ত ভ্যাট সরকারী ট্রেজারীতে জমা প্রদান করবেন ক্রেতা বা বিক্রেতা যে কেউ। ভ্যাট চালান এবং ট্রেজারী চালান গ্রহণ করবে সাব-রেজিষ্ট্রার অফিস।

প্রশ্ন-২৯৫: ***কখন ভ্যাট কর্তন করতে হবে? কিস্তি গ্রহণের সময় নাকি পূর্ণ মূল্য গ্রহণের সময় নাকি রেজিষ্ট্রেশনের সময়?***

উত্তর: ভ্যাট ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে। রেজিষ্ট্রী করার সময় ট্রেজারী চালান সাব-রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করতে হবে (সাধারণ আদেশ নং-১৯/মূসক/২০০৪ তারিখ: ০৭.০৯.২০০৪ এর অনুচ্ছেদ নং-২)। ভ্যাট এর অর্থ প্রদান করবেন ক্রেতা। ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী খাতে জমা দেয়ার কাজ যে কেউ সম্পন্ন করতে পারেন। সাধারণত: এক্ষেত্রে কোম্পানী ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ভ্যাটের অর্থ জমা দিয়ে থাকে। ট্রেজারী চালানের প্রথম কলামে জমাদাতার নাম, ঠিকানা লিখতে হবে এবং দ্বিতীয় কলামে কোম্পানীর নাম, ঠিকানা লিখতে হবে।

এসআরও নং-২১৬-আইন/২০০৭/৪৮১-মূসক, তারিখ: ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ এর অনুচ্ছেদ নং-৪ নিম্নরূপ:

> “৪। **কর পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি**।- (১) কোন ফ্ল্যাট, এ্যাপার্টমেন্ট, ভবন বা ভূমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উহার দলিল রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে বিধি ৩ এ উল্লিখিত হারে ভবন নির্মাণ সংস্থা ও ভূমি উন্নয়ন সংস্থাকে কর পরিশোধ করিতে হইবে।
>
> (২) কোন ফ্ল্যাট, এ্যাপার্টমেন্ট, ভবন বা ভূমি বিক্রয়ের আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পরিশোধের সময় বিধি ৩ এর অধীন ধার্যকৃত করের আংশিক বা সমুদয় পরিশোধ করা হইলে দলিল রেজিস্ট্রেশনের সময় পরিশোধিত কর পুনরায় পরিশোধ করিতে হইবে না।
>
> (৩) কোন ফ্ল্যাট, এ্যাপার্টমেন্ট, ভবন বা ভূমি বিক্রয়ের দলিল রেজিস্ট্রেশনের সময় বিধি ৩ অনুযায়ী ধার্যকৃত করের আংশিক বা সমুদয় অংশ অপরিশোধিত থাকিলে উহা পরিশোধপূর্বক প্রমাণপত্র দাখিল সাপেক্ষে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা যাইবে।”

উপরের বিবরণ হতে বুঝা যায় যে, কিস্তি গ্রহণের সময় ভ্যাট পরিশোধ করা যায়। আবার, পূর্ণ মূল্য গ্রহণের সময়ও ভ্যাট পরিশোধ করা যায়। আবার, রেজিস্ট্রেশনের পূর্বেও ভ্যাট পরিশোধ করা যায়। মোটকথা, রেজিস্ট্রেশনের সময় ট্রেজারী চালান সাব-রেজিস্টারের দপ্তরে দাখিল করতে হবে। ভ্যাটের অর্থ তার পূর্বে যেকোন সময় ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা দেয়া যাবে।

প্রশ্ন-২৯৬: ***দাখিলপত্রে টার্নওভার হিসেবে কোন পরিমাণ অর্থ প্রদর্শন করতে হবে? রেজিস্ট্রীকৃত মূল্য নাকি পূর্ণ মূল্য? কোন ক্রমিকে ভ্যাটের পরিমাণ প্রদর্শন করতে হবে?***

উত্তর: দাখিলপত্রে টার্নওভার হিসেবে রেজিষ্ট্রীকৃত মূল্য প্রদর্শন করতে হবে। যেহেতু রেজিষ্ট্রীকৃত মূল্যের ওপর ভ্যাট নেয়া হয়, সেহেতু ভ্যাট সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রীকৃত মূল্য উল্লেখ করতে হবে। দাখিলপত্রের ক্রমিক নং-১ এর দ্বিতীয় কলামে সেবার মূল্য এবং চতুর্থ কলামে ভ্যাটের পরিমাণ উল্লেখ করতে হয়।

প্রশ্ন-২৯৭: ***দাখিলপত্র এবং এ্যাকাউন্টস-এ কিভাবে টার্নওভার সমন্বয় করা যাবে? কারণ হ্যান্ডওভারের তারিখ এবং রেজিষ্ট্রেশনের তারিখ এক নয়।***

উত্তর: সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবা প্রদানের মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিলপত্র দাখিল করতে হয়। উক্ত দাখিলপত্রে সেবার মূল্য, প্রযোজ্য ভ্যাট ইত্যাদি উল্লেখ করতে হয়। এই হলো ভ্যাট সংক্রান্ত নিয়ম। একাউন্টস-এর ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। উক্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। ভ্যাট সংক্রান্ত বিধি-বিধান, এ্যাকাউন্টস সংক্রান্ত বিধি-বিধান এবং আয়কর সংক্রান্ত বিধি-বিধান একরকম নাও হতে পারে।

প্রশ্ন-২৯৮: ***রেকর্ডপত্র কিভাবে সংরক্ষণ করতে হবে?***

উত্তর: প্লট বা ফ্ল্যাট বা এ্যাপার্টমেন্ট বিক্রীর ক্ষেত্রে “মূসক-১১” চালানপত্র ইস্যু করতে হবে এবং তা ট্রেজারী চালানসহ সাব-রেজিষ্ট্রার অফিসে দাখিল করতে হবে। সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের সেবা বিধায় এক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যায় না, তাই ক্রয় হিসাব রেজিষ্টার (মূসক-১৬) সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় না। তবে, ক্রয় হিসাব রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে পারলে উত্তম। উল্লেখ্য, এ দুটি সেবার ক্ষেত্রে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের মাধ্যমে উৎসে ভ্যাট আদায় হয়ে যায় বিধায় হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত পরিপালন (compliance) নিশ্চিত করতে এখনও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যথেষ্ট সচেষ্ট হয়নি। তাই, এই সেবা দুটির ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত পরিপালন (compliance) সংস্কৃতি এখনও গড়ে ওঠেনি। বিক্রয় হিসাব রেজিস্টার “মূসক-১৭” সংরক্ষণ করতে হবে। যদিও এই রেজিস্টারে খুব বেশি এন্ট্রি দেয়ার প্রয়োজন হবে না। কারণ, প্লট, বা ফ্ল্যাট বা এ্যাপার্টমেন্ট খুব বেশি বিক্রী হয় না। সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের সেবা বিধায় এক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যায় না। তাই, চলতি হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৮) সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নেই। দাখিলপত্র (মূসক-১৯) দাখিল ও সংরক্ষণ করতে হবে।

ভ্যাট সংক্রান্ত অন্যান্য পরিপালন: তাছাড়া, “ভূমি উন্নয়ন সংস্থা” বা “ভবন নির্মাণ সংস্থা” যদি লিমিটেড কোম্পানী হয়, তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধানাবলী পরিপালন করতে হবে। ভূমি উন্নয়ন সংস্থা সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার ৩ শতাংশ। ভবন নির্মাণ সংস্থা সেবার ক্ষেত্রেও ভ্যাটের হার ৩ শতাংশ ছিল। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট কার্যক্রমের সময় এক্ষেত্রে তিনটি স্ল্যাব করে তিনটি হার নির্ধারণ করা হয়েছে। ৪

জুন, ২০১৫ তারিখ থেকে তা কার্যকর হয়েছে। স্ল্যাবগুলো হলো ১১০০ বর্গফুট পর্যন্ত ১.৫%, ১১০১ বর্গফুট হতে ১৬০০ বর্গফুট পর্যন্ত ২.৫% এবং ১৬০১ বর্গফুট এবং তদূর্ধ্ব ৪.৫%। এ সেবা দুটি টার্নওভার কর প্রদান করার সুবিধা পাবে না। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ১৮ঙ অনুসারে রেজিস্ট্রেশন ফি'র ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে, যা উৎসে কর্তন/আদায়যোগ্য।

৩৮. ছাপাখানা সেবা

প্রশ্ন-২৯৯: ***আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম 'কর্পোরেট প্রিন্টার্স'। ট্রেড লাইসেন্সে উল্লেখিত বিবরণ অনুযায়ী আমাদের ব্যবসার ধরন 'ছাপাখানা: প্রিন্টিং প্যাকেজিং উৎপাদনকারী'। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে 'ব্যবসার প্রকৃতি' এর বিপরীতে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে Supplier (Manufacturing) and Service Renderer হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে 'ব্যবসার কার্যক্রম' এর বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে 'C007.71: Packaging Material/products'। আমরা একটি ব্যাংকের ডায়েরী এবং ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে দেয়ার জন্য কার্যাদেশ পাই। কার্যাদেশ অনুসারে আমরা ডায়েরী এবং ক্যালেন্ডারের মূল্য ঘোষণা ভ্যাট বিভাগীয় অফিসে দাখিল করি। ভ্যাট বিভাগীয় অফিস মূল্য ঘোষণা অনুমোদন করে। আমরা অনুমোদিত মূল্যে 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করে ব্যাংকে ডায়েরী এবং ক্যালেন্ডার সরবরাহ করেছি। আমরা চলতি হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৮) সংরক্ষণ করি। চলতি হিসাব রেজিস্টারে প্রদেয় ভ্যাট বিয়োগ করে আমরা 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করেছি। ব্যাংক আমাদের বিল থেকে ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করে রাখতে চায়। কিন্তু আমাদের জানা মতে, এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। অনুগ্রহ করে এ বিষয়ে আইনসঙ্গত মতামত দিন।*** *[ফাতেমা আকতার জেনিন, পরিচালক, কর্পোরেট প্রিন্টার্স, ৫৪ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা।]*

উত্তর: এ ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ নং-২ এ সেবার একটি তালিকা দেয়া আছে। ওই সেবাসমূহের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা বাধ্যতামূলক। ওই সেবাসমূহের ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারীর দু ধরনের অপশন রয়েছে। এক. সেবা প্রদানকারী স্বাভাবিক পদ্ধতিতে তার স্থানে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করবেন এবং উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীও প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করবেন। উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কর্তনের প্রত্যয়নপত্র (মূসক-১২খ) ইস্যু করবেন। 'মূসক-১২খ' এর ভিত্তিতে সেবা সরবরাহকারী তার দাখিলপত্রের ১২ নং ক্রমিকে ওই পরিমাণ ভ্যাট লিপিবদ্ধ করে পজিটিভ সমন্বয় করে নেবেন। অর্থাৎ তিনি দুবার ভ্যাট পরিশোধ করলেন, আর একবার পজিটিভ সমন্বয় করে নিলেন। অর্থাৎ তিনি একবার ভ্যাট পরিশোধ করলেন। দুই. সেবা প্রদানকারী ভ্যাট চালান ইস্যু করবেন কিন্তু স্বাভাবিক পদ্ধতিতে তার স্থানে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করবেন না। উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করবেন। উৎসে কর্তনকারী কর্তনের প্রত্যয়নপত্র (মূসক-১২খ) ইস্যু করবেন। তবে, প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে সেবা প্রদানকারী দাখিলপত্রে পজিটিভ সমন্বয় করতে পারবেন না। অর্থাৎ ওই সেবার ওপর শুধুমাত্র উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। অর্থাৎ একবার ভ্যাট পরিশোধিত হয়েছে। এ হলো ওপরে বর্ণিত আদেশে লিপিবদ্ধ সেবাসমূহের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধান। ওই সেবাসমূহের মধ্যে একটি সেবা হলো ছাপাখানা। ছাপাখানা সেবার ক্ষেত্রেও ওপরের বিধান প্রযোজ্য। আমার মনে হয়, আপনাদের সরবরাহকে ছাপাখানা সেবা হিসেবে বিবেচনা করে ব্যাংক ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে চেয়েছে। কিন্তু আপনাদের সরবরাহটি প্রকৃত অর্থে ছাপাখানার সেবা সরবরাহ নয়। প্রকৃত অর্থে আপনাদের সরবরাহটি হলো পণ্যের সরবরাহ। আপনারা ডায়েরী এবং ক্যালেন্ডার পণ্য প্রস্তুত করে সরবরাহ করেছেন। সাবান, শ্যাম্পু, গাড়ী, বিস্কুট, সিমেন্ট, টিন, গুড়াদুধ, জেনারেটর, ইউপিএস ইত্যাদি নানাবিধ পণ্য প্রস্তুত বা উৎপাদন করে সরবরাহ করা হলে যে বিধান ক্যালেন্ডার, ডায়েরী, ভিউ কার্ড, ইনভাইটেশন কার্ড, গ্রিটিং কার্ড, গিফট কার্ড ইত্যাদি প্রস্তুত করে সরবরাহ করার ক্ষেত্রে সেই একই বিধান। কিন্তু পরের আইটেমগুলো যেহেতু ছাপাখানা থেকে প্রস্তুত করা হয় সেহেতু অনেকে এই সরবরাহকে ছাপাখানার সেবা সরবরাহ বলে বিবেচনা করে ভুল করে থাকেন।

ওপরে বর্ণিত আদেশের অনুচ্ছেদ নং-০২ এর উপানুচ্ছেদ নং-(২) এর দফা (ক) অনুযায়ী, "কোন উৎপাদক বা ব্যবসায়ী 'মূসক-১১' চালানসহ পণ্য সরবরাহ করলে উক্ত সরবরাহ 'যোগানদার' সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না বিধায় এরূপক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করতে হবে না।" ওই আদেশে উল্লেখ আছে যে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। যখন কোন উৎপাদক পণ্য উৎপাদন করে, ভ্যাট চালান ইস্যু করে সরাসরি ওই পণ্য সরবরাহ করবেন তখন ওই সরবরাহ থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। কারণ, তিনি যোগানদার নন। যোগানদার হলেন তিনি, যিনি আমদানি করে বা স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করে সরবরাহ করেন। আপনাদের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং ট্রেড লাইসেন্স অনুযায়ী আপনারা উৎপাদক এবং সেবা প্রদানকারী। একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একই সাথে উৎপাদক, সেবাপ্রদানকারী, আমদানিকারক, রফতানিকারক বা ব্যবসায়ী হতে পারে। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে একটিমাত্র ব্যবসার কার্যক্রম কোড লেখা হয়। কারণ, সেখানে অনেক কার্যক্রম কোড লেখার স্থান নেই। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র একটিমাত্র পণ্য উৎপাদন করে না বা একটিমাত্র সেবা প্রদান করে না। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের আবেদনপত্রে (মূসক-৬)-এ ক্রমিক নং-১৫-তে "Item(s) to be produced and/or traded/Service(s) to be rendered" এর নিম্নে সব পণ্য বা সেবার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে হয়। তন্মধ্যে প্রধানতম একটিমাত্র পণ্য বা সেবা ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে উল্লেখ করা হয়। ডায়েরী, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি ছাপাখানায় ছাপা হয়েছে বটে কিন্তু পণ্য হিসেবে যেহেতু এগুলোর মূল্য ঘোষণা দেয়া হয়েছে, ভ্যাট চালান ইস্যু করা হয়েছে, চলতি হিসাব রেজিস্টারে প্রযোজ্য ভ্যাট বিয়োগ করে সরবরাহ প্রদান করা হয়েছে, তাই ওই সরবরাহটি পণ্যের সরবরাহ, সেবার সরবরাহ নয়। পণ্যের সরবরাহ বিধায় এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। আরো একটি বিষয় প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, টেন্ডার বা কার্যাদেশের বিপরীতে কোন পণ্য উৎপাদন করে সরবরাহ দিতে হলে ভ্যাট বিভাগীয় অফিসে মূল্য ঘোষণা দাখিল করার সময় টেন্ডার মূল্য উল্লেখ করতে হয়। সচরাচর টেন্ডার মূল্যই অনুমোদন করা হয়। সুতরাং টেন্ডার মূল্যে 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করে পণ্য সরবরাহ করতে হয়।

আপনাদের বর্ণনা অনুযায়ী আপনারা এসব বিধান পরিপালন করেছেন। তাই, আপনাদের সরবরাহটি ছাপাখানার সেবা সরবরাহ নয় বা যোগানদার কর্তৃক প্রদত্ত সেবা সরবরাহ নয়। বরং আপনারা উৎপাদক সরবরাহকারী। এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-৩০০: আমাদের প্রতিষ্ঠান একটি এনজিও। আমরা বাচ্চাদের বিনামূল্যে বই সরবরাহ করি। বইগুলো আমরা টেন্ডারের মাধ্যমে ছাপাখানা থেকে ছাপিয়ে আনি। ছাপাখানার বিল পরিশোধের সময় আমরা ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করি। কিন্তু টেন্ডারদাতাদের মতে, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ হিসেবে এক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। এ বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। *(আবু হেনা মোঃ ফেরদৌস, সিনিয়র এ্যাকাউন্টিং এ্যাসোসিয়েট, রুম টু রিড, ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।)*

উত্তর: আলোচ্য ক্ষেত্রে যোগানদার সেবা হিসেবে ৪ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিলের মাধ্যমে পুস্তক, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ও সরকারী গেজেট ছাপা ও প্রকাশনার উপর ভ্যাট মওকুফ করা হয়েছে। পুস্তক আর বই একই কথা। এই ভ্যাট মওকুফের পরিধী হলো, বই যেখানে ছাপানো হবে এবং যেখান থেকে প্রকাশ করা হবে সেখানে ছাপাখানা সেবা এবং প্রকাশনা সেবার উপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না। এসআরও নং ২২৪-আইন/২০১৭/৭৭৪-মূসক, তাং ০১ জুলাই, ২০১৭ এর 'টেবিল-4' অনুসারে পুস্তক, সাময়িকী ও ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষামূলক দ্রব্যাদি মুদ্রণের চার্জের উপর ভ্যাট আরোপিত হবে না। অর্থাৎ বই যেখানে ছাপানো হচ্ছে সেখানে ছাপাখানা সেবার উপর ভ্যাট প্রযোজ্য নেই। তাহলে দাঁড়ায় এই যে, আইনের দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বই ছাপা এবং প্রকাশনা ভ্যাটমুক্ত এবং এসআরও দ্বারা বই ছাপা ভ্যাটমুক্ত। তাছাড়া, পূর্বে উল্লিখিত এসআরও দ্বারা বই বাঁধাই করা ভ্যাটমুক্ত। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে টেন্ডারের মাধ্যমে বই ছাপিয়ে আপনাদের এনজিওতে সরবরাহ দেয়া হচ্ছে। তাই, এই সরবরাহটি যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে কি-না তা জানা প্রয়োজন। তাই, আমাদের এখন জানা দরকার যে, ছাপা এবং প্রকাশনার পরিধি কি? এবং যোগানদার সেবার পরিধি কি? ধরুন একজন ব্যক্তি ছাপাখানা থেকে পোস্টার ছাপিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি ছাপাখানার সেবা গ্রহণ করেছেন। ছাপাখানা থেকে তাকে ভ্যাট চালান দিতে হবে। ভ্যাট চালানে ছাপা বাবদ চার্জ এবং ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পোস্টারের মালিক মূল্য এবং ভ্যাট পরিশোধ করে পোস্টার নিয়ে আসবেন। অর্থাৎ ছাপাখানার সেবা যেখানে দেয়া হলো সেখানে সেবা গ্রহীতা ওই সেবার উপর ভ্যাট পরিশোধ করলেন। এখন এই পোস্টার যদি তিনি আবার কোথাও বিক্রী করেন তাহলে তা হবে আর একটি সরবরাহ। তখন আর সেবার সরবরাহ থাকবে না, বরং তখন তা হবে পণ্যের সরবরাহ। পণ্যটি হলো পোস্টার। এই পর্যায়ে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধের প্রশ্ন আসবে। আবার, এই পোস্টার যদি গ্রহীতা কোন উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর কাছে সরবরাহ দেয়, তখন তা হবে পণ্যের সরবরাহ। তখন উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কিনা তা বিবেচনায় আনতে হবে। পুস্তক ছাপানোর উপর ভ্যাট নেই। পুস্তক যদি কোন ব্যক্তি ছাপিয়ে আনে তাহলে তাকে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না। কিন্তু যোগানদারের সংজ্ঞা অনুসারে, কোটেশন বা দরপত্র বা অন্যবিধভাবে কোন উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট কোন করযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহ করলে তা হবে যোগানদার সেবা। আপনার প্রতিষ্ঠানটি এনজিও। এনজিও উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। ছাপাখানা বই ছাপিয়ে সরাসরি সরবরাহ দিক বা অন্য কোন ব্যক্তি ছাপাখানা থেকে বই ছাপিয়ে এনে সরবরাহ দিক না কেন সরবরাহটি হলো পুস্তক সরবরাহ। পুস্তক হলো একটি করযোগ্য পণ্য। তাই, দরপত্রের মাধ্যমে পুস্তক সরবরাহ দেয়া হলো যোগানদার সেবা সরবরাহ। তাই, পুস্তক যখন সরবরাহ দেয়া হয়, তখন ওই সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে কি-না এবং ওই সেবার উপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি-না সে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। এসআরও নং ২২৪-আইন/২০১৭/৭৭৪-মূসক, তাং ০১ জুলাই, ২০১৭ এর 'টেবিল-4' এর মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কার্যাদেশ এর বিপরীতে মুদ্রিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর এবং সমমান পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহকে যোগানদার সেবা হিসেবে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর এবং সমমান পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক এর বাইরের কোন পুস্তক যদি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে টেন্ডারের মাধ্যমে মুদ্রণ করে সরবরাহ দেয়া হয় তাহলে ওই সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। আর জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ব্যতীত অন্য যেকোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান পুস্তক সরবরাহ নিলে তা হবে যোগানদার সেবার সরবরাহ। আপনাদের প্রতিষ্ঠান যেহেতু এনজিও অর্থাৎ উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান, সেহেতু বই মুদ্রণ করে আপনাদের প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ দেয়া যোগানদার সেবার আওতায় পড়বে। তাই, আপনাদের এনজিও কর্তৃক পুস্তক সরবাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ হারে যোগানদার সেবা হিসেবে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

তবে, আমরা জানি যে, উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১৪/মূসক/২০১৭, তারিখঃ ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ ২(০২)(ক) অনুসারে, কোন পণ্য উৎপাদনকারী ভ্যাট চালানসহ কোন পণ্য সরাসরি সরবরাহ দিলে ওই সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং সেক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। তাই, যদি বই-এর মূল্য ঘোষণা দিয়ে পণ্য হিসেবে বই উৎপাদন করা হয় এবং পণ্য হিসেবে উৎপাদনকারী কর্তৃক ভ্যাট পরিশোধ করে ভ্যাট চালানসহ সরাসরি সরবরাহ দেয়া হয়, তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। যেমন: অনেক সময় দেখা যায় যে, ব্যাংক ক্যালেন্ডার, ডায়েরী ইত্যাদি টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় করে। ছাপাখানা ক্যালেন্ডার, ডায়েরীর মূল্য ঘোষণা দেয় এবং উৎপাদনকারী হিসেবে উৎপাদন করে ভ্যাট চালানসহ ব্যাংক বরাবরে সরবরাহ দেয়। এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। তবে, পুস্তক উৎপাদন করতে হলে ছাপাখানার Supplier (Manufacturer) হিসেবে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের টেক্সট বই এর এইচএস কোড ৪৯০১.৯৯.২০। বই এর মূল্য ঘোষণা দিয়ে পণ্য হিসেবে বই উৎপাদন করে ভ্যাট চালান ইস্যু করে উৎপাদনকারী কর্তৃক সরাসরি সরবরাহ দিলে ওই সরবরাহ যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না। তাই, এরূপ সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। তবে, এভাবে ছাপাখানা থেকে বই উৎপাদন করা হলেও যদি ছাপাখানা সরাসরি সরবরাহ না দিয়ে অন্য কেউ ছাপাখানা থেকে কিনে সরবরাহ দেয়, তাহলে ওই সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে বিধায় ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। তবে, দ্বিতীয় সরবরাহকারী যদি ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ করে ভ্যাট চালানসহ সরাসরি সরবরাহ করে,

তাহলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১৪/মূসক/২০১৭, তারিখঃ ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ ২(০২)(ক) অনুসারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

আপনাদের প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান বিধায় এবং আপনাদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত সরবরাহটি টেন্ডারের বিপরীতে করযোগ্য পণ্যের সরবরাহ বিধায় আলোচ্য ক্ষেত্রে যোগানদার সেবা হিসেবে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

৩৯. সিএন্ডএফ সেবা

প্রশ্ন-৩০১: ***সিএন্ডএফ এজেন্ট কিভাবে ভ্যাট দেবে?***

উত্তর: সিএন্ডএফ এজেন্টের কমিশনের ওপর ভ্যাট আমদানি পর্যায়ে বিল-অব-এন্ট্রির সাথে আদায় করে নেয়া হয়। তারা আলাদা কোনো ভ্যাট দেবে না। সিএন্ডএফ যখন পণ্য খালাস করে দেয়ার পর আমদানিকারকের কাছে বিল দাখিল করে, তখন আমদানিকারক উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে না। কারণ, একদিকে সিএন্ডএফ সেবার বিপরীতে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান নেই। অপরদিকে, সিএন্ডএফ সেবার ওপর আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট আদায় করে নেয়া হয়। এ্যাসেসমেন্ট নোটিশে উহা উল্লেখ থাকে।

প্রশ্ন-৩০২: ***সিএন্ডএফ এজেন্টের বিল থেকে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে কি-না অনুগ্রহ করে জানাবেন।*** *[আব্দুল হক, শিপিং ইন্সপেক্টর, বিটিসিএল, ঢাকা।]*

উত্তর: না। এখানে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। পণ্য খালাসের সময় অন্যান্য শুল্ক-করের সাথে সিএন্ডএফ কমিশনের ওপর ভ্যাট আদায় করে নেয়া হয়। তাছাড়া, উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখঃ ০১ জুলাই, ২০১৭-তে এই সেবাটি অন্তর্ভুক্ত নেই।

প্রশ্ন-৩০৩: ***আমদানি পর্যায়ে সিএন্ডএফ কমিশন নির্ণয় করার ভিত্তি কি? সিএন্ডএফ কমিশনের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নিতে হলে কি ভ্যাট চালানের প্রয়োজন হবে, নাকি বিল-অব-এন্ট্রির ভিত্তিতে রেয়াত নেয়া যাবে?*** *[মোঃ আলমগীর হোসেন জর্দার, উপ-ব্যবস্থাপক, বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, রোড নং-৬, বাড়ি নং-১০/বি, ধানমন্ডি, ঢাকা।]*

উত্তর: সিএন্ডএফ এজেন্ট আমদানিকারককে সেবা প্রদান করে। আমদানি পণ্য খালাস করার সেবা প্রদান করে। এই সেবা প্রদান করে সিএন্ডএফ এজেন্ট কমিশন পায়। সিএন্ডএফ এজেন্ট সেবা প্রদান করে আমদানিকারককে। তাই, সেবা প্রদান বাবদ কত শতাংশ বা কত টাকা কমিশন পাবে তা সিএন্ডএফ এজেন্ট এবং আমদানিকারকের মধ্যে আলোচনার বিষয়। কোন সরকারী কর্তৃপক্ষ এই কমিশনের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়নি।

তবে, সিএন্ডএফ এজেন্টদের এ্যাসোসিয়েশন আছে। সিএন্ডএফ এজেন্ট এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক কমিশন নির্ধারণ করা আছে পণ্যচালানের শুল্কায়নযোগ্য মূল্যের এক শতাংশ। তবে, বাস্তবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তা হ্রাস-বৃদ্ধি পেতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা এক শতাংশের চেয়ে কম হয়। কারণ, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অন্যের চেয়ে কম কমিশনে সেবা দেয়ার জন্যে সিএন্ডএফ এজেন্ট চেষ্টা করে। দেশে প্রচুর সিএন্ডএফ এজেন্ট রয়েছে। তাই, আমদানিকারকদের সিএন্ডএফদের সাথে আলোচনা করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, বড় বড় প্রতিষ্ঠান সিএন্ডএফ এজেন্ট নিয়োগ দেয়ার জন্য টেন্ডার আহ্বান করে। তখন অনেক সিএন্ডএফ এজেন্ট টেন্ডারে অংশগ্রহণ করে। সবাই কম কমিশনে সেবা দেয়ার জন্য চেষ্টা করে, যাতে কাজটা পাওয়া যায়। এভাবে প্রতিযোগিতা করে কাজ পেতে হলে অনেক সময় কমিশনের পরিমাণ অনেক কম হয়। এমনকি ০.২০, ০.২৫, ০.৩০ টাকাতেও সেবা প্রদান করার জন্য সিএন্ডএফ এজেন্টগণ চুক্তিবদ্ধ হন। আবার, কোন একটা আমদানি চালান খালাস করে দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে সিএন্ডএফ এজেন্ট চুক্তিবদ্ধ হন। অর্থাৎ সিএন্ডএফ এজেন্টদের কমিশন সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত নেই। আমদানি পণ্যের শুল্কায়নযোগ্য মূল্যের ভিত্তিতে আমদানিকারক এবং সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী সিএন্ডএফ এজেন্টের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে কমিশনের হার বা পরিমাণ নির্ধারিত হয়। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, কোন একটা আমদানি চালান খালাস করার জন্যে সিএন্ডএফ এজেন্ট কত শতাংশ বা কত টাকা কমিশন পাবে তা কাস্টম্‌স কর্তৃপক্ষের জানা থাকে না। তাই, আমদানি পর্যায়ে সিএন্ডএফ এজেন্ট কর্তৃক প্রাপ্ত প্রকৃত কমিশনের ওপর ভ্যাট আরোপিত হয় না। কাস্টম হাউসগুলোতে সিএন্ডএফ এজেন্ট এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক সিএন্ডএফ কমিশনের ওপর ভ্যাট আরোপের জন্য কতিপয় নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। ওই নিয়ম-কানুনের ভিত্তিতে ভ্যাট আরোপযোগ্য কমিশনের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। ওই চালান থেকে প্রকৃত প্রাপ্ত কমিশন তা নাও হতে পারে। যেমন, চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে ভ্যাট আরোপযোগ্য সিএন্ডএফ কমিশন নির্ধারণের পদ্ধতি হলো, পণ্য চালানের শুল্কায়নযোগ্য মূল্যের প্রথম ৫ লাখ টাকার ওপর এক শতাংশ, পরবর্তী পাচ লাখ টাকার ওপর ০.৭৫ শতাংশ, পরবর্তী দশ লাখ টাকার ওপর ০.৫ শতাংশ এবং পরবর্তী সমুদয় মূল্যের ওপর ০.২৫ শতাংশ। এভাবে কোন পণ্য চালানের ওপর ভ্যাট আরোপযোগ্য সিএন্ডএফ কমিশনের পরিমাণ নির্ধারণ করে তার ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হয়। পণ্য চালান শুল্কায়নের সময় অন্যান্য শুল্ক-করের সাথে সিএন্ডএফ এজেন্ট কমিশন আদায় করে নেয়া হয়। এভাবে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস, বেনাপোল কাস্টস হাউস, আইসিডি কমলাপুর এবং মংলা কাস্টম হাউসে ভ্যাট আরোপযোগ্য সিএন্ডএফ এজেন্ট কমিশনের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য আলাদা আলাদা হার প্রচলিত আছে।

এবার রেয়াতের কথায় আসি। সিএন্ডএফ এজেন্ট সেবা একটি ভ্যাটযোগ্য সেবা। এই সেবা আমদানিকারকের জন্য উপকরণ। সাধারণ বিধান হলো, ভ্যাটযোগ্য সেবা প্রদানকারী ভ্যাট চালান ইস্যু করবেন। ওই চালানের বিপরীতে উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক রেয়াত নেয়া যাবে। আর একটা বিষয় বলে রাখা দরকার, তা হলো দুটি দলিলের ভিত্তিতে রেয়াত নেয়া যায়। একটি হলো, বিল-অব-এন্ট্রি। আর একটি হলো ভ্যাট চালান। আমদানিস্তরে আমদানিপণ্যের ওপর প্রযোজ্য ভ্যাটসহ অন্যান্য শুল্ক-কর যেমনঃ আমদানি শুল্ক, সম্পূরক

শুল্ক, রেগুলেটরী ডিউটি, এ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট (এটিভি), এ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স (এআইটি) ইত্যাদি বিল-অব-এন্ট্রিতে উল্লেখ থাকে। বিল-অব-এন্ট্রির ভিত্তিতে ওই ভ্যাট রেয়াত নেয়া যায়। বিল-অব-এন্ট্রিতে সিএন্ডএফ কমিশনের ওপর ভ্যাট, সিএন্ডএফ কমিশনের ওপর এআইটি ইত্যাদিও উল্লেখ থাকে। তাই, বিল-অব-এন্ট্রির ভিত্তিতে আমদানিকারক সিএন্ডএফ কমিশনের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নিতে পারবেন।

৪০. আসবাবপত্র

প্রশ্ন-৩০৪: ***টেন্ডারের মাধ্যমে সাপ্লায়ারের নিকট থেকে ফার্ণিচার ক্রয় করা হয়েছে। সাপ্লায়ার ফার্ণিচার প্রস্তুত করেন না, তার ফার্ণিচারের শোরুমও নেই। তিনি শোরুম থেকে ফার্ণিচার কিনে সরবরাহ করেছেন। এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কি?*** *[আব্দুল মান্নান সরকার, সহকারী ব্যবস্থাপক, বাপেক্স, ৮০ এ/বি, সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড, ঢাকা-১২১৭।]*

উত্তর: আপনার বিবরণমতে যিনি ফার্ণিচার সরবরাহ দিয়েছেন তিনি একজন যোগানদার (procurement provider)। উৎসে ভ্যাট কর্তনের ক্ষেত্রে সরবরাহকারীর স্ট্যাটাস কি তা বিবেচনা করতে হয়। যিনি সরবরাহ প্রদান করেছেন তিনি উৎপাদক হতে পারেন, তিনি ব্যবসায়ী হতে পারেন, তিনি আমদানিকারক হতে পারেন বা তিনি সেবা প্রদানকারী হতে পারেন। তবে, ফার্ণিচারের ক্ষেত্রে একটি বিশেষত্ব রয়েছে। তা হলো, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ফার্ণিচার কোন পণ্য নয়। ফার্ণিচার সেবা হিসেবে বিবেচিত। ফার্ণিচারের ক্ষেত্রে দুই স্তরে ভ্যাট প্রযোজ্য। এক. ফার্ণিচার যেখানে প্রস্তুত করা হয়, অর্থাৎ ফ্যাক্টরীতে ভ্যাটের হার ৬ শতাংশ। দুই. ফার্ণিচার যেখান থেকে বিক্রি করা হয়, অর্থাৎ শোরুমে ভ্যাটের হার ৪ শতাংশ। আলোচ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরীর স্বত্ত্বাধিকারী বা শোরুমের স্বত্ত্বাধিকারী ফার্ণিচার সরবরাহ করেননি। ফার্ণিচার সরবরাহ করেছেন একজন সরবরাহকারী যিনি শোরুম থেকে ফার্ণিচার ক্রয় করে সরবরাহ করেছেন। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় কোন ভ্যাটযোগ্য পণ্য বা সেবা যিনি ক্রয় করে সরবরাহ করেন তিনি 'যোগানদার' হিসেবে বিবেচিত। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'যোগানদার' একটি সেবা। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ৫ শতাংশ। এক্ষেত্রে ৫ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। তবে, সরবরাহকারী যে প্রকৃতপক্ষে যোগানদার তা নিশ্চিত হতে হবে। তার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে "আপনার ব্যবসার প্রকৃতি" এর পরে "service renderer" লেখা থাকতে হবে এবং তার নিচে "ব্যবসার কার্যক্রম" এর পরে সাধারণতঃ "S037: Procurement Provider"লেখা থাকতে হবে। এভাবে যাচাই করে না নিলে কোন উৎপাদক বা ব্যবসায়ী বা সেবা প্রদানকারীর যোগানদার হিসেবে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করার আশংকা থাকে। তাতে প্রকৃত পরিমাণ ভ্যাট আদায় হয় না।

প্রশ্ন-৩০৫: ***শো-রুম থেকে ফার্নিচার ক্রয় করে অফিসে সরবরাহ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সরবরাহকারী ফার্নিচারের উৎপাদক নন বা তার নিজস্ব শো-রুম নেই। এক্ষেত্রে কত শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে?***

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ফার্নিচার একটি সেবা হিসেবে বিবেচিত। ফার্নিচারের ওপর উৎপাদন পর্যায়ে অর্থাৎ ফ্যাক্টরীতে ভ্যাটের হার ৬ শতাংশ এবং শো-রুমে ভ্যাটের হার ৪ শতাংশ। তবে, শো-রুমে ৪ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করতে হলে, উৎপাদন পর্যায়ে ৬ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে তার প্রমাণ দেখাতে হবে। প্রমাণ দেখাতে না পারলে, শো-রুমে ৬%+৪%=১০% ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। যিনি কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয় করে কোনো উৎসে কর্তনকারী দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ দেন তিনি আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'যোগানদার' হিসেবে বিবেচিত। 'যোগানদার' সেবার ওপর ভ্যাটের হার ৫ শতাংশ। ফার্নিচার কিনে যিনি সরবরাহ দেন তিনি 'যোগানদার' হিসেবে বিবেচিত হবেন বিধায় তার বিল থেকে ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। তবে, তাকে ক্রয়স্থলে অর্থাৎ ফ্যাক্টরীতে বা শো-রুমে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণ দেখাতে হবে। প্রমাণ দেখাতে না পারলে উক্ত ভ্যাটও উৎসে কর্তন করতে হবে।

৪১. ব্যাংকিং সেবা, মোবাইল ব্যাংকিং সেবা

প্রশ্ন-৩০৬: ***ইউএনডিপি'র এক কর্মকর্তার ব্যাংক এ্যাকাউন্ট এর ওপর ৬০০ টাকা এ্যাকাউন্ট চার্জ এবং ৯০ টাকা ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু এ্যাকাউন্ট হোল্ডারের মতে তিনি ইউএনডিপি'র কর্মকর্তা হিসেবে ভ্যাটমুক্ত। এ বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোঃ নজরুল ইসলাম, এ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার, ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ, সদর দপ্তর, ঢাকা।]*

উত্তর: এখানে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। ইউএনডিপি'র কর্মচারী হিসেবে ভ্যাট অব্যাহতি নেই। বিদেশী দূতাবাস এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ কোন্ কোন্ সেবার ওপর ভ্যাট অব্যাহতি পাবে তা সুনির্দিষ্টভাবে এস,আর,ও জারি করে বলা আছে। তাছাড়া, ইউএসএআইডি'র প্রকল্পের ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে ভ্যাট কুপন ইস্যু করার বিধান আছে। কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যাংক এ্যাকাউন্টের ওপর প্রযোজ্য সার্ভিস চার্জের ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়নি। ভ্যাট সংক্রান্ত বর্তমানে প্রচলিত যেসব বিধি-বিধান রয়েছে, সে অনুসারে আলোচ্য এ্যাকাউন্ট হোল্ডারের বক্তব্য সঠিক হয়। তাকে প্রযোজ্য ভ্যাট প্রদান করতে হবে।

প্রশ্ন-৩০৭: ***আমাদের প্রতিষ্ঠান ডেল্টা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী। আমাদেরকে গ্রাহকদের বীমা দাবি পরিশোধ করতে হয়। অনেক গ্রাহক দূরে অবস্থান করেন। তাদের জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানে এসে বীমা দাবির অর্থ নেয়া কঠিন হয়। তাছাড়া, আমরা গ্রাহকদের বীমা দাবি সহজে পরিশোধ করে তাদের অধিকতর সেবা দিতে চাই। তাই, ডাচ-বাংলা ব্যাংকের মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং পদ্ধতিতে গ্রাহকদের বীমা দাবির অর্থ পরিশোধ করার জন্য আমরা ডাচ বাংলা ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। আমরা যখন বীমা দাবির অর্থ ডাচ বাংলা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রেরণ করি তখন চুক্তি***

অনুযায়ী ব্যাংককে সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হয় এবং সার্ভিস চার্জের ওপর ভ্যাট প্রদান করা আবশ্যক হয়। আমাদের প্রশ্ন হলো সার্ভিস চার্জের ওপর ভ্যাট কে পরিশোধ করবে? আমাদের বীমা গ্রাহক, নাকি ডাচ-বাংলা ব্যাংক, নাকি আমরা অর্থাৎ ডেল্টা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী? *[অহিদুল ইসলাম, এ্যাসিসট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, কন্ট্রোল এন্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগ, ডেল্টা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী, ৯০ মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।]*

উত্তর: ভ্যাট আদায় করা হয় পণ্য ও সেবার ওপর। ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং সেবা হলো একটি ভ্যাটযোগ্য সেবা। আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং সেবার সংজ্ঞা হলো 'ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী অর্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত, দেশীয় বা বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (খ) তে সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা, যাহারা কমিশন, ফি বা চার্জের বিনিময়ে যে কোনো মাধ্যমে ব্যাংকিং বা নন-ব্যাংকিং সেবা (স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত সেবা ব্যতীত) প্রদান করিয়া থাকে।' অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। মোবাইল ব্যাংকিং এমন একটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। ইহা ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন। মোবাইল ব্যাংকিং সেবা একটি বিশেষ পদ্ধতিতে প্রদান করার হয়। এই সেবা প্রদানের সাথে জড়িত থাকে ব্যাংক, মোবাইল ফোন কোম্পানী, এজেন্ট, কারিগরী সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে যে চার্জ বা ফি পাওয়া যায় তা তাদের মধ্যে কিভাবে বণ্টিত হবে সে বিষয়ে তাদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করা আছে। মোবাইল ব্যাংকিং সেবার চার্জের ওপর ভ্যাট আদায়ের জন্য বিশেষ বিধান করা আছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১৬/মূসক/২০১২, তারিখঃ ২৫ অক্টোবর, ২০১২ এর মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং সেবার ওপর ভ্যাট আদায় সংক্রান্ত বিধান বিধৃত হয়েছে। যখন কেউ মোবাইল ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করে অর্থ প্রেরণ করে, তখন তিনি প্রেরিতব্য অর্থ, প্রযোজ্য কমিশন এবং কমিশনের ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করেন। ওই ভ্যাট যথানিয়মে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়। ভ্যাট ব্যবস্থার একটি মূলনীতি হলো, ভ্যাট প্রদান করবে সর্বশেষ ভোক্তা। অর্থাৎ পণ্য বা সেবা যিনি ভোগ করবেন তিনি ভ্যাট প্রদান করবেন। ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে সেবা যিনি গ্রহণ করবেন তিনি ভ্যাট পরিশোধ করবেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে ডাচ-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ করবে ডেল্টা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী। অর্থাৎ ডেল্টা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী মোবাইল ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করবে। সেবা প্রদান করবে ডাচ-বাংলা ব্যাংক। তাহলে সেবার চার্জের ওপর ভ্যাট প্রদান করবে সেবা গ্রহণকারী অর্থাৎ ডেল্টা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী। ডেল্টা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী বীমা দাবি মেটানোর উদ্দেশ্যে প্রেরিতব্য অর্থ, ওই অর্থের ওপর ব্যাংকিং চার্জ এবং ব্যাংকিং চার্জের ওপর প্রেযোজ্য ভ্যাট ডাচ-বাংলা ব্যাংকের নিকট প্রদান করবে। ডাচ-বাংলা ব্যাংক বীমা দাবির অর্থ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বীমা গ্রাহকের নিকট পাঠিয়ে দেবে, অর্থ প্রেরণ বাবদ চার্জ ব্যাংক গ্রহণ করবে এবং তা চুক্তি মোতাবেক অন্যান্য পার্টনারদের মধ্যে বণ্টন করে দেবে এবং ভ্যাট বাবদ গৃহীত অর্থ যথাযথ পদ্ধতিতে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবে। তবে, ডেল্টা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী এই ব্যাংকিং চার্জ এবং প্রযোজ্য ভ্যাট তার বীমা গ্রহীতার বীমা দাবি থেকে কর্তন করে নেবে কিনা তা তাদের নিজস্ব ব্যবসায়ীক কৌশলের বিষয়।

৪২. ক্লাবের ওপর ভ্যাট

প্রশ্ন-৩০৮: ***আমার একজন ক্লায়েন্ট হলো International Recreation Club Limited. আমার ক্লায়েন্ট ক্লাব সম্প্রতি ভ্যাট নিয়ে সমস্যার সম্মুখিন হয়েছে। কয়েকজন ভ্যাট অফিসার ক্লাবে এসে ভ্যাট দাবি করেছে। কিন্তু আমাদের ক্লায়েন্টের মতে আন্তর্জাতিক বিনোদন ক্লাবের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য নেই। ঢাকা শহরে অবস্থিত জার্মান ক্লাব, আমেরিকান ক্লাব, ডাচ ক্লাব একই ধরনের ক্লাব। এসব ক্লাব ভ্যাট পরিশোধ করে না। International Recreation Club Limited এর বৈশিষ্ট্য হলো: ইহা একটি শতভাগ বিদেশী বিনোদন ক্লাব, এই ক্লাবের সব সদস্য বিদেশী, শুধুমাত্র সদস্যদের নিকট থেকে নেয়া চাঁদা দিয়ে ক্লাবটি পরিচালিত হয়, শুধুমাত্র ক্লাবের সদস্যদের খাবার এবং পানীয় সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া, এখানে একটি সুইমিং পুল এবং খেলার মাঠ রয়েছে যা শুধুমাত্র ক্লাবের সদস্যগণ ব্যবহার করতে পারেন। ক্লাবের ক্রয়ের ওপর থেকে উৎসে ভ্যাট এবং আয়কর কর্তন করা হয়। এ ধরনের ক্লাবের সেবা ভ্যাটযোগ্য হবে কিনা, হলে কি পদ্ধতিতে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোঃ লতিফুর রহমান, ইনকাম ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার।]*

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাসমূহ সংজ্ঞায়িত করা আছে। আপনার ক্লায়েন্ট প্রতিষ্ঠান বিনোদন ক্লাবের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সমজাতীয় সেবাসমূহ এখানে উল্লেখ করা হলো। রেস্তোরাঁ একটি সমজাতীয় সেবা। রেস্তারাঁ সেবার সংজ্ঞা হলো, 'রেস্তারাঁ অর্থ কোন ক্লাবসহ, এমন কোন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা স্থান যেখানে অথবা যে কোন নামে অভিহিত অন্য কোন সেবা, সুবিধা বা উপযোগিতা প্রদান করা হউক বা না হউক, উহাতে বা অন্যত্র ভোগের উদ্দেশ্যে কোন খাদ্য বা পানীয় বিক্রয় করা হয় এবং ফ্লোর শো প্রদর্শনকারী প্রতিষ্ঠানসহ যান্ত্রিক যানে পরিচালিত মোবাইল রেস্তোরাঁও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।' হেলথ ক্লাব বা ফিটনেস সেন্টার আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থার আর একটি সমজাতীয় সেবা। এই সেবার সংজ্ঞা হলো, 'হেলথ ক্লাব বা ফিটনেস সেন্টার অর্থ এমন কোন স্থান (খোলা বা আবদ্ধ যাহাই হউক না কেন) যেখানে পণের বিনিময়ে শারীরিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিকল্পে, শারীরিক গঠন ঠিক রাখার বা শারীরিক সমস্যা উপশমের উদ্দেশ্যে শরীরচর্চা করানো হয় অথবা যন্ত্রপাতি ও সুইমিংপুল ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হয় অথবা উক্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।' সমজাতীয় আর একটি সেবা হলো, সামাজিক ও খেলাধুলা বিষয়ক ক্লাব। এই সেবার সংজ্ঞা হলো, 'সামাজিক ও খেলাধুলা বিষয়ক ক্লাব অর্থ গলফ ক্লাব, রেসিং প্লেস, ফ্লাইং ক্লাব, ড্রাইভিং ক্লাবসহ এমন কোন সামাজিক অথবা খেলাধুলা বিষয়ক সংগঠন বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যাহার সদস্যপদ গ্রহণ করিতে হইলে ১০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে ফি প্রদান করিতে হয় অথবা মাসিক ৫০০/- টাকার উর্ধ্বে চাঁদা প্রদান করিতে হয় এবং যেখানে পণের বিনিময়ে অন্যান্য সেবা সরবরাহ

করা হয়। তবে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, কাবাডি, বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল, ইত্যাদি খেলাসহ অলিম্পিক গেমসের অন্তর্ভুক্ত সকল ইভেন্ট ইহার আওতা বহির্ভূত হইবে'।

ওপরের সংজ্ঞাগুলোর সাথে আপনার ক্লায়েন্ট ক্লাবের কার্যক্রম মিলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, ক্লাব কর্তৃক খাবার এবং পানীয় পরিবেশন কার্যক্রম রেস্তোরাঁ সেবার আওতায় পড়ে, যা ভ্যাটযোগ্য সেবা। তাছাড়া, পানীয় সরবরাহ এবং ফ্লোর শো আয়োজনের ওপর ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপিত আছে। সুইমিং পুল এবং খেলার মাঠের সেবা 'হেলথ ক্লাব ও ফিটনেস সেন্টার' সেবার আওতায় পড়ে। তাছাড়া, আপনার বর্ণিত ক্লাবের সেবা 'সামাজিক ও খেলাধুলা বিষয়ক ক্লাব' এর অন্তর্ভুক্তও হতে পারে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিলে শ্যূটিং ক্লাব এবং সকল প্রকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলা বিষয়ক ক্লাবকে ভ্যাট হতে অব্যাহতি দেয়া আছে। তবে সেখানে কতিপয় ব্যতিক্রম রয়েছে। ব্যতিক্রমের মধ্যে যে সেবাগুলো রয়েছে ওপরে বর্ণিত তিনটি সেবা তার আওতায় পড়বে। তাই, আপনার ক্লায়েন্ট ক্লাবের সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। তবে, ভ্যাটযোগ্য সেবার মূল্য নির্ধারণ, ভ্যাটের হার ইত্যাদি বিষয়ে আরও পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রশ্ন-৩০৯: ***ক্লাবের ওপর ভ্যাট সংক্রান্ত বিধান কি?***

উত্তর: কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতীত সাধারণতঃ ক্লাবের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। তবে, ভ্যাটযোগ্য সেবার মূল্য নির্ধারণ, ভ্যাটের হার ইত্যাদি বিষয়ে আরও পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি যে, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাসমূহ সংজ্ঞায়িত করা আছে এবং কোন্ সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে আর কোন্ সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না তাও নির্ধারিত আছে। ক্লাব একটিমাত্র সেবা প্রদান করে না। ক্লাব একাধিক সেবা প্রদান করে থাকে। ক্লাব সাধারণতঃ যেসব সেবা প্রদান করে থাকে তা হলো: আবাসিক হোটেলের সেবা, রেস্তোরাঁ সেবা, ক্যাটারিং সেবা, কম্যুনিটি সেন্টারের সেবা, ফিটনেস সেন্টারের সেবা, অনুষ্ঠান আয়োজনের সেবা, বিদেশী শিল্পীসহ বিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের সেবা ইত্যাদি। কোন কোন ক্লাব তাদের ফ্লোর স্পেস ভাড়া দেয় যা ভ্যাটযোগ্য সেবা। কোন কোন ক্লাবে বিউটি পার্লারের কার্যক্রম রয়েছে, যা ভ্যাটযোগ্য সেবা। ক্লাব আরো নানাবিধ সেবা প্রদান করে থাকে। এই সব ভ্যাটযোগ্য সেবা কোন ক্লাব প্রদান করুক বা কোন ব্যক্তি প্রদান করুক বা কোন প্রতিষ্ঠান প্রদান করুক বা যে কেউ প্রদান করুক না কেন ওই সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। অনেক সময় ক্লাব কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে (উৎপাদন ও সরবরাহ)। ওই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যদি ভ্যাটযোগ্য হয়ে থাকে তাহলে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। মূলতঃ ভ্যাটযোগ্য সেবা যেই প্রদান করুক না কেন বা ভ্যাটযোগ্য পণ্য যেই সরবরাহ করুক না কেন ওই পণ্য বা সেবার ওপর ভ্যাট প্রদান করতে হবে। ক্লাব বলতে সাধারণতঃ আমরা যা বুঝি তা আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবার কোড নংএস০৭৬.০০, 'সামাজিক ও খেলাধুলা বিষয়ক ক্লাব' এর আওতায় সংজ্ঞায়িত করা আছে। যেসব ক্লাবের সদস্য ফি দশ হাজার টাকার বেশি বা মাসিক চাঁদা পাঁচ শ' টাকার বেশি সেসব ক্লাবের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য আছে। এক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে চাঁদার ওপর। অর্থাৎ ক্লাব সেবা প্রদান করে। সদস্য ফি বা চাঁদার বিনিময়ে সদস্যগণ সেবা গ্রহণ করেন। এই হলো ক্লাবের সাধারণ সেবা। সদস্য ফি দশ হাজার টাকার বেশি হলে বা মাসিক চাঁদার পরিমাণ পাঁচ শ' টাকার বেশি হলে সদস্য ফি বা ও চাঁদার ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রদান করতে হবে। তবে, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, কাবাডি, বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল ইত্যাদি খেলাসহ অলিম্পিক গেমসের অন্তর্ভুক্ত ইভেন্ট প্র্যাকটিসকারী ক্লাবকে ভ্যাট থেকে অব্যাহতি দেয়া আছে। তাহলে দাঁড়ালো এই যে, উপরে বর্ণিত সদস্য ফি বা চাঁদার সীমা পর্যন্ত যে কোন ক্লাবের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য নেই, অর্থাৎ ফি'র ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য নেই এবং উপরে বর্ণিত ইভেন্ট প্র্যাকটিসকারী যে কোন ক্লাবের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য নেই। আগেই বলেছি যে ক্লাব আর অন্য যেসব সেবা প্রদান করে তা যদি ভ্যাটযোগ্য হয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ভ্যাট প্রদান করতে হবে। তাছাড়া, ক্লাব যদি লিমিটেড কোম্পানী হয়, তাহলে ক্রয়ের ওপর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় আর একটি সেবা রয়েছে যার শিরোনাম হলো 'খেলাধূলা আয়োজক'। এই সেবার কোড হলো এস০৪৭.০০ এবং সংজ্ঞা হলো 'খেলাধূলা আয়োজক অর্থ এমন কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যিনি, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা প্রদর্শনার্থে দর্শকদের নিকট হতে ফি, টিকেট মূল্য বা কোন প্রকার বিনিময় মূল্য গ্রহণ করেন।' এই সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য রয়েছে। যে কোন ক্লাব যদি খেলাধুলার আয়োজন করে তাহলে খেলাধূলার আয়োজক হিসেবে তা ভ্যাটযোগ্য সেবা হবে। কোন ক্লাবের খেলোয়াড়গণ যদি কোন প্রতিষ্ঠানের লোগো, মনোগ্রাম, নাম ইত্যাদি অংকিত পোশাক পরে তাহলে এই সেবা হবে স্পন্সরশীপ সেবা। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ৭.৫ শতাংশ যা উৎসে কর্তনযোগ্য। অর্থাৎ যিনি স্পন্সর করবেন তাকে ৭.৫ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। বিদেশী শিল্পী সহযোগে বিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য রয়েছে। অনেক সময় ক্লাবের পক্ষ থেকে বিদেশী শিল্পী এনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এরূপ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য কোন টিকেট ইস্যু করা হয় না, শুধুমাত্র ক্লাবের সদস্যদের জন্য ওই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এরূপ অনুষ্ঠানের ওপর থেকে ভ্যাট আদায় নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৪) অনুসারে সেবার ক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। যেখানে মূল্য নেয়া হয় না, সেখানে কোন প্রাপ্তি থাকে না। ওই ধারার উপ-ধারা (৪) এর দ্বিতীয় শর্তাংশে উল্লেখ আছে যে, বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা হলেও সরকার ওই সেবার ওপর ন্যূনতম মূল্য সংযোজন কর ধার্য করতে পারবে। তাই, এরূপ অনুষ্ঠান আয়োজনের পূর্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করে সেবার ওপর ন্যূনতম ভ্যাট নির্ধারণ করে নিলে আর জটিলতা থাকে না। অথবা এরূপ বিনামূল্যে সেবা প্রদানের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একটি প্রজ্ঞাপন জারি করতে পারে।

৪৩. বাড়ি, স্থাপনা ভাড়ার ওপর ভ্যাট

প্রশ্ন-৩১০: ***একটি স্থান ভাড়া নেয়া হয়েছে। সেখানে পণ্যাগার স্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কত শতাংশ ভ্যাট প্রযোজ্য হবে?*** *[মোঃ ইব্রাহিম খলিল, ন্যাশনাল পলিমার লিঃ।]*

উত্তর: এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝতে হলে ভ্যাটের কতিপয় বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। পণ্যাগার হলো একটি সেবা এবং স্থান ও স্থাপনা ভাড়া হলো আর একটি সেবা। সেবা দুটির সংজ্ঞা অনুগ্রহ করে দেখুন। পণ্যাগার হলো কোন স্থান যেখানে যে কোন পণ্য মজুদ বা সংরক্ষণ করা হয়। অর্থাৎ পণ্যাগার যে কোন পণ্য মজুদ বা সংরক্ষণ করার সেবা প্রদান করে। মজুদ বা সংরক্ষণ করা বাবদ পণ্যাগার সেবাপ্রদানকারী যে মূল্য গ্রহণ করে তা হলো পণ্যাগার সেবার মূল্য। যেহেতু পণ্যাগার সেবা ভ্যাটযোগ্য সেবা সেহেতু এই মূল্যের উপর ভ্যাট প্রদান করতে হবে। বর্তমানে ১৫টি সেবার ক্ষেত্রে সংকুচিত হারে ভ্যাট প্রচলিত আছে। ওই ১৫টি সেবার মধ্যে পণ্যাগার সেবা অন্তর্ভুক্ত নেই। তাই, পণ্যাগার সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। পণ্যাগারে কোন ব্যক্তি পণ্য রাখবেন। কিছুদিন পর তিনি তার পণ্য নিতে আসবেন। তখন পণ্য রাখা বাবদ পণ্যাগারের মালিক ধরা যাক, ১০০০ (এক হাজার টাকা মাত্র) মূল্য গ্রহণ করবেন। এক হাজার টাকার উপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে ১৫ শতাংশ হারে ১৫০ (একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)। পণ্যাগারের মালিক ভ্যাট চালান (মূসক-১১) ইস্যু করবেন। তিনি পণ্য মজুদ বা সংরক্ষণ বাবদ গৃহীত মূল্য লেখবেন ১০০০ টাকা এবং ভ্যাট লেখবেন ১৫০ টাকা। পণ্যের মালিকের নিকট থেকে তিনি ১,১৫০ (এক হাজার একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র) গ্রহণ করবেন। ভ্যাটের অংশটুকু তিনি যথানিয়মে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করবেন।

এবার আসি স্থান ও স্থাপনা ভাড়া প্রসঙ্গে। কোন স্থান বা স্থাপনা যিনি ভাড়া নেন তাকে ভাড়ার উপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। বাড়ি ভাড়ার উপর ভ্যাটের হার বর্তমানে ১৫ শতাংশ। তবে, চারটি ক্ষেত্রে বাড়ি ভাড়ার উপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না, যথা: (১) সম্পূর্ণ আবাসিক কাজে যদি ভাড়া নেয়া হয়, যেমন: আমরা বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস করি; (২) টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত বা ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত কোন স্থান যদি ভাড়া বাড়ি বা স্থানে অবস্থিত হয়; (৩) ব্যবসায়ী উদ্দেশ্যে ভাড়া নেয়া হলেও যদি ১৫০ বর্গফুট পর্যন্ত স্থান হয়; এবং (৪) তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সেবা প্রদানকারী যদি নিবন্ধিত স্থান ভাড়া নেন। বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রদানের দায়িত্ব হলো ভাড়া গ্রহণকারীর, স্থান বা বাড়ির মালিকের নয়। কোন স্থান বা বাড়ি ভাড়া নিয়ে যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। কেউ ভাড়া নেয় বসবাস করার জন্যে, কেউ ভাড়া নেয় দোকান দেয়ার জন্যে, কেউ ভাড়া নেয় কনসালট্যান্সী ফার্ম স্থাপন করার জন্যে, কেউ ভাড়া নেয় মিষ্টির দোকান দেয়ার জন্যে ইত্যাদি। ধরুন একজন মিষ্টির দোকানদার, তিনি ১০০০ (এক হাজার) বর্গফুটের একটি স্থান ভাড়া নিয়েছেন। ভাড়ার পরিমাণ মাসিক এক লক্ষ টাকা। এই ভাড়ার উপর তিনি মাসে ৯,০০০ (নয় হাজার টাকা মাত্র) ভ্যাট পরিশোধ করবেন। আবার, তিনি যে মিষ্টি বিক্রী করেন, তার উপরও তাকে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। এমনিভাবে, কেউ যদি কোন স্থান ভাড়া নিয়ে পণ্যাগার সেবা প্রদান করে, তাহলে তাকে ভাড়ার উপর ভ্যাট প্রদান করতে হবে, আবার পণ্যাগার সেবার উপরও ভ্যাট প্রদান করতে হবে। বাড়ি ভাড়া না নিয়ে যদি নিজ মালিকানাধীন বাড়িতে মিষ্টির দোকান স্থাপন করেন তাহলে বাড়ির কোন ভাড়া পরিশোধ করতে হয় না। তাই, ভাড়ার উপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না, শুধু মিষ্টি বিক্রীর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। নিজস্ব মালিকানাধীন স্থান বা বাড়িতে পণ্যাগার স্থাপন করা হলে ভাড়া পরিশোধ করতে হয় না। তাই, ভাড়ার উপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না, পণ্যাগার সেবার উপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-৩১১: ***অনেক ক্ষেত্রে এনজিও, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বাড়ি ভাড়া নিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ ধরনের কার্যক্রমকে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বলা যাবে কি? এ ধরনের বাড়ি ভাড়ার ওপর ভ্যাট আরোপিত হবে কি? অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[তারেক মাহমুদ, বিভাগীয় কর্মকর্তা, শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর, পটুয়াখালী।]*

উত্তর: এ ধরনের কার্যক্রম বাণিজ্যিক কার্যক্রম এর আওতায় পড়বে এবং এ ধরনের বাড়ি ভাড়ার ওপর ভ্যাট আরোপিত হবে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী' সেবার সংজ্ঞা ছিল নিম্নরূপ:

> "স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী' অর্থ এমন কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যিনি বা যাহারা আবাসিক কাজে ব্যবহার্য নয় এরূপ কোন স্থান বা স্থাপনা পণের বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদে ব্যবহার করার অধিকারী। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে নবায়নযোগ্য উক্তরূপ সুবিধা অর্জনও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

এই সংজ্ঞায় 'আবাসিক কাজে ব্যবহার্য নয়' শব্দসমূহ উল্লেখ আছে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ আবাসিক ব্যবহার ছাড়া অন্য কোন ব্যবহারের উদ্দেশ্যে স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণ করলে তার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। এস,আর,ও নং ২২৪-আইন/২০১৭/৭৭৪-মূসক, তাং ০১ জুলাই, ২০১৭ এর টেবিল-৪ এর মাধ্যমে কিছু সেবার ওপর ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। সে অনুসারে, চার ধরনের বাড়ি ভাড়া ভ্যাটমুক্ত। যথা: (১) যদি ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত বা টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত কোন প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক তার প্রস্তুত বা উৎপাদনের স্থান ভাড়া গ্রহণ করে, তাহলে ওই ভাড়ার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। তবে, যদি নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থান যথা: অফিস, সদর দপ্তর ইত্যাদি ভাড়া নেয়া হয় তাহলে তা ভ্যাটযোগ্য হবে। (২) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য হলেও ১৫০ (একশত পঞ্চাশ বর্গফুট) বা তার কম আয়তনের কোন স্থান বা স্থাপনা ভাড়া নিলে তার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। এর মাধ্যমে ছোট ছোট দোকানের ভাড়াকে ভ্যাটমুক্ত করা হয়েছে। ছোট ছোট দোকানকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য এই সুবিধা দেয়া হয়েছে। (৩) সম্পূর্ণ আবাসিক কাজে ব্যবহারের জন্য কোন ভাড়া নেয়া হলে সে ভাড়ার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ আবাসিক কাজে ব্যবহার ছাড়া অন্য সব ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। (৪) তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সেবা প্রদানকারী নিবন্ধিত স্থান ভাড়া নিলে ওই ভাড়ার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। তাই, বাড়ি ভাড়া নিয়ে

এনজিও, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পরিচালনা করা নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ আবাসিক কাজে ব্যবহার নয়। তাই, এসব ভাড়ার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। অনেক সরকারি অফিস বাড়ি ভাড়া নিয়ে পরিচালনা করা হয়। কারণ, সরকারের প্রয়োজনীয় সংখ্যাক নিজস্ব ভবন নেই। এসব ভাড়ার ওপর যথানিয়মে ভ্যাট পরিশোধ করা হচ্ছে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ আবাসিক ব্যবহার ছাড়া অন্য কোন ব্যবহার হলে তা ভ্যাটযোগ্য হবে।

প্রশ্ন-৩১২: ***একটি প্রতিষ্ঠান বিল্ডিং-এর স্পেস ভাড়া নিয়েছে। ভাড়াকৃত স্পেস অফিসের আকারে সাজিয়েছে। এরপর সেখানে আসবাবপত্র, কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, প্রজেক্টর, মাল্টিমিডিয়া, সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি স্থাপন করে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে অফিস পরিচালনার জন্য প্রস্তুত করেছে। পরিপূর্ণভাবে সজ্জিত এই অফিস স্পেস অন্য একটি অফিসের কাছে ভাড়া দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম কোড কত হবে এবং ভ্যাটের হার কত হবে তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।*** *[রিয়াজুল ইসলাম, পার্টনার, একনাবিন চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস, বিডিবিএল বিল্ডিং, কারওয়ানবাজার, ঢাকা।]*

উত্তর: এই সেবার কোড হবে এস০৭৪.০০, সেবার শিরোনাম 'স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী' এবং ভ্যাটের হার ১৫%। এই সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান নেই। ভাড়া গ্রহণকারী নিজেই তার ভ্যাট পরিশোধ করবেন। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাসমূহ সংজ্ঞায়িত করা আছে। কোন একটি অর্থনৈতিক কার্যক্রম সেবার কোন্ সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে তা প্রথমে বিবেচনা করতে হয়। কোন কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম একাধিক সেবার সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হতে পারে বলে আপাতঃদৃষ্টে মনে হয়। কিন্তু সুক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে সেবাটিকে সুনির্দিষ্টভাবে একটি কোড ও শিনোনামের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। আমাদের আলোচ্য অর্থনৈতিক কার্যক্রমটি 'স্থান ও স্থাপনা ভাড়া প্রদানকারী' সেবা ছাড়াও আরো দুটি সেবার সংজ্ঞার কাছাকাছি। একটি হলো 'পণ্যাগার' সেবা এবং অপরটি হলো 'ইজারাদার' সেবা। তবে, এ দুটি সেবার সাথে আমাদের আলোচ্য অর্থনৈতিক কার্যক্রমটি সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পণ্যাগারের ক্ষেত্রে কোন স্থান বা স্থাপনা পণ্যাগার হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সেখানে ভ্যাট সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি-বিধান পরিপালন করা হয়। সেখানে কারোর কোন পণ্য সংরক্ষণ করা হলে চার্জ বা ফি নেয়া হয়। ওই চার্জ বা ফি'র ওপর ভ্যাটের হার পনের শতাংশ (১৫%)। আর 'ইজারাদার' সেবা হলো কোন স্থান বা স্থপানায় প্রবেশাধিকার প্রদানের জন্য যদি কোন ব্যক্তি ইজারা গ্রহণ করেন, তাহলে এই সেবা হবে ইজারাদার সেবা। ইজারাদার সেবার ওপর ভ্যাটের হার পনের শতাংশ (১৫%)। আমাদের আলোচ্য কার্যক্রম এ দুটি সেবার কার্যক্রমের মধ্যে কোনটির আওতায় সুনির্দিষ্টভাবে পড়ে না। আলোচ্য কার্যক্রমটি 'স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী' সেবার সংজ্ঞার আওতায় পড়ে কিনা তা জানার জন্য আমাদের সেবাটির সংজ্ঞা জানা প্রয়োজন, যা নিম্নরূপ:

> "স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী' অর্থ এমন কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যিনি বা যাহারা আবাসিক কাজে ব্যবহার্য নয় এরূপ কোন স্থান বা স্থাপনা পণের বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদে ব্যবহার করার অধিকারী। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে নবায়নযোগ্য উক্তরূপ অধিকার অর্জনও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

আমাদের আলোচ্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রথমে বিল্ডিং-এর স্পেস ভাড়া নেয়া হয়েছে। এই ভাড়ার ওপর ভাড়া গ্রহণকারীকে 'স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী' হিসেবে ১৫% হারে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। ভাড়া নেয়ার পর ওই স্পেস অফিসের আকারে সাজানো হয়েছে। এই সাজানোর কাজ যদি কোন ইন্টেরিয়র ডিজাইনার বা ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর দ্বারা করানো হয় আর স্পেস ভাড়া গ্রহণকারী যদি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে তাহলে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। যদি ভাড়া গ্রহণকারী উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান না হয়ে থাকে তাহলে তার উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব নেই। তবে, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার বা ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর প্রতিষ্ঠানটি তার স্থলে ভ্যাট পরিশোধ করেছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব রয়েছে। তাই, বিলের সাথে 'মূসক-১১' চালানপত্র নিয়ে নিতে হবে। এরপর অফিস ইকুইপমেন্টস কেনা হয়েছে। ক্রেতা উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান হলে এসব কেনা-কাটার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের আবশ্যকতা আছে কিনা তা দেখতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব রয়েছে। এভাবে স্থানটি অফিস পরিচালনার জন্য প্রস্তুত করে আবার ভাড়া দেয়া হয়েছে। ভাড়া গ্রহণকারীকে এক্ষেত্রে 'স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী' হিসেবে ১৫% হারে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। এই ভ্যাট হবে ভাড়ার অতিরিক্ত। অর্থাৎ ভাড়া থেকে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। ভাড়ার অতিরিক্ত ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-৩১৩: ***বিদেশী কনসালট্যান্টদের থাকার জন্য সাময়িকভাবে বাসা ভাড়া নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ভ্যাটের বিধান কি?*** *[রেজোয়ানুল করিম, স্পেশালিস্ট, রবি এজিয়েটা লিঃ, গুলশান-১, ঢাকা।]*

উত্তর: সম্পূর্ণ আবাসিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য যদি ভাড়া নেয়া হয়, তাহলে উক্ত ভাড়ার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। 'স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী' সেবার ক্ষেত্রে চার ধরনের ভাড়ার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না; যথা:- (১) সম্পূর্ণ আবাসিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য গৃহীত স্থাপনা ভাড়া; (২) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে হলেও ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) বর্গফুট বা তার কম আয়তনের কোন স্থান বা স্থাপনা ভাড়া; এবং (৩) ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত বা টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত কোন প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক কর্তৃক গৃহীত স্থাপনা ভাড়া। তবে, এক্ষেত্রে শুধুমাত্র নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত স্থান ভাড়া নেয়া হলে ভ্যাটমুক্ত হবে। যদি সদর দপ্তর বা শাখা অফিস বা বিক্রয়কেন্দ্রের জন্য স্থান বা স্থাপনা ভাড়া নেয়া হয়, সেক্ষেত্রে ভাড়ার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। (৪) তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সেবা প্রদানকারীর নিবন্ধিত স্থান ভাড়া নেয়া হলে ওই ভাড়ার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। উক্তরূপ চারটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে স্থান ও স্থাপনা ভাড়ার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে কনসালট্যান্টদের আবাসিক ভবন হিসেবে ভাড়াকৃত স্থান ব্যবহৃত হবে। আমরা জানি, সম্পূর্ণ আবাসিক কাজে ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত সুবিধা

ভ্যাটমুক্ত। সম্পূর্ণ আবাসিক কাজে ব্যবহার বলতে সুনির্দিষ্টভাবে কি বুঝায় তা এখনও বিধি-বিধানে স্পষ্ট করা হয়নি। সম্পূর্ণ আবাসিক কাজ বলতে সাধারণ অর্থে আমরা বুঝি যে, যেখানে রাত্রিযাপন করা, খাওয়া-দাওয়া করা অর্থাৎ বসবাস করা ছাড়া অন্য কোন কাজ করা হয় না। অন্য কোন কাজ বলতে কোন দাপ্তরিক কাজ, ব্যবসায়ীক কাজ ইত্যাদি করা হয় না। বিদেশী কনসালট্যান্টগণ যেখানে সাময়িকভাবে অবস্থান করেন, সেখানে তারা স্বাভাবিকভাবেই আবাসিক কাজ ছাড়া আরো দাপ্তরিক কাজ এবং অন্যান্য কাজ সম্পাদন করেন বলে অনুমেয়। তাই, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে যদি শুধু আবাসিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। অন্যথায় ভ্যাট প্রযোজ্য হবে।

প্রশ্ন-৩১৪: ***একটি বাসা ভাড়া নেয়া হয়েছে। বাসার ভাড়া প্রদান করবে একটি অফিস। বাসাটি ব্যবহার হবে রেসিডেন্স হিসেবে। সেখানে অফিসিয়াল গেস্ট, বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সাময়িক অবস্থান করবেন। এক্ষেত্রে বাড়িভাড়ার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে কি?*** *[ভবতোষ চন্দ্র নাগ, নাখালপাড়া, ঢাকা।]*

উত্তর: 'স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী'র সংজ্ঞায় বলা আছে যে, "আবাসিক কাজে ব্যবহার্য নয় এরূপ কোন স্থান বা স্থাপনা"। সংশ্লিষ্ট অব্যাহতি প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ আছে যে, "সম্পূর্ণ আবাসিক কাজে ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত সুবিধা"। অর্থাৎ সম্পূর্ণ আবাসিক কাজে কোন স্থান বা স্থাপনা ব্যবহৃত হলে তা ভ্যাটমুক্ত হবে। সম্পূর্ণ আবাসিক কাজে ব্যবহার করা হবে কিনা তা বাড়িভাড়ার চুক্তিপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে এবং সেভাবে ব্যবহৃত হতে হবে।

প্রশ্ন-৩১৫: ***একজন ভাড়া নিয়েছেন। তিনি ভ্যাট পরিশোধ করেছেন। তিনি আর একজনের কাছে কিয়দংশ ভাড়া দিয়েছেন–পূর্বের হারে। দ্বিতীয় ভাড়া গ্রহীতা ভ্যাট দিবে কি?***

উত্তর: এই সেবাটির শিরোনাম হলো 'স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণারী'। প্রথম যিনি ভাড়া নিয়েছেন তিনি ভাড়ার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করেছেন। দ্বিতীয়ভার ভাড়া দেয়া হলো, অর্থাৎ সেবা হস্তান্তর করা হলো। তবে, তিনি সেবা হস্তান্তর করেছেন তার ক্রয়মূল্যে। আইনের সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়নে এরূপক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারীকে ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়। তবে, বিষয়টি অস্পষ্ট। এখানে একই স্থান দুবার ভাড়া দেয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। স্পষ্ট বিধি-বিধান নেই। তাই, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত নেয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন-৩১৬: ***অফিসের জন্য বাড়ি ভাড়া নেয়া হয়েছে। উক্ত বাড়ির একটা অংশ অফিস প্রধানের অফিসিয়াল বাসা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাসা অংশের ভাড়ার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে কি?***

উত্তর: এখানে বাড়ি ভাড়ার চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। অফিসের জন্যে এবং বাসার জন্যে যদি আলাদা আলাদা চুক্তি করা হয় এবং বাসা অংশ যদি সম্পূর্ণ আবাসিক কাজে ব্যবহৃত হয়, তাহলে বাসা অংশের ভাড়ার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য না হওয়াই সমীচীন হবে। শুধুমাত্র অফিসের ব্যবহারের জন্য চুক্তি করলে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-৩১৭: ***বাড়ি ভাড়ার ওপর ভ্যাট পরিশোধের বিধান কি?*** *[তাইমুর হাসান তারেক, ফার্মগেট, ঢাকা।]*

উত্তর: বাড়ি ভাড়ার ওপর বর্তমানে ভ্যাটের হার ১৫%। বাড়ি ভাড়া আমাদের দেশের ভ্যাট আইনে সেবা হিসেবে বিবেচিত। সেবার শিরোনাম হলো 'স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী'। অর্থাৎ যিনি ভাড়া নেন, তিনি ভ্যাট পরিশোধ করবেন। এখানে বাড়ির মালিকের কোনো দায়িত্ব নেই। ভাড়া গ্রহীতা ভাড়ার চুক্তি মোতাবেক অর্থ বাড়ির মালিককে প্রদান করবেন। এবং চুক্তিমূল্যের ওপর ১৫% ভ্যাট ভাড়া গ্রহীতা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবেন। তিনি ট্রেজারী চালান স্থানীয় ভ্যাট অফিসে দাখিল করবেন। একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, এই ভ্যাট উৎসে কর্তন নয়। ইহা ভাড়া গ্রহণকারীর ভ্যাট। ভাড়া গ্রহণকারী তার ভ্যাট তিনি নিজে প্রদান করেন। ভ্যাট উৎসে কর্তনের জন্য ৩৮টি সেবার যে তালিকা আছে তার মধ্যে 'স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী' সেবা উল্লেখ নেই। আরো উল্লেখ্য যে, সম্পূর্ণ আবাসিক কাজে ব্যবহৃত হলে তার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না।

প্রশ্ন-৩১৮: ***বাড়ি ভাড়ার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন হবে কি?***

উত্তর: বাড়ি ভাড়া গ্রহণকারী নিজে ভ্যাট প্রদান করবেন। বর্তমানে সম্পূর্ণ আবাসিক কাজে ব্যবহৃত হবে না এরূপ ভাড়া নেয়া বাড়ি, ফ্লোর স্পেস, ছাদ, গ্যারেজ, অঙ্গন ইত্যাদির ওপর ভ্যাটের হার ১৫%। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অব্যাহতি দেয়া আছে। ভাড়া গ্রহীতা মালিককে চুক্তি অনুসারে ভাড়া পরিশোধ করবেন। তিনি সরকারী ট্রেজারীতে ভ্যাটের অর্থ জমা প্রদান করে সার্কেল অফিসে ট্রেজারী চালান পাঠিয়ে দেবেন। উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-৩১৯: ***ফ্লোর স্পেস-এর ওপর ভ্যাট আরোপিত হয়েছে ২০০৯ এর বাজেটে। বাজেট পেশ হয়েছে ১১ জুন, ২০০৯। ১১ জুন, ২০০৯ থেকে ভ্যাট গণনা করতে হবে, না-কি ১ জুন, ২০০৯ থেকে ভ্যাট গণনা করতে হবে।***

উত্তর: ১১ জুন থেকে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। কারণ, ইমিডিয়েট ইফেক্ট দেয়া হয়েছে। যদি তফসিল থেকে বাদ দিয়ে ভ্যাটের আওতায় আনা হয়, তাহলে তা সাধারণতঃ ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়। অর্থাৎ, অর্থ আইন জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হওয়ার পর কার্যকর হয়। কারণ, তফসিল হলো আইনের অংশ। আর প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে ভ্যাটে আনা হয়ে থাকলে প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ থেকে কার্যকর হয়। এক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সেবার সংজ্ঞা ও পরিধি নির্ধারণ করার ফলে ফ্লোর স্পেস এর ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হয়। তাই, তা প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

প্রশ্ন-৩২০: ***বাড়ি ভাড়া নিয়ে যদি পুণরায় ভাড়া দেয়া হয় তাহলে কে ভ্যাট প্রদান করবে?***

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় বাড়ি ভাড়া হলো একটি সেবা। এই সেবার শিরোনাম হলো 'স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী'। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে ১৫ শতাংশ। যিনি প্রথম ভাড়া নেবেন তিনি সর্বমোট ভাড়ার ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রদান করবেন। পুনরায় ভাড়া দেয়া হলে ভ্যাট ব্যবস্থার সাধারণ নিয়ম অনুসারে এবং ব্যবসায়ের স্বাভাবিক রীতি অনুসারে বর্ধিত মূল্যে ভাড়া দিতে হবে। ভাড়া গ্রহণকারীকে আবার ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে স্পষ্ট বিধি-বিধান নেই। তাই, এবিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ব্যাখ্যা নেয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন-৩২১: ***আমাদের অফিসের ভাড়ার পরিমাণ হলো ৫৫,০০০ টাকা। অন্যান্য চার্জ ১০,০০০ টাকা (লিফট এবং সিকিউরিটি)। ভাড়ার ওপর আমরা ১৫% কর্তন করি, অন্যান্য সেবার ওপর ২.২৫% কর্তন করি। সঠিক আছে কি?***

উত্তর: ভাড়ার ওপর ভ্যাট উৎসে কর্তনযোগ্য নয়। ভাড়াগ্রহীতা নিজে এই ভ্যাট প্রদান করবেন। ভাড়াগ্রহীতা বাড়ির মালিকের সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেছেন, সে চুক্তিতে মাসিক যে ভাড়া উল্লেখ আছে; সে ভাড়ার ওপর ১৫% হারে ভ্যাট ভাড়াগ্রহীতা সরকারী ট্রেজারীতে জমা প্রদান করবেন। ট্রেজারী চালান স্থানীয় ভ্যাট অফিসে দাখিল করবেন। ভ্যাটের পরিমাণ হিসাব করার সময় লিফ্‌ট, সিকিউরিটি ইত্যাদি আলাদা করে হিসাব করতে হবে না। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট আরোপের ভিত্তি হলো 'সর্বমোট প্রাপ্তি'। এক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্তি হলো ৬৫,০০০ টাকা। এর ওপর ১৫% হলো ৯,৭৫০ টাকা। অর্থাৎ বাড়ির মালিককে ভাড়া বাবদ পরিশোধ করতে হবে ৬৫,০০০ টাকা। সরকারী খাতে ভ্যাট বাবদ জমা প্রদান করতে হবে ৯,৭৫০ টাকা। এখানে কোনো উৎসে কর্তনের বিধান নেই।

তবে, বিষয়টি আরো সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তি করতে হলে কতিপয় বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ ৭(চ) অনুসারে, একটি সরবরাহের একাধিক উপাদান থাকলে প্রতিটি উপাদানের বিপরীতে মূল্য আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং প্রতিটি উপাদানের উপর উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধানাবলী আলাদাভাবে প্রয়োগ করতে হবে। আপনার বর্ণিত সরবরাহটি আলাদা করতে হলে বাড়ি ভাড়া এবং লিফট ব্যবহার "স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী" সেবার আওতায় পড়বে, যেখানে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। অবশিষ্টটুকু হবে সিকিউরিটি সার্ভিস সেবা, যেখানে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। কিন্তু বাড়ির মালিক সিকিউরিটি সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে বিল পরিশোধ এবং আশা করা যায় যে, ভ্যাট পরিশোধ করছেন। যদি তিনি নিজ ব্যবস্থাপনায় সিকিউরিটি প্রদান করে থাকেন তাহলে সাধারণত এরূপক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধ করা হয় না। তাই, সেবা দুটি আলাদা করতে গেলেও জটিলতা থেকেই যায়।

তাই, এক্ষেত্রে সমুদয় কার্যক্রম একটি চুক্তির আওতায় সম্পাদন করে সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর "স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী" হিসেবে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রদান করাই শ্রেয় বলে আমার অভিমত।

প্রশ্ন-৩২২: ***চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী এন্ড এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় এর অধীন পোল্ট্রি রিসার্স এন্ড ট্রেনিং সেন্টার-এর বিভিন্ন কক্ষ দু/এক দিনের জন্য ভাড়া দেয়া হয়। ভাড়া গ্রহণকারীগণ এখানে ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন করেন। উক্ত ভাড়ার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোঃ দেলোয়ার হোসেন, এ্যাকাউন্টস অফিসার, পোল্ট্রি রিসার্স এ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী এ্যান্ড এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, খুলশী, চট্টগ্রাম।]*

উত্তর: বর্ণিত ভাড়ার ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। কোন সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি-না তা জানার জন্যে প্রথমে দেখতে হবে যে, মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর প্রথম তফসিলে উক্ত সেবাকে ভ্যাট থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে কি-না। এরপর দেখতে হবে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কোন এসআরও-এর মাধ্যমে উক্ত সেবাকে ভ্যাট থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে কি-না। যদি অব্যাহতি দেয়া না থাকে তখন দেখতে হবে যে, বর্ণিত সেবাটি ভ্যাটের কোন্ সেবার কোডের আওতায় পড়বে। কোন ট্রেনিং সেন্টারের কক্ষ দু/এক দিনের জন্য ভাড়া দেয়া সেবাটি ভ্যাটের ৩ (তিন)টি সেবার বর্ণনার কাছাকাছি। প্রথমতঃ হোটেল, দ্বিতীয়তঃ কমিউনিটি সেন্টার; এবং তৃতীয়তঃ স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী। এই তিনটি সেবার কোডের বিপরীতে প্রদর্শিত বর্ণনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আপনার বর্ণিত সেবাটি কমিউনিটি সেন্টার সেবার বর্ণনার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। উক্ত সেবার বর্ণনায় সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজনের জন্য সাময়িকভাবে ভাড়া নেয়া অন্তর্ভুক্ত আছে। কমিউনিটি সেন্টারের ওপর বর্তমানে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। উক্ত হারে আলোচ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-৩২৩: ***আমাদের একটি ক্লায়েন্ট বাড়ি ভাড়া নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। আমাদের ক্লায়েন্টের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ওপর ভ্যাট আরোপিত নেই। কিন্তু বাড়ি ভাড়ার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য আছে। বাড়ি ভাড়ার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট যথানিয়মে এ যাবৎ পরিশোধ করা হয়েছে। ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ভ্যাট সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করে ট্রেজারী চালানের মূল কপি ভ্যাট সার্কেল অফিসে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। যেহেতু আমাদের ক্লায়েন্টের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ওপর ভ্যাট আরোপিত নেই, সেহেতু আমাদের ক্লায়েন্টের কোন ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নেই। সম্প্রতি ভ্যাট অফিস থেকে বলা হয়েছে যে, আমাদের ক্লায়েন্টকে ভ্যাটের আওতায় রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে এবং নিয়মিত দাখিলপত্র দাখিল করতে হবে। এ বিষয়ে অনুগ্রহ করে আইনসঙ্গত মতামত দিন।*** *[ওমর ফারুক, আইটিপি ও ভ্যাট কনসালট্যান্ট, ১১ পুরানা পল্টন, ইব্রাহীম ম্যানশন (চতুর্থ তলা), কক্ষ নং-৪০১, ঢাকা।]*

উত্তর: আপনার ক্লায়েন্টের ভ্যাটের আওতায় রেজিস্ট্রেশন নেয়ার প্রয়োজন নেই। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখ আছে যে, করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারী বা যে কোন পণ্যের আমদানিকারক বা যে কোন পণ্য বা সেবার রপ্তানিকারককে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধিত হতে হবে। এখানে সেবা প্রদানকারীকে নিবন্ধিত হতে বলা হয়েছে। আপনার

ক্লায়েন্ট একজন সেবা গ্রহণকারী। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৯ এ নিবন্ধন গ্রহণের পদ্ধতি বর্ণিত আছে। বিধি ৯ এর উপ-বিধি (১) উল্লেখ আছে যে, করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারীকে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে। বাড়ি ভাড়া যিনি গ্রহণ করেছেন তিনি করযোগ্য সেবা প্রদানকারী নন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৮৩-আইন/২০১২/৬৪১-মূসক, তারিখ: ০৭ জুন, ২০১২ এর মাধ্যমে সেবার কোড নং এস০৭৪.০০ এর বিপরীতে বর্ণিত 'স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী' সেবাকে বাধ্যতামূলক ভ্যাটের আওতায় আনা হয়েছে, অর্থাৎ বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে ৩ শতাংশ হারে টার্নওভার কর প্রদান করা যাবে না, ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রদান করতে হবে। একই এসআরও-এর দফা 'খ'-তে উল্লেখ আছে যে, টেবিলে বর্ণিত সেবা প্রদানকারীকে নিবন্ধিত হতে হবে এবং ভ্যাট প্রদান করতে হবে। এখানে 'সেবা প্রদানকারী'কে নিবন্ধিত হতে বলা হয়েছে। সেবা গ্রহণকারীকে নিবন্ধিত হতে বলা হয়নি। তাই, স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারীর জন্য ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। সাধারণতঃ যিনি সেবা প্রদান করেন তিনি রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করেন, ভ্যাট প্রদান করেন এবং দাখিলপত্র পেশসহ যাবতীয় পরিপালন (compliance) করেন। সেবা প্রদানকারী সেবা গ্রহণকারীর নিকট থেকে সেবার মূল্য এবং ভ্যাট আদায় করে নেন। সে হিসেবে বাড়ি ভাড়া প্রদানকারীর ওপর ভ্যাট আরোপিত হওয়ার কথা। কিন্তু একটি বিশেষ কারণে এক্ষেত্রে বাড়ি ভাড়া গ্রহণকারীর ওপর ভ্যাটের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। এই হলো 'স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী' সংক্রান্ত আইনগত অবস্থা। তবে, আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাজস্ব নীতির উদ্দেশ্য হলো, সরকারী রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড উৎসাহিত করা, সহজভাবে রাজস্ব প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার জন্যে রেজিস্ট্রেশন নেয়া, হিসাবপত্র রাখা, দাখিলপত্র পেশ করা ইত্যাদি বিধান করা হয়েছে। রাজস্ব আদায় যদি নিশ্চিত হয়ে যায়, তাহলে আর এসব আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন থাকে না। বাড়ি ভাড়ার ওপর ভ্যাট একটি বিশেষ ধরনের কার্যক্রমের ওপর ভ্যাট। তাছাড়া, আইন-কানুন বাস্তবায়নের মধ্যেও সুবিবেচনা প্রয়োগ করা প্রয়োজন। বাড়ি ভাড়ার ভ্যাট যারা পরিশোধ করছেন এবং যাদের অন্য কোন ধরনের ভ্যাটযোগ্য কার্যক্রম নেই, তাদেরকে ভ্যাটের আওতায় রেজিস্ট্রেশন নিতে বলা এবং দাখিলপত্র দাখিল করতে বলার মধ্যে আমি কোন আইনগত, বাস্তবানুগ এবং সুবিবেচনাপ্রসুত চেতনা দেখি না। আমাদের দেশে এমন অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে ভ্যাট ফাঁকি হচ্ছে। ওইসব ক্ষেত্রে অধিকতর প্রচেষ্টা দেয়া সমীচীন হবে।

এ বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নজরে এসেছে। তাই, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেট কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ব্যাখ্যাপত্র নং-০১/মূসক/২০১৪, তারিখ: ০৫ জুন, ২০১৪ জারি করা হয়েছে। ওই ব্যাখ্যাপত্র অনুসারে, যাদের স্বাভাবিক কার্যক্রমের ওপর ভ্যাট আরোপিত নেই কিন্তু বাড়ি ভাড়ার ওপর ভ্যাট রয়েছে, তাদের এবং যারা শুধুমাত্র উৎসে ভ্যাট কর্তন করে কিন্তু অন্য কোন ভ্যাটযোগ্য কার্যক্রম সম্পাদন করে না তাদের ভ্যাটের আওতায় রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে না এবং দাখিলপত্র দাখিল করতে হবে না।

প্রশ্ন-৩২৪: ***একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। ভাড়ার পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা মাত্র। ফ্ল্যাটের মালিকের সাথে এক লক্ষ টাকার একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। লিফট, সিকিউরিটি, পানি, জেনারেটর, কমন বিদ্যুৎ বিল, ইন্টারকম, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বাবদ মাসিক ২০ হাজার টাকা মাত্র ফ্ল্যাট মালিক সমিতিকে পরিশোধ করতে হবে। সে বাবদ আর একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে ভবনের ফ্ল্যাট মালিক সমিতির সাথে। দুটি বিলের ওপর ভ্যাটের বিধান কি অনুগ্রহ করে জানাবেন।*** *[ওমর ফারুক, আইটিপি ও ভ্যাট কনসালট্যান্ট, ১১ পুরানা পল্টন, ইব্রাহীম ম্যানশন (চতুর্থ তলা), কক্ষ নং-৪০১, ঢাকা।]*

উত্তর: সমুদয় মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী' হলো একটি সেবা। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার বর্তমানে ১৫ শতাংশ। 'স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী' সেবার সংজ্ঞা হলো- "স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী' অর্থ এমন কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যিনি বা যাহারা আবাসিক কাজে ব্যবহার্য নয় এরূপ কোন স্থান বা স্থাপনা পণের বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদে ব্যবহার করার অধিকারী। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে নবায়নযোগ্য উক্তরূপ অধিকার অর্জনও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।" ফ্ল্যাট ভাড়ার সাথে আর যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে সেগুলো ফ্ল্যাট ভাড়ার অনুষঙ্গ। ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেই সেগুলো ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। অধিকন্তু ওই বিষয়গুলোর মধ্যেও কয়েকটি বিষয় হলো ভাড়া। যেমন: লিফট, জেনারেটর, ইন্টারকম, গ্যারেজ এই বিষয়গুলো স্থান ও স্থাপনা ভাড়ার আওতায় পড়ে। সিকিউরিটি, পানি ইত্যাদি সরাসরি ভাড়ার আওতায় না পড়লেও এগুলো 'সর্বমোট প্রাপ্তি'র সংজ্ঞার আওতায় পড়ে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৪) অনুসারে, সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর ধার্য করা হবে সর্বমোট প্রাপ্তির উপর। একই আইনের ধারা ২ এর দফা (ভ)-তে 'সর্বমোট প্রাপ্তি' সংজ্ঞায়িত করা আছে। ওই সংজ্ঞা অনুসারে, "সর্বমোট প্রাপ্তি অর্থ করযোগ্য সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে মূল্য সংযোজন কর ব্যতীত কমিশন বা চার্জসহ প্রাপ্য বা প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ।" অর্থাৎ সেবার মূল্য ছাড়াও যদি কমিশন, চার্জ ইত্যাদি ওই সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহলে কমিশন, চার্জ ইত্যাদিও ভ্যাট আরোপ করার জন্য ভিত্তিমূল্য হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ কমিশন, চার্জ ইত্যাদির ওপরও ভ্যাট আরোপিত হবে। অনেক সময় রেস্তোরাঁয় খেতে গেলে বিলের সাথে সার্ভিস চার্জ নেয়া হয়। সার্ভিস চার্জ সর্বমোট প্রাপ্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ এর ওপর ভ্যাট আরোপিত হবে। অর্থাৎ কমিশন, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি মূল সেবার অংশ বিধায় মূল সেবার ওপর প্রযোজ্য হারে এর ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রেও লিফট, সিকিউরিটি, পানি, জেনারেটর, কমন বিদ্যুৎ বিল, ইন্টারকম, গ্যারেজ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বাবদ যে অর্থ গ্রহণ করা হয় তা সর্বমোট প্রাপ্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, এগুলো হলো মূল সেবার অংশ। তাই, আপনার বর্ণিত ক্ষেত্রে সর্বমোট প্রদত্ত অর্থ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার ওপর ১৫ শতাংশ হারে ১৮ হাজার -টাকা ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

৪৪. মানবসম্পদ সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা সেবা

প্রশ্ন-৩২৫: ***মানবসম্পদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের ভ্যাটের ভিত্তি কি হবে? কমিশন না কি সর্বমোট মূল্য?*** *[মোঃ মুজিবুর রহমান, উপ-ব্যবস্থাপক, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কো; লিঃ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।]*

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'মানবসম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান' একটি সেবা হিসেবে বিবেচিত। এই সেবার সংজ্ঞা হলো: "মানবসম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা" অর্থ কোন সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বা লিমিটেড কোম্পানিতে সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে বা সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চুক্তির ভিত্তিতে পণের বিনিময়ে দক্ষ, অদক্ষ, জনশক্তি সরবরাহ বা দাপ্তরিক সেবা প্রদানকারী কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা। শ্রম হ্যান্ডলিং বা শ্রমিক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান বা শ্রমিক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।" এই সেবাটি বর্তমানে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নেই। অর্থাৎ বর্তমানে এই সেবার ভিত্তিমূল্য হলো শতভাগ। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে এই সেবার ভিত্তিমূল্য ছিল ত্রিশ শতাংশ। সে হিসেবে ভ্যাট ছিল সর্বমোট মূল্যের ওপর ৪.৫ শতাংশ। বর্তমানে সেবা প্রদানকারী মানবসম্পদ সরবরাহ প্রদান বাবদ সর্বমোট যে অর্থ পান তার ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রদেয় হবে। অর্থাৎ বেতন, ভাতা, চার্জ, কমিশন, ফি, মুনাফা ইত্যাদি বাবদ যে অর্থ সেবা প্রদানকারী সেবা গ্রহণকারীর নিকট থেকে গ্রহণ করে থাকেন তার ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রদেয় হবে। উল্লেখ্য, ভ্যাট প্রদান করবেন সেবা গ্রহণকারী। সেবা প্রদানকারী যে পরিমাণ অর্থ দাবি করবেন তার সাথে ১৫ শতাংশ ভ্যাট যোগ করে তিনি বিল দাখিল করবেন। সেবা প্রদানকারী ভ্যাটসহ সমুদয় বিল অনুমোদন করবেন। এই সেবার ক্ষেত্রে যেহেতু উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান রয়েছে, সেহেতু সেবা গ্রহণকারী ভ্যাটের অর্থ উৎসে কর্তন করে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবেন। সেবা প্রদানকারীর দাবিকৃত অর্থ তিনি সেবা প্রদানকারীকে প্রদান করবেন।

প্রশ্ন-৩২৬: ***একটি প্রতিষ্ঠান কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক সরবরাহ নেয় অফিসের বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করার জন্য। কেউ সুইপারের কাজ করে, কেউ ইলেক্ট্রিশিয়ানের কাজ করে, কেউ নিরাপত্তার কাজ করে ইত্যাদি। অফিস কন্ট্রাক্টরকে বিল পেমেন্ট করে। এই সেবাটি কোন কোডের আওতাভুক্ত হবে? মানবসম্পদ সরবরাহকারী না-কি যোগানদার? এখানে কি পদ্ধতিতে এবং কত হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে?***

উত্তর: একজন কন্ট্রাক্টর সেবাগুলো সরবরাহ করলেও এখানে একাধিক সেবা সরবরাহ করা হচ্ছে। তাই, একাধিক সেবা হিসেবে বিবেচনা করে, যে সেবার ওপর যে হার এবং বিধান সে হার এবং বিধান অনুসারে ভ্যাটের বিষয় নিষ্পত্তি করতে হবে। এতগুলো সেবাকে একটি সেবা হিসেবে (যোগানদার) বিবেচনা করার সুযোগ নেই। তবে, বাস্তবে সরবরাহগুলো যদি মানবসম্পদ সরবরাহ সেবার সংজ্ঞার আওতায় পড়ে, তাহলে মানবসম্পদ সরবরাহ সেবা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে; তবে, যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। 'মানবসম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান' সেবার সংজ্ঞার শেষে 'শ্রম হ্যান্ডলিং বা শ্রমিক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান বা শ্রমিক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে' যুক্ত আছে। সে অনুসারে আলোচ্য কার্যক্রম 'মানবসম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান' সেবার আওতাভুক্ত হবে। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ ২(২)(গ)-তে উল্লেখ আছে যে, যে সব সেবার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে সে সব সেবা যোগানদার হিসেবে গণ্য হবে না।

প্রশ্ন-৩২৭: ***মানবসম্পদ সরবরাহকারীর ওপর কোন মূল্যের ভিত্তিতে উৎসে কর্তন করতে হবে? সর্বমোট প্রাপ্ত মূল্যের ওপর না-কি শুধুমাত্র কমিশনের ওপর?***

উত্তর: মানবসম্পদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর বর্তমানে সংকুচিত ভিত্তিমূল্য নেই। সাধারণ সেবা হিসেবে সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ১৪/মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ অনুসারে ৩৮টি সেবার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। সেবা প্রদানকারী সরাসরি যে মূল্য পাবে তার ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। সেবা প্রদানকারী 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করবে। সেবা গ্রহণকারী যদি সরাসরি নিয়োগকৃত কর্মচারীদেরকে বেতন প্রদান করে এবং তাদের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে শুধু কমিশন প্রদান করে, তাহলে শুধু কমিশনের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। আর সেবা গ্রহণকারী যদি বেতন, কমিশন একসাথে মানবসম্পদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করে, তাহলে সর্বমোট মূল্যের ওপর ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। মোটকথা, 'মূসক-১১' চালানে উল্লিখিত সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। উক্ত পরিমাণ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

৪৫. তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা

প্রশ্ন-৩২৮: ***আমরা একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। প্রকল্পের আওতায় আমরা একটি জনগোষ্ঠীর তালিকা প্রস্তুত, তথ্য সংরক্ষণ, পরিচয় পত্র প্রদান ইত্যাদি কাজ করছি। ওই জনগোষ্ঠীর সদস্যদের তথ্য সংগ্রহ করে ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা বাবদ প্রদত্ত বিল থেকে তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা হিসেবে ৪.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করা হয়। ছবি নিয়ে আর্কাইভিং করা বাবদ প্রদত্ত বিল থেকে তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা হিসেবে ৪.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করা হয়। পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য আমরা সাদা কার্ড আমদানি করি অথবা স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করি। প্রিন্টার দিয়ে সাদা কার্ডে নাম, ঠিকানা, ছবি, বারকোড ইত্যাদি প্রিন্ট/ইমপ্রেগনেটেড করে পরিচয়পত্র প্রস্তুত করে তা প্রদান করা হয়। পরিচয়পত্র প্রস্তুতের বিল থেকে কর্তৃপক্ষ ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে চায়। তাছাড়া, আমরা সফটওয়্যার প্রস্তুত ও সরবরাহ করেছি। সফটওয়্যারটি ব্যবহার করার জন্য ওই প্রতিষ্ঠানের কিছু তথ্য-প্রযুক্তি কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছি। এই ক্ষেত্রসমূহে উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক পাঠক।]*

উত্তর: একটি জনগোষ্ঠীর তথ্য সংগ্রহ করে ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সে বাবদ প্রদত্ত বিল থেকে তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা হিসেবে ৪.৫ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন সঠিক আছে। তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবার সংজ্ঞার মধ্যে একটি বিষয় হলো Data Entry, Data Processing. বর্ণিত কার্যক্রমটি এই অংশের আওতায় পড়বে। আপনাদের কার্যক্রমের আর একটি অংশ হলো ওই জনগোষ্ঠীর সদস্যদের ছবি নিয়ে আর্কাইভিং করা। Imaging and Archiving তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবার সংজ্ঞার আওতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই, এই কার্যক্রমের বিপরীতে প্রদত্ত বিল থেকে ৪.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করা সঠিক আছে। আপনার বর্ণিত প্রক্রিয়ায় পরিচয়পত্র প্রদানের কাজটি আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'উৎপাদন' এর সংজ্ঞার আওতায় পড়ে। উৎপাদন করার পর সরবরাহের ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। উৎপাদক ভ্যাট চালান ইস্যু করে সরাসরি পণ্য সরবরাহ দিলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। কিন্তু আপনাদের বর্ণিত ক্ষেত্রে ভ্যাট চালান ইস্যু করে সরবরাহ প্রদান করা হয় না। তাই, এক্ষেত্রে বিল থেকে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। মোট বিল থেকে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করার নিয়ম হলো মোট পরিমাণকে ১১৫ দিয়ে ভাগ করতে হবে। অতঃপর ভাগফলকে ১৫ দিয়ে গুণ করতে হবে। তাহলে মোট বিল থেকে ভ্যাটের পরিমাণ পাওয়া যাবে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। ধরা যাক, সর্বমোট বিলের পরিমাণ ১,০০,০০ (এক লক্ষ টাকা মাত্র)। এক লক্ষ টাকাকে ১১৫ দিয়ে ভাগ করে ভাগফলকে ১৫ দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যাবে ১৩,০৪৩ (তের হাজার তেতাল্লিশ টাকা মাত্র)। এই ১৩,০৪৩ টাকা হলো ভ্যাট। এক লক্ষ টাকা থেকে ১৩,০৪৩ টাকা বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৮৬,৯৫৭ (ছিয়াশি হাজার নয় শত সাতান্ন টাকা মাত্র) যা পরিশোধ করতে হবে। উল্লেখ্য, কিছু কিছু পরিচয়পত্র যেমন: জাতীয় পরিচয়পত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদির ক্ষেত্রে ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা আছে। সেক্ষেত্রে ট্যারিফ মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ প্রয়োগ করলে ভ্যাটের পরিমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া, আপনারা সফটওয়্যার প্রস্তুত করে সরবরাহ করেছেন। সফটওয়্যার আমদানি এবং উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাটমুক্ত। তবে, কোন উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে সফটওয়্যার সরবরাহ দিলে, সরবরাহটি যোগানদার কর্তৃক প্রদত্ত সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। সেক্ষেত্রে ৪ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ 'অন্যান্য বিবিধ সেবা'র অন্তর্ভুক্ত হবে। সেবার কোড এস০৯৯.২০, ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য।

৪৬. উপকরণ ও পণ্য অন্যত্র সংরক্ষণ

প্রশ্ন-৩২৯: ***আমাদের ক্লায়েন্ট একটি সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় আমাদের ক্লায়েন্ট অন্যত্র গুদাম ভাড়া নিয়ে সেখানে সিমেন্ট রাখতে চায় এবং সেখান থেকে ভ্যাট চালান ইস্যু করে সিমেন্ট বিক্রী করতে চায়। ফ্যাক্টরী থেকে কিভাবে সিমেন্ট গুদামে নিতে হবে এবং কিভাবে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[মোঃ শফিকুল ইসলাম, ভ্যাট কনসালট্যান্ট, ২৪/১, পূর্ব বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা।]*

উত্তর: নিজস্ব অঙ্গনে স্থান সংকুলান না হওয়ায় অন্যত্র পণ্য রাখা যাবে। তবে, পণ্য রাখা যাবে শুধুমাত্র নিজ মালিকানাধীন বা অন্যের মালিকানাধীন পণ্যাগারে এবং নিজ মালিকানাধীন ডিপোতে। ইচ্ছামত যত্র-তত্র উৎপাদিত পণ্য রাখা যাবে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ২৮/মূসক/২০১৩, তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩-এ উপকরণ বা পণ্য অন্য কোন পণ্যাগার বা ডিপোতে সংরক্ষণের বিষয়ে বিধান বর্ণিত আছে। পণ্যাগার বিষয়টি নিয়ে এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। পণ্যাগার বিষয়টি বুঝতে মাঠ পর্যায়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কতকগুলো শব্দ মুখে মুখে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ওই সব শব্দের সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য কি তা অনেক সময় ব্যবহারকারীর কাছে স্পষ্ট হয় না। ওই শব্দগুলো হলে 'ওয়ারহাউস', 'গুদাম', 'সেলস সেন্টার', 'ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার', 'ডিপো' ইত্যাদি। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'পণ্যাগার' বলতে আমরা যা বুঝাতে চাই তা অনেকেই সঠিকভাবে না বুঝে ওই শব্দগুলোর সাথে গুলিয়ে ফেলে। যার ফলে, বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। আমরা জানি যে, ভ্যাট আরোপিত হয় পণ্য ও সেবার ওপর। 'পণ্যাগার' হলো একটি সেবা। এই সেবার কোড হলো এস০০৫.১০। এই সেবার ব্যাখ্যা হলো, "পণ্যাগার অর্থ এমন কোন উন্মুক্ত বা অন্যবিধ স্থান যেখানে যে কোন পণ্য, পণের বিনিময়ে বা অন্য কোনভাবে মজুদ বা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়; উক্তরূপ যে কোন পণ্য মজুদ বা সংরক্ষণের সহায়ক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সকল প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।" অর্থাৎ পণ্যাগার হলো একটি স্থান যেখান থেকে সেবা দেয়া হয়। সেবাটি হলো পণ্য মজুদ বা সংরক্ষণ করার সেবা। এই সেবা প্রদান করতে হলে ভ্যাটের আওতায় রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে এবং ভ্যাট সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি-বিধান পরিপালন করতে হবে। এরূপ পণ্যাগারে যদি কারোর পণ্য মজুদ বা সংরক্ষণ করা হয়, তাহলে মজুদ বা সংরক্ষণ বাবদ যে চার্জ নেয়া হবে সে চার্জ হলো পণ্যাগারের সেবামূল্য। এই চার্জের ওপর ১৫ (পনের) শতাংশ ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। ভ্যাট ব্যবস্থায় আমরা যাকে 'পণ্যাগার' বলি তা সাধারণ অর্থে ওয়্যারহাউস বা গুদাম। অপরপক্ষে 'সেলস সেন্টার', 'ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার', 'ডিপো' হলো ভ্যাটের ব্যবসায়ী পর্যায়। আমরা জানি যে, পণ্যের ক্ষেত্রে তিনটি পর্যায়ে ভ্যাট আদায় করা হয়, যথা: (১) আমদানি পর্যায়; (২) উৎপাদন পর্যায়; এবং (৩) ব্যবসায়ী পর্যায়। ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাটের আলাদা বিধি-বিধান রয়েছে।

প্রশ্ন অনুসারে, নিজস্ব বা অন্যের মালিকানাধীন পণ্যাগারে বা নিজস্ব ডিপোতে আপনাদের ক্লায়েন্ট তাদের উৎপাদিত সিমেন্ট সংররক্ষণ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে যে স্থান থেকে সিমেন্ট বিক্রী করবেন সে স্থান পর্যন্ত যাবতীয় ব্যয় সিমেন্টের মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উৎপাদনস্থল থেকে ঘোষিত/অনুমোদিত মূল্যে ভ্যাট চালান ইস্যু করে, ভ্যাট পরিশোধ করে ওই স্থানে সিমেন্ট নিয়ে যেতে হবে। ওই স্থান থেকে অর্থাৎ পণ্যাগার বা ডিপো থেকে সিমেন্ট বিক্রী করার সময় একই মূল্যে ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে। তবে, আর কোন ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না। ভ্যাট চালানে একটি সীল দিতে হবে, যেখানে লেখা থাকবে 'পণ্যের উপর প্রযোজ্য মূসক উৎপাদন স্তরে পরিশোধিত'।

প্রশ্ন-৩৩০: ***আমাদের প্রতিষ্ঠান পিভিসি পাইপ উৎপাদন করে। ফ্যাক্টরীতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় উৎপাদিত পণ্য অন্য স্থানে রাখার জন্য আমরা ফ্যাক্টরী থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে দুই একর জায়গা ভাড়া নিয়েছি। পণ্য উৎপাদন করে আমরা ওই স্থানে রাখতে চাই। কিন্তু পণ্যগুলো আমরা আবার উৎপাদন স্থলে নিয়ে এসে সরবরাহ দিতে চাই। এ বিষয়ে ভ্যাটের পদ্ধতি কি তা অনুগ্রহ করে জানালে উপকৃত হবো। তাছাড়া, আমরা***

আমদানিকৃত উপকরণ ওই ভাড়াকৃত স্থানে রাখতে চাই। এবং প্রয়োজনমত উপকরণ ফ্যাক্টরীতে আনতে চাই। অনুগ্রহ করে এর বিধান কি জানাবেন। *[মোঃ ইব্রাহিম খলিল, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ (একাউন্টস এন্ড ভ্যাট), ন্যাশনাল পলিমার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, স্কুইব রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।]*

উত্তর: ফ্যাক্টরীতে স্থান সংকুলান না হলে উপকরণ অন্যত্র সংরক্ষণ করা যায়। অন্যত্র বলতে নিজস্ব কোন পণ্যাগার বা অন্যের কোন পণ্যাগার বা নিজস্ব কোন ডিপোতে সংরক্ষণ করা যায়। পণ্য আমদানি করা হলে বিল-অব-এন্ট্রি আর স্থানীয়ভাবে ক্রয় করা হলে ক্রয়ের সপক্ষে ভ্যাট চালান উপকরণের সাথে থাকতে হবে। পণ্যাগারে চার্জ পরিশোধ করতে হয়। ওই চার্জের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রযোজ্য আছে। পণ্যাগার থেকে যখন ফ্যাক্টরীতে উপকরণ নিয়ে যাওয়া হবে, তখন ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে। পণ্যাগার সেবার মূল্য এবং তার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট উল্লেখ করতে হবে। উপকরণের আমদানি/ক্রয়মূল্য এবং প্রযোজ্য ভ্যাট উল্লেখ করতে হবে। উপকরণ ফ্যক্টরীতে নিয়ে স্বাভাবিকভাবে পূর্বে পরিশোধিত ভ্যাট (পণ্যাগারে পরিশোধিত ভ্যাটসহ) রেয়াত নেয়া যাবে। উপকরণ অন্যের পণ্যাগারে রাখলে এই বিধান। নিজের পণ্যাগারে রাখলে অনেক সময় পণ্যাগারে ভ্যাট চালান ইস্যু করা হয় না। কারণ হিসেবে বলা হয় যে, নিজের পণ্যাগার, তাই কোন চার্জ নেয়া হয় না। তাই, ভ্যাট পরিশোধ করা হয় না। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ভ্যাট ব্যবস্থায় পণ্য বা সেবা নিজে ভোগ করলেও তার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। তাই, পণ্যাগার সেবা নিজে ভোগ করলেও ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। তাই, পণ্যাগারের চার্জ গ্রহণ না করলেও ন্যায্য বাজার মূল্যে ভ্যাট সরকারী খাতে জমা দেয়া আবশ্যক। উপকরণ যদি নিজস্ব কোন ডিপোতে সংরক্ষণ করা হয়, তাহলে একইভাবে ডিপো থেকে ফ্যাক্টরীতে নিয়ে আসতে হবে। ডিপোতে কোন ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না।

এবার উৎপাদিত পণ্য অন্যত্র সংরক্ষণ করার কথায় আসি। ফ্যাক্টরীতে স্থান সংকুলান না হওয়ার কারণে পণ্য একইভাবে নিজস্ব কোন পণ্যাগার বা অন্যের কোন পণ্যাগার বা নিজস্ব কোন ডিপোতে সংরক্ষণ করা যায়। সেক্ষেত্রে যেস্থানে সংরক্ষণ করা হবে সে স্থান পর্যন্ত সব খরচ অন্তর্ভুক্ত করে ওই পণ্যের মূল্য ঘোষণা দিতে হবে। যে স্থানে পণ্য সংরক্ষণ করা হবে সে স্থানের অনুকূলে ঘোষিত মূল্যে ভ্যাট চালান ইস্যু করে পণ্য নিয়ে যেতে হবে। ওই স্থান থেকে পণ্য সরবরাহ দেয়ার সময় আবার একই মূল্যে ক্রেতার অনুকূলে ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে। চালানে এই মর্মে সীল প্রদান করতে হবে যে, 'পণ্যের উপর প্রযোজ্য মূসক উৎপাদন স্তরে পরিশোধিত'। ওপরে বর্ণিত বিধি-বিধান জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-২৮/মূসক/২০১৩, তারিখঃ ০৬ জুন, ২০১৩ এ বর্ণিত আছে। তবে, আপনার সাথে আলোচনায় জানা গেছে যে, আপনারা উৎপাদিত পণ্য অন্যত্র সংরক্ষণ করতে চান। আবার, ওই স্থান থেকে পণ্য ফ্যাক্টরীতে নিয়ে এসে সরবরাহ দিতে চান। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় এমন পদ্ধতি এখনও নির্ধারিত হয়নি। তাছাড়া, এভাবে পণ্য একবার নিয়ে যাওয়া, আবার নিয়ে এসে সরবরাহ দেয়া ব্যয়বহুল এবং স্বাভাবিক ব্যবসায়ীক রীতিনীতির সাথে সঙ্গতীপূর্ণ নয় বলে প্রতীয়মান হয়। তাই, পণ্য যে স্থানে সংরক্ষণ করা হবে সে স্থান থেকে সরবরাহ করার যেহেতু পদ্ধতি রয়েছে, সেহেতু সে স্থান থেকে সরবরাহ করায় উত্তম।

৪৭. রিইমবার্সমেন্ট (পূনর্ভরণ)

প্রশ্ন-৩৩১: ***আমরা একটি সিএ ফার্ম। আমরা আমাদের কোন ক্লায়েন্ট বিশেষ করে বিদেশী ক্লায়েন্টদের কাজ করে দেয়ার জন্য অনেক সময় অগ্রীম (যেমনঃ সরকারী ফি, চার্জ ইত্যাদি) অর্থ ব্যয় করি। পরবর্তীতে তার কাছ থেকে পূর্বে ব্যয় করা অর্থের রিইমবার্সমেন্ট এবং আমাদের সার্ভিস চার্জ বাবদ অর্থ একসাথে নেই। ভ্যাট আইনের বিধান অনুসারে সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। রিইমবার্সমেন্টসহ সর্বমোট মূল্য অনেক বেশি হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এরূপক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে আমাদের প্রাপ্ত চার্জ বা ফী-এর ওপর। আমরা কি চালানপত্রে রিইমবার্সমেন্ট বাবদ অর্থ এবং আমাদের ফী আলাদাভাবে লিখতে পারি? এক্ষেত্রে আইনের বিধান কি অনুগ্রহ করে জানাবেন?*** *[মোঃ মুতাসীম হোসেন, সিনিয়র এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার, একনাবীন চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস, ১২ বিডিবিএল ভবন, কারওয়ানবাজার, ঢাকা।]*

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট সংক্রান্ত বিধি-বিধানে এ বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। তবে, মাঠ পর্যায়ে কিছু কনভেনশন গড়ে উঠেছে, যার ভিত্তিতে এরূপ বিষয় নিস্পত্তি করা হচ্ছে। সিএ ফার্ম ক্লায়েন্টকে সেবা প্রদান বাবদ যে ফী বা চার্জ গ্রহণ করে তার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। সিএ ফার্ম যদি ক্লায়েন্টের পক্ষে কোন অর্থ ব্যয় করে থাকে তাহলে সে ব্যয় বাবদ রিইমবার্সমেন্ট নেয়ার সময় ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। ওই ব্যয় করার সময় যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য থাকে, তাহলে সে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। ব্যয় এবং ভ্যাট পরিশোধের সপক্ষে দলিলাদি থাকতে হবে। দলিলাদির ভিত্তিতে রিইমবার্সমেন্ট দাবী করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যদি কোন সিএ ফার্ম কোন শতভাগ রফতানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স ইস্যু করার কাজ করে দেয়ার জন্য লাইসেন্স ফী পরিশোধ করে থাকে, তাহলে লাইসেন্স ফী'র ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়। সেক্ষেত্রে লাইসেন্স ফী এবং ভ্যাট বাবদ পরিশোধিত অর্থের প্রামাণিক দলিল থাকতে হবে। লাইসেন্স ফী এবং ভ্যাট ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা দিতে হয়। এক্ষেত্রে ট্রেজারী চালান হলো প্রামাণিক দলিল। আবার, যদি কোন ক্লায়েন্টের পক্ষে কোন কাজ করার জন্য ভ্রমণ করা হয়, তাহলে ভ্রমণের টিকেট হলো প্রামাণিক দলিল। সিএ ফার্ম যখন ক্লায়েন্টের কাছে বিল দাখিল করবে, তখন রিইমবার্সমেন্ট বাবদ প্রাপ্য অর্থ চালানপত্রে উল্লেখ করবে। এর সমর্থনে দালিলিক প্রমাণ দাখিল করবে। এই অর্থের ওপর আর কোন ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। এবং সিএ ফার্মের ফী বা চার্জ বাবদ যে অর্থ চালানপত্রে উল্লেখ করবে, তার ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। পূর্বে যে ব্যয় করা হয়েছে সে ব্যয়ের ওপর যদি ভ্যাট প্রযোজ্য না হয়ে থাকে, তাহলে শুধু ব্যয়িত অর্থ রিইমবার্সমেন্ট দাবী করতে হবে। সিএ ফার্মের নিজস্ব রসিদকে ভ্যাট চালান হিসেবে ঘোষণা করা আছে। তবে, সেখানে কতিপয় বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে। যেমনঃ সেবা প্রদানকারীর নাম, ঠিকানা, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর, সেবা গ্রহণকারীর নাম, ঠিকানা, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর, চালানপত্রের ক্রমিক সংখ্যা, ইস্যুর তারিখ, সেবার মূল্য, আরোপযোগ্য মূল্য সংযোজন কর ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ। সিএ ফার্ম কর্তৃক ইস্যুকৃত নিজস্ব রসিদে রিইমবার্সমেন্ট বাবদ প্রাপ্য অর্থ এবং সেবা প্রদান বাবদ প্রাপ্য ফী বা চার্জ এবং তার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করে রসিদ ইস্যু করতে

হবে। ওই রসিদ ভ্যাট চালান হিসেবে গণ্য হবে। সিএ ফার্মের ক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তনের বিধান রয়েছে। তাই, অর্থ পরিশোধকারী ভ্যাট উৎসে কর্তন করে অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করবে।

৪৮. বিবিধ বিষয়

প্রশ্ন-৩৩২: ***আমি একজন আইন পরামর্শক। আইন পরামর্শক সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য আছে কি?*** *[মোঃ ওমর ফারুক, আইটিপি, ১১ পুরানা পল্টন, ঢাকা।]*

উত্তর: হ্যাঁ, আইন পরামর্শক সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য আছে। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ভ্যাটযোগ্য সেবাসমূহের কোড এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আছে। আইন পরামর্শক সেবার কোড হলো এস০৪৫.০০। এই সেবার সংজ্ঞা হলো, "আইন পরামর্শক অর্থ এমন কোন ব্যক্তি, আইনজীবী অথবা কতিপয় আইনজীবী সমন্বয়ে গঠিত যেকোন চেম্বার বা প্রতিষ্ঠান, যিনি এককভাবে কিংবা এক বা একাধিক জুনিয়র আইনজীবী সহযোগে নিজস্ব বাসভবনে অথবা এককভাবে এক বা একাধিক জুনিয়র আইনজীবী সহযোগে অন্য কোথাও স্থাপিত চেম্বারে বা প্রতিষ্ঠানে কোন ফৌজদারি বা দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা অথবা অন্য কোন বিষয়ে পণের বিনিময়ে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা কোম্পানিকে আইনানুগ পরামর্শ প্রদানসহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত বিষয় সম্পর্কিত কার্যনির্বাহ করিয়া থাকেন।" তাই, আইনজীবীদের ভ্যাট সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন করার আইনানুগ বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে বিধি-বিধান পরিপালনে শৈথিল্য আছে। এই সেবার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান আছে। উৎসে কর্তনকারীগণের নিকট আইন সেবা প্রদান করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন-৩৩৩: ***শিপিং এজেন্ট এর ওপর থেকে ভ্যাট আদায় সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ নং-১০/মূসক/৯৬ তারিখ: ২৬/১১/১৯৯৬ বাতিল করা হয়েছে। বর্তমানে শিপিং এজেন্টের ওপর কি পদ্ধতিতে ভ্যাট আদায়/পরিশোধ করতে হবে?***

উত্তর: উক্ত আদেশে কোন শিপিং এজেন্ট কত টাকা কমিশনের ওপর ভ্যাট প্রদান করবে (সংকুচিত মূল্যভিত্তি) তা উল্লেখ ছিল। উক্ত আদেশটি বাতিল করা হয়েছে। তাই, শিপিং এজেন্টগণ এখন প্রাপ্ত কমিশনের ওপর ১৫% ভ্যাট প্রদান করবে। অর্থাৎ সংকুচিত মূল্যভিত্তি থাকবে না। উক্ত আদেশে বলা ছিল রেয়াত পাবে না। এখন থেকে রেয়াত পাবে। উল্লেখ্য, 'মূসক-১১' তে কমিশন উল্লেখ করতে হবে।

প্রশ্ন-৩৩৪: ***একটি পুরাতন ফ্যাক্টরী বিক্রী হবে। ফ্যাক্টরীর সকল কিছু যেমন: ভূমি, ভবন, অফিস যন্ত্রপাতি, ফার্ণিচার, মেশিনারীজ ইত্যাদি বিক্রি হবে। টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। টেন্ডারে যিনি ক্রয় করবেন তাকে কোন ভ্যাট দিতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[সরকার নাহিদুল ইসলাম, ইন-চার্জ, ট্যাক্স এন্ড ভ্যাট সার্ভিস, রহমান রহমান হক, সিএ ফার্ম।]*

উত্তর: সাধারণতঃ কোন ফ্যাক্টরী বিক্রী হয় ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে। আলোচনাক্রমে ক্রেতা এবং বিক্রেতা বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে থাকেন। অতঃপর বিক্রয়মূল্য পরিশোধ করা সাপেক্ষে মালিকানা হস্তান্তর করা হয়। অর্থাৎ সাধারণতঃ কোন ফ্যাক্টরী টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রী হয় না। টেন্ডার ছাড়া এভাবে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে কোন ফ্যাক্টরী বিক্রী হলে এ ধরনের বিক্রীর ওপর কোন ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। তবে, ক্রেতা ভালোমত দেখে নেবেন যে, ফ্যাক্টরীটির কোন ভ্যাট সংক্রান্ত বকেয়া আছ কি-না। কারণ, ফ্যাক্টরীর মালিক হিসেবে বকেয়ার দায়ভার তার ওপর বর্তাবে। তাছাড়া, ভ্যাট ব্যবস্থার মূলনীতি অনুযায়ী কোন ফ্যাক্টরী বিক্রী চলমান ব্যবসায় কার্যক্রমের (going concern) আওতায় পড়ে। চলমান ব্যবসায় কার্যক্রমের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। যদিও আমাদের দেশের মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এ চলমান ব্যবসায় কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত নেই। পাঠকদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, সম্প্রতি মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছে। চলমান ব্যবসায় কার্যক্রম বিষয়টি উক্ত আইনে অন্তর্ভুক্ত আছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে পুরাতন ফ্যাক্টরী বিক্রী হচ্ছে টেন্ডারের মাধ্যমে। তাই, এখানে পরিপ্রেক্ষিত একটু আলাদা। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় একটি সেবা রয়েছে যার শিরোনাম হলো 'নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা'। এই সেবার সংজ্ঞা হলো: "নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা অর্থ এমন কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যিনি অর্থের বিনিময়ে নিলাম ডাকের মাধ্যমে বা দরপত্র দ্বারা বা দরপত্র ছাড়া কোন সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), ব্যাংক, বীমা বা অন্যকোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বাণিজ্যিক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ক্রয় করিয়া থাকেন।" আলোচ্য ক্ষেত্রে বিক্রয়যোগ্য প্রতিষ্ঠানটি লিমিটেড কোম্পানি বলে অনুমেয় এবং প্রতিষ্ঠানটি বিক্রী হচ্ছে টেন্ডারের মাধ্যমে। তাই, 'নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা' শীর্ষক সেবার আওতায় এখানে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। এই সেবার ওপর বর্তমানে ভ্যাটের হার ৪ শতাংশ। সর্বমোট টেন্ডার মূল্যের অতিরিক্ত এই ৪ শতাংশ অর্থ পরিশোধ করতে হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'নিলামকারী সংস্থা' শীর্ষক একটি সেবার সংজ্ঞা রয়েছে। উক্ত সংজ্ঞা অনুসারে, সরকারি এবং বেসরকারি নিলামের আয়োজনে বা পরিচালনা কার্যে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা ব্যক্তি 'নিলামকারী সংস্থা' সেবার আওতায় পড়বে। এই সেবার ওপর বর্তমানে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। এই ভ্যাট উৎসে কর্তনের বিধান রয়েছে। অর্থাৎ 'নিলামকারী সংস্থা' যে প্রতিষ্ঠানের নিলাম কাজ পরিচালনা করে, সে প্রতিষ্ঠানের কাছে বিল দাখিল করলে, বিল পেমেন্ট করার সময় উক্ত ভ্যাট উৎসে কর্তন করে যথানিয়মে সরকারি খাতে জমা দেয়ার বিধান রয়েছে। আলোচ্য বিক্রীর সাথে যদি এমন কোন 'নিলামকারী সংস্থা' জড়িত থাকে, তাহলে 'নিলামকারী সংস্থা' কর্তৃক প্রাপ্ত কমিশনের ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-৩৩৫: ***একটি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক ও মূসক পরিশোধিত টাইলস খোলাবাজার থেকে ক্রয় করে। প্রতিষ্ঠানটি ক্রয়কৃত টাইলসের ওপর ডেকোরেশন করে বিক্রী করে। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম উৎপাদন হিসেবে বিবেচিত হবে, নাকি ব্যবসায়ী হিসেবে বিবেচিত হবে? যদি উৎপাদন হিসেবে বিবেচিত হয়, তাহলে কি পুনরায় সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করতে হবে? সেক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক এবং ভ্যাট আরোপের ভিত্তি কি হবে অনুগ্রহ করে জানাবেন।*** *[বিন্দু সাহা, ভ্যাট কনসালট্যান্ট, শ্যামলী, ঢাকা।]*

উত্তর: আইনের বিধান অনুসারে, এই কার্যক্রম উৎপাদন হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এই পণ্য সরবরাহের সময় সম্পূরক শুল্ক এবং ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। উৎপাদক হিসেবে সরবরাহকারীকে পণ্যের মূল্য ঘোষণা দিতে হবে। ঘোষণা অনুযায়ী উপকরণ মূল্য এবং মূল্য সংযোজন যোগ করে তার ওপর সম্পূরক শুল্ক আরোপিত হবে। এবার, উপকরণ মূল্য, মূল্য সংযোজন এবং সম্পূরক শুল্ক যোগ করে সর্বমোট মূল্য হবে ভ্যাট আরোপযোগ্য মূল্য। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২ এর দফা (থ) এর উপ-দফা (আ) অনুসারে, পণ্যের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য আনুষংগিক বা সহায়ক প্রক্রিয়া প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনের আওতায় পড়ে। সে অনুসারে, টাইলস কিনে তার ওপর কোন কাজ করলে তা উৎপাদন কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ০৮.০১.০০০০. ০৬৮.১৬.০০৪.১৭/৭৮১-মূসক/২০১৭, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ অনুসারে, টাইলসের ওপর উৎপাদন পর্যায়ে ১৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপিত আছে। সেক্ষেত্রে আইনের বিধান অনুসারে, বর্ণিত কার্যক্রমের ওপর সম্পূরক শুল্ক আরোপিত হবে। আপনার সাথে আলোচনায় জানা গেছে যে, যেসব উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নিজেরাই টাইলসের ওপর কাজ করে দেয় তারা যেহেতু একবার সম্পূরক শুল্ক প্রদান করে, সেহেতু তাদের উৎপাদন খরচ কম হয়। কিন্তু যেসব প্রতিষ্ঠান বাজার থেকে টাইলস কিনে তার ওপর কাজ করে পুনরায় সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রি করে তাদের উৎপাদন খরচ বেশি হয়। বড় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ কম হবে, এই হলো অর্থনীতির নিয়ম। এরূপ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের নীতিগত সহায়তা দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে, যাতে তারা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে। সে লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করা যেতে পারে।

প্রশ্ন-৩৩৬: ***সিএ ফার্মের অডিট রিপোর্ট, ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন এবং ভ্যাট দাখিলপত্রের টার্নওভারের মধ্যে সামঞ্জস্যতা আছে কি?***
উত্তর: ভ্যাট অডিট করতে গেলে ভ্যাট কর্মকর্তাগণ সিএ ফার্মের অডিট রিপোর্ট এবং আয়কর রিটার্ন চান। প্রায়শঃই দেখা যায় যে, এ তিনটির মধ্যে গরমিল রয়েছে। বিশেষ করে সিএ ফার্মের অডিট রিপোর্টে অনেক সময় বার্ষিক টার্নওভার বেশি দেখা যায়। সেক্ষেত্রে, ভ্যাট কর্মকর্তাগণ ভ্যাট ফাঁকির আপত্তি উত্থাপন করেন। তাই, এই তিনটি ডকুমেন্টের তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন-৩৩৭: ***আমাদের প্রতিষ্ঠান পানির ফিল্টার তৈরি করে। ফিল্টার তৈরির জন্য কিছু কাঁচামাল আমদানি করে এবং কিছু কাঁচামাল স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করে। কিন্তু যারা সম্পূর্ণ তৈরি করা ফিল্টার আমদানি করে বিক্রি করে তাদের খরচ কম হয়। তাদের সাথে আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। এখন আমাদের করণীয় কি?*** *[মোঃ আসাদুল হক, ভ্যাট এ্যাডভাইজার, জেসিএল হোমস এ্যাপ্লায়েন্সেস ইন্ডাষ্ট্রিজ, ভবানীপুর, গাজীপুর।]*
উত্তর: দেশীয় শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য সাধারণতঃ কোনো পণ্যের আমদানি পর্যায়ে যে পরিমাণ শুল্ক-করা আরোপিত থাকে, উক্ত পণ্যের উপকরণের ওপর তার চেয়ে কম হারে শুল্ক-করা আরোপিত থাকে। তাহলে, যারা উক্ত পণ্যের উপকরণ আমদানি করে পণ্য প্রস্তুত করে বিক্রি করে তাদের খরচ কম হয়। উক্ত পণ্য আমদানিকারকদের তুলনায় তারা প্রতিযেগিতায় সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে। আপনার পণ্যটির ক্ষেত্রে যদি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুতকৃত পণ্য আমদানি করলে খরচ কম হয়, তাহলে তা শীঘ্র জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক অনুবিভাগের নজরে আনুন। প্রস্তুতকৃত পণ্যটির বর্ণনা, এইচএস কোড, শুল্ক-করের হার; উক্ত পণ্যের উপকরণসমূহের বর্ণনা, এইচএস কোড এবং শুল্ক-করের হার উল্লেখ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক অনুবিভাগে আবেদন করুন। অথবা আগামী অর্থ-বছরের বাজেটে বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য আপনাদের পণ্য প্রস্তুতকারী এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বা এফবিসিসিআই-এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রস্তাব দিন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এরূপ প্রস্তাব জাতীয় স্বার্থে গ্রহণ করে থাকে।

প্রশ্ন-৩৩৮: ***কোনো প্রতিষ্ঠান এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করতে হলে কোন্ ফরমে আবেদন করতে হবে?***
উত্তর: 'মূসক-৯' ফরমে আবেদন করতে হবে। এই ফরমটির শিরোনামা হলো: ব্যবসায়ের স্থান বা পরিস্থিতির পরিবর্তনের আবেদনপত্র। এই পরিবর্তনগুলো হতে পারে স্থান পরিবর্তন, বা অঙ্গনের কোনো পরিবর্তন বা প্রতিষ্ঠানের স্ট্যাটাসের কোনো পরিবর্তন; যেমন: পূর্বে প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিল, বর্তমানে লিমিটেড কোম্পানী করা হয়েছে অথবা পূর্বে প্রতিষ্ঠানটি প্রস্তুতকারক এবং আমদানিকারক ছিল, বর্তমানে এর সাথে সেবা প্রদানকারী যোগ করতে হবে ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৩৩৯: ***বিনামূল্যে স্যাম্পল (নমুনা) প্রদান করলে কি ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে?***
উত্তর: হ্যাঁ। নমুনা বিনামূল্যে সরবরাহ দিলেও ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় স্যাম্পলের ওপর ভ্যাট মওকুফের বিধান নেই। বিশেষ করে ঔষধ ফ্যাক্টরী প্রচুর নমুনা বিনামূল্যে ডাক্তারদের কাছে সরবরাহ দিয়ে থাকে। ভ্যাট পরিশোধ করে এসব নমুনা সরবরাহ দিতে হবে।

প্রশ্ন-৩৪০: ***চলতি হিসাব পুস্তকে (মূসক-১৮) কত টাকা ব্যালান্স রাখতে হবে?***
উত্তর: চলতি হিসাব পুস্তকে সব সময় পজিটিভ ব্যালান্স রাখতে হবে। কত টাকা ব্যালান্স রাখতে হবে তার কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। আপনার বিক্রয়ের গতিধারা অনুসারে আপনার সাধারণতঃ যে পরিমাণ ব্যালান্স প্রয়োজন হয় সে পরিমাণের চেয়ে বেশি ব্যালান্স রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, চলতি হিসাব পুস্তকে কোন সময় নেগেটিভ ব্যালান্স হতে পারবে না।

প্রশ্ন-৩৪১: ***ইন্টারনেট ও টেলিকমিউনিকেশন্স সেবার জন্য পালনীয় বিষয়সমূহ কি কি?***
উত্তর: ইহা একটি সেবা। অন্যান্য সেবার মত এখানে সব বিধি-বিধান পালন করতে হবে। তবে, টেলিফোন সেবাটি একটি বিশেষ ধরনের সেবা। এখানে বিদেশ থেকে কল আসলে বিদেশে পেমেন্ট হয় এবং রেভিনিউ শেয়ারিং হয়। তাই, এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কয়েকটি বিশেষ আদেশ রয়েছে। উক্ত আদেশসমূহ অনুগ্রহ করে দেখুন।

প্রশ্ন-৩৪২: ***বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠান সোলার প্যানেলের মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে। কিছু প্রতিষ্ঠান সোলার প্যানেল সরবরাহ করে থাকে। সোলার প্যানেল সরবরাহ করার বিভিন্ন শর্ত রয়েছে। যেমন: কখনও কোন প্রতিষ্ঠান নিজ খরচে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে সোলার প্যানেল***

সরবরাহ ও স্থাপন করে দেয়। সোলার প্যানেলটি সরবরাহকারীর মালিকানায় থাকে। বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সরবরাহগ্রহীতার নিকট বিদ্যুৎ বিক্রয় করা হয়। এক্ষেত্রে ভ্যাট সংক্রান্ত বিধান কি হবে? আবার, কখনও কোন সোলার প্যানেল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে সোলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপন করে দেয়। সরবরাহ ও স্থাপনের বিল কয়েক কিস্তিতে গ্রহণ করে। অর্থাৎ সোলার প্যানেলটি সরবরাহগ্রহীতা কিস্তিকে কিনে নেন। এক্ষেত্রে ভ্যাট সংক্রান্ত বিধান কি? [রাসেল আহমেদ, এ্যাকাউন্টস এক্সিকিউটিভ, পিইবি লিমিটেড, ধানমন্ডি, ঢাকা।]

উত্তর: প্রথম পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ বিতরণকারী হিসেবে বিদ্যুতের মূল্যের ওপর ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে নির্মাণ সংস্থা হিসেবে ৬ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। প্রথম পরিস্থিতি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিদ্যুৎ উৎপাদন করার যন্ত্রপাতি সরবরাহকারীর মালিকানায় থাকছে। সরবরাহকারী বিদ্যুৎ গ্রহীতার স্থানে যন্ত্রপাতি স্থাপন করলেও উহার মালিকানা হস্তান্তর করছেন না। তিনি যে কোন সময় যন্ত্রপাতি নিয়ে আসতে পারেন। যন্ত্রপাতি স্থাপন করার পর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে এবং উৎপাদিত বিদ্যুৎ গ্রহীতার নিকট সরবরাহ করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ গ্রহীতার নিকট থেকে বিদ্যুতের ক্রয়মূল্য বাবদ অর্থ গ্রহণ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বিদ্যুৎ বিক্রয়। বিদ্যুৎ বিক্রয়ের ওপর ভ্যাটের হার ৫ শতাংশ। আমার জানামতে, এধরনের বিদ্যুৎ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্য অনুসরণ করা হয় না। ক্রেতা এবং বিক্রেতা তাদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণ করে থাকেন। তাই, আলোচনার ভিত্তিতে যে মূল্য নির্ধারিত হবে সে মূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। বিদ্যুৎ সরবরাহকারীকে ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত হতে হবে। তাকে ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করতে হবে এবং স্বাভাবিক নিয়মে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে সরবরাহকারী বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে না। সোলার প্যানেলসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে স্থাপন করে দিচ্ছে। সরবরাহ ও স্থাপন করার পর কখনও একবারেই সরবরাহকারীকে যন্ত্রপাতির মূল্য পরিশোধ করে দেয়া হচ্ছে। আবার, কখনও কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করা হচ্ছে। যেভাবেই মূল্য পরিশোধ করা হোক না কেন, দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ বিক্রয় করা হচ্ছে না, বরং সোলার প্যানেলসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থাপন করে দিয়ে বিক্রয় করা হচ্ছে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় এধরনের কার্যক্রম 'নির্মাণ সংস্থা' হিসেবে বিবেচিত। নির্মাণ সংস্থার ক্ষেত্রে ভ্যাটের বর্তমান হার ৬ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। কাজটি যদি স্থাপন না করে শুধু সরবরাহ হয়, তাহলে এ কাজটি 'যোগানদার' সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে, যার ওপর ভ্যাটের হার ৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। এখানে উল্লেখ্য যে, একটি কাজের কিছু অংশ সরবরাহ এবং কিছু অংশ স্থাপন করা হলে সেক্ষেত্রে বিল আলাদা করে বা ব্রেক-আপ দিয়ে দাখিল করতে হবে। দুটি সেবার ওপর দুই হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। যদি বিদ্যুৎ নিজে ব্যবহার করা হয়, তাহলে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। আর যদি বিদ্যুৎ বিক্রি করা হয়, তাহলে বিদ্যুৎ সরবরাহের ওপর ৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে।

প্রশ্ন-৩৪৩: *নন-ভ্যাটেবল যন্ত্রপাতি যাহা সেবা প্রদানের কাজে ব্যবহার করা হয় উহা বিশেষ প্রয়োজনে সাময়িকভাবে অন্যত্র রাখলে ভ্যাট কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন আছে কি?*

উত্তর: বিধি-৯(৫) অনুসারে 'মূসক-৭' ফরমে অঙ্গন, প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, ফিটিংস, উৎপাদিত পণ্য ও উপকরণের ঘোষণা প্রদান করতে হয়। তবে, ঘোষিত অঙ্গনের বাইরে কোন স্থানে সাময়িকভাবে যন্ত্রপাতি রাখার বিষয়ে কোন বিধান সরাসরি বর্ণনা করা হয়নি। তাই, সার্কেল বা বিভাগীয় দপ্তরকে অবহিত করে এরূপ সাময়িক স্থানান্তর করা যায় মর্মে আমার অভিমত।

প্রশ্ন-৩৪৪: *পিকনিক স্পটের ব্যাখ্যায় বলা আছে 'অন্য কোন সেবা প্রদান করা হোক বা না হোক'। অনেকে এর ব্যাখ্যা এভাবে করছে যে, অন্য কোন সেবা দেয়া হলে তাও পিকনিক স্পট হবে। ৪.৫% মূসক আরোপিত হবে। ইহা ঠিক আছে কি?*

উত্তর: এ ধরনের ব্যাখ্যা সঠিক নয়। তাহলে রেস্তোরাঁর ব্যাখ্যায়ও বলা আছে 'অন্য কোন সেবা প্রদান করা হোক বা না হোক' সে মোতাবেক পিকনিক স্পটের সকল সেবা রেস্তোরাঁ হিসাবে ১৫% বা ৭.৫% মূসক প্রযোজ্য হবে না কেন? প্রকৃত অর্থে 'অন্য কোন সেবা প্রদান করা হোক বা না হোক' এর অর্থ হলো যে, অন্য সেবা প্রদান করলে তা স্ব স্ব কোডের আওতায় ভ্যাটযোগ্য হবে। পিকনিট স্পটের কার্যক্রমটুকু পিকনিক স্পট হিসেবে ভ্যাটযোগ্য হবে। ভ্যাট এর আওতায় একাধিক সেবা কোন ব্যক্তি একস্থান থেকে সরবরাহ প্রদান করতে পারেন। সেক্ষেত্রে স্ব স্ব কোডে সেবাসমূহ সংজ্ঞায়িত হবে এবং উক্ত সেবার বিপরীতে প্রযোজ্য হারে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-৩৪৫: *উৎপাদিত পণ্য সি-গ্রেডে মূল্য অনুমোদন না করায়, সি-গ্রেড পণ্য বি-গ্রেড হিসাবে ভ্যাট দিতে হয়। তাই, সি-গ্রেড পণ্যকে সি-গ্রেড হিসাবে মূল্য অনুমোদন নেয়ার নিয়ম কি?*

উত্তর: আপনার ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরে যোগাযোগ করুন। কোনো টেকনিক্যাল কারণ না থাকলে কোনো পণ্য তার গ্রেড অনুযায়ী মূল্য ঘোষণা অনুমোদন করতে কোনো বাধা থাকার কথা নয়। বিভাগীয় কর্মকর্তার দায়িত্ব হলো পণ্যটিকে সঠিক গ্রেডে শ্রেণীবিন্যাস করে মূল্য অনুমোদন করা। বিভাগীয় কর্মকর্তা সঠিকভাবে করেনি বলে আপনি মনে করলে মূল্য অনুমোদনের তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনি তার কমিশনারের কাছে এবিষয়ে আপীল করতে পারেন।

প্রশ্ন-৩৪৬: *ট্রান্সফরমার উৎপাদন করে ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রি করা হয়েছে। বিক্রয়ের বেশ কিছুদিন পর ট্রান্সফরমারটিতে ত্রুটি দেখা দিলে ক্রেতা কমমূল্যে ট্রান্সফরমারটি উৎপাদনকারীর নিকট বিক্রি করে দেয়। উৎপাদনকারী ট্রান্সফরমারটি রিপেয়ার করে অন্যত্র বিক্রি করবে। এক্ষেত্রে ভ্যাটের বিধান কী?*

উত্তর: কেনার সময় ভ্যাট পরিশোধ করে কিনবে। তার ওপর কাজ করবে। এই কাজ হবে মূল্য সংযোজন। বিক্রি করার সময় সর্বমোট মূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করবে। পূর্বের ভ্যাট অর্থাৎ কেনার সময় যে ভ্যাট দিয়েছে, তা রেয়াত পাবে। অর্থাৎ ভ্যাট ব্যবস্থার সাধারণ নিয়ম অনুসারে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে।

প্রশ্ন-৩৪৭: *ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন কী? ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন কি ভ্যাটের আওতাভুক্ত?*

উত্তর: বিজ্ঞাপনী সংস্থা ভ্যাটযোগ্য একটি সেবা। ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপনকে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া ছিল। কিন্তু ভ্যাট আইনে ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপনের কোন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। সাধারণতঃ পাত্রী চাই, বাড়ি ভাড়া, পড়াইতে চাই, ক্রয়-বিক্রয়, হারাইয়াছে, এফিডেভিট, লক্ষ্য করুন, শিখুন, হোম সার্ভিস, জন্মদিন, ধরিয়ে দিন ইত্যাদি ধরনের ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনকে ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন বলে। তবে, বর্তমান ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপনকেও ভ্যাটের আওতায় আনা হয়েছে। শুধুমাত্র পত্রিকায় প্রকাশিত মৃত্যু সংবাদ ভ্যাটের আওতার বাইরে থাকবে।

প্রশ্ন-৩৪৮: ***ফার্স্ট ফুড-এর সেবার কোড কত?***
উত্তর: ফার্স্ট ফুড এর আলাদা কোন কোড নেই। যে সেবার আলাদা কোন কোড নেই সে সেবা কাছাকাছি বর্ণনার সেবার কোডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তা করা না গেলে 'অন্যান্য বিবিধ সেবা'র আওতায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ফার্স্ট ফুড-এর কাছাকাছি সেবা হলো রেস্তোরাঁ। তাই, ফার্স্ট ফুড সেবা রেস্তোরাঁ কোডের অন্তর্ভুক্ত হবে। রেস্তোরাঁর কোড হলো এস০০১.২০।

প্রশ্ন-৩৪৯: ***বাংলাদেশ ব্যাংকে চেক পাঠালে ক্লিয়ার হতে ২০ দিন প্রয়োজন হয়। ট্রেজারীতে জমা হতে দেরী হয়ে যায়। করণীয় কী?***
উত্তর: বাংলাদেশ ব্যাংকে বা ট্রেজারীতে অর্থ জমা দেয়ার তারিখ থেকে হিসাব করতে হবে। অর্থাৎ ট্রেজারী চালানে যে তারিখ উল্লেখ থাকে সেই তারিখে অর্থ জমা করা হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়। তবে, চেক জমা দিলে তা ক্লিয়ার হতে ২০ দিন সময় দরকার হয় এমনটি সঠিক বলে মনে হয়না। সাধারণতঃ ৪/৫ দিনের মধ্যেই চেক ক্লিয়ার হয়ে ট্রেজারী চালান ইস্যু হয়ে যায়। যেহেতু চেক দিলে সময় একটু বেশি প্রয়োজন হয়, সেহেতু সময় নিয়ে পূর্ব থেকে চেক দাখিল করা বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন-৩৫০: ***একটি প্রতিষ্ঠান কয়েকটি উপকরণ দিয়ে রিক্লেইম রাবার তৈরী করে। রিক্লেইম রাবার বিক্রি করে। আবার, কিছু রিক্লেইম রাবার ব্যবাহার করে অটোমোবাইল টায়ার তৈরী করে। তার ভ্যাট সংক্রান্ত পদ্ধতি কী হবে?***
উত্তর: প্রতিষ্ঠানটি রিক্লেইম রাবার-এর জন্য একটি মূল্য ঘোষণা দেবে। আবার, অটোমোবাইল টায়ারের জন্য একটি মূল্য ঘোষণা দেবে। অটোমোবাইল টায়ারের মূল্য ঘোষণায় প্রাথমিক উপকরণসমূহ উল্লেখ করবে - রিক্লেইম রাবার উল্লেখ করবে না। প্রথমেই সব ক্রয়ের ওপর রেয়াত নিয়ে নিবে। রিক্লেইম রাবার বিক্রি করার সময় ভ্যাট পরিশোধ করবে। অটোমোবাইল টায়ার বিক্রি করার সময় ভ্যাট পরিশোধ করবে।

প্রশ্ন-৩৫১: ***একটি স্পিনিং মিলে হাই টেনশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইচ গিয়ার প্রয়োজন। এই সুইচ গিয়ার নির্মাণে ৫০টি উপকরণ প্রয়োজন হয়। প্রতিষ্ঠানটি ৪৫টি উপকরণ আমদানি করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ইঞ্জিনিয়ার্স ইলেকট্রিক কোম্পানীকে কার্যাদেশ দিয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইলেকট্রিক কোম্পানী আরো ৫টি উপকরণ ব্যবহার করেছে। তারা সব উপকরণ দিয়ে হাই টেনশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইচ গিয়ার নির্মাণ করে স্পিনিং মিলে স্থাপন করেছে। এ ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রদানের বিধান কী?***

উত্তর: আলোচ্য কাজটি চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন বলে বিবেচিত হবে না কারণ, চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে যিনি উৎপাদন করাবেন তার ব্র্যান্ডেড পণ্য হতে হয়। কাজটি কার্যাদেশের বিপরীতে সুইচ গিয়ার নির্মাণ, সরবরাহ ও স্থাপন হওয়াই অধিকতর যুক্তিসংগত। এখানে স্পিনিং মিল ইঞ্জিনিয়ার্স ইলেকট্রিক কোম্পানীর বিল থেকে 'নির্মাণ সংস্থা' সেবা হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে।

প্রশ্ন-৩৫২: ***কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তির কোনো কাগজপত্র ভ্যাট অফিসে আছে। উক্ত কাগজপত্রের ফটোকপি প্রয়োজন। কিভাবে ফটোকপি সংগ্রহ করতে হবে?***
উত্তর: ভ্যাট অফিসে রক্ষিত কোনো কাগজপত্রের ফটোকপি নিতে হলে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৩৪ক অনুসারে আবেদন করতে হবে। সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নন এরূপ কোন ভ্যাট কর্মকর্তা ফটোকপি প্রদানের অনুমতি দিতে পারেন। তবে, সেক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে ফি প্রদান করতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ০৮/মূসক/২০০৬ তারিখ: ০৬/০৬/২০০৬ অনুসারে কাঙ্ক্ষিত দলিলপত্রের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫ (পাঁচ) বা তার কম হলে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা এবং পরবর্তী প্রতি পৃষ্ঠার জন্য ৭ (সাত) টাকা হারে ফি পরিশোধ করতে হবে। ফি যথাযথ সরকারী খাতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে। তবে, সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নন এমন কর্মকর্তা যিনি উক্ত কাগজপত্র প্রদানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তিনি যদি মনে করেন যে, আবেদনকারী কোনো প্রতারণা করেছেন বা করার ইচ্ছা আছে বা তার বর্ণিত উদ্দেশ্যের সাথে কাঙ্ক্ষিত কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট নয়, তাহলে তিনি আবেদন নাকচ করতে পারেন।

প্রশ্ন-৩৫৩: ***স্ক্র্যাচ কার্ড কী পদ্ধতিতে বিক্রি করতে হবে?***
উত্তর: আমদানি বা উৎপাদন পর্যায়ে পণ্যের মত ভ্যাট দিতে হবে। ডিস্ট্রিবিউটর পর্যায়ে ইহা টাকার সমান। তাই, আর ভ্যাট দিতে হবে না। স্ক্র্যাচ কার্ড কেনার অর্থ হলো টক টাইম কেনা। টক টাইমের ওপর সরকার ভ্যাট পায়।

প্রশ্ন-৩৫৪: ***একটি ব্যাংক কিছু কর্মকর্তা রিক্রুট করবে। ব্যাংক নিজে রিক্রুট না করে এই কাজ অন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করেছে। এখানে ভ্যাটের বিধান কী?***
উত্তর: এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাংক চুক্তি করে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে রিক্রুট করার দায়িত্ব প্রদান করতে পারবে। রিক্রুটকারী প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংকের নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। এ ধরনের সেবা এসআরও নং ১৬৮-আইন/২০১৩/৬৭২-মূসক, তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩-তে সরাসরি সংজ্ঞায়িত নেই। এই সেবাটি দুটি সংজ্ঞার অধীনে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। একটি হলো এস০৩২: কনসালটেন্সী ফার্ম, আর দ্বিতীয়টি হলো এস০৭২: মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান। এ দুটি সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫%। তাই, কোন সেবার কোডের আওতায় ভ্যাট পরিশোধ করা হলো তা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে, সেবাটি কনসালটেন্সী ফার্মের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা অধিক যুক্তিযুক্ত বলে আমার অভিমত। কারণ, এখানে রিক্রুটকারী প্রতিষ্ঠানটি তার জনবল ব্যাংকে সরবরাহ করছে না। বরং ব্যাংককে একটি সেবা প্রদান করছে। কনসালটেন্সী ফার্ম ও সুপারভাইজরী ফার্মের সংজ্ঞায় উল্লেখ আছে যে, পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান বা তদারকি করার কাজ

কনসালটেন্সী সেবার আওতাভুক্ত হবে। আলোচ্য কাজটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বা তদারকির কাজ। তাই, কনসালটেন্সী সেবা হিসাবে ১৫% হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে কনসালটেন্সী ফার্ম ও সুপারভাইজরী ফার্ম সেবার ওপর ভ্যাট উৎসে কর্তনের বিধান আছে। তাই, রিক্রুটিং প্রতিষ্ঠানটি তাদের চুক্তি এমনভাবে সম্পাদন করবে যেন, চুক্তিমূল্যের মধ্যে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকে। ব্যাংক চুক্তিমূল্য পরিশোধ করার সময় ১৫% ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে। আবার সেবাটি 'অন্যান্য বিবিধ সেবা' হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। এই সেবার ওপরও ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য।

প্রশ্ন-৩৫৫: ***একটি প্রতিষ্ঠান তার ভবন নির্মাণ করার জন্য ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছে। চুক্তি সম্পাদনের সময় ঠিকাদারের ওপর (নির্মাণ সংস্থা) ভ্যাটের হার ছিল ৫.৫%। ইতোমধ্যে এই হার ৬% এ উন্নীত হয়েছে। এই অতিরিক্ত ভ্যাট কে প্রদান করবে?***
উত্তর: ভ্যাট ব্যবস্থায় ভ্যাট প্রদান করবেন সর্বশেষ ভোক্তা। ভ্যাট হলো একটি ভোক্তা কর (ConsumptionTax)। ভ্যাটের আপতন সব সময় ভোক্তার ওপর বর্তাবে। ভ্যাট ব্যবস্থায় একটি পণ্য বা সেবা যত হাত বদল হোক না কেনো সব স্তরে প্রদত্ত ভ্যাট পরবর্তী স্তরে রেয়াত নিয়ে নেবে। অর্থাৎ পণ্য বা সেবাটি ভোগ হওয়ার পূর্বে যত হাত বদল হয় তাদের কেউ এই পণ্য বা সেবার ওপর ভ্যাট প্রদান করেন না। তারা পূর্বে প্রদত্ত ভ্যাট রেয়াত নিয়ে নেন। এবং তার কর্তৃক মূল্য সংযোজন করার পর প্রকৃত বিক্রয়মূল্যের ওপর ভ্যাট দেন। অর্থাৎ তিনি ক্রয়মূল্য এবং বিক্রয়মূল্যের যে পার্থক্য তার ওপর ভ্যাট প্রদান করেন। এভাবে সর্বশেষ ভোক্তার কাছে যখন পণ্য বা সেবাটি পৌঁছায় তখন তিনি মূল্য এবং ভ্যাট পরিশোধ করে পণ্য বা সেবাটি ক্রয় করেন। তিনি আর এই ভ্যাট পরবর্তী কারোর ওপর অর্পণ করতে পারেন না। অর্থাৎ সর্বশেষ ভোক্তা সমুদয় ভ্যাট প্রদান করেন। এখানে ভবনের মালিক সেবা গ্রহণ করেছেন। সেবা প্রদান করেছেন ঠিকাদার। ইতোমধ্যে যদি ভ্যাটের হার বর্ধিত হয়ে থাকে, তাহলে বর্ধিত হারে ভ্যাট সেবা গ্রহীতাকে প্রদান করতে হবে। সেবা গ্রহীতা অর্থাৎ ভবনের মালিক বর্ধিত হারে ভ্যাটসহ হিসাব করে বিল প্রস্তুত করবেন। তিনি ৬% হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করে যথাযথ নিয়মে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবেন। ঠিকাদারকে ভ্যাট ব্যতীত বিল পরিশোধ করবেন।

প্রশ্ন-৩৫৬: ***ভ্যাট কনসালট্যান্ট হওয়ার নিয়ম কী?***
উত্তর: ভ্যাট কনসালট্যান্সি বর্তমানে একটি ভালো পেশা। ইহা একটি সম্মানজনক (Honorable) পেশা; অর্থকরী (Money Generating) পেশা এবং সর্বোপরী জ্ঞান-নির্ভর (Knowledge-based) পেশা। তাই, অনেকেই ভ্যাট কনসালট্যান্ট হওয়ার আশা পোষণ করেন। ভ্যাট কনসালট্যান্ট হতে চাইলে প্রথমতঃ তৃণমূল পর্যায়ের ফাংশনাল জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং ভ্যাট ব্যবস্থা সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে ভ্যাট কনসালট্যান্টদের লাইসেন্স প্রদান করা হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এই লাইসেন্স প্রদান করা হয়। লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বেশি দিন নয়। এ পর্যন্ত সর্বমোট প্রায় ৭০ (সত্তর) জনকে ভ্যাট কনসালট্যান্ট লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি বিভাগীয় অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যারা বিধি মোতাবেক নির্দিষ্ট শর্তে পরীক্ষা ছাড়াই ভ্যাট কনসালট্যান্ট লাইসেন্স পেয়ে থাকেন। তবে, ভ্যাট কনসালট্যান্ট হ'তে হলে লাইসেন্স পাওয়া জরুরি নয় - জরুরি হলো ভ্যাট বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা এবং নিজের একটি ক্লায়েন্ট শ্রেণী গড়ে তোলা। ভ্যাট ব্যবস্থায় নিবন্ধিত ব্যক্তি তার আত্মীয়, কর্মকর্তা বা কর্মচারী, আইনজীবী, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট, কাস্টমস কনসালট্যান্ট ও ভ্যাট কনসালট্যান্টকে ক্ষমতাপত্র দিয়ে তার ভ্যাট সংক্রান্ত কোন কাজ করতে বা শুনানীতে উপস্থিত হতে ভ্যাট দপ্তরে পাঠাতে পারেন। এখানে কনসালট্যান্ট লাইসেন্স থাকার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তাই, ভ্যাটের কাজ ভালোমত বুঝাই বেশি জরুরি। ভ্যাটের অনেক কনসালট্যান্ট আছেন, যারা দু-একটি বিষয় নিয়ে কনসালট্যান্সী করে থাকেন। যেমন: দাখিলপত্র পেশ, মূল্য ঘোষণা দাখিল, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনপত্র ইস্যু, মামলার শুনানীতে উপস্থিত হওয়া, আটককৃত পণ্য ছাড় করিয়ে দেয়া ইত্যাদি। ভ্যাট একটি বিশাল ক্ষেত্র। তাই, ভ্যাট বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করার পর, ভ্যাট ব্যবস্থার অংশবিশেষ নিয়ে পড়াশুনা করে কনসালট্যান্ট হওয়া সুবিধাজনক।

প্রশ্ন-৩৫৭: ***কোচিং সেন্টারের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে কী? পরিশোধ করতে হলে কত পার্সেন্ট?*** *[কিশোর কুমার ভৌমিক, জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ জাতীয় অন্ধ কল্যাণ সমিতি, কুমিল্লা।]*
উত্তর: কোচিং সেন্টারের ওপর বর্তমানে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। কোচিং সেন্টারকে 'মূসক-১ঘ' ফরমে চালানপত্র ইস্যু করতে হবে, অন্যান্য দলিলাদি সংরক্ষণ করতে হবে এবং যথাযথভাবে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-৩৫৮: ***একটি পণ্য উৎপাদন করতে ৩০টি আইটেম দরকার। পণ্যটি সরবরাহ করার পর ১ বছরের ওয়ারেন্টি দেয়া হয়। এই এক বছরের মধ্যে ৪টি আইটেম নষ্ট হয়ে গেছে। উক্ত ৪টি আইটেম বিনামূল্যে প্রতিস্থাপন করা হবে। এই আইটেমগুলোর ওপর ভ্যাট দিতে হবে কী?***
উত্তর: আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় ওয়ারেন্টি প্রতিস্থাপন বিষয়ে কোনো বিধান নেই। তাই, এক্ষেত্রে উক্ত ৪টি আইটেমের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। আইটেমগুলোর সরবরাহকারী (বিক্রেতা) যথানিয়মে ভ্যাট পরিশোধ করে আইটেমগুলো সরবরাহ করবে। আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় বিনামূল্যে সরবরাহ ভ্যাটযোগ্য, গিফ্ট আইটেম ভ্যাটযোগ্য। তাই, ওয়ারেন্টি প্রতিস্থাপনও ভ্যাটযোগ্য। তবে, এক্ষেত্রে উৎসে কর্তন হবে না। কারণ, এর জন্য কোনো আলাদা বিল প্রদান করা হবে না। এই আইটেমগুলো ক্রেতার কোনো হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। কিন্তু বিক্রেতার পক্ষ থেকে ইহা একটি সরবরাহ। তাই, এগুলোর ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট যথানিয়মে পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-৩৫৯: ***আমাদের দেশে ভ্যাটের হার কেন ১৫% নির্ধারণ করা হয়েছে?***
উত্তর: আমাদের দেশে ১৯৯১ সালে যখন ভ্যাট আইন প্রবর্তন করা হয়েছিল, তখন রাজস্ব সুরক্ষার স্বার্থে বিভিন্ন দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে ভ্যাটের হার ১৫% নির্ধারণ করা হয়েছিল। ভ্যাট ব্যবস্থার একটি Principle হলো Lowest possible single rate and widest possible coverage.১৯৯১ সালে আমাদের দেশে ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তন করার পূর্বে অনেকগুলো আবগারী করহার বিদ্যমান ছিল। এসব করহার বিলুপ্ত করার পর, প্রয়োজনীয় পরিমাণ রাজস্ব আহরণের স্বার্থে ভ্যাটের হার ১৫% হওয়া তখন যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করা হয়েছিল।

প্রশ্ন-৩৬০: ***ক্যালেন্ডার, ভিউকার্ড, গ্রিটিং কার্ড, ডায়েরী, নোট বুক, ঈদ কার্ড ইত্যাদি অর্ডার দিয়ে ছাপানো হয়েছে। এই কাজ কি হিসেবে বিবেচিত হবে? উৎপাদন সরবরাহ না-কি ছাপাখানা সেবা?***

উত্তর: ক্যালেন্ডার, ভিউকার্ড, গ্রিটিং কার্ড, ডায়েরী, নোট বুক, ঈদ কার্ড ইত্যাদি ছাপানো কাজ ছাপাখানা সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না-কি পণ্য উৎপাদন হিসেবে বিবেচিত হবে, তা নিয়ে মতদ্বৈততা রয়েছে। ছাপাখানার সংজ্ঞা অনুসারে, পুস্তক, পত্রিকা অথবা অন্য যে কোনো নামের বা ধরনের ছাপার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ছাপাখানা হিসেবে বিবেচিত হবে। আবার, এই আইটেমগুলো পণ্য। আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় বর্তমানে উৎসে ভ্যাট কর্তনের নিয়মানুসারে ছাপাখানা সেবার ওপর ১৫% হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে, তা ভ্যাট চালানপত্র থাকুক আর না থাকুক। অন্যদিকে, উৎপাদনকারী 'মুসক-১১' চালানপত্রসহ পণ্য সরবরাহ দিলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। তাই, ছাপাখানার ক্ষেত্রে পণ্য বা সেবা হিসেবে বিবেচনা করার বিষয়টি জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়টি নিশ্চিত হতে হলে সরবরাহকারীর স্ট্যাটাস সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। সরবরাহকারীর ভ্যাট নিবন্ধনপত্র দেখতে হবে যে সেখানে তার স্ট্যাটাস কি? তিনি যদি উৎপাদক হিসেবে ভ্যাট নিবন্ধন নিয়ে থাকেন তাহলে উৎপাদকের নিয়ম প্রযোজ্য হবে। আর তিনি যদি সেবা প্রদানকারী হিসেবে ভ্যাট নিবন্ধন নিয়ে থাকেন, তাহলে সেবা প্রদানকারীর নিয়ম প্রযোজ্য হবে। তিনি যদি যোগানদার হিসেবে ভ্যাট নিবন্ধন নিয়ে থাকেন, তাহলে তার জন্য যোগানদারের নিয়ম প্রযোজ্য হবে। তবে, তার সকল দলিলাদি ও কার্যক্রম তার স্ট্যাটাসকে সমর্থন করতে হবে। অন্যথায়, তার কার্যক্রম অনুসারে স্ট্যাটাস নির্ধারণ করতে হবে।

প্রশ্ন-৩৬১: ***পুরাতন ট্রান্সফরমার ক্রয় করেছে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি। মেরামতের পর বিক্রি করবে। কিভাবে মূসক প্রদান করবে?***

উত্তর: ক্রয় হবে উপকরণ হিসেবে। 'মূসক-১১' চালান থাকতে হবে। রেয়াত নিতে পারবে। ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দিতে হবে। মূল্য ঘোষণা দিতে হবে। মেরামতের পর বিক্রির সময় ১৫ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-৩৬২: ***আমরা আমাদের পণ্য প্রমোট করার জন্যে ডাক্তারদের নানাবিধ সুবিধা দেই। যেমন: বিদেশে সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য বিমানের টিকেট কিনে দেই। তাছাড়া, বিদেশে গমনের পর খরচ বাবদ পকেট খরচ, হোটেল ভাড়া, স্থানীয় যাতায়াত ইত্যাদি বাবদ থোক অর্থ প্রদান করি। এক্ষেত্রে ভ্যাটের বিধান কী অনুগ্রহ করে জানাবেন।*** *[এম. সাঈদ আহমেদ, ম্যানেজার (ফাইনান্স এন্ড এ্যাকাউন্টস), সোমাটেক ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, ঢাকা।]*

উত্তর: বিমানের টিকিট কিনে দিলে তার ওপর কোন ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। কারণ, বিমানের টিকেট ভ্যাট আইনের আওতাভুক্ত আইটেম নয়। আমাদের দেশে ভ্যাট আইন চালু হয় ১৯৯১ সালে। তার পূর্বে আবগারী ও লবন আইন, ১৯৪৪ চালু ছিল। ১৯৯১ সালে ভ্যাট আইন চালু করা হলেও একবারে সব আইটেমকে ভ্যাটের আওতায় আনা হয়নি, ক্রমে ক্রমে আনা হয়েছে। এভাবে আনতে আনতে বর্তমানে প্রায় সব আইটেমের ওপর ভ্যাট ব্যবস্থা চালু হয়েছে। শুধুমাত্র দুটি আইটেমের ওপর এখনও আবগারী ও লবন আইন, ১৯৪৪ এর বিধান চালু আছে।

আইটেম দুটি হলো: ১. বিমানের টিকেট; এবং ২. ব্যাংকের এ্যাকাউন্ট। বিমানের টিকেটের ওপর আবগারী কর প্রযোজ্য আছে, যা বিমানের টিকেটের মূল্যের সাথে আদায় করা হয়। বিভিন্ন দেশে যাতায়াতের বিমান টিকেটের ওপর বিভিন্ন পরিমাণ আবগারী কর নির্ধারিত আছে। টিকেট বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান টিকেটের মূল্য নিজেরা গ্রহণ করে, আর আবগারী কর বাবদ গৃহীত অর্থ সরকারী কোষাগারে নির্দিষ্ট নিয়মে জমা দিয়ে দেয়। তাই, বিমান টিকেট ক্রয় করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। ব্যাংক এ্যাকাউন্টের ওপর আবগারী কর নির্ধারিত আছে। বছরে একবার এ্যাকাউন্টের ব্যালান্সের ওপর ভিত্তি করে তা কর্তন করা হয়। আমাদের সবার ব্যাংক এ্যাকাউন্টের ওপর বছরে একবার এক্সাইজ ডিউটি কর্তন করা হয়। মনে রাখতে হবে, ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সার্ভিসের বিনিময়ে গ্রহীত ফি'র ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য। যেমন: টিটি, ডিডি, এলসি ইত্যাদি কমিশনের ওপর ভ্যাট প্রদান করতে হবে।

বিদেশে গমনের পর পকেট খরচ, হোটেল ভাড়া, স্থানীয় যাতায়াত ইত্যাদি বাবদ যে অর্থ থোক প্রদান করা হয়, তার ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। এখানে আপনার প্রতিষ্ঠান ডাক্তারের সেবা গ্রহণ করেছে। সেবাটি আমাদের দেশের ভ্যাট আইনে 'অন্যান্য বিবিধ সেবা' হিসেবে বিবেচিত হবে। সেবার কোড নং-এস০৯৯.২০। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দেশের ভ্যাট আইনে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবার ওপর ভ্যাট মওকুফ করা আছে। আলোচ্য সেবাটি দেশে প্রদান করা হচ্ছে না, বিদেশে প্রদান করা হচ্ছে। সেবাটি ক্রয় করা হচ্ছে দেশে। আর সেবাটি সরাসরি চিকিৎসা বা স্বাস্থ্যসেবা নয়। সেবাটি বিজ্ঞাপন সেবা বা পরামর্শ সেবার মত। তাই, 'অন্যান্য বিবিধ সেবা' হিসেবে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-৩৬৩: ***আমরা একটি জরীপধর্মী প্রতিষ্ঠান। আমরা মূলতঃ মার্কেট জরীপ করে থাকি। আমরা জরীপ করে লব্ধ ডাটা বিক্রী করে থাকি। আমাদের জরীপ কাজের মধ্যে একটি কাজ হলো আমরা মানুষের বাসায় মিটার বসিয়ে তাদের টেলিভিশন দেখার ওপর জরীপ করি। এতে কোন্ ধরনের মানুষ, কোন্ সময়ে কোন্ ধরনের অনুষ্ঠান দেখে সে বিষয়ের ওপর ডাটা প্রস্তুত হয়। এই ডাটা আমরা বিক্রী করে থাকি। আমরা মূলতঃ শহর এলাকায় জরীপ কাজ করি। সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক এনজিও আমাদের কিছু মিটার সরবরাহ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে, সরাসরি আমাদেরকে মিটার সরবরাহ না দিয়ে এনজিও-টি আমাদেরকে অর্থ প্রদান করে। আমরা উক্ত অর্থ ব্যয় করে মিটার আমদানি করি। মিটারগুলো এখন আমাদের সম্পত্তি। উক্ত এনজিও'র সাথে আমাদের চুক্তি অনুসারে, মিটারগুলো গ্রাম এলাকায় স্থাপন করা হবে। উক্ত মিটারের মাধ্যমে গ্রাম এলাকার মানুষের টেলিভিশন দেখার ডাটা পাওয়া যাবে। সে অনুসারে টেলিভিশন চ্যানেল তাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে পারবে। এনজিও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য আমাদের মিটারগুলো প্রদান করেছে। এনজিও আমাদের যে অর্থ প্রদান করেছে তার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[অমরনাথ মজুমদার, সিএফও, এমআরবি বাংলাদেশ প্রাঃ লিঃ, বাড়ি-১৫/এ, সড়ক-৫, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।]*

উত্তর: না, এক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। এনজিও আপনাদেরকে অর্থ প্রদান করেছে। অর্থ প্রদানের ওপর ভ্যাট আরোপিত নেই। ওই অর্থ দিয়ে যখন স্থানীয়ভাবে কোন পণ্য বা সেবা ক্রয় করা হয়, তখন চিন্তা করতে হয় যে, উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না। যদি কোন পণ্য

আমদানি করা হয়, তাহলে আমদানিস্তরে (শুল্ক ভবন বা স্টেশনে) প্রযোজ্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ করতে হয়। আমদানিস্তরে শুল্ক ও কর পরিশোধ করে আমদানি করার পর যদি পণ্যটি আবার বিক্রী করা না হয়, তাহলে আর নতুন করে ভ্যাট পরিশোধ করার প্রশ্ন আসে না। পণ্যটি বিক্রী করলেই ভ্যাট পরিশোধ করার প্রশ্ন আসে। আপনারা আমদানিস্তরে সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ করে মিটারগুলো আমদানি করেছেন। মিটারগুলো এখন আপনাদের সম্পত্তি। মিটারগুলো এখন আপনাদের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। মিটার আমদানি করার জন্য এনজিও আপনাদেরকে অর্থ প্রদান করেছে। এই অর্থ প্রদন করার ওপর বা গ্রহণ করার ওপর কোন ভ্যাট প্রযোজ্য নেই।

প্রশ্ন-৩৬৪: ***ইনডোর ডেকোরেশনের জন্য অফিসে ফুলের টব নেয়া হয়। ওয়ার্ক অর্ডারের মাধ্যমে একটি নার্সারীকে কাজ দেয়া হয়েছে। প্রতি টব প্রতিদিনের জন্য ৩.৫০ টাকা হিসেবে মূল্য পরিশোধ করা হয়। গাছ মরে গেলে ২০০ টাকা প্রদান করা হয়। পেমেন্ট দেয়ার সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। [মাহবুবা শরমিন, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, আড়ং সেন্টার, ৩৪৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।]***

উত্তর: অন্যান্য বিবিধ সেবা হিসেবে ১৫ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

৪৯. আবগারী শুল্ক

প্রশ্ন-৩৬৫: ***ব্যাংকের ডেবিট এবং ক্রেডিট এ্যাকাউন্টের ওপর থেকে বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমাণ আবগারী শুল্ক কর্তন করা হয়। ব্যাংকে অনেকের বিশেষ করে রপ্তানিকারকদের ডলার এ্যাকাউন্ট থাকে। ডলার এ্যাকাউন্ট থেকে আবগারী শুল্ক কর্তন করতে হবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।*** *[ইবারত হোসেন স্বপন, ম্যানেজার, স্টক বাংলাদেশ ভ্যাট সেন্টার, ঢাকা ট্রেড সেন্টার, ৯৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।]*

উত্তর: ব্যাংকে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক মুদ্রা এ্যাকাউন্টের ওপর আবগারী শুল্ক কর্তন করতে হবে। আবগারী ও লবণ আইন, ১৯৪৪ এর প্রথম তফসিল দ্বারা সেবার কোড নম্বর E032.00 এর বিপরীতে Services Rendered by Bank or Financial Institute শিরোনামভুক্ত সেবাকে আবগারী শুল্কের আওতায় আনা হয়েছে। এই সেবার ব্যাখ্যা হলো: "Services Rendered by Bank or Financial Institute shall mean the services rendered by a scheduled bank as defined in the Bangladesh Bank Order, 1972 (P. O. No.127 of 1972) or by a financial institute (আর্থিক প্রতিষ্ঠান) as defined in আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) by the way of maintaining any type of account."এই সংজ্ঞা অনুসারে, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যে কোনো ধরনের হিসাব সংরক্ষণের ওপর আবগারী শুল্ক আরোপিত হবে।

আবগারী ও লবণ আইনের তৃতীয় তফসিলের মাধ্যমে যে কোনো এ্যাকাউন্টের ওপর বছরে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) আবগারী শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। এসআরও নং ২৩১-আইন/২০১৭/৩১৮-আবগারি, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এর মাধ্যমে এ্যাকাউন্টের ব্যালান্সের ভিত্তিতে ৫টি স্ল্যাব নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথম স্ল্যাবে ১৫০ টাকা, দ্বিতীয় স্ল্যাবে ৫০০ টাকা, তৃতীয় স্ল্যাবে ২,৫০০ টাকা, চতুর্থ স্ল্যাবে ১২,০০০ টাকা এবং পঞ্চম স্ল্যাবে ২৫,০০০ টাকা আবগারী শুল্ক নির্ধারণ করে প্রথম তফসিলে বর্ণিত এ্যাকাউন্ট প্রতি ৩০,০০০ টাকা আবগারী শুল্ক থেকে এই স্ল্যাবে বর্ণিত আবগারী শুল্কের অতিরিক্ত পরিমাণ আবগারী শুল্ক মওকুফ করা হয়েছে। যেমন: প্রথম স্ল্যাবে ১৫০ টাকা আবগারী শুল্ক। অর্থাৎ এই স্ল্যাবের ক্ষেত্রে ২৯,৮৫০ টাকা মওকুফ করা হয়েছে। এখানে কোনো ধরনের এ্যাকাউন্টের ওপর আবগারী শুল্ক মওকুফ করা হয়নি। বর্ণিত এসআরও অনুসারে ডেবিট এ্যাকাউন্ট, ক্রেডিট এ্যাকাউন্ট অর্থাৎ সব ধরনের এ্যাকাউন্টের ওপর আবগারী শুল্ক প্রযোজ্য হবে।

বর্তমানে ভ্যাট আইন প্রচলিত আছে। আবগারি আইনের আওতায় বর্তমানে মাত্র দুটি আইটেম রয়েছে, যথা: (১) ব্যাংক এ্যাকাউন্ট; এবং (২) বিমান টিকেট। তাই, আবগারি ও লবণ আইন, ১৯৪৪ এখনও বাতিল করা হয়নি। ব্যাংক এ্যাকাউন্ট আবগারি ও লবণ আইনের আইটেম। ডলার এ্যাকাউন্টের ওপর আবগারি শুল্ক প্রযোজ্য হবে কিনা এরূপ প্রশ্নের উদ্রেক হওয়ার কারণ হলো, বিষয়টি রফতানি সংক্রান্ত। এবার ভ্যাট আইনের কথায় আসি। ভ্যাট আইনে এ জাতীয় বিষয়ে বিধান কি তা পর্যালোচনা করে দেখা যায়। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) মোতাবেক রফতানিকৃত বা রফতানিকৃত হিসেবে বিবেচিত পণ্য ও সেবার ওপর শূন্য হারে কর আরোপিত হবে। ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রায় যে হিসাব রাখা হয় তা রফতানিকৃত সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না। কারণ, রফতানির কাজে এই সেবা ব্যবহার করা হয়নি। রফতানির পর রফতানির বিপরীতে প্রাপ্ত বা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা রাখার কাজে এই এ্যাকাউন্ট ব্যবহৃত হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৩ মোতাবেক, রফতানিকৃত পণ্য প্রস্তুতে বা রফতানিকৃত সেবায় ব্যবহৃত উপকরণের ওপর প্রদত্ত ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক ইত্যাদি রফতানিকারক প্রত্যর্পণ হিসেবে পাওয়ার অধিকারী হবেন। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা এ্যাকাউন্টের যে সেবা তা রফতানি সম্পন্ন হওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়নি। বরং রফতানি সম্পন্ন হওয়ার পর বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-৭(৭)মূসক-নীতি ও বাজেট/২০০৯/৪৬৭, তারিখ: ১৪.০৬.২০১২ অনুসারে, শুধুমাত্র Export LC Amendment এবং Export LC Advising এর বিপরীতে প্রাপ্ত ফী, কমিশন বা চার্জের ওপর ভ্যাট আরোপিত হবে না। LC cancellation fee, এলসি-এর বিপরীতে postage and telephone, telex, SWIFT, export document handling commission, export bill negotiation commission, export bill collection fee, loan early settlement fee ইত্যাদিসহ রফতানি সংক্রান্ত আরো অনেক সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। তাই, রফতানির পর প্রাপ্ত বা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের জন্য ব্যাংক এ্যাকাউন্টের ওপর আবগারি শুল্ক মওকুফ হতে পারে না। তবে, যেহেতু এসআরও নং ২৩১-আইন/২০১৭/৩১৮-আবগারি, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এ এ্যাকাউন্টের ব্যালান্স টাকায় প্রকাশ করা হয়েছে, সেহেতু বৈদেশিক মুদ্রা এ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দিনের বৈদেশিক মুদ্রা ওই দিনের বিনিময় হার দিয়ে গুণ করে টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় এবং সে অনুযায়ী আবগারি কর প্রয়োগ করা যায়।

প্রশ্ন-৩৬৬: ***ব্যাংক এ্যাকাউন্টের ওপর ক্রেডিট এ্যাকাউন্টে এক্সাইজ ডিউটি কর্তন করতে হবে কী?***

উত্তর: এসআরও নং ২৩১-আইন/২০১৭/৩১৮, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ এ উল্লেখ আছে যে, ডেবিট এবং ক্রেডিট উভয় ব্যালান্সের ক্ষেত্রেই আবগারি শুল্ক আদায় করতে হবে। তাই, ক্রেডিট এ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রেও আবগারি শুল্ক প্রযোজ্য হবে।

প্রশ্ন-৩৬৭: ***একটি দপ্তর তার কর্মকর্তাদের জন্য বিমানের টিকিট ক্রয় করেছে। টিকিটের বিল পরিশোধের সময় উৎসে কর্তন করতে হবে কী? করলে কত পার্সেন্ট?***

উত্তর: বিমান টিকেট আবগারি করের আওতাভুক্ত। ভ্যাট আইনের আওতাভুক্ত নয়। তাই, উৎসে কর্তন করতে হবে না। বিমান টিকিটের মূল্যের মধ্যে আবগারি শুল্ক অন্তর্ভুক্ত থাকে, যা টিকিট বিক্রেতা সরকারী খাতে জমা দিয়ে থাকে।

প্রশ্ন-৩৬৮: ***আবগারি আইন অনুসারে ব্যাংক এ্যাকাউন্টের ওপর বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ আবগারি শুল্ক কর্তন করতে হয়। সেভিংস এ্যাকাউন্ট, কারেন্ট এ্যাকাউন্ট ইত্যাদিতে সমস্যা হয় না। তবে, কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। যেমন: ফিক্সড ডিপোজিট। ধরা যাক, একজন ক্লায়েন্ট এক লক্ষ টাকার তিন বছর মেয়াদী ফিক্সড ডিপোজিট করেছেন। ফিক্সড ডিপোজিটটি ২৬ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে করা হয়েছে, যা ২৬ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে ম্যাচিউর হবে। আবগারি আইনের বিধান অনুসারে, এক্ষেত্রে বছরে ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা করে আবগারি শুল্ক কর্তন করতে হবে। অর্থাৎ প্রথম বছর যখন ১৫০ টাকা কর্তন করতে হবে, তখন তার মূল এক লক্ষ টাকা থেকে কর্তন করতে হবে, যা যুক্তিসঙ্গত নয়। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেক বছরে আবগারি শুল্ক কর্তন করি না। মেয়াদ শেষে অথবা মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি নগদায়ন করা হয়, তাহলে নগদায়নের সময় আমরা একসাথে কয়েক বছরের আবগারি শুল্ক কর্তন করি। এ পদ্ধতি সঠিক আছে কিনা তা অনুগ্রহ করে জানাবেন। (তাপস চন্দ্র পাল পি.এইচডি, হেড অব ফাইনান্সিয়াল এডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ, মতিঝিল, ঢাকা)।***

উত্তর: আপনাদের পদ্ধতি সঠিক আছে। এসআরও নং-২৩১-আইন/২০১৭/৩১৮-আবগারি, তারিখ: ০১ জুলাই, ২০১৭ অনুসারে এক বছরের যে কোনো সময়ে একাউন্টে নির্দিষ্ট পরিমাণ ডেবিট বা ক্রেডিট স্থিতি থাকলে নির্দিষ্ট পরিমাণ আবগারি শুল্ক প্রদেয় হয়। এর অর্থ এই নয় যে, সব ক্ষেত্রেই প্রত্যেক বছরে একবার আবগারি শুল্ক প্রদান করতে হবে। সেবার ক্ষেত্রে আবগারি শুল্ক পরিশোধ করতে হবে সেবা প্রদান করার সময়। সেবা প্রদান হতে হলে সেবা প্রদান সম্পন্ন হতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে সেবা প্রদান সম্পন্ন হয় তিন বছর পর। তাই, তিন বছর পর যখন সূদসহ মূল অর্থ ফেরৎ দেয়া হবে তখন বিগত তিন বছরের আবগারি শুল্ক একত্রে কর্তন করে সরকারি খাতে জমা দেয়ার মধ্যে আইনের কোনো ব্যত্যয় দেখি না। বর্তমানে ভ্যাট আইনের ক্ষেত্রেও এমন অনেক সেবা আছে যা দীর্ঘদিন ধরে প্রদান করে একবারে সমস্ত মূল্য নেয়া হয়। এরূপক্ষেত্রে ভ্যাট একবারে পরিশোধ করা হয়। আবার সেবার ক্ষেত্রে এমনও রয়েছে যেখানে দির্ঘদিন ধরে সেবাটি প্রদান করা হয় কিন্তু পার্ট পার্ট আকারে বিল করে মূল্য নেয়া হয়। এরূপক্ষেত্রে প্রতিবার পার্ট পেমেন্টের সময় ভ্যাট পরিশোধ করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে আবগারি শুল্ক প্রযোজ্য হয় এ্যাকাউন্ট খুলে যে সেবা দেয়া হয় সেই সেবার ওপর। এই সেবাটি শুরু হয় ফিক্সড ডিপোজিট ইস্যু করা থেকে এবং সেবাটি শেষ হয় ফিক্সড ডিপোজিট নগদায়ন করার সময়। আবগারি শুল্কের পরিমাণ কত হবে তা নির্ধারণের জন্য বছরের সর্বোচ্চ স্থিতি কত ছিল তা দেখতে হবে মাত্র। আবগারি শুল্ক প্রদান করতে হবে সেবা প্রদানের পর।

আবগারি আইন বেশ পুরাতন। তাছাড়া, বর্তমানে মাত্র দুটি আইটেম আবগারি আইনে অন্তর্ভুক্ত থাকায় আবগারি আইনের বিধি-বিধান তেমন প্রয়োজন হয় না, তাই পাওয়া যায় না। এত সুক্ষ্ম বিষয় সাধারণতঃ বিধি-বিধানে অন্তর্ভুক্তও থাকে না। উপরের বর্ণনা অনুসারে এক্ষেত্রে দুভাবেই আবগারি শুল্ক প্রদান করা যায়। এক. ফিক্সড ডিপোজিট ম্যাচিউর হলে অথবা ইমম্যাচিউর নগদায়ন করা হলে, নগদায়নের সময় আবগারি শুল্ক পরিশোধ করা যায়। দুই. প্রতি বছর আবগারি শুল্ক পরিশোধ করা যায়। অনেক সময় ওই ব্যাংকে ক্লায়েন্টের সেভিংস বা কারেন্ট এ্যাকাউন্ট থাকে। তাই, উক্ত এ্যাকাউন্ট থেকে আবগারি শুল্ক কর্তন করে নেয়া যায়। অথবা ব্যাংক ক্লায়েন্টের পক্ষে আবগারি শুল্ক পরিশোধ করে দিতে পারে এবং পরবর্তীতে ক্লায়েন্টের নিকট থেকে তা আদায় করে নিতে পারে। অথবা ফিক্সড ডিপোজিট ইস্যু করার সময় আবগারি শুল্ক আলাদাভাবে নিয়ে নিতে পারে। এ বিষয়টি নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে ব্যাংক এবং ক্লায়েন্টের ওপর। তারা যেভাবে পরিশোধ করতে চাই সেভাবে আবগারি শুল্ক পরিশোধ করা হলেই হলো। আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে।

***** সমাপ্ত *****